পৃথ্বীরাজ

ঐতিহাসিক মহাকাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরিত, শিবাজী মহাকাব্য
প্রভৃতি প্রণেতা
কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি. এ.
বিরচিত।

ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের;
রহি' অন্তরালে তা'র, শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত।
কদাচারে, পাপাচারে সঙ্কুচিত যথা
বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায়,
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।

পৃথ্বীরাজ সপ্তদশ সর্গ।

তৃতীয় সংস্করণ।

সম্মার্জ্জিত ও সম্বর্দ্ধিত

১৩২৭,

মূল্য তিন টাকা।

৯১।২ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
নববিভাকর যন্ত্রে
শ্রীকপিলচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা মুদ্রিত

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
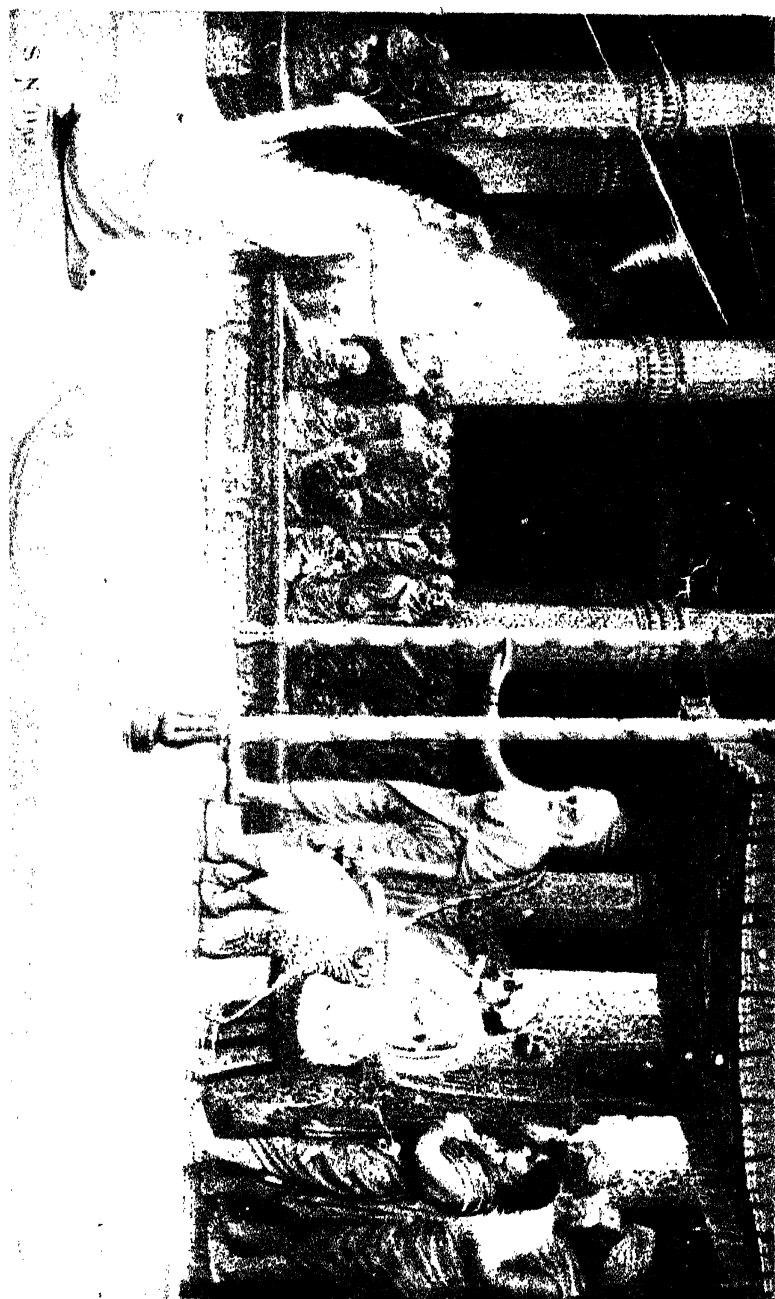
ওঁ

জননী ভারতভূমি!

ত্রিংশ বর্ষ কাল, দেবি!

নামচিত্র তব

রাখিয়াছি চোকে চোকে;

পূজেছি গোপনে;

জানেনা অপর কেহ;

কিন্তু জানো তুমি।

নাহি পাদ্য, নাহি অর্ঘ্য,

নাহি উপচার;

আছে শুধু ভক্তিপুষ্প,

লও, মা আমার॥

—:※:—

গ্রন্থাভাস।

মহাশূন্য—সীমাহীন, অন্তহীন দেশ ;—
নাহি সেথা অধঃ, ঊর্দ্ধ, উত্তর, দক্ষিণ ;
নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য্য ; নাহি সেথা বায়ু ;
কম্পহীন, স্পন্দহীন প্রসারিত ব্যোম ;
নিঃশব্দ, গম্ভীর, স্থির। সপ্তর্ষিমণ্ডল,
অখণ্ডিত, জ্যোতির্ম্ময় বৃত্তের আকারে,
আবেষ্টিয়া ধ্রুবতারা, সেথা, অবিরাম,
ভ্রমিতেছে মহাবেগে। অনাহত নাদ,
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া পূর্ণ, ও-ও-ও-ও-ও-ম্,
উঠে তাহে অনুক্ষণ ; শুনে বিশ্ববাসী,
আনন্দে, বিস্ময়ে, ত্রাসে মুগ্ধ, স্তব্ধ হয়ে।

বসি' সে মণ্ডল মাঝে সপ্ত মহাঋষি,
মরীচি, পুলহ, অত্রি, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা,
ক্রতু, তথা, মূর্ত্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানরূপী
বশিষ্ঠ, না জানি, সবে কোন্ মহাধ্যানে
মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বিশাল শরীর,
আতপ্তকাঞ্চনকান্তি, প্রশস্ত ললাট,
স্ফার বক্ষস্থল, প্রীতিপ্রসন্ন বদন।
আপিঙ্গল জটাজাল পড়েছে ছড়ায়ে
স্থূল, সমুন্নত স্কন্ধে ; বদ্ধ জানুযুগ
পদ্মাসনে ; অঙ্কদেশে ন্যস্ত পাণিদ্বয়।

বামে বশিষ্ঠের বসি', ধ্যানস্থির তনু,
পতিপদে লগ্নদৃষ্টি, দেবী অরুন্ধতী,
মূর্ত্তিমতী তপঃসিদ্ধি যেন ব্রহ্মর্ষির।
কতক্ষণে সপ্তকণ্ঠে ফুটিল নিনাদ ;
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!
অভয়-করুণ-নেত্রে চাহ মর্ত্ত্যপানে ;
কাঁদে মর্ত্ত্যবাসী জীর্ণ পাপে, তাপে, ক্লেশে!"
নীরবিলা সপ্তকণ্ঠ। সে গম্ভীর নাদ,
স্পন্দিত করিয়া ব্যোম, ধ্বনিল অমনি ;
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
বজ্ররবে মেঘস্তরে উঠিল সে ধ্বনি,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
মর্ত্ত্যলোকে উঠে ধ্বনি পর্ব্বতকন্দরে,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
উঠে সিন্ধুবক্ষে ভীম তরঙ্গসঙ্ঘাতে,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!
ভক্তহৃদে পশি', শেষে, হয় প্রধ্বনিত,
"জয় বিশ্বাত্মন্! জয় মঙ্গলস্বরূপ!"
স্তব্ধ পুনঃ ঋষিলোক। মধুর বচনে
কহিলা বশিষ্ঠদেব ;—
"হের, আর্য্যগণ!
ব্রহ্মাবর্ত্ত বলি' যা'র খ্যাতি মর্ত্ত্যলোকে ;
দেব-ঋষি-প্রিয়দেশ ; দানে, যজ্ঞে, ব্রতে
নিরুপম ধরাধামে ; জ্ঞানে সমুজ্জ্বল ;
কি দুর্দ্দশা আজি তা'র ; জাতিধর্ম্মদ্বেষে
জর্জ্জরিত ; ভ্রাতৃভেদে ছিন্ন, বিখণ্ডিত।

না পারি দেখিতে আর ; ইচ্ছা হয় মনে,
অবতরি' মর্ত্ত্যলোকে, প্রচারি আবার
ভারতে সে মহাধর্ম্ম, আদর্শ যাহার,
পুত্র, পতি, ভ্রাতা, সখা, রাজা, প্রভুরূপে,
পরিস্ফুট রামচন্দ্রে। যে ধর্ম্মের গুণে
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ঋক্ষ, রাক্ষস, বানর
বদ্ধ হ'ল সমভাবে। ব্যথা পাই মনে,
ভাবি যবে রামচন্দ্র জন্মিলা যে দেশে,
পুত্র সেথা পিতৃহন্তা * ! আর্য্যসুতগণ
ভুলিয়াছে ধর্ম্মকর্ম্ম, শিখাইব পুনঃ।"
নীরব ব্রহ্মর্ষি। তবে দেবী অরুন্ধতী
কহিলা সম্বোধি' সবে ;—
"নম আর্য্যগণ !
ব্যথিত হৃদয় মম নিরখি' নয়নে
ভারতনারীর দশা। যে দেশে জানকী,

---

* মধ্যযুগে ভারতের বহু রাজপুত্র রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এইজন্য চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে "কর্কটকসমধর্ম্মাণোহি জনকভক্ষ্যা রাজপুত্রাঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধর্ম্মের এরূপ প্রাবল্য হইয়াছিল যে, মাতার শয্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত পুত্র শয়নার্থী পিতাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে লিখিত আছে যে, "মাতৃশয়নীয়-তূলিকাতল-নিষণ্ণশ্চ তনয়োঽস্থং তনয়মভিষেক্তুকামস্য দধ্রস্য করূষাধিপতেরভবন্মৃত্যবে।"

স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর "মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "এই যুগে শক্তিশালী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে বিষম রাজ্যলালসা জাগরূক হইয়া উঠে। রাজ্যের পর রাজ্য, বংশের পর বংশ এই লালসা-বহ্নিতে ভস্মীভূত হয়। অবিশ্বাস, নিজ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, মন্ত্রী প্রভৃতির প্রতি অবিশ্বাস, রাজনীতির উপদেশের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। রাজপুত্রগণ এতই দুর্ললিত ও রাজ্যকামুক হইয়া উঠেন যে, তাঁহাদের ভয়ে রাজগণকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত।" সাহিত্যসংহিতা বৈশাখ ১৩২১।

পৃথ্বীরাজের প্রপিতামহ (কাহারও কাহারও মতে তাঁহার পিতামহ) আর্ণোরাজকে তাঁহার পুত্র যুগদেব হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। Arnoraj was murdered by his son Jugdeva some time between 1150 and 1151 A D.

Ajmer Historical and Descriptive by Har Bilas Sarda Page 153.

উপেক্ষিয়া অযোধ্যার ভোগসুখ যত,
আদরে লইলা শিরে বনবাস-ক্লেশ,
পরিতৃপ্তা পতিপ্রেমে ; ঠেলিলা চরণে
লঙ্কার ঐশ্বর্য্য ; তুচ্ছ করিলা লাঞ্ছনা,
নির্য্যাতন, নির্ব্বাসন ; সে দেশে এখন
পত্নী পতিপ্রাণহন্ত্রী * ! পতন এ হতে
কি হ'বে অধিক আর ? যা'ব মর্ত্ত্যলোকে,
শিখা'ব আবার যত ভারতনারীরে
কি সাধনা, কিবা ব্রত সহধর্ম্মিণীর।"
নীরব হইলা দেবী। বীণা সপ্তস্বরা
ঝঙ্কারি' থামিল যেন। ব্রহ্মর্ষি মরীচি
ঋষিজ্যেষ্ঠ, সম্বোধিয়া কহিলা দোঁহারে ;—
"শুন, আর্য্যে অরুন্ধতি ! শুন, আর্য্য তুমি

---

* এই মধ্যযুগে রাজপুত্রগণেরও অপেক্ষা রাজমহিষীদিগের ব্যবহার অধিক শোচনীয় হইয়াছিল। বহু রাজমহিষী, কামান্ধা ও লোভান্ধা হইয়া, পতিহত্যা করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস হইতে কয় জনের কথা উদ্ধৃত হইল ; "মধুমোদিতং মধুরকসংলিপ্ত-লাজৈঃ সুপ্রভা পুত্ররাজ্যার্থং মহাসেনং কাশিরাজং জঘান। যোগপরাগবিরসবর্ষিণাচ মণিনূপুরেণ বল্লভা সপত্নীরুষা বৈরন্ত্যং রন্তিদেবম্ ; বেণীনিগূঢ়েন চ শস্ত্রেণ বিন্দুমতী বৃষ্ণিং বিদূরথম্ ; রসিদিগ্ধমধ্যেন চ মেখলামণিনা হংসবতী সৌবীরং বীরসেনম্ ; অদৃশ্যাগদলিপ্তবদনা চ বিষবারুণী-গণ্ডূষপায়নেন পৌরবী পৌরবেশ্বরম্ সোমকম্" ইত্যাদি।

হ্যামলেটে ডেন্মার্কের রাজ্ঞীর যাদৃশ ব্যবহারের উল্লেখ আছে, হর্ষচরিতে তাহার অনুরূপ একটি ঘটনারও উল্লেখ দেখা যায়। তাহাতে আছে যে, "বিষচূর্ণচূম্বিত মুকরন্দেণ চ কর্ণেন্দী-বরেণ দেবকী দেবরানুরক্তা দেবসেনং সৌহ্ম্যং" (জঘান)।

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "রাজমহিষীদিগের এইরূপ ব্যবহারের জন্যই শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা "স্থবিরস্ত্রীপরিশুদ্ধাং দেবীং পশ্যেৎ" অর্থাৎ প্রথমতঃ বর্ষীয়সী অন্তঃপুরিকারা পরীক্ষা করিয়া দেবীর পরিশুদ্ধি জ্ঞাপন করিলে রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।" সাহিত্যসংহিতা বৈশাখ ১৩২১।

মনুসংহিতার প্রামাণিক টীকাকার মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট, উভয়েই, রাজাদিগের পক্ষে যে রাজমহিষীগণের দুর্ব্যবহার হইতে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা সমর্থনের জন্ত রাজমহিষীদিগের আচরিত স্বামিহত্যার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের সময়ে যে এই মহাপাপ বিরল হয় নাই, পাঠক, যথা স্থানে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

বশিষ্ঠ! গরিষ্ঠ জ্ঞানে। জানি মোরা সবে
জীবদুঃখে বিগলিত প্রাণ উভয়ের;
তাই এ আনন্দধাম পরিহরি, দোঁহে
চাহ মর্ত্ত্যলোকবাস। তোমা দোঁহা বিনা
শূন্য র'বে এ মণ্ডল; যাইব সকলে;
উদ্ধারিব আর্য্যসুতে একব্রত হয়ে।"
"তথাস্তু তথাস্তু" বলি' ঋষি পঞ্চজন
করিলা সম্মতি দান। সবার নয়নে
করুণার অশ্রুবিন্দু হইল উদিত;
বদনে উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি সঞ্চারি,' দ্বিগুণ,
উজ্জ্বল করিল কান্তি। হেন কালে তথা
অপূর্ব্ব আলোক এক হ'ল দীপ্যমান,
শত-সূর্য্য-বিনিন্দিত। অশরীরী বাণী,
সে আলোক হ'তে উঠি', মধুর, গম্ভীর,
পশিল সবার কর্ণে। কহিল সে বাণী;—
"শুন, ঋষিগণ! এই বিধির আদেশ;
নহে কাল অনুকূল ভারত-উদ্ধারে;
নিষ্ফল প্রয়াস তবে করিবে কি হেতু?
অখণ্ড্য বিধান এই বিশ্ববিধাতার,
প্রায়শ্চিত্ত বিনা পাপ না হয় মোচন।
অনাচারে, অত্যাচারে, ইন্দ্রিয়বিকারে,
জাতিধর্ম্মদ্বেষে, ভ্রান্ত বীরত্বাভিমানে
শত শত বর্ষ হ'তে যে পাতক রাশি
হইয়াছে স্তূপীকৃত, প্রায়শ্চিত্ত-কাল
আসিয়াছে ত'ার এবে। দেখ ভাবি' সবে,
দেশব্যাপী বিষবায়ু হইলে সঞ্চিত

মহা ঝড় বিনা কভু নাহি হয় দূর।
সঘনে গরজে বজ্র, বহে ঝঞ্ঝাবায়ু ;
উৎপাটিত হয় তরু, ছিন্ন হয় লতা ;
ভাঙ্গে দেবালয়, ভাঙ্গে শৌণ্ডিক-বিপণি ;
তপোবন, উপবন চূর্ণ হয় দুই ;
বাল, বৃদ্ধ, সাধু, চোর মরে অবিভেদে ;
কিন্তু পরিণামে হয় পরম কল্যাণ ;
পূত হয় ব্যোম, বহে সুনির্ম্মল বায়ু ;
ধ্বংসশেষে নব সৃষ্টি বিধি বিধাতার।
জেনো স্থির ঋষিগণ! বিপ্লব মহান্
যদি নাহি করে চূর্ণ, ভূমি-বিলুণ্ঠিত
মোহান্ধ, মদান্ধ যত আর্য্যসুতগণে,
জ্ঞাননেত্র যদি নাহি হয় উন্মীলিত
কশাঘাতে তাহাদের, নূতন সমাজ,
ভ্রাতৃত্বে সুদৃঢ়, ধর্ম্মে জাতিগর্ব্বহীন,
উপেক্ষিতে, অনাদৃতে কর্ত্তব্য-নিরত,
না হ'বে গঠিত কভু। পুণ্য আর্য্যভূমি,
বৈরাগ্যে, সংযমে, প্রেমে অতুল ভূতলে,
কখন(ও) না পা'বে ধ্বংস ; কিন্তু মুক্তি তরে
চাহি প্রায়শ্চিত্ত তা'র। শুন ভবিষ্যৎ,
সমাগতপ্রায় কাল। ঘনীভূত অই
পশ্চিমে অমোঘ মেঘ ; আসিছে ঝটিকা ;
দেখ মর্ত্ত্যপানে সবে।"

নীরবিলা বাণী।

পৃথ্বীরাজ।

প্রথম সর্গ।
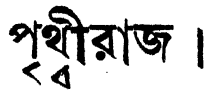
শরদে প্রসন্নকায়া,   যেন স্থির মেঘচ্ছায়া,
যমুনা বহিছে, ধীরে ধীরে ;
মধুর প্রভাত-বায়   ঢেউগুলি ভেঙ্গে যায়,
কল কলে লোটে আসি, তীরে।
ধবলিত করি' কূল   ফুটিয়াছে কাশফুল,
তরঙ্গিত মৃদু সমীরণে ;
হরি' যূথী-জাতি-গন্ধ   বহে বায়ু মন্দ মন্দ,
কেতকী-সৌরভ ছুটে বনে।
পাষাণ-রচিত কায়,   তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ প্রায়,
পুরী কত শোভে নদীতটে ;
নবোদিত রবিকরে,   মরি ! কিবা শোভা ধরে,
চিত্র সম নীলাম্বর-পটে।
অট্টালিকা চূড়ে, চূড়ে   বিচিত্র পতাকা উড়ে,
পূর্ণ কুম্ভ শোভা পায় দ্বারে ;
কুসুম-পল্লব-হার   শোভে, কিবা চমৎকার !
দ্বার-স্তম্ভে, গবাক্ষ-মাঝারে।

সম্মার্জ্জিত করি' ধূলি, কঙ্কর, কণ্টক তুলি',
স্নিগ্ধ করি' ছড়াইয়া জল,
ইন্দ্রধ্বজ নিরমিয়া,* রাজপথ সাজাইয়া,
দাঁড়ায়েছে নাগরিক দল।
মঞ্চে করি' অধিষ্ঠান কলাবিৎ তোলে তান,
মুরজ, মন্দিরা, বেণু বাজে ;
কোথা চন্দ্রাতপ-তলে নর্ত্তক-নর্ত্তকী-দলে
নৃত্য করে, মনোহর সাজে।
পুরনারী হরষিত তুলে সুমঙ্গল গীত,
শঙ্খধ্বনি করে কোনজন ;
পরিয়া উৎসব-সাজ দাঁড়ায়ে অলিন্দ-মাঝ,
করে কেহ পুষ্প বরষণ।
দিব্য বেশ, আভরণ পরি' সভাসদ্‌গণ
ধা'ন, দ্রুত, রাজপুরী পানে ;
অশ্ব, গজ আরোহণে চলেছেন কত জনে,
কেহ পদে, কেহ নরযানে।
রাজপুরী সুসজ্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত,
মুখরিত জন-কোলাহলে ;
মুক্ত করি' তরবার অশ্বারোহী রাখে দ্বার,
পদাতিক ভ্রমে দলে, দলে।
পাত্র, মিত্র, মন্ত্রিগণ, বেড়ি' রাজসিংহাসন,
বসেছেন নিজ, নিজ স্থানে ;
বেদমন্ত্রে পুরোহিত নৃপতির চা'ন হিত,
বৈতালিক রত জয়গানে।

---

* ইন্দ্রের তুষ্টির জন্য উত্থাপিত ধ্বজ। ইহা হইতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শস্য জন্মে বলিয়া প্রাচীনকালে লোকের বিশ্বাস ছিল।

ভূতলে বাসব সম, শৌর্য্যে, বীর্য্যে নিরুপম,
দিল্লীপতি শ্রীঅনঙ্গপাল
বসেছেন সভামাঝে, সাজি সন্ন্যাসীর সাজে,
কণ্ঠে ধৃত তুলসীর মাল।
পরিত্যক্ত রাজবেশ, চূড়াবদ্ধ শুক্লকেশ,
শোভে ভালে তিলক, চন্দন;
নাহি অঙ্গে অলঙ্কার, অঙ্গদ, মুকুট, হার,
পরিধান গৈরিক বসন।
অপুত্রক নরপতি করেছেন এই মতি,
দৌহিত্রেরে সঁপি' সিংহাসন,
বদরিকাশ্রমে গিয়া, ইষ্টদেবে আরাধিয়া,
করিবেন জীবন যাপন।
বহু রূপ-গুণ-যুতা নৃপতির দুই সুতা,
জ্যেষ্ঠা, তেজ-গর্ব্বিতা সুন্দরী;
কনিষ্ঠা, কমলাবতী, স্নেহবতী, ভক্তিমতী,
রূপে যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
নরপতি কীর্ত্তিমান্ জ্যেষ্ঠারে করিলা দান
কনোজের অধিরাজ-করে;
আজ্‌মীর-পতির সনে কমলার শুভক্ষণে
বিবাহ দিলেন অতঃপরে।
সুন্দরীর হ'ল সুত, রাজেন্দ্র-লক্ষণযুত,
রিপুজয়ী জয়চন্দ্র নাম;
বহুদিন পরে তা'র পুত্র হ'ল কমলার,
পৃথ্বীরাজ সর্ব্বগুণধাম। *

---

* পৃথ্বীরাজের এই পরিচয় সুপ্রচলিত পৃথ্বীরাজরাসো হইতে গৃহীত। পৃথ্বীরাজবিজয় নামক অপ্রচলিত সংস্কৃত কাব্যে স্বতন্ত্র কথা আছে।

লয়ে পাত্রমিত্রগণে পৃথ্বীরাজে সিংহাসনে
বসাইতে করিয়া মন্ত্রণ,
ডাকি' প্রজাগণ সবে, নরপতি মহোৎসবে
করেছেন সভা আবাহন।
বামে বসি' নৃপতির পৃথ্বীরাজ মহাবীর
রাজবেশ অঙ্গে পরিধান;
অপূর্ব্ব মহিম-প্রভা উজ্জ্বল করেছে সভা,
বীরবপু, করে ধনুর্ব্বাণ।
চম্পকনিন্দিত বর্ণ, বাহু, বক্ষ, নাসা, কর্ণ
সর্ব্ব অঙ্গ, গঠিত সুন্দর;
সপ্রেম, প্রশান্ত দৃষ্টি করে যেন সুধাবৃষ্টি.
শালপ্রাংশু, দৃঢ় কলেবর।
চন্দনের রেখা ভালে, কণ্ঠ শোভে পুষ্পমালে,
অভিষেকে কান্তি নিরমল;
অনিমেষে পৌরজন করে সবে দরশন,
মন্ত্রমুগ্ধ, স্তব্ধ সভাতল।
ধরি' দৌহিত্রের কর কহিলেন দিল্লীশ্বর;—
"শুন, প্রাণাধিক পৃথ্বীরাজ!
করে তব প্রজাগণ করিলাম সমর্পণ,
সিংহাসনে বোসো তুমি আজ।
যে সাম্রাজ্য পাণ্ডুবীর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির,
এক দিন করিলা শাসন, *
আজ সে অমূল্য নিধি তোমারে দিলেন বিধি,
সমাদরে করহ গ্রহণ।

* প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থই বর্ত্তমান দিল্লী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। দিল্লীর একাংশ, এখনও, "ইন্দরপৎ" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত।

দুষ্টে কোরো দণ্ডদান, রাখিও শিষ্টের মান,
গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা কোরো, বীর!
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে দিও প্রাণ অকাতরে,
সম্পদে, বিপদে থেকো স্থির।
এই পাত্র, মিত্র যত, পোষ্য, ভৃত্য, অনুগত,
সকলের লহ তুমি ভার ;
হ'লে তুমি দিল্লীরাজ, রাজদণ্ড ধর আজ,
প্রজা আমি হইনু তোমার !"
পৃথ্বীরাজ মহাবীর, ভূমে লুটাইয়া শির,
মাতামহে করিয়া বন্দন,
প্রণমিয়া দ্বিজগণে, বসিলেন সিংহাসনে ;
সবে করে "জয়" উচ্চারণ।
উচ্চে তুরী, ভেরী বাজে, আনন্দে নর্ত্তকী নাচে,
"স্বস্তি" উচ্চারয়ে বিপ্রগণে ;
সহসা বিস্ময়ভরে সভাজন পরস্পরে
দেখায় অঙ্গুলি-প্রদর্শনে।
দ্বারপালে শাসাইয়া, অগ্রস্থিতে সরাইয়া,
আসে এক নারী তেজস্বিনী ;
পৃষ্ঠে আলোলিত কেশ, বিপর্য্যস্ত, শ্লথ বেশ,
প্রৌঢ়া, তবু, লাবণ্যে দামিনী।
দূরাগমে পরিশ্রান্তা, অবসাদে যেন ক্লান্তা,
রবিকরে আরক্ত বদন ;
অঙ্গে ঝরে শ্রম-জল, বহে শ্বাস অবিরল,
উঠে বক্ষে সঘনে স্পন্দন।
দীর্ঘ শূল শোভে করে, নেত্রে অগ্নিকণা ঝরে,
পৃথ্বীরাজে হেরি' সিংহাসনে,

কুটিল ভ্রূভঙ্গী করি' ধীরে ধীরে অগ্রসরি',
দাঁড়াইলা ভূনত নয়নে।
দিল্লীশ্বর-পদতলে প্রণমি' রমণী বলে,
চিত্রার্পিত রহে সবে চেয়ে।
"ক্ষম, পিতঃ মহারাজ! আজ্ঞা বিনা সভামাঝ
আসিয়াছি বড় ব্যথা পেয়ে।
শুনিনু এ কি সংবাদ? কি করিনু অপরাধ?
না পারি বুঝিতে কোন্ দোষে,
জ্যেষ্ঠের না রাখি' মান, কনিষ্ঠেরে রাজ্যদান
করিলেন কি হেতু? কি রোষে?
রূপে, গুণে নিরুপম দৌহিত্র উভয়ে সম,
কন্যা মোরা উভয়ে সমান;
তবে পক্ষপাত হেন পিতঃ! করিলেন কেন,
ন্যায়ধর্ম্ম দিয়া বলিদান?
যদি কিছু থাকে দোষ, মহারাজ! ত্যজি' রোষ,
আজ্ঞা মোরে দি'ন একবার,
এই মহাশূল দিয়া, মর্ম্ম মোর বিদারিয়া
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহার।
এত বলি' বক্ষ'পরে শূল হানিবার তরে
নৃপসুতা উঠাইলা কর;
হেরি ব্যস্ত নররায় বাহু ধরি' দুহিতায়
টানিয়া নিলেন বক্ষ'পর।
কহিলা বদন চুমি';— "নহ সাপরাধা তুমি
কোন(ও) দোষে দোষী নহে জয়;
প্রজার মঙ্গল তরে রাজ্য পৃথ্বীরাজ-করে,
স'পিয়াছি, অবিচারে নয়।

দুরন্ত তুরুকগণ,　　করিতেছে আয়োজন
　　আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ তরে ;
বীর বিনা, এ সময়,　　রাজ্যরক্ষা সাধ্য নয়,
　　দেখ, বৎসে! চিন্তিয়া অন্তরে।
বিভাগ করিলে রাজ্য　　বলহানি অনিবার্য্য,
　　প্রজার জন্মিবে অসন্তোষ ;
রাজকুলে জন্ম লয়ে,　　রাজ্ঞী, রাজমাতা হয়ে,
　　রাজনীতি না বুঝিলে দোষ।
মণি, মুক্তা মোর কাছে　　যা' কিছু সঞ্চিত আছে,
　　জয়চন্দ্রে করিব প্রদান ;
কুবের-সম্পদ তুল্য　　রাজ্য হ'তে গুরুমূল্য,
　　নিরখিলে পাইবে প্রমাণ।
যা'রে যাহা শোভা পায়　　ভাবি, বুঝি দিব তায়,
　　নাহি ইথে পক্ষপাত-লেশ ;
যথা বাণী তথা রমা,　　তোমরা উভয়ে সমা,
　　ত্যজ, বৎসে! অভিমান, দ্বেষ।”
এত শুনি' নৃপসুতা　　কহিলেন রোষযুতা ;—
　　“বিস্মৃত কি হেতু, নৃপবর!
ভিক্ষুক, যাচক জন　　রাজদ্বারে চাহে ধন,
　　পুত্র মম রাজরাজেশ্বর।
প্রসন্না শ্রীহরি-প্রিয়া　　রাজ্য যা'র বিভূষিয়া
　　রেখেছেন বৈকুণ্ঠ সমান,
সে আসি' অর্থের তরে　　ভিক্ষাপাত্র ল'বে করে!
　　কেন তা'রে হেন অপমান ?
ক্ষত্রকুলে জন্ম তা'র,　　থাকে যদি তরবার,
　　ল'বে রাজ্য নিজ ভুজবলে,

সে আশা পূরিবে যবে, আবার আসিব তবে
কানোজে ফিরিয়া যাই চলে।
পৃথ্বী! তুমি পুত্র সম, মনে রেখো কথা মম,
অধর্ম্মে অর্জ্জিত যেই ধন,
কভু নাহি ভোগ হয়, ভোজ্য, ভোক্তা সমুদয়
ধ্বংস পায় শাস্ত্রের বচন।
এই অবিচার-ফলে যা'বে দিল্লী রসাতলে,
লুপ্ত হবে, তোমর, চৌহান ; *
যদি আমি কায়মনে পূজে থাকি নারায়ণে
বাক্য মোর না হইবে আন।"
পিতৃপদে প্রণমিয়া, জনসঙ্ঘ বিদারিয়া,
এত বলি, যান নৃপবালা ;
সহসা চমকি' যেন লুকা'ল চপলা হেন,
ভেদ করি' ঘন মেঘমালা।
সবে, মন্ত্রমুগ্ধপ্রায়, পরস্পর মুখ চায়,
ভাবে একি জাগ্রৎ-স্বপন ;
কেহ বলে, "বিধি বাম, এ কার্য্যের পরিণাম
শুভ নাহি হ'বে কদাচন।"
ক্ষুব্ধ লোক সভামাঝ, নিরখিয়া পৃথ্বীরাজ
সম্বোধিয়া কহেন সবায় ;
"আজি এ আনন্দোৎসবে ম্লান কেন হেরি সবে ?
শুভাশুভ বিধির ইচ্ছায়।
দেখ ভাবি', বন্ধুগণ! যাঁর রাজ্য, যাঁর ধন
তিনি যদি করেন প্রদান,

* অনঙ্গপাল তোমর এবং পৃথ্বীরাজ চৌহান বংশীয় রাজপুত ছিলেন।

প্রতিবাদ করিবার কার আছে অধিকার ?
উচিত কি দ্বেষ অভিমান ?
করি নাই কোন দোষ, অহেতুক এই রোষ ?
পূজ্যা তিনি জননী সমান ;
দেখায়ে গেছেন ভয়, চিত্ত তাহে ক্ষুব্ধ নয়,
আশীর্ব্বাদ করিতেছি জ্ঞান।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, চৌহানের যোগ্য কর্ম্ম,
ভুলিতে নারিব, বন্ধুগণ !
মাতামহ-দত্ত রাজ্য অবিভক্ত, অবিভাজ্য
রাখিব, আমার দৃঢ়পণ।
মন্ত্রিগণ ! শুন সবে, প্রচারহ ভেরী-রবে
গ্রামে, গ্রামে আমার আদেশ ;
ঋণদায়ে বন্দী যা'রা মুক্ত আজ হ'ল তা'রা ;
দিল্লী রাজ্যে পণ্যশুল্ক শেষ। *
আছে যত তীর্থস্থান লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান
দীনে, দ্বিজে করিবে তথায় ;
ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ জন, মাতৃহীন শিশুগণ
পয়স্বিনী গবী যেন পায়।
ভাবি' হিন্দু হতবল শুনেছি তুরুকদল
করিতেছে যুদ্ধ আয়োজন ;
বীরধর্ম্ম স্মরি সবে লহ আসি, চর্ম্ম তবে
চৌহান, তোমর যোদ্ধৃগণ।
নাহি চিন্তা, নাহি ভয়, যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়,
মহোৎসবে রত হও সবে ;"

* বিক্রেয় দ্রব্য একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইবার সময়, ঘাটিতে ঘাটিতে, এখনকার চুঙ্গীর মত কর আদায় করা হইত। ইহাই পণ্যশুল্ক নামে অভিহিত হইয়াছে।

শুনি' রাজসভামাঝে আবার দুন্দুভি বাজে,
তুরী, ভেরী বাজে উচ্চরবে।
কলাবিৎ-কণ্ঠে গীত উঠে পুনঃ সুললিত,
পুনঃ উঠে নূপুর-ঝঙ্কার ;
সসম্ভ্রমে পৌরজন আনি' মণি, মুক্তা, ধন
রাজপদে দেয় উপহার।
ক্রমে, দিবা অবসান, রবি অস্তাচলে যান,
যায় লোক নিজ নিজ ঘর ;
"নাহি চিন্তা, নাহি ভয়" "জয় পৃথ্বীরাজ জয়"
এই কথা কহি' পরস্পর॥

দ্বিতীয় সর্গ।

কল্পনে! প্রসাদে তব কত কবিজন
হেরেছেন কত দৃশ্য, লোকে অগোচর,
আকাশে, পাতালে, তথা, স্বরগে, নরকে,
রাজার প্রাসাদ মাঝে, দীনের কুটীরে;
শত ধন্য তিনি, তুমি কৃপা কর যাঁ'রে।
অকৃপা যাহারে তব, ভাগ্যহীন সেই
কবিকুলে, গন্ধহীন কুসুম যেমতি
অনাদৃত। দয়া, তবে, কর, দয়াময়ি!
শুনাও, অতীত স্মৃতি করি' সঞ্জীবিত,
ভারতের ভূতকথা। হ'ক জ্বালাময়ী
সে কাহিনী, তবু, দেবি! করিয়া শ্রবণ,
বুঝি নিজে, বুঝাইব স্বদেশীয় জনে
কোন্ দোষে, কোন্ পাপে পতিত আমরা;
কারণবিহনে কার্য্য না ঘটে সংসারে।
শুনাও সে ইতিহাস মহাপতনের,
চূর্ণ যাহে, ভূমিকম্পে অট্টালিকা সম,
শত শত বর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য হিন্দুর।
অতীতের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিয়া, দেবি!
দেখাও সমরক্ষেত্রে হিন্দুবীরগণ
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে হৃদয়শোণিত
কেমনে করিত দান। হিন্দুকুলনারী,
কেমনে, প্রফুল্ল মুখে, পতিপুত্রগণে,
সাজাইয়া বীর সাজে, পাঠা'ত সমরে;

যুদ্ধান্তে কেমনে পুনঃ জয়মাল্য দিয়া
লইত বরণ করি'। স্বভাব-কোমলা,
তবু মৃত পতিসনে, চিতাশয্যা'পরে,
রক্ষি' পতি-শির ক্রোড়ে, বসিত কেমনে
স্মিত-সমুজ্জ্বল কান্তি। নিরাশ, নির্জ্জীব
যদিও এ জাতি, এবে, তবু সে কাহিনী
শুনা'বে আমার গীত, উৎসাহ-অনল
জ্বালিবে হৃদয়মাঝে; এস, কৃপাগুণে।

প্রসারিত গিরিবর যোজন-বিস্তৃত;
শিরে তা'র শোভা পায় গজনীনগরী,
ভুবনবিখ্যাত পুরী; ভূষিতে যাহারে
কত দেবালয়, কত প্রাসাদ, কুটীর
লুণ্ঠিত করিলা বীর স্থল্‌তান মামুদ *
লাঞ্ছিত, দলিত করি' ভারতসন্তানে।
চারিদিকে সুবেষ্টিত দুর্ভেদ্য প্রাচীর,
পাষাণে নির্ম্মিত কোথা, কোথা বা ইষ্টকে।
সগর্ব্বে প্রহরী-স্তম্ভ, উচ্চ করি' শির,
দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে। বন্ধ্য, নগ্ন গিরি,
তুষার-ঝটিকাবশে শ্যামশোভাহীন,
নিরন্তর রুদ্রমূর্ত্তি। নিম্নে নগরীর
প্রান্তর, কেদার শোভে, শস্যগুচ্ছে ভরা,
হরিৎ-সাগর সম। ছুটে গিরিস্রোত
কল কল স্বনে কোথা; তটদেশে তা'র
সুরম্য উদ্যান 'রাজে পূর্ণ ফুলে, ফলে।

* গজনীর অধিপতি স্বনামখ্যাত বীর। ইনি, অষ্টাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, বহু নগর, তীর্থ ও দেবমন্দির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ইঁহার কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থলে একাধিকবার বর্ণিত হইয়াছে।
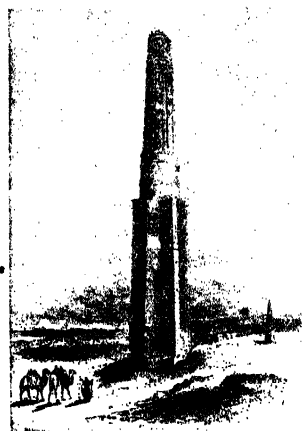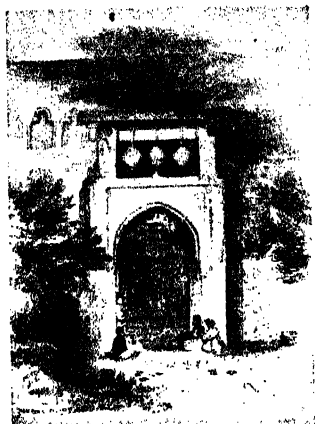
বামে মামুদের সমাধি, দক্ষিণে মামুদ নির্ম্মিত স্তম্ভ
নিম্নে গজনী নগরীর বহির্দৃশ্য।

পৃথ্বীরাজ ১৯ পৃঃ

সুবিশাল স্তম্ভদ্বয়, ইষ্টকরচিত,
সর্ব্বধ্বংসী কালে গর্ব্বে উপহাস করি',
মামুদবংশের কীর্ত্তি প্রচারিছে লোকে,
দাঁড়ায়ে অটল ভাবে। * অদূরে পুরীর
বিরাজে রওজাগ্রাম ; যথা মামুদের
সমাধিমন্দির, শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত,
কহিছে দর্শকে, যেন, নীরব ভাষায়
'জেতা, জিত ধূলিশেষ, বিধি বিধাতার'।
প্রাচীর মাঝারে দুর্গ, রাজহর্ম্ম্য তা'য়
উঠেছে গগন ভেদি'। সে হর্ম্ম্যের মাঝে
নিভৃত প্রকোষ্ঠ এক, শোভা-সজ্জাহীন ;
বসি' তাহে বীরবর মহম্মদ ঘোরী,
নিজ পাত্র, মিত্র লয়ে। দক্ষিণে কুতব †
নবীন যৌবন-কান্তি উজলিছে তনু,
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, বীর-দর্পে ভরা।
বামে বসি' হামজবী, ‡ গম্ভীর মূরতি,

---

* এই দুইটী স্তম্ভের মধ্যে একটী মামুদের, অপরটী তাঁহার পুত্র মসাউদের, নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উভয়ই এখনও বর্ত্তমান আছে।

† ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট্ সুপ্রসিদ্ধ কুৎবুদ্দীন আইবক। ক্রীতদাস হইতে, ক্রমে, উন্নতি লাভ করিয়া, ইনি সেনাপতি, পরে মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি এবং তৎপরে স্বাধীন সম্রাট হইয়াছিলেন। সাহস ও বলবীর্য্যের সঙ্গে প্রভুভক্তি, আশ্রিতবাৎসল্য এবং বদান্যতা প্রভৃতি বহুগুণে ইনি অলঙ্কৃত ছিলেন। ঐতিহাসিক ফেরেস্তা ইঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

Kootboodeen was of a brave and virtuous disposition ; open and liberal to his friends, courteous and affable to strangers. In the art of war and good government he was inferior to none, nor was he a mean proficient in literature.

Briggs' Ferista Vol. I. PP. 189-190.

‡ Kowam-ool-moolk Humzvy মোহম্মদ ঘোরীর অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মহম্মদ পরে ইঁহাকেই দূতরূপে আজমীরে পৃথ্বীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। He (Mahomed Ghoory) dispatched Kowam-ool.Moolk Humzvy one of his

ললাটে চিন্তার রেখা। মধ্যে উভয়ের
সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন, * করে জপমালা,
বিলম্বিত শ্মশ্রুজাল স্পর্শে নাভিদেশ,
প্রশান্ত বদনকান্তি! দাঁড়ায়ে অদূরে,
সম্ভ্রমে বিনত শির, রাজদূতত্রয়।
সম্বোধিয়া দূতগণে জিজ্ঞাসিলা ঘোরী,
মধুর গম্ভীর ভাষে ;—
"হিন্দুস্থান মাঝে
ছিলে সবে, এতদিন ; কি দেখিলে সেথা?
কেমন সে দেশ বল ; সম্পদ, বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, যা' কিছু দেখেছ,
বল বিস্তারিয়া সবে ; অগ্রে বল, আলি!"

---

principal chiefs, ambassador to Ajmeer, with a declaration of war, should the Indians refuse to embrace the true faith.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 174.

তাজুল মাসির প্রণেতা হাসন নিজামী ইঁহাকে Hamza নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—He had obtained distinction by the customs of embassage and the proprieties of missions, and his position in the service of the sublime court had met with approval and in the beauty of his moral character and the excellence of his endowments, the above mentioned person, in whose merits all concurred and from the flames of whose wisdom and the light of whose penetration abundant delight and perfect good fortune arose.

Elliot's History of India, Vol. II. PP. 212-13.

* ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মুসলমান সাধু। আজমীরে ইঁহার যে সমাধি বর্ত্তমান আছে, তাহা মুসলমানদিগের একটি প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। মুন্তাকবুল তোয়ারিক প্রণেতা বলেন যে Khaja Mainuddin chishti came with Sultan Shahabuddin when he invaded India again in 1192 A. D. ইঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে ;—He is said to have passed days together, in devotion and meditation. * * He never preached aggression, was a man of peace and good will towards all God's creatures. Ajmer Historical and descriptive PP. 90-91.

স্বধর্ম্মের আদর্শ অনুযায়ী ভক্তিমান্ ও আচারনিষ্ঠ হইলেও ইঁহার রণদক্ষতার অভাব ছিল না। খান্দেশের অন্তর্গত নন্দুরবর ইনিই জয় করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

Imperical Gazetteer, Vol. XVIII. P. 362.

সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির, ভূমি স্পর্শ করি',
আরম্ভিলা আলি ;—
　　　　　　কি কহিব, "জাঁহাপনা !
অদ্ভুত, অপূর্ব্ব দেশ। বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তা'রে নিরুপম করি'
গড়েছেন ধরাধামে। সুনীল আকাশ,
সমুজ্জ্বল, দিবাভাগে, তপন-কিরণে ;
জ্যোতির্ম্ময়, নিশাকালে, নক্ষত্রনিকরে ;
দীপ্তিমান চন্দ্রালোকে। তুষার-ঝটিকা
না জানে সে দেশে কেহ। মধুর পবন
বহে সেথা সংবৎসর ; স্রোতস্বতী যত
অমৃত-সলিলে পূর্ণ। তরুলতাগণ
ফলে, ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম,
আস্বাদে, সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত।
বিশাল সে দেশ ; কোথা গিরি সুমহান,
গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত ;
কোথা বনভূমি, পূর্ণ ভীষণ শ্বাপদে ;
কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে সুশোভিত,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
যোজন-যোজন-ব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধ-শ্যাম
শোভে কোথা ; কোথা নদী বহে কল কলে।
খনি গর্ভে জন্মে মণি ; সাগরে মুকুতা ;
নারী সেথা নিরুপমা। সমৃদ্ধা নগরী ;
ফলে, শস্যে পূর্ণ পল্লী। কি ক'ব অধিক,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ হিন্দুস্থান।"
　　হাসিয়া কহিলা ঘোরী ;—

"হেন স্বর্গ হ'তে
কেন, তবে, এলে ফিরি' ?"
উত্তরিলা দূত ;—
"আসিলাম, জাঁহাপনা ! পথ দেখাইতে,
সঙ্গে পুনঃ যা'ব বলে।"
কহিলেন ঘোরী ;—
"কহ, দূত ! কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান
দেখিয়া এসেছ তুমি।"
নিবেদিলা দূত ;—
"এসেছি হেরিয়া, প্রভো ! যমুনার তীরে
প্রাচীন নগরী দিল্লী, পূর্ণ ধনে, জনে ;
জয়স্তম্ভে, দেবালয়ে, সুরম্য প্রাসাদে
অনুপম ধরামাঝে। দেখেছি কনোজ,
অবস্থিত গঙ্গাতটে ; নানা দেশজাত
পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দেখেছি আজ্মীর,
মরুসিন্ধু-বক্ষে রম্য, শ্যাম দ্বীপ সম
শোভাময়। হেরিয়াছি মথুরানগরী,
বারাণসী, পুণ্যতীর্থ উভয় হিন্দুর ;
আর(ও) কত শত স্থান। হিন্দুস্থানে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া বর্ণিবার নয়।"
"কি তুমি দেখেছ, এবে, বলহ, হানিফ্ !"
সম্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী ;—
"কোন্ বেশে ছিলে সেথা ?"
উত্তরিলা দূত ;—
"মৌনী সন্ন্যাসীর বেশে। করেছি ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, নগরে, প্রান্তরে ;

দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ।
পশি' কভু যজ্ঞশালে, কভু দেবালয়ে,
হেরিয়াছি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার হিন্দুর ;
শুনিয়াছি শাস্ত্রপাঠ, হ্রীং, ক্লীং, ওঁ।
কিন্তু, জাঁহাপনা! আমি না পারি বুঝিতে
কেন বিশ্বস্রষ্টা, হেন মনোহর দেশে,
এ হেন অধম জাতি করিলা সৃজন,
ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন! এক, অদ্বিতীয়
ভুলি' পরমেশে আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে।
অদ্ভুত তা'দের ধর্ম্ম ; কেহ পূজে শিলা,
কেহ নদী, কেহ তরু। কেহ আঁখি মুদি'
করে মহাশূন্য ধ্যান। বিচিত্র তা'দের
মনোভাব, পূজারীতি। কহে কোন জন
'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' ; আবার কেহ বা
নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান।
কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা ;
কেহ পূজে বুদ্ধে, কেহ পূজে জিনদেবে।
নাহি হিতাহিত-জ্ঞান ; মুক্তিলাভ তরে
কেহ ডুবে নদীজলে ; গিরিশৃঙ্গ হ'তে
পড়ে কেহ লম্ফ দিয়া , রথচক্র-তলে
হয় কেহ নিষ্পেষিত ; বক্ষে বিঁধে শূল ;
বিদারে রসনা বাণে। নির্ম্মম নিষ্ঠুর ;
পুত্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে ;
দগ্ধ করে, অবিভেদে, মাতায়, সুতায়,
বাঁধি' চিতাকাষ্ঠে, তা'র মৃত পতি সনে ;
বাজায় দামামা, যদি করে আর্ত্তনাদ।

বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতিধর্ম্মদ্বেষে, নিত্য, রত বিসংবাদে ;
নাহি সখ্য, নাহি প্রেম। উচ্চবর্ণ, যদি,
চামার, চণ্ডাল আদি হীনজাতি নরে
স্পর্শে কভু, স্নান করি' শুচি হয় তবে।
নহে বুদ্ধিহীন তা'রা ; তর্কে সুনিপুণ ;
রচিয়াছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু নাহি জানি,
কেন হেন মতিভ্রান্ত ! ব্যথিত অন্তর,
হিন্দুর দুর্ম্মতি হেরি'। সুল্‌তান মামুদ,
ভাঙ্গি' দেবালয়, অর্থ করিয়া হরণ,
দণ্ডিলা বিধর্ম্মিগণে। কিন্তু, জাঁহাপনা !
ফলে নাই ফল তাহে। থামিলে ঝটিকা
দাঁড়ায় যেমন তরুঃ, পুনঃ, তুলি' শির,
তেমনি উঠেছে হিন্দু। তীব্র শাস্তি বিনা
না করিবে জ্ঞানলাভ। মস্‌লিম-সমাজে
ধার্ম্মিকের বন্ধু এক জাঁহাপনা বিনা
এ অধর্ম্ম, অনাচার করিতে উচ্ছেদ
না আছে অপর কেহ। কালক্ষেপ আর
না হয় উচিত, প্রভো ! সঙ্কটে, বিপদে
মস্‌লিমের বল যিনি, মহান্ ঈশ্বর,
হ'বেন সহায় তিনি।”

নীরবিলা দূত।

ঘোরীর ললাটদেশ হইল কুঞ্চিত।
ত্যজি' মালা জপ, ফিরি', কুতবের পানে
চাহিলেন মৈনুদ্দীন। কহিলেন ঘোরী ;—
“কি তুমি দেখেছ সেথা, বল, জাঁহান্দর !”

কহিলা তৃতীয় দূত ;—

"সত্য, জাঁহাপনা !
হিন্দুস্থান সমদেশ নাহি এ ধরায়।
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি,
দন্ত তা'র বিষে ভরা। নিরখি' তা'দের
বলবীর্য্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি ;
দুর্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে। বুঝিয়াছি আর(ও)
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ; হ'ক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তা'র তরে।
প্রজা সেথা রাজভক্ত ; রাজার আদেশে
অনলে, গরলে, জলে না ডরে মরিতে।
আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দুনামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে। না বুঝি', না ভাবি'
হিন্দুস্থান-আক্রমণ উপযুক্ত নয়।
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক,
বটনামে ; মহা বাহু করিয়া বিস্তার,
আবরিয়া রাখে গ্রাম ; শাখা হ'তে তা'র
সূক্ষ্ম সূত্রসম মূল, পরশিয়া ভূমি,
ক্রমে হয় মহাতরু ; আকর্ষিয়া রস,
রহে সঞ্জীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে।
তেমতি এ হিন্দুজাতি ধরে, জাঁহাপনা !
অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি ; হ'ক মূলচ্ছেদ,
উৎপাটন, শাখা তবু রহিবে বাঁচিয়া।*

---

* হিন্দুদিগের এই জীবনীশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—
Even when the overlord or central authority was vanquished the separate groups and units had to be defeated in detail and each state supplied a nucleus for subesquent revolt. * * The popular notion that

কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রু সহ ?
কি ফল প্রতিমাভঙ্গে, লুণ্ঠনে, পীড়নে ?"
"শুন, দূত !"
জাঁহান্দরে কহিলেন ঘোরী ;—
"লভিয়াছ অভিজ্ঞতা, রহি' হিন্দুস্থানে ;
পার কি বলিতে তুমি সমর-কৌশল
কিরূপ হিন্দুর ? অশ্ব, গজ, পদাতিক
শিক্ষিত কেমন ? অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ
কোন্ অস্ত্রে পটু তা'রা ?"
উত্তরিলা দূত ;—
"নহি যোদ্ধা আমি প্রভো ! বর্ণিব তথাপি
দেখিয়াছি যাহা ; হিন্দু বলী গজবলে।
সচল পর্ব্বত সম গজযূথ যবে
হয় যুদ্ধে অগ্রসর, নাহি শক্তি কা'র(ও)
রোধিতে তা'দের বেগ ; প্রতিদ্বন্দ্বী সেনা
চূর্ণ হয় দণ্ডমাত্রে। দেখিয়াছি আর(ও)
শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক,
অব্যর্থ-সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার
না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুরে
গজে, পদাতিক সৈন্যে। দ্বিতীয় রুস্তম*
জাঁহাপনা ! করুন্ তা' উচিত যা' হয়।"

India fell an easy prey to the Musalmans is opposed to the historical facts * * At no time was Islam triumphant throughout the whole of India. Hindu dynasties always ruled over large areas.

Hunter's Indian Empire. PP. 322-23.

* রুস্তম মুসলমানদিগের ভীম ছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর অসাধারণ বলবীর্য্যের জন্য তবকাৎ ই নাসিরীপ্রণেতা তাঁহাকে Haider (সিংহ) of the time and a second Rustom বলিয়াছেন। Page 460.

ইঙ্গিতে বিদায় করি' রাজদূতগণে
কহিলেন তবে ঘোরী ;—
"শুনিলে ত সবে,
যা কহিলা দূতগণ ? কিবা যুক্তি বল।"
কহিলা কুতব ;—
"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা
চিরদিন ঘোষে লোক। এ হেন সম্পদ,
এ সৌন্দর্য্য ভোগ যদি, পুরুষ হইয়া,
না করিনু, বৃথা জন্ম অবনীমণ্ডলে।"
"সত্য ; কিন্তু শুনিলে ত"
কহিলেন ঘোরী ;—
"দুর্দ্ধর্ষ সমরে হিন্দু ; না করি' বিচার,
উচিত কি যুদ্ধারম্ভ তাহাদের সনে ?"
কহিলা কুতব ;—
"প্রভো! না করি' বিচার,
কখন (ও) কর্ত্তব্য নয় ; কিন্তু, জাঁহাপনা!
দেখুন বারেক ভাবি', বালক কাসিম*
করেছিল জয় যবে এই হিন্দুগণে,
সাহস, শূরত্ব কোথা ছিল তাহাদের ?
অষ্টাদশ বার বীর সুল্‌তান মামুদ
লুণ্ঠিলা হিন্দুর দেশ, ভাঙ্গিলা মন্দির;
বিচূর্ণিলা সোমনাথ ; কোথা ছিল তবে
হিন্দুর বীরত্ব ? হিন্দু নহে বীর্য্যহীন,
সত্য ; কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে।

---

* ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে কাসিমের বয়স বিংশতি বর্ষ মাত্র ছিল।

কাসিম দেবলপুরী আক্রমিলা যবে,
ঘোষণা করিল হিন্দু; মন্দিরচূড়ায়
যাবৎ পতাকা এক রহিবে উড্ডীন,
না পারিবে শত্রুসৈন্য প্রবেশিতে পুরে।
কৌশলী কাসিম, শুনি,' ধ্বজা লক্ষ্য করি',
হানিলা অজস্র অস্ত্র; ছিঁড়িল পতাকা;
নিরাশা-পীড়িত হিন্দু হ'ল পরাজিত।*
ব্যবহারে শিশু তা'রা। আলোর-ভূপতি,
দাহির দৈবজ্ঞে ডাকি' জিজ্ঞাসিলা তা'রে;
কোথা শুক্রগ্রহ এবে করিতেছে স্থিতি?
কি হ'বে যুদ্ধের ফল?' দৈবজ্ঞ কহিল;
'সম্মুখে তোমার শুক্র, পশ্চাতে তা'দের,
যুদ্ধে তা'রা হ'বে জয়ী।' কহিলা ভূপতি;
'কর কিছু প্রতীকার।' ডাকি স্বর্ণকারে
শুক্রের সুবর্ণ মূর্ত্তি করায়ে নির্ম্মাণ
রাজার পশ্চাতে বাঁধি' অশ্বের পর্য্যাণে,
দিল পাত্রমিত্রগণ; কহিল বুঝায়ে;—
'পশ্চাতে যখন শুক্র যুদ্ধে হ'বে জয়।'
নির্ব্বোধ দাহির, নাহি বুঝি' নিজ বল,
পশিল সমরে; যুঝি' সিংহের বিক্রমে

---

* দেবল সিন্ধুদেশের অন্তর্গত। While Kasim was considering the difficulties opposed to him, he was informed by some of his prisoners that the safety of the place was believed to depend on the flag which was displayed on the tower of the temple. He directed his engines against that sacred standard, and at last succeeded in bringing it to the ground; which occasioned so much dismay in the garrison as to cause the speedy fall of the place. * * The fall of the temple seems to have led to that of the town.
Elphinstone's History of India. Cowell's Edition. P. 308.

মুসলমান-অসিঘাতে প্রাণ দিল শেষে। *
জানে প্রাণ দিতে হিন্দু; কিন্তু নাহি জানে
শৃঙ্খলা, সমরনীতি; স্বভাবে সরল;
দেখে দিন, দেখে ক্ষণ, শুভাশুভ-যোগ।
নাহি বুঝে, ব্যাধি-বহ্নি-সমর-সঙ্কটে,
ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে ঘটে সর্ব্বনাশ।
না জানে পুরুষকার, দৈব, দৈব করি'
নয়ন থাকিতে অন্ধ; হুঁছটে, হাঁচিতে,
কাকশৃগালের রবে গণে পরমাদ।
অল্পে হয় বিশৃঙ্খল; নায়ক অভাবে,
ভাঙ্গি ব্যূহ, মেষ সম করে পলায়ন।
আস্থাহীন নিজবলে; চিনে মাত্র রাজা;
নিরাশ, নির্জ্জীব হয় রাজার পতনে।
দাহির, অনঙ্গপাল † হস্তী আরোহিয়া
এসেছিল যুদ্ধে দোঁহে; তীক্ষ্ণ শরাঘাতে,
জ্বলন্ত কন্দুকে করী গেল পলাইয়া,
বিধ্বস্ত বিপুল সেনা হইল নিমেষে।
শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের,

---

* আলোর সিন্ধুদেশের অন্তর্গত। Dahir then said to an astrologer, "I must fight to-day; tell me in what part of the heavens the planet Venus is and calculate which of the two armies shall be successful, and what will be the result." After the computation, the astrologer replied. "According to the calculation the victory shall be to the Arab army, because Venus is behind him and in front of you." Rai Dahir was angry on hearing this. The astrologer then said, "Be not angered, but order an image of Venus to be prepared of goid." It was made and fastened to his saddle-straps in order that Venus might be behind him, and he might be victorious.

Chachnama Elliott's History of India, Vol. I. P. 169.

† During the heat of the attack which was made on him, a fire-ball struck the Raja's elephant and the terrified animal bore its master off the

মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে,
হ'বে তা'রা পরাজিত ; সাম্রাজ্য তুর্কের
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা। হিন্দু, শাস্ত্রভীরু,
আছে চিন্তান্বিত হ'য়ে ; প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, নিরাশায় হ'বে পদানত।*
নাহি চিন্তামাত্র, প্রভো ! জিনিব নিশ্চিত,
জিনিব হিন্দুরে রণে। মামুদনির্ম্মিত
অই জয়স্তম্ভ † হ'তে স্তম্ভ উচ্চতর

---

field, and could not be stopped until it had plunged into the neighbouring river. The disappearance of the chief produced its usual effect on Asiatic armies ; and although Dahir, already wounded with an arrow, mounted his horse and renewed the battle with unabated courage, he was unable to restore the fortune of the day, and fell fighting gallantly in the midst of the Arabian Cavalry.

Elephinstone's History of India P. 309.

অনঙ্গপাল লাহোরের অধিপতি জয়পালের পুত্র। মামুদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সম্বন্ধে এই-রূপ বর্ণিত আছে ;——The elephant, upon which the prince, who commanded the Hindoos, rode, becoming unruly from the effects of the naptha-balls, and the flights of arrows turned and fled. This circumstance produced a panic among the Hindoos, who, seeing themselves deserted by their general, gave way, and fled also.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 47.

* এই বিশ্বাসে প্রকৃতই কোন কোন ভারতীয় রাজা মুসলমানদিগের নিকট, একরূপ বিনা যুদ্ধে, আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের বৃত্তান্ত সকলেরই সুপরিচিত। সিন্ধু দেশের অন্যতম শাসনকর্ত্তা কাকা কোটাল, কাসিমের নিকট, আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার যুযুৎসু স্বজাতীয়গণের বিরুদ্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ;—He also said that the Almighty God misled them (his countrymen) in their way, so that they were wandering about the whole night in darkness and chagrin ; and that the astrologers and credible persons of his country had found out by thier calculations of the stars that his country would be taken by the Muhammadan army. He had already seen this miracle, and he was sure that this was the will of God, and that no device or fraud would enable them to withstand the Muhammadans.

Chachnama Elliott's History of India, Vol. I. PP. 161-62.

† এই জয়স্তম্ভ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—The only remains retaining architectural

স্থাপিব হিন্দুর দেশে; 'চূড়া হ'তে তা'র
ঘোষিবে মোঝীন * "আল্লা আক্‌বর" বলি';
বুঝিবে তা' হ'লে হিন্দু, বীর মুসলমান
কা'র বলে বলী যুদ্ধে অজেয় কি হেতু।"
সম্বোধিয়া মৈমুদ্দীনে কহিলেন ঘোরী;—
"কহ, সাধুবর! তব কিবা অভিপ্রায়।"
উত্তরিলা সাধু ধীর, মধুর বচনে;—
"পরধনে, পরদারে অকর্ত্তব্য লোভ;—
কিন্তু প্রাণপণে সত্যধর্ম্ম প্রচারিতে
বলেছেন হজরৎ। কত ধর্ম্মবীর,
আরবে, ঈরাণে, রুমে, সত্যধর্ম্ম তরে,
করেছেন প্রাণদান; স্বর্গবাসী তাঁ'রা।
মোহান্ধ, ভ্রমান্ধ হিন্দু, ভুলি' পরমেশে,
আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে; ভ্রম তাহাদের
হ'বে ঘুচাইতে। অগ্রে পাঠাইয়া দূত
হইবে কহিতে 'হিন্দু! ত্যজ মূর্ত্তিপূজা,
লহ সত্যধর্ম্ম, পূজ এক, অদ্বিতীয়ে'।
সম্মত হইলে যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন;

---

characters are two remarkable towers rising to the height of 140 ft. They belong, on a smaller and far less elaborate scale, to the same class as the Kutb Minar at Delhi.

Encyclopædia Britanica, Vol. XI. P. 234.

গজনীস্থিত স্তম্ভ ১৪০ ফিট, কুতব মিনার ২৩৮ উচ্চ। কুতব মিনার যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে;—The original purpose of the minaret was doubtless as Muazzin's tower whence the call to morning and evening prayer might be heard throughout the whole city.

Imperial Gazetteer, Vol. XI. P. 234.

* মোঝীন—নমাজের জন্য আহ্বানকারী।

কিন্তু মোহগর্ব্বে তা'রা না শুনিলে কথা
হ'বে যোগ্য শিক্ষা দিতে ; শিক্ষক যেমতি
শিক্ষা দেন দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে।
কহিল যে জাঁহান্দর বীর হিন্দুজাতি,
চিন্তামাত্র নাহি তাহে। হ'ক শূর, বীর,
চূর্ণ হ'বে রেণু সম; সহায় মোদের
নিজে সর্ব্বশক্তিমান্। কে রক্ষিল, বল,
সুলতান মামুদে, যবে, মরুভূমি মাঝে,
সোমনাথ-আক্রমণে ব্যথিত হৃদয়
প্রতিহিংসাপর হিন্দু ভুলাইয়া তাঁ'রে
লইল বিপথে? বীর, তৃষ্ণায় আকুল,
অবসন্ন, পথশ্রান্ত, কণ্ঠাগত প্রাণ,
ডাকিলা কাতর হ'য়ে "রক্ষ, প্রভো" বলি'।*

---

* After the army had marched all night and next day and the time had come round for the troops to halt although search was made for water none was anywhere to be found. The Sultan directed that the Hindu guide should be brought before him. This was done, when the Hindu guide replied to the Sultan saying: "I have devoted my life for the idol Somnath. and I have led you and your army to this desert, in any part of which water is not to be found, in order that you may all perish." The Sultan commanded that the Hindu should be despatched to hell, and that the troops should halt and take up their quarters for the night. He then waited until night had set in, after which he left the camp, and proceeded some distance from it aside. Then kneeling down and with his forehead to the ground he prayed devoutly and fervently unto the Most High for deliverance. After a watch of the night had passed, a mysterious light appeared in the horizon, and the Sultan gave orders for the troops to be put in motion, and to follow him in the direction of the light. When the day broke, the Almighty God had conducted the army of Islam to a place where there was water, and all the Musalmans were delivered safely out of this impending danger.

The Tabakat-i-Nasiri, P. 83.

উপধর্ম্মসেবী হিন্দু না পারিবে কভু
রোধিবারে সত্যধর্ম্মসেবী মুসল্‌মানে।"
"সুসঙ্গত বটে কথা।"
কহিলেন ঘোরী ;—
"বল এবে, হামজবী! অভিপ্রায় তব।"
কহিলেন হামজবী ;—
"রাজরাজেশ্বর!
ধর্ম্ম, অর্থ ভূমণ্ডলে প্রিয় মানবের।
প্রশংসিত সেই, এই উভয়ের মাঝে,
একটীও আছে যা'র। মহাভাগ্যবান্‌
সেই নর, দুই যেই পারে অর্জ্জিবারে।
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, বীর্য্যে জাঁহাপনা সম
আছে কেবা ভাগ্যবান্‌? * দেখুন চিন্তিয়া,
আক্রমিলে হিন্দুস্থান, বিধির কৃপায়,
উভয় হইবে লাভ। অর্থে অগণিত
পূর্ণ হ'বে রাজকোষ ; ততোধিক লাভ
হ'বে হিন্দুস্থানে সত্যধর্ম্মের প্রচারে।
কিন্তু এই মহাকার্য্য না হ'বে সাধিত
সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিনা ; লুণ্ঠনে, পীড়নে
না হইবে স্থায়িফল। সুল্‌তান মামুদ,
রাজা, প্রজা লুণ্ঠি' সবে, আনিলা যে ধন,

---

* হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে মুসলমাননেতৃগণ যাহাই হউন, মুসলমানের নিকট তাঁহারা কিরূপ লক্ষিত হইতেন, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

মহম্মদ ঘোরীর প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ফেরেস্তা এইরূপ লিখিয়াছেন :— Muhammad Ghory bore the character of a just monarch, fearing God and ever having the good of his subjects at heart. He paid good attention to learned and devout men and was never deficient in serving them to the utmost of his power. Briggs' Ferista, Vol. I. P. 187.

কোথা গেল ? স্বর্ণ, হীরা, মণি, মুক্তা রাশি
অশ্রুবিন্দু সনে তাঁ'র গিয়াছে মিশিয়া,
জলে জলবিম্বপ্রায় ; চিহ্ন নাহি এবে।*
ভাঙ্গিলা যে দেবমূর্ত্তি কি ফলেছে ফল ?
ত্যেজেছে কি মূর্ত্তিপূজা হিন্দু নর, নারী ?
বৃথা সেই অভিযান ; বিদ্যুতের জ্যোতি,
তীব্রালোকে ক্ষণমাত্র উজলি' আকাশ,
ঝলসিয়া আঁখি, পাছে ডুবায় আঁধারে ;
চন্দ্রালোক মৃদু, কিন্তু তম করে দূর।
ধর্ম্মে, অর্থে স্থায়ী ফল চাহি যদি মোরা,
পুত্র-পৌত্রক্রমে যদি চাহি সুখভোগ,
স্থাপিতে হইবে রাজ্য হিন্দুস্থান মাঝে ;
একবার বসি যদি উঠিব না আর।"

"সুযুক্তি, সুপরামর্শ।"

কহিলেন ঘোরী ;—

"নাহি অভিলাষ মোর মামুদের সম,
ঝটিকার বেগে পড়ি', ঝটিকার প্রায়,
হ'তে পুনঃ অন্তর্হিত। বাঞ্ছা সংস্থাপিতে
স্থায়ী রাজ্য হিন্দুস্থানে। কুতব ! তোমারে
দিনু এ কার্য্যের ভার ; কর আয়োজন ;
দেশ দেশান্তর হ'তে আনো সেনাদল।
শুনেছ ত জাঁহান্দর যা' কহিল এবে ?

---

* It is a well established fact, that two days before his death, he commanded all the gold and caskets of precious stones in his possession to be placed before him : when he beheld them he wept with regret, ordering them to be carried back to the treasury.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 84.

গজসৈন্যে, পদাতিকে হিন্দু বলবান্ ;
কিন্তু নাহি চিন্তা তাহে। সুবিদিত তব,
রণক্ষেত্রে মত্তগজ ঘটায় বিপদ,
শত্রুমিত্র উভয়ের ; পায় যদি ত্রাস,
না মানে অঙ্কুশ, করে উভে বিদলিত।
পদাতিক শ্রান্ত হয়, রণক্ষেত্র যদি
হয় দীর্ঘ, সুবিস্তৃত ; না পারে সহিতে
দূরপর্য্যটন-ক্লেশ, লৌহবর্ম্মভার ;
চালনায় শ্লথগতি। অশ্ব আমাদের,
পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্পাহারে ;
উল্লম্ফনে, সন্তরণে, গিরি-আরোহণে
সুদক্ষ, অভ্যাসগুণে। অশ্ববলে মোরা
গজ, পদাতিক দুই করিব বিজয়।
কর আয়োজন তুমি ; বুঝিলে সময়,
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোতমাঝারে,
পড়িব হিন্দুর দেশে। প্রকৃতি তা'দের
বুঝেছি উত্তম আমি। বীরত্বে, বিক্রমে
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তা'রা ; ধরে বহুগুণ।
কিন্তু জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে নিত্য জর্জ্জরিত,
ভ্রষ্ট সত্যধর্ম্ম হ'তে ; পতন তা'দের
অনিবার্য্য। শিলাখণ্ড, বাঁধা পরস্পর,
রোধ করে স্রোতবেগ, তরঙ্গ উত্তাল ;
কিন্তু অনাবদ্ধ হলে, উলটি' পালটি',
হয়, ক্রমে, রেণুশেষ। হিন্দু বটে দৃঢ়,
বন্ধন না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে।
শত জাতি, শত ধর্ম্ম, শত রাজ্য যথা

ধ্বংসে রত পরস্পর, কেমনে তথায়
বন্ধন, মিলন হ'বে ? কিন্তু মোরা সবে
এক জাতি, এক ধর্ম্মী, এক ভূপতির *
আজ্ঞাধীন ; মোরা যবে হ'ব অগ্রসর,
স্রোত-মুখে বালুস্তূপ যাবে ভাসি' তা'রা।
আর (ও) শুন গূঢ় কথা ; মূঢ় হিন্দুজাতি
গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশিতে না হয় বিমুখ।
চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি ;
যখন (ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে,
স্বদেশ-স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দু কোন জন
আসি', পক্ষ লয় তার। সিকন্দর বীর
পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপতি
অশ্ব, অর্থ, খাদ্য সনে শিবিরে তাঁহার
পাঠাইয়া দিল দূত। † সুল্‌তান মামুদে,
লয়ে অশ্বসৈন্য, দুষ্ট শিবানন্দ রায় ‡

---

* মহম্মদ ঘোরী, কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও, তৎকাল পর্য্যন্ত, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা এবং আপনাকে তাঁহার অধীন সেনাপতি বলিয়া প্রচার করিতেন।

† At Ohind Alexander was met by an embassy from Ambhi (Omphis), who had then succeeded to the throne of Taxila, the great city three marches beyond the Indus. The lately deceased king had met the invader in the previous year at Nikaia and tendered the submission of his kingdom. This tender was now renewed on behalf of his son by the embassy, and was supported by a contingent of 700 horse and the gift of valuable supplies comprisiug thirty elephants, 3000 fat oxen, more than 10000 sheep, and 200 talents of silver.

V. Smith's Early History of India, P. 60.

‡ এই শিবানন্দ রায়, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সহ মামুদের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর গজনীর আভ্যন্তরীণ বিরোধে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

A numerous body of Hindoo cavalry, under Sewand Rai, is stated to have taken part in the troubles at Ghazni, within two months after the Sultan's death; whence it is obvious that he must, during his lifetime, have availed himself of the services of this class of his subjects.

Elphinstone's History of India, Cowell's Edition. P. 350.

করিল সাহায্য দান। প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হ’বে অভাব।
জান সবে হিন্দুস্থানে ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে
অগ্রগণ্য দিল্লী। আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষবীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে। বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে,
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায়, ভ্রাতায়;
একে করি’ হস্তগত নাশিব অপরে।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত,
ইস্‌লাম প্রভুত্ব হ’বে স্থাপিত ভারতে।”
নীরব হইলা বীর। কহিলা কুতব;—
“ধন্য জাঁহাপনা ধন্য! প্রভুর আদেশে
স্থাপিব বিজয়স্তম্ভ দিল্লীর মাঝারে,
করিনু প্রতিজ্ঞা এই!”*
সহসা মস্‌জিদে
উচ্চে মোঝীনের ডাক “আল্লা হু আক্‌বর”
পশিল সবার কর্ণে। শশব্যস্ত হয়ে
উঠিলেন সর্ব্বজন, ভাঙ্গিল মন্ত্রণা। †

---

* সুপ্রসিদ্ধ কুতবমিনার হিন্দু অথবা মুসলমান কাহাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে মতই প্রকৃত হউক, কুতব তাঁহার নামে পরিচিত স্তম্ভ আমূল নির্ম্মাণ করিয়া থাকুন, বা পূর্ব্ব নির্ম্মিত স্তম্ভের যাবনিক আকার প্রদান করিয়া থাকুন, তাঁহার মুখে আরোপিত কথাগুলি, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

† এই সর্গে বক্তাদিগের মুখে যে সকল কথার আরোপ করা হইয়াছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সকল কথা বলা সম্ভবপর কি না যদি কাহারও তৎবিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে, তাঁহাকে পৃথ্বীরাজের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান লেখক অলবিরুণীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি। তাহাতে মুসলমানের হিন্দুজাতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ও অনুসন্ধিৎসার বিস্ময়জনক প্রমাণ আছে।

তৃতীয় সর্গ।

সংযুক্তাসুন্দরী, জয়চন্দ্র-সুতা,
বসি' উপবনে, সখীজনযুতা,
দেববালা, যেন, হ'য়ে স্বর্গচ্যুতা,
মরতে আসিয়া বিহরে।

বনলতিকায় বসন্ত যেমন
সাজায়, পরায়ে ফুল-আভরণ,
তেমতি বালার দেহেতে যৌবন
সুষমা ঢেলেছে দু'করে।

সলাজ কটাক্ষ দিয়াছে নয়নে,
স্নিগ্ধ অরুণিমা কপোল-বরণে,
কটিতে ক্ষীণতা, পীনতা জঘনে,
মৃদুমন্দ গতি চরণে।

শিরে কেশজাল চমরগঞ্জিত,
অঙ্গের বরণ কনক-লাঞ্ছিত,
কমলকলিকা উরসে শোভিত,
মুকুতার ভাতি দশনে।

নহে সে তরুণী, নহে সে বালিকা,
অর্দ্ধস্ফুট যেন কুসুমকলিকা,
গুরুজনপ্রিয়া, আশ্রিতপালিকা,
পরিমিত-মৃদুভাষিণী।

দেবদ্বিজে বালা সদা ভক্তিমতী,
ললিত কলায় অনুরাগবতী,
জ্ঞান-গরিমায় যেন সরস্বতী,
প্রীতিময়ী, চারুহাসিনী।

সে রূপমাধুরী করি' দরশন,
না জ্বলিত কা'র (ও) চিত্তে হুতাশন,
দেবী-প্রতিমায় নিরখি' যেমন
ভক্তিমুগ্ধ লোক রহিত।

"রমার জনম ভীষণ সাগরে,
জনমিলা উমা পাষাণের ঘরে,
তাই এ কুমারী"—সবে পরস্পরে
কনোজনিবাসী কহিত।

ত্রিজগতে তা'র নাহি ছিল পর,
স্নেহে সমবাঁধা পশু, পাখী, নর,
উপবনে শিখী, কুরঙ্গ-নিকর
নিরখিলে তা'রে নাচিত।

ভৃঙ্গার ভরিয়া, সখীগণ সনে,
প্রবেশিত বালা যবে ফুলবনে,
পল্লব-সঙ্কেতে তরুলতাগণে,
তা'র(ই) করে জল যাচিত।

মা বাপের বালা বড় সোহাগিনী,
ভাইবোনদের ক্রীড়ার সঙ্গিনী,
ব্যথিত জনের সন্তাপহারিণী,
দেবী নিরুপমা ভূতলে।

কিন্তু সে কোমল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষত্রতেজ-গর্ব্ব নিভৃতে বিরাজে,
হ'ত নতশির, হেরি' তা'রে লাজে,
কামুক যুবক সকলে।

পিতার সহিত করী আরোহণে
প্রবেশিত যবে গহন কাননে,
সুতীক্ষ্ণ শায়ক যুড়ি' শরাসনে,
উৎসাহে বদন ভাতিত।

নিরখি' আসিছে শার্দ্দূল ভীষণ,
নেত্রে বহ্নিকণা, বিকট দশন,
দৃঢ় করে বাণ করিত ক্ষেপণ,
উল্লাসে হৃদয় মাতিত।

আবার, যখন, বসি' দেবালয়ে,
রামায়ণ-কথা, পূতচিতা হয়ে,
শুনিত ; না জানি, কি ভাবি' হৃদয়ে,
বালার নয়ন ঝরিত।

গভীর নিশীথে মৃতপতি সনে
বসি' একাকিনী সাবিত্রী কেমনে
কাটাইলা কাল, ভাবি' মনে মনে
আঁখি দু'টী জলে ভরিত।

না ছিল ভাবনা, নাহি ছিল ভয়,
জীবন বালার সদানন্দময় ;
কিন্তু অকস্মাৎ কালমেঘোদয়
হয়েছে সুনীল গগনে।

রাজপুরে সবে কহে পরস্পর,
'পৃথ্বীরাজ সনে হইবে সমর,
ব্যস্ত, তাই, সদা কনোজাধীশ্বর
বিপুল বাহিনী গঠনে।'

উঠে কোলাহল নগর মাঝার,
আসে সেনাদল কাতারে কাতার,
ব্যথিতা কুমারী ফেলে নেত্রাসার,
একাকিনী বসি' বিরলে।

সখীগণ, আসি', বুঝাইয়া কয়,
"ক্ষত্রিয়কুমারি! রণে কেন ভয়?
কনোজের সেনা সমরে দুর্জ্জয়,
কে আঁটিবে, বল, ভূতলে?"

জয়, পরাজয় কুমারীর মন
চিন্তি', ক্ষণতরে, নহে উচাটন,
ভাবিত সরলা, কি হেতু এ রণ,
এ দারুণ দ্বেষ কি রোষে?

দাতা যদি দেন ধন আপনার,
লইলে গ্রহীতা কিবা পাপ তা'র?
পৃথ্বীরাজে পিতা সমরে সংহার
চাহেন করিতে কি দোষে?

সুধা'তে পিতারে সাহস না হয়,
জিজ্ঞাসিলে মাতা বিরস হৃদয়,
সখীরা বুঝায় হ'বে রণজয়,
পীড়িতা কুমারী মরমে।

পিতামহী, কভু, ডাকিয়া আদরে,
চিবুক ধরিয়া, ক'ন স্নেহভরে;—
"সংযুক্তে! কিহেতু আঁখি তোর ঝরে?"
নিরুত্তরা বালা সরমে।

করিতে সুতার চিত্ত বিনোদন
বলেছেন রাজা ;—'শুন সখীগণ !
গীতবাদ্যে তোষ কুমারীর মন,
কলাবিৎ জনে লইয়া।'

মিলি' তাই যত সখীগণ আজ,
বসেছেন, রাজ-উপবন মাঝ,
পরায়ে বালারে কুসুমের সাজ,
সুসজ্জিতা সবে হইয়া।

চম্পক-মুকুট শোভে শির'পরে,
মল্লিকার হার কণ্ঠে শোভা ধরে,
কেহ বা বকুল লয়ে থরে থরে
রচেছে বলয়, কঙ্কণে।

কেহ নাচে, কেহ সুখে করে গান,
পিক সনে কেহ তুলে কুহুতান,
নবীন যৌবনে উল্লসিত প্রাণ,
রত সখী-চিত-তোষণে।

কোন সখী কহে ;—"করিনু শ্রবণ
এসেছে নগরে ভাট একজন,
গীত, বাদ্যে তা'র জ্ঞান অতুলন,
অনুপম মর্ত্ত্য-ভুবনে।

অনুমতি হ'লে, রাজার কুমারি !
উপবনে তাঁরে আনিবারে পারি,
ঘুচিবে তোমার নয়নের বারি
সুললিত গীত শ্রবণে।

জানে ইতিহাস, জানে সে পুরাণ,
রূপে, বেশে যেন রাগ মূর্ত্তিমান্,
ত্রিতন্ত্রী বীণায় তোলে যবে তান
পাষাণের তনু শিহরে।

উঠায় মল্লারে জলদ-গর্জ্জন,
দীপকে কখন(ও) জ্বালে হুতাশন,
তোলে গুন্ গুন্ ভ্রমর গুঞ্জন,
পিক সম কভু কুহরে।"

আদেশিলা বালা আনিতে তাহায়,
শুনিয়া উল্লাসে সখীগণ ধায়,
অবিলম্বে ভাট, আসিয়া তথায়,
সসম্ভ্রমে নমি' কহিল ;—

"কি গান গাইব, ভূপাল-নন্দিনি!
শুনা'ব কি কিছু পুরাণ-কাহিনী,
অথবা নূতন? কহ, সুহাসিনি!"
বলি' নতশিরে রহিল।

সবে বলে ;—"গাও, গান পুরাতন,
পাণ্ডবের কথা, কিম্বা রামায়ণ,
কা'র কথা বল শুনা'বে নূতন,
ভারতে পুরুষ কে আছে?

যবনের পদে নত হয়ে যা'রা
বিকায়েছে দেশ, পুরুষ কি তা'রা?
দুর্দ্দশা তা'দের ভেবে হই সারা,
আর্য্যের গৌরব গিয়াছে।

কাসিম, মামুদ আসিল যখন,
পুণ্য আর্য্যভূমি করিতে লুণ্ঠন,
পুরুষ এদেশে থাকিলে তখন
শিখা'তেন তাঁ'রা যবনে।

বালাদিত্য আর যশোধর্ম্ম রায় *
শক হূণগণে একদিন, হায়!
দিয়াছিলা শিক্ষা; লুটি তাঁ'দ্বা পায়,
পলাইয়াছিল গহনে।

চাহিনা নূতন, কর তুমি গান,
দ্বাপরে কেমনে পার্থ ধনুষ্মান,
যদুবীরগণে করি' শাস্তিদান,
লভিলা সুভদ্রারতনে।"

কহে রাজসুতা;—
"কি বলিলে আজ,
পুরুষ নাহি এ ভারতের মাঝ?
হয় হেঁটমাথা, শুনে পাই লাজ,
আর্য্যের এ ঘোর পতনে।

---

* The cruelty practised by Mihirgula became so unbearable that the native princes, under the leadership of Baladitya, king of Magadh, (the same as Narasinha Gupta) and Jasodorman a Raja of central India, appear to have formed a confederacy againt the foreign tyrant. About the year A. D. 528 they accomplished the delivery of their country from oppression by inflicting a decisive defeat on Mihirgula who was taken prisoner and would have forfeited his life deservedly, but for the magnanimity of Baladitya who spared the captive, and sent him to his home, in the north with all honour.

The Early History of India by V. Smith, P. 318.

যশোধর্ম্মদেবকেই উজ্জয়িনীপতি শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। মিহির কুলের শাস্তির পর ভারতবর্ষ প্রায় ৫ শত বৎসর বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

‡ India enjoyed, so far as is known, almost complete immunity from foreign attack for nearly five centuries after the defeat of Mihirgula.

I bid, P. 322.

গাও, ভাট! তুমি করিয়া স্মরণ
তাঁ'র কথা, এই ভারতে যে জন
পুরুষকেশরী; করিলে শ্রবণ
মাতিবে পরাণ হরষে।

কেমন তাঁহার সমরের রীতি,
সাহস, ঔদার্য্য কিবা রাজনীতি,
বিপদে অটল, কিম্বা পান ভীতি
সম্মিলিত অরি দরশে।"

অমনি উঠিল বীণার নিঃস্বন,
দ্রিম্, দ্রিম্, দ্রিম্, ঝিম, ঝন্ ঝন্,
ক্রমে উঠে গুরু গভীর গর্জ্জন,
শবদের প্রতি গমকে।

না ফুটিতে বাণী, না উঠিতে গান,
উল্লাসে পূরিল কুমারীর প্রাণ,
কিবা সুসঙ্গতি! কিবা লয়, তান!
সখীগণ সব চমকে।

ভুলিল বিহগ গীত আপনার,
মধুলোভে অলি না করে ঝঙ্কার,
কলাপীর নাহি কলাপ-প্রসার,
স্তবধ, মুগধ শ্রবণে।

কি যেন মদিরা বীণারবে ঝরে,
পরশে পরাণ মাতোয়ারা করে,
কত সুখ-স্মৃতি জাগায় অন্তরে,
প্রিয়জনে আনি স্মরণে।

"শুন, রাজসুতে" !

গাইল ভাট,

"ধূ ধূ ধূ ধূ করে আখোরি মাঠ,
নাহি তৃণ, তরু, নাহিক বাট,
চন্দেলেরা সেথা সেজেছে।

অযুত তুরগ, শতেক হাতী,
আহির,রাঠোর বিবিধ জাতি,
রণরঙ্গে সবে এসেছে মাতি,
রাজাদেশে ভেরী বেজেছে।

ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ শিঙার রবে
চলে গম্ গম্ পদাতি সবে,
কহিছে নায়ক, 'বিজয় হ'বে
চৌহান-ভূপালে ধরিলে।

লহ অসি, শূল, ধরহ বাণ,
রাজাদেশে কর জীবন দান,
চন্দেলের সবে রাখহ মান,
কি ভয় সমরে মরিলে ?'

বাজে তুরী, ভেরী, বাধিল রণ,
যুঝিছে চন্দেল চৌহানগণ,
তীর শন্ শন্, অসি ঝন্-ঝন্
আকাশ ভেদিয়া উঠিছে।

ধরি' সাপটিয়া ভীম মুদ্গর
চলে মদভরে বারণবর,
কাঁপে ধরা সহি' পদের ভর ;
অশ্বারোহী আগে ছুটিছে।

অসিঘাতে কা'র (ও) কাটিল শির,
কাহার (ও) বা বুকে বাজিল তীর,
ছিন্ন করপদ, কতই বীর
লুটিছে পড়িয়া ভূতলে।

'মার্ মার্ মার্' সেনানী হাঁকে,
'ধর্ ধর্ ধর্' নায়ক ডাকে,
নাহি দয়ালেশ যে পায় যা'কে
শূলাঘাত করে সবলে।

আলহা, উদাল দোঁহার নাম
চন্দেলরাজের বীর প্রধান,
আকারে, প্রকারে দৈত্যপ্রমাণ,
আসিল দু'জ'নে ছুটিয়া।

পৃথ্বীরাজ একা করেন রণ,
অন্য দিকে যত সেনানীগণ.
কহিল হেরিয়া "শুন, রাজন্!
গর্ব্ব তব দিব টুটিয়া।"

যশোরাজ-সুত তা'রা দু' ভাই,
মল্লযুদ্ধে সম তা'দের নাই,
ললাটে লেপিত শ্মশানছাই,
দ্বীপিচর্ম্মবাস পরিত।

ধৃত করে শূল অতি বিশাল,
রুদ্ররূপী যেন তাল, বেতাল,
ভূমে ফেলি' অসি, ছুড়িয়া ঢাল,
প্রমত্ত মহিষে ধরিত।

নারী এক পটু তন্ত্র-সাধনে
পিয়াইলা স্তন বাল্যে দু'জনে,
রক্ষাকবচ বাঁধিয়া, গোপনে,
বীজমন্ত্র দিলা শ্রবণে।

আকৃতি, প্রকৃতি হেরিয়া তা'র
লোকমুখে কথা হ'ল প্রচার,
অবধ্য নরের দু'টি কুমার
হইয়াছে শবসাধনে।

অভিমানে দোঁহে রাজার'পর *
অস্ত্র ত্যজি ছিল আপন ঘর,
জননী কহিল, "ত্যজি সমর
রয়েছিস্, বল্ কেমনে ?

ছি ছি ধিক্ ধিক্ ! বৃথা জনম,
হয়ে রাজপুত এ কি করম !
ভুলিলি কি দোঁহে বীর-ধরম ?
কি কাজ এ হেন জীবনে ?

---

* The two Banaphar warriors of the chandel Rajas Alha and Udul are popular heroes and their fiftytwo battles are celebrated in song. Alha is still supposed to live in the forests of Orcha and nightly to kindle the lamp in a temple of Devi on a hill in the forest.

I. Gazetteer Vol. XXII. P. 138.

† মাহোবাপতি পরিমল আলহার একটী ঘোটকীর প্রতি লোভ প্রদর্শন করিলে আলহা তাহা দিতে অসম্মত হন। সেই কোপে রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলে আলহা ও উদাল কনোজপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিমলের বিপদে সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে আলহা ও উদালের জননী দেবলদেবী পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন ;—Unworthy offspring ! the heart of the true Rajput dances with joy at the mere name of strife but ye, degenerate ! can not be the sons of Jessraj.

Tod. Vol. I. P. 650.

মাতার আদেশে আসি' সমরে,
পৃথ্বীরাজে দোঁহে আঘাত করে ;
ব্যাকুল হইয়া ভূপের তরে
কত জন ছুটি' আসিল।

ইঙ্গিতে নিষেধ করি' সবায়,
দাঁড়াইলা বীর অচল প্রায়,
নিবারেন অসি অসির ঘায় ;
রক্তস্রোতে তনু ভাসিল।

একা দোঁহা সহ অসম রণ,
তবু নহে ক্ষণ ব্যাকুল মন,
ঢালে বাজে অসি ঠ-ঠ-ঠ-ঠন,
কঠোর নিনাদ উঠিছে।

নিকটে কখন, কখন (ও) দূরে,
দেখি দেখি, যেন, না দেখি শূরে,
কভু পড়ে অসি, কখন ঘুরে,
অরাতির বল টুটিছে।

চিন্তি' ক্ষণ বীর সিংহসমান,
করিলেন বেগে লম্ফ প্রদান,
পুনঃ লম্ফে করি' দূরে প্রয়াণ,
ধনুক লইলা স্বকরে।

গর্জ্জিল উদাল, "ধিক্ রাজন্!
পলায়ে বাঁচিবে করেছ মন ?"
বুকে বাজে তীর শ-শ-শ-শন,
লুটে তনু ধরা উপরে।

লম্ফ দিয়া পড়ি' আলা যথায়
মুহূর্ত্তেকে আসি' দাঁড়া'ল রায়,
পলেকে দারুণ অসির ঘায়
লুটাইলা শির ভূতলে।

মরিল সেনানী, চন্দেলগণ
মেষসম ধায় ত্যজিয়া রণ;
রাজা পরিমল্লে * করি' বন্ধন
আনিল সৈনিক সকলে।

হেরি' পৃথ্বীরাজ ধরিয়া করে
বসাইলা তাঁয় আসন'পরে,
ম্রিয়মান হেরি' সান্ত্বনা তরে
বুঝাইলা প্রিয় বচনে।

"জয় জয় জয়" গভীর রবে
পৃথ্বীরাজ-জয় ঘোষিল সবে,
তুলনা ভূপের নাহি এ ভবে,
পুরুষকেশরী ভুবনে।

এ হেন বীরেরে করে বরণ,
নারীমাঝে সেই নারীরতন,
বিনা ত্রিপুরারি উমার মন
চাহে কি কখন অপরে?

হরের ধনুক ভাঙ্গিলা যিনি,
জানকীর মন মোহিলা তিনি;
খুঁজি' দেশ দেশ ধায় তটিনী
মিলিবারে মহাসাগরে।"

---

* মাহোবাপতি রাজা পরমর্দ্দিদেবের অপর নাম।

নীরবিলা ভাট। খুলি' কণ্ঠহার,
আদরে কুমারী দিলা পুরস্কার।
কহে সখীগণ ;—"ভারত মাঝার
পৃথ্বীরাজ (ই) পুরুষ বটে।" *
প্রিয়সখী আসি' কাণে কাণে কয় ;—
"যদি, রাজসুতে! স্বয়ংবর হয়,
পৃথ্বীরাজে তুমি বরিও নিশ্চয়,
ঘটুক কপালে যা' ঘটে।" †

---

* The great battle in which Prithiraj of Delhi defeated Parmal the last great Chandel ruler of Bundelkhand is said to have taken place at a village called Akori in the Jalaun district.

I. Gazetteer vol. XIV. P. 20.

† আলহা ও উদালের বৃত্তান্ত অপ্রাকৃতিক কল্পনাজড়িত বলিয়া আমি পৃথ্বীরাজরাসোর অনুসরণ করি নাই। আমার কাব্যের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছি। পৃথ্বীরাজরাসোতে আছে যে উদাল যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার কবন্ধ পৃথ্বীরাজের সৈন্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং গোরক্ষনাথ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া আলহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই আল্হা এখনও জীবিত আছেন, এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুই বীর পৃথ্বীরাজের বিক্রমে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, এই টুকু মাত্র ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বোধ হয়। আলহা ও উদালের বীরত্বের আখ্যান হিন্দুস্থানে কাব্যে ও সঙ্গীতে বহু প্রচলিত।

চতুর্থ সর্গ।

প্রক্ষালি' কনোজপুরী, * মন্থরগমনে,
চলেছেন ভাগীরথী সিন্ধু-দরশনে।
চারু হর্ম্ম্য, উপবন, প্রাসাদ, মন্দির
শোভিত করিয়া আছে তটিনীর তীর।
দিবাশেষ ; অস্তাচলগামী দিনকর ;
মৃদুপদে আসে সন্ধ্যা মূরতি ধূসর।
ধাতুময় গৃহচূড়া সান্ধ্য রবি-করে
অনলের ছটা যেন বিকীরণ করে।
সন্ধ্যা হেরি' বক, হংস, জলচরগণ,
পুলিনে উঠিয়া, করে পক্ষ বিধূনন।
সারস, সদলে ফিরি', নীড়মুখে ধায় ;
আর্ত্তস্বরে চক্রবাক সঙ্গিনীরে চায়।

---

* কনোজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফরক্কাবাদ জিলায় গঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে ইহা উত্তর ভারতের একটী পরাক্রান্ত ও বহুবিস্তৃত রাজ্য ছিল। ইহার রাজধানী শোভা-সমৃদ্ধিতে ও ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয় ছিল বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

He (Mahmood) there saw a city which raised its head to the skies, and which in strength and beauty might boast of being unrivalled.

Briggs' Ferista, Vol. I, P. 57.

কনোজ সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক বিবরণ স্মরণ রাখা আবশ্যক। –The Ancient town at Kanauj (Kanyakubja) on the Ganges, which was selected by Harsha as his Capital, was converted into a magnificent, wealthy, and well-fortified city, nearly four miles long and a mile broad, furnished with numerous lofty buildings, and adorned with many tanks and gardens. * * * The inhabitants were more or less equally divided in their allegiance to Hinduism and Buddhism. The city, after enduring many vicissitudes was finally destroyed by Shér Shah in the sixteenth century. It is now represented by a petty Muhammadan country-town and miles of shapeless mounds which serve as a quarry for rail-way ballast.

The Oxford History of India by V. A. Smith P. 167.

একে একে দীপাবলী ফুটে গৃহমাঝে ;
প্রসারিত ধূপগন্ধ ; শঙ্খ, ঘণ্টা বাজে।
উঠে তারা ; শশিকরে তটিনীর জল,
গলিত সুবর্ণ সম, করে ঝলমল।
কুসুম-সুবাস ধীরে করিয়া বহন
পুলকিত করে চিত সান্ধ্যসমীরণ।
গঙ্গাতীরে আসে লোক পূজা, পাঠ তরে,
হৃষ্টচিত্তে নানা কথা আলাপন করে।
কৌতুকে নগরবাসী কহে পরস্পর ;—
"রাজসুতা সংযুক্তার হ'বে স্বয়ংবর।
দেশে দেশে গেছে ভাট লয়ে নিমন্ত্রণ,
আসিবেন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজগণ।"
কেহ বলে ;—
"রাজসুতা রূপে নিরুপমা,
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া যেন অবতীর্ণা রমা।
ধরাতলে নাহি নারী তাঁহার সমান,
না জানি লভিবে তাঁ'রে কোন্ ভাগ্যবান্।"
কেহ বলে ,—
"হ'বে এক বিশাল ব্যাপার,
হয় নাই কলিযুগে তুল্য কিছু তা'র।
স্থান নাহি হ'বে এই কনোজনগরে,
বস্ত্রাবাসে র'বে কেহ, কেহ নৌকা'পরে।
পর্ব্বতপ্রমাণ দ্রব্য রাজভৃত্যগণ
রাখিতেছে, দেখিলাম, করি' আয়োজন।
ভোজ্যে, বস্ত্রে পরিপূর্ণ করেছে ভাণ্ডার,
করিয়াছে অস্ত্রে, শস্ত্রে পূর্ণ অস্ত্রাগার।"

কেহ কহে ;—

"শুধু যদি হ'ত স্বয়ংবর,
নির্ব্বিঘ্নে হইত কার্য্য, না থাকিত ডর।
কিন্তু রাজসূয় হ'বে স্বয়ংবর সনে,
কি জানি কি ঘটে, ভাবি', চিন্তা হয় মনে।"

আর জন কহে ;—

"চিন্তা কেন অকারণ ?
বাধা দিবে রাজকার্য্যে কে আছে এমন ?
সেনা, অর্থ নৃপতির গণনা না হয় ;
সুসিদ্ধ হইবে কার্য্য, জেনো সুনিশ্চয়।"

অন্য বলে ;—

"ভবিষ্যৎ অবিজ্ঞাত ভাই !
শুনেছি সংবাদ গূঢ়, চিন্তা আছে তাই।
আছেন ভূপতি যত ভারত ভিতর,
আসিবেন, শুনিয়াছি, বিনা দিল্লীশ্বর।
রাজসূয়ে নিমন্ত্রণ করিলে স্বীকার
দিল্লীর প্রাধান্য, তবে, না রহিবে আর।
কহিতেছে নগরের, তাই, বিজ্ঞজনে,
সুসিদ্ধ এ যজ্ঞ তবে হইবে কেমনে।
যাজ্ঞিকের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা যদি রয়,
'সিদ্ধ রাজসূয়' ইহা শাস্ত্রে নাহি কয়।"

কেহ বলে ;—

"এ সংবাদ জানেন ভূপতি,
করেছেন প্রতীকারে উচিত যুকতি।
প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া দিল্লীর রাজার
রাখিবেন, নগরের যথা সিংহদ্বার ;

দিবেন প্রহরিবেশ ; বেত্র র'বে করে ;
নিরখিবে সর্ব্বজন পশিতে নগরে।
না আসেন দিল্লীশ্বর পেয়ে নিমন্ত্রণ,
যেমন গরব, শাস্তি হইবে তেমন।"
শুনিয়া অপর কহে ;—
"সম্মানিত জনে
অপমান হেন, ভাল নাহি লাগে মনে।
হয়ত হইবে, ইথে, যুদ্ধ সংঘটন ;
বহু প্রাণী ধ্বংস হ'বে, ক্ষয় বহু ধন।
সাধারণ রাজা ন'ন দিল্লী-অধিপতি,
তাঁ'র সনে যুদ্ধে নাহি অল্পে অব্যাহতি।
আজ্ঞাবর্ত্তী আছে তাঁ'র অসংখ্য চৌহান,
বীর তা'রা, মহাযুদ্ধে দিবে সবে প্রাণ।
লুণ্ঠনে, পীড়নে দেশ হ'বে ছারখার,
দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ হ'বে পরিণাম তা'র।
হিংসা, দ্বেষ, রক্তপাত অনুচিত কাজ,
বলেছেন আমাদের বুদ্ধ ধর্ম্মরাজ।" *
শুনি' নাগরিক এক মহাক্রোধে কয় ;—
"বৌদ্ধ তুমি, যুদ্ধে তাই পাইতেছ ভয়।
তোমাদের উপদেশে গেল যশ, মান ;
কাপুরুষ হ'ল যত ভারত-সন্তান।
'অহিংসা অহিংসা' এই প্রচারি' ধরম
পুরুষেরে করিয়াছ নারীর অধম।

* কনোজ এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। চীন পরিব্রাজক ইয়ুয়ান চোয়াঙ্ খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন ; "নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে তিনটী সঙ্ঘারাম, তন্মধ্যে মণিমাণিক্য-বিভূষিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বহুদূর হইতে যাত্রিগণ এখানে পূজা করিতে আসেন।"
বিশ্বকোষ, ৩য় ভাগ, ৭৯ পৃষ্ঠা।

তা' না হ'লে তোমাদের সহধর্ম্মিগণ
কাশিমের পদ কেন করিবে লেহন ?
রক্ষিবারে আর্য্যধর্ম্ম, দেশের সম্মান,
দাহির ব্রাহ্মণ, তবু, যুদ্ধে দিলা প্রাণ।
তোমরা অধম বৌদ্ধ, আত্মরক্ষা তরে,
পত্নীরে সঁপিলে তাঁ'র বিধর্ম্মীর করে। *
ভাবিলে সে কথা, হায়! বুক ফেটে যায়,
ধিক্ বুদ্ধে! ধিক্ বৌদ্ধে! ধিক্কার তোমায়!
অসিঘাতে, রক্তপাতে এত যদি ডর,
মাথায় সিন্দূর পর, নাসায় বেশর। †
রাজপুত হ'তে যদি বুঝিতে অন্তরে,
কি আনন্দ দাঁড়াইলে অসি, চর্ম্ম করে!
'অহিংসা অহিংসা' বলি' কর যে চীৎকার,
কোথায় অহিংসা, খুঁজে বল ত্রিসংসার।

---

* দাহিরের মৃত্যুর পর মুণ্ডিতশীর্ষ, পীতবসনধারী কতকগুলি ব্যক্তি আসিয়া কাশিমের নিকট বলিয়াছিল ;—O faithful Noble, our king was a Brahman ; you have killed him, and have taken his country. * * * As now the almighty God has given this country into your possession, we have come submissively to you, just Lord ! to know what may be your orders for us." Muhammad Kassim began to think and said, "By my soul and head they are good and faithful people. I give them protection but on this condition that they bring hither the dependents of Dahir, wherever they may be." Thereupon they brought out Ladi (the wife of Dahir.) P. 181.

Chach Nama Elliot's History of india, Vol. I. P. 182.

এই মুণ্ডিতশীর্ষ, পীতবসনধারী ব্যক্তিদিগকে মুসলমান ঐতিহাসিক, ভ্রমবশতঃ, ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিল তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সিন্ধুদেশস্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে বহুপূর্ব্ব হইতে যেরূপ কুখ্যাতি আছে, তাহাতে তাহাদিগের দ্বারা দাহিরের পত্নীকে কাশিমের হস্তে সমর্পণ অসম্ভব মনে হয় না। চীন পরিব্রাজক ইয়ুয়ান চোয়াঙ্ এই সকল সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন;—Idle fellows, given over to self-indulgence and debauchery."

V. Smith's Early History of India, P. 354.

† বেশর, হিন্দুস্থানে সুপ্রচলিত, নোলকস্থানীয় আভরণ।

পতঙ্গেরে মারে পক্ষী, পক্ষী মারে ব্যাধ ;
প্রাণীতে প্রাণীতে, দেখ, নিত্য বিসংবাদ।
মারি কিম্বা মরি এই ক্ষত্রিয়ের রীতি,
তোমরা শিখাও কিনা কাপুরুষ-নীতি!
পাপ বৌদ্ধধর্ম্ম যদি না হ'ত প্রচার,
ভারতে প্রবেশে হেন শক্তি হ'ত কা'র?
লোলিত দেহের মাংস, দন্ত বিগলিত,
শ্লেশ্মা, কফ্‌ নাসা, নেত্রে সদা প্রবাহিত।
চলিতে শকতি নাই, দেহ কম্পমান,
মল, মূত্রে লিপ্ত হয়ে শয্যায় শয়ান ;
এইরূপে মৃত্যু হ'লে বুঝি বড় সুখ?
মুক্তকচ্ছ! * তুমি আর দেখায়োনা মুখ।"

বৌদ্ধ নাগরিক কহে ;—

"ক্ষান্ত হও, ভাই!
রাঠোরের বীর্য্য মোর অবিদিত নাই।
মামুদ কনোজপুরী আক্রমিল যবে,
ক্ষত্রবীর হয়ে কেন নত হ'লে সবে? †
পার নাই অসি, শূল দেখাইতে তা'রে,
পত্নী, পুত্র লয়ে যবে লুটাইলে দ্বারে?

* বৌদ্ধদিগের সম্প্রদায়বিশেষ ; বস্ত্র পরিধানের রীতি হইতে, সম্ভবতঃ, তাঁহারা এই ব্যঙ্গাত্মক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

† The Indian prince of this rich city (Kunowj) was Koowar Roy. He affected great state and splendour, but, being thus unexpectedly invaded, had not time to put himself in a posture of defence, or to collect his troops. Terrified by the great force, and the formidable appearance of the invaders, he resolved to sue for peace ; and accordingly, going out with his family to the camp, he submitted himself to Sooltan Mahmood.

Briggs' Ferista, Vol. I. P. 57.

বৃথা বীর্য্য তোমাদের, বৃথা অহঙ্কার!
শোভা হেতু মাত্র করে ধর তরবার।
নিন্দা ত করিলে তুমি বৌদ্ধধর্ম্মিগণে,
কিন্তু এই কথা স্থির রাখিও স্মরণে।
বৌদ্ধ শিক্ষা, দীক্ষা যদি না হ'ত প্রচার,
রাজপুত নর-মাংস করিত আহার।
তোমাদের জাতিবৈর, রণ-কণ্ডূয়ন
বৌদ্ধ শিক্ষা কথঞ্চিৎ করেছে দমন।
অপবাদে, নির্য্যাতনে রহিয়া অটল
কত তত্ত্ব প্রচারিছে বৌদ্ধভিক্ষুদল।
দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, শাস্ত্রে, সদাচারে
বৌদ্ধের অঙ্গুলি-চিহ্ন পা'বে দেখিবারে।
পশু, পাখী, কীট, নর সুখে থা'ক সবে,
বৌদ্ধ বিনা হেন শিক্ষা কে দিয়াছে কবে?*
সে কথা বারেক কভু নাহি ভাবো মনে,
অকারণ নিন্দা কর বন্দনীয় জনে।
আছি মোরা অহিংসক বৌদ্ধ জন কত,
আমাদের 'পরে দর্প তোমাদের যত।
পৃথ্বীরাজ বৌদ্ধ ন'ন; বাধে যদি রণ,
চৌহান কেমন বীর বুঝিবে তখন।"
উত্তেজিত রাজপুত, খুলি' তরবার,
কহে;—
"এই বলিতেছি সম্মুখে সবার;

* The Buddhist teaching was superior to that of the rival religions in the prominence it gave to the happiness of all creatures as the main object of morality.

The Oxford History of India by V. A. Smith P. 108.

রণক্ষেত্রে চৌহানের সঙ্গে দেখা হ'লে
তর্পণ করিব তা'র রক্ত-গঙ্গা-জলে।
বলিলে যে বড় বীর দিল্লীর ঈশ্বর,
পরীক্ষা হইবে তা'র বাধিলে সমর।
মহারাজ জয়চন্দ্র ন'ন পরিমল,*
চূর্ণ করিবেন দুষ্ট চৌহানের বল।
রাঠোরের মুষ্টি ধরে কেমন কৃপাণ
নিরখিবে রণক্ষেত্রে গর্ব্বিত চৌহান।"
এইরূপ মহাতর্ক হয় পরস্পর,
রাজদ্বারে ঘণ্টা পড়ে দ্বিতীয় প্রহর।
ক্রমে স্তব্ধ, জনহীন জাহ্নবীর তীর;
শূন্য ঘাট, শূন্য বাট, নিঃশব্দ মন্দির।
নদীগর্ভ হ'তে এক মহাকায় বট
উঠিয়াছে এক দিকে, শিরে দীর্ঘ জট।
পর্ণশালা কতগুলি শোভে তা'র তলে;
চারিদিকে তরুরাজী পূর্ণ ফুলে, ফলে।
তথা হ'তে শ্রুত হয় নর-কণ্ঠস্বর,
দীপ এক জ্বলে সেই আশ্রম ভিতর।
রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য, ইষ্টদেবী লয়ে,
করেন তথায় বাস, সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে।
নাহি তাঁ'র পত্নী, পুত্র, নাহি ধন, জন;
কার্য্য তাঁ'র জনসেবা, তীর্থ-পর্য্যটন।
শাস্ত্রবিৎ, ভাষাবিৎ, অদ্বিতীয় জ্ঞানে,
ত্রিকালজ্ঞ বলি' তাঁ'রে সর্ব্বলোকে জানে।
বিরাগ, বিদ্বেষ তাঁ'র চিত্তে অগোচর,

* ৫০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দেখুন।

সর্ব্বজীবে সম দৃষ্টি, নাহি আত্ম, পর।
অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ যা'রে সবে ঘৃণা করে,
হেন জনে বক্ষে গুরু ধরেন আদরে।
করুণায় নেত্র দুটী করে ছল ছল,
প্রসন্ন বদন সদা স্মিত-সমুজ্জ্বল।
বয়োগুণে শুক্লকেশ শোভে শির'পরে,
কিন্তু যৌবনের স্ফূর্ত্তি বিরাজে, অন্তরে।
গভীর চিন্তার রেখা ললাটে অঙ্কিত,
ক্ষীণ গৌর তনু, যেন কাঞ্চনে রচিত।
কনোজ, আজ্মীর, দিল্লী গুরু সবাকার,
তথাপি সম্বলমাত্র কৌপীন তাঁহার।
দেবী শুভঙ্করী তাঁ'র আশ্রমে স্থাপিত;
শ্যামা, সুবদনা, কৃষ্ণমর্ম্মরে গঠিত।
ভারতভূমির মূর্ত্তি নিরখিয়া ধ্যানে
স্থাপন করিলা গুরু ক্ষোদিয়া পাষাণে।
নিজ করে অঙ্গরাগে করি' সুশোভন
পরাইলা যথাযোগ্য বসন, ভূষণ।
হিমাদ্রি মুকুট তাঁ'র শিরে শোভা ধরে,
ভাগীরথী-হার বক্ষে ঝলমল করে।
বিন্ধ্যাটবী, কটিদেশে, কাঞ্চী শোভা পায়,
সোণার কমল লঙ্কা শ্রীপদে লুটায়।
এক হস্তে প্রাণরূপা শস্যগুচ্ছধরা,
অন্য হস্তে ঘট, ক্ষীরসম নীরে ভরা।
মলয়জে স্নিগ্ধ অঙ্গ, নীলাব্জ নয়ন,
মাতৃভাব প্রকাশক প্রসন্ন বদন।
হেরি' সে পবিত্র মূর্ত্তি প্রশান্ত, গম্ভীর

রাজা, প্রজা, হিন্দু, বৌদ্ধ হ'ন নতশির।
নানাদেশ হ'তে লোক পূজে আসি' তাঁয়,
যা'র যে কামনা লভি' গৃহে ফিরি' যায়।
ফিরেছেন গুরু, করি' তীর্থপর্য্যটন,
এসেছেন জয়চন্দ্র বন্দিতে চরণ;
মহিষী আছেন সাথে। স্বতন্ত্র আসনে
কুটীরের দ্বারদেশে আসীন দু'জনে।
রক্ষক, প্রহরী দূরে দাঁড়াইয়া সবে,
পরস্পর কহে কথা অতি মৃদু রবে।
আচার্য্য, আরতি-পূজা করি' সমাপন,
হয়েছেন ধ্যানমগ্ন, হ'ল বহুক্ষণ।
দীপালোক পড়ি' তাঁ'র মুখের উপরে
প্রশান্ত, পবিত্র কান্তি প্রকাশিত করে।
স্থির, অবিচল দেহ; নাহি মুখে ভাব;
নয়নে নিমেষ নাই; নাসায় নিশ্বাস।
কিন্তু তাঁ'র নেত্র হ'তে ধারা অবিরল.
প্রবাহিত হয়ে, করে সিক্ত গণ্ডতল।
বিস্মিত নৃপতি হেরি'; নেত্রে মহিষীর,
নিরখিয়া, ঝরিতেছে বিন্দু বিন্দু নীর।
কতক্ষণ পরে গুরু, উন্মীলি' নয়ন,
কহিলেন;—
"জয়চন্দ্র! করিনু শ্রবণ
সেনাগণ ব্যস্ত তব যুদ্ধ-আয়োজনে;
ছিলাম প্রবাসে; বৎস! যুদ্ধ কা'র সনে?
আবার কনোজপুরী করিতে লুণ্ঠন
আসিছে কি অর্থলোভী, দুরন্ত যবন?

কিম্বা কোন প্রতিবাসী দ্বন্দ্বী নৃপবর
আসিতেছে তব সনে করিতে সমর ?
বল, বৎস ! দেশব্যাপী এই আয়োজন
করিছ কি হেতু ? কা'র সনে হ'বে রণ ?"
"কি আর কহিব দেব !"
কহিলা নৃমণি ;—
"আছি মর্ম্মাহত হয়ে, শুনুন আপনি।
নহে এই আয়োজন রোধিতে যবনে,
না আছে বিরোধ অন্য প্রতিবাসী সনে।
দেবের প্রসাদে মোর সর্ব্বত্র বিজয় ;
রাঠোরের তরবারী সবে করে ভয়।
সবে বলে, 'আর্য্যাবর্ত্তে রাঠোর প্রধান'
প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র তা'র গর্ব্বিত চৌহান।
যুদ্ধ হ'বে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সনে,
তাই, সেনাগণ মম রত আয়োজনে।"
কহিলেন গুরু ;—
"কিবা অপরাধ তা'র ?
করেছে সে কোনরূপ ক্ষতি কি তোমার ?
প্রজার অনিষ্ট কিছু ? তব শত্রু সনে
দিয়াছে কি যোগ ? বল, তব মিত্রগণে
করেছে কি অপমান ? কিবা তা'র দোষ ?
কি হেতু বিবাদ ? এত মর্ম্মান্তিক রোষ ?"
উত্তরিলা রুক্ষস্বরে কনোজ-ভূপতি ;—
"কি শক্তি তাহার, দেব ! করে মোর ক্ষতি ?
প্রজার অনিষ্টে যদি হ'ত অগ্রসর
উপযুক্ত শাস্তি তা'র পাইত পামর।

করে নাই ক্ষতি, কিন্তু তাহার(ই) কারণে
রাঠোরসম্ভ্রম লুপ্ত ভারতভুবনে।
উপযুক্ত শিক্ষা তা'রে না করিলে দান
না র'বে গৌরব মোর, না থাকিবে মান

কহিলেন গুরু ;—

"বৎস! বল বিবরিয়া,
লুপ্ত যশ, মান তব কিসের লাগিয়া।
করে নাই ক্ষতি যদি কোন(ও) পৃথ্বীরাজ
এত ক্রোধ তা'র প্রতি কেন তব আজ ?

উত্তরিলা জয়চন্দ্র ;—

"ক্ষত্রিয়ের মান
ক্ষতি হ'তে বড়; তুচ্ছ তা'র কাছে প্রাণ।
মাতামহ, বসি' দিল্লী-রাজসভাতলে,
বলেছেন ;—দিনু রাজ্য সমর্থ, সবলে।
অধম ভিক্ষুক প্রায় গণি' মোরে মনে
চাহিলেন তুষিবারে অর্থ-বিতরণে।
এর চেয়ে কিবা, দেব! হ'বে অপমান ?
রাঠোর দুর্ব্বল হ'ল, সবল চৌহান ?
জননীর উপরোধ করিয়া স্মরণ
করি নাই, এতদিন, কৃপাণ গ্রহণ।
তা' না হ'লে চৌহানের হৃদয়-শোণিত
যমুনার নীলজল করিত লোহিত।
রাঠোরসমাজ, কিন্তু, মর্ম্মাহত প্রায়,
কে সবল, কে দুর্ব্বল, দেখাইতে চায়,
ছলে, বলে। তাই, দেব! করেছি মন্ত্রণ,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি' উদ্‌যাপন,

ল'ব সার্ব্বভৌমপদ। ভারতমাঝার
কলিযুগে রাজসূয় হয় নাই আর।
পৃথ্বীরাজ যজ্ঞে যদি লয় নিমন্ত্রণ,
কৌশলে উদ্দেশ্য মোর হইবে সাধন।
রাঠোরপ্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার,
না রহিবে তা'র প্রতি বিদ্বেষ আমার।
কিন্তু শুনি লোকমুখে, দগ্ধ ঈর্ষানলে,
না আসিবে দুরাচার রাজসূয়-স্থলে।
প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মোর যজ্ঞ-উদ্‌যাপনে
দিবে বাধা ; তাই, আমি ভাবিয়াছি মনে,
দ্বারপাল-মূর্ত্তি তা'র করায়ে গঠন
বেত্রকরে সভাস্থলে করিব স্থাপন।
হেরি' তা'রে অন্য দুষ্ট লভিবেক বোধ,
শক্তি থাকে, আসিয়া, সে ল'বে প্রতিশোধ।
বিনা প্রতিবাদে যদি সহে অপমান,
কে দুর্ব্বল, কে সবল হইবে প্রমাণ।
করিলাম শ্রীচরণে সব নিবেদন ;
দোষ, গুণ আপনার বিচারে এখন।"

কহিলেন গুরু ;—

"দোষ না দেখি তোমার,
দোষ তাঁ'র, রাজপুত সৃজিত যাঁহার।
হেন অভিমানী জাতি নাহি এ ধরায়,
ধরে তরবারী, তাই, কথায় কথায়।
কহিলা [illegible]পাল 'বীর পৃথ্বীরাজ',
অমনি পরিলে তুমি সমরের সাজ ?
অন্যে তা'রে প্রশংসিলে তা'র কিবা দোষ ?

কেন তাহে এ জিঘাংসা, কেন এত রোষ ?
বিশেষতঃ এই ঘোর সঙ্কট সময়
ভ্রাতৃভেদ, জাতিবৈর উচিত কি হয় ?
গিয়াছিনু হিঙ্গলাজে * তীর্থ-পর্য্যটনে,
শুনিয়া সংবাদ এক শান্তি নাই মনে।
ভারতে তুর্কের রাজ্য করিতে স্থাপন
করিছে মহম্মদঘোরী মহা আয়োজন।
যথা, যথা যবনের আছে অধিকার
চর-মুখে এই বার্ত্তা করেছে প্রচার।
যুদ্ধলাগি' হিন্দুস্থানে যাইবে যে জন,
পা'বে জাইগীর, পা'বে মণি-মুক্তাধন,
পা'বে মনোরমা দাসী। ধর্ম্মাচার্য্য যা'রা
গ্রামে, গ্রামে এই কথা প্রচারিছে তা'রা ;—
'কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু যদি হয়,
অপ্সরা-শোভিত স্বর্গ লভিবে নিশ্চয়।' †
ধর্ম্মান্ধ, লালসা-মত্ত, তুর্ক সেনাগণ
আসিতেছে দলবদ্ধ তরক্ষু যেমন।
পাইয়াছে জয়লাভে রক্তের আস্বাদ,
ফিরিবে না, না পাইলে শিরে দণ্ডাঘাত।

---

* বেলুচিস্থানের অন্তর্গত লা বেলা প্রদেশে অবস্থিত। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—সিন্ধুনদের মোহানা হইতে ৮০ মাইল পশ্চিমে ও আরব সমুদ্র হইতে ১১ মাইল দূরে * * গিরিমালার প্রান্তভাগে হিঙ্গলাজ অবস্থিত। গিরির শিরোভাগে একটী ভীষণা কালী মন্দির আছে। এই দেবীর জন্য এই স্থান হিন্দুদিগের নিকট মহাপীঠস্থান বলিয়া পূজিত। এখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়।

বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা।

† "and theirs shall be the Hours (Arabic Hur) with large dark eyes, like pears hidden in their shells, in recompense for labours past.

Suratu'l Waqiah (lvi) 39 Hughes' Dictionary of Islam P 449.

কি দুর্দ্ধর্ষ বীর জাতি এই মুসল্‌মান *
হয় নাই আমাদের এখন (ও) সে জ্ঞান।
আছে দোষ সত্য, কিন্তু ইষ্টসিদ্ধি তরে
বাধা, বিঘ্ন, মৃত্যু তা'রা কিছু নাহি ডরে।
সাগরতরঙ্গ, যথা, যুগযুগান্তর,
সবলে আঘাতি' শিলারোধের উপর,
অবশেষে ভাঙ্গে তা'য় ; মুসল্‌মানগণ ;
তেমতি, জানিও, বৎস ! করিয়াছে পণ
হিন্দুর সাম্রাজ্য ধ্বংসে। বর্ষ পঞ্চশত
আসিতেছে দলে দলে, তরঙ্গের মত,
আরব, তাতার, তুর্ক। এক জন মরে,
শত জন স্থান তা'র অধিকার করে।
তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সিন্ধু, তুঙ্গ মহীধর
দেয় পথ মুসল্মানে হেরি অগ্রসর।
নিত্য অব্যাহত গতি দাবানল প্রায়,
স্পর্শে রাজা, রাজ্য, ধর্ম্ম ভস্ম হয়ে যায়।
অটলপ্রতিজ্ঞ তা'রা। এ জাতির সনে
অনায়াস-লভ্য জয় ভাবিও না মনে।
আপনার ধর্ম্মে তা'রা দৃঢ় আস্থাবান,
ভাবে নেতা আমাদের সর্ব্ব শক্তিমান।
সঙ্কটে, বিপদে তাই নাহি পায় ডর ;

---

* আমরা এক্ষণে মুসলমানদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় হতবীর্য্য ও নিরুদ্যম দেখিতেছি। কিন্তু ভারতবিজেতা কাশিম, মামুদ, মহম্মদঘোরী, কুত্‌বুদ্দিন, বাবর, প্রভৃতি মুসলমান বীর দৃঢ়তা, সাহস, উদ্‌যোগিতা প্রভৃতি গুণে এক একজন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। সের সার নিকট পরাজয় হইতে সাধারণে দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দুর্গম চম্পানীর গিরিদুর্গের পর্ব্বতগাত্রে কীলক প্রোথিত করিয়া যে তিন শত দুঃসাহসী বীর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এই হুমায়ুন তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন।

Elphinstone's History of India, Cowell's Edition P. 443.

হাস্যমুখে, মৃত্যুপথে হয় অগ্রসর।
শুনেছ কি সোমনাথ করিতে লুণ্ঠন
করিলা মামুদ পূর্ব্বে কি সুদৃঢ় পণ ?
দূর পথ, মরু মাঝে নাহি তৃণ, জল,
ধূ ধূ ধূ ধূ করে শুষ্ক বালুকা কেবল।
ঢালেন মার্ত্তণ্ড সেথা প্রখর কিরণ,
সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ রবে বহে উত্তপ্ত পবন।
বিশুষ্ক কঙ্কাল, পড়ি', হেথায় সেথায়,
পথিকের পরিণাম নীরবে দেখায়।
মামুদ, অকুতোভয়, করি' দৃঢ়পণ,
বিংশতি সহস্র উষ্ট্র করি' আহরণ,
পৃষ্ঠে তা'র খাদ্য, জল, তাম্বু, অস্ত্র লয়ে
সে দুর্গম মরুপথে চলিলা নির্ভয়ে।
সোমনাথে আসি' যবে উপনীত বীর,
মন্দির-রক্ষক এক, হইয়া বাহির,
কহিল চীৎকার করি' ;—'এস না, যবন।
এ পুরী করেন রক্ষা দেব ত্রিলোচন।
প্রাণের মমতা থাকে যাও ফিরি দেশ,
দেবতার কোপে কেন হ'বে ভস্মশেষ।'
মামুদ, সে বৃথা দম্ভ না করি' শ্রবণ,
প্রবেশিলা পুরে, করি' প্রাচীর লঙ্ঘন।
রক্ষক, পূজক, মিলি,' যোড় করি' কর,
কহিল কাঁদিয়া 'রক্ষ, প্রভো দিগম্বর।'
কিন্তু না হইলা তুষ্ট দেব আশুতোষ ;
হেরি' বহু পাপ প্রভু প্রকাশিলা রোষ।
আপন প্রভাব দেব করি' সম্বরণ

রহিলেন জড়মূর্ত্তি করি' প্রকটন।
পরিণাম হ'ল যাহা বিদিত তোমার,
সেই মুসল্‌মান জাতি আসিছে আবার।*
কিন্তু মামুদের মত লুণ্ঠনে কেবল
তৃপ্ত না হইবে, এবে, যবনের দল।
শুনি' আয়োজন মোর শঙ্কা হয় মনে,
চাহে তা'রা চিরস্থায়ী রাজ্য সংস্থাপনে।
পুত্র-পৌত্র-ক্রমে হেথা করিবেক বাস;
রাজা হয়ে র'বে তা'রা, মোরা হ'ব দাস।
উদ্দেশ্য তা'দের, বৎস! সিদ্ধ যদি হয়,
অস্তিত্ব মোদের, ক্রমে, ঘুচিবে নিশ্চয়।
না থাকিবে জাতি, ধর্ম্ম, গৌরব, সম্মান;
লুপ্ত হ'বে বেদ, বিধি, দর্শন, বিজ্ঞান।
দাসত্ব শৃঙ্খল করি পরিধান গলে
লুণ্ঠিত হইতে হ'বে জেতৃ-পদতলে।
কে পারে বর্ণিতে হেন কত দিন যা'বে,
বুদ্ধি, বীর্য্য, মনুষ্যত্ব ক্রমে লোপ পা'বে।
নিঃসহায়া বিধবার সর্ব্বস্ব যেমন
অধিকার করি বসে বলী দুষ্ট জন;
তেমতি, হয়ত, কেহ, আসি' তা'র পর,
বসিবে স্থাপিয়া রাজ্য ভারত ভিতর।
এইরূপ যুগ যুগ চলি' যদি যায়,
উদ্ধারের পথ আর রহিবে কি, হায়!
অভ্যস্ত দাসত্বে, দাস্য হ'বে প্রিয়জ্ঞান;

* Briggs' Ferista Vol. I. PP 68.—74 দেখুন। সুবিস্তৃত বলিয়া মূল উদ্ধৃত হইল না।

না রহিবে বোধ আত্মমর্য্যাদা, সম্মান।
জন্মাবধি বাস যা'র নিবিড় আঁধারে,
সে যথা না দিবালোকে চাহে আসিবারে ;
তেমতি সন্তৃপ্ত হিন্দু র'বে হয়ে দাস,
না করিবে স্বাধীনতা লভিতে প্রয়াস।
পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত, মর্ম্ম জর জর,
উঠিয়া দাঁড়ায় দাস জোড় করি' কর।
তিরস্কারে, পুরস্কারে অবিচল মন,
শ্বাবৃত্তি, প্রভুর পদ করে সে লেহন।
দাস বংশপরম্পরা, দাসী জায়া, মাতা,
হিন্দুর ললাটে এই লিখেছেন ধাতা।
দ্বেষ, বৈর, অভিমান করি' পরিহার
স্বজাতির পরিণাম ভাবো একবার।
অধিক কি ক'ব আর, দেখহ দু'জনে,
দেবী শুভঙ্করী অই সজল নয়নে
রহেছেন চাহি যেন। এ হেন সময়
অভিমানে ভ্রাতৃভেদ উপযুক্ত নয়।"
নীরবিলা গুরু। রাজা, মহিষী দু'জন
একদৃষ্টে রহিলেন চাহি' বহুক্ষণ।
প্রতিমার নেত্র হ'তে বিন্দু বিন্দু নীর
বোধ হ'ল উভয়ের হই'ছে বাহির।
ভক্তিভরে মহারাণী, লুটিয়া ভূতলে,
করিলেন প্রণিপাত, 'ক্ষম, গো মা!' বলে।
কহিলেন জয়চন্দ্র ;—
"দেবের প্রসাদে
নাহি ভয় যবনের সহিত বিবাদে।

সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলে যবন
দেশে পুনঃ ফিরি' নাহি যা'বে একজন।
করিল মামুদ পূর্ব্বে যত অত্যাচার,
এইবার প্রতিশোধ লইব তাহার।"
নীরবিলা রাজা। গুরু মধুর বচনে
কহিলেন ;—
"শুন, বৎস! বৃথা আস্ফালনে
নাহি ফল। রিপুবীর্য্য না করি' বিচার
এ হেন প্রতীতি নহে উচিত তোমার ;
বিজ্ঞ তুমি। কূপবাসী মণ্ডূকনিচয়
ভাবে বিশ্ব কূপটুকু ; আর কিছু নয়।
তেমতি আমরা যত ভারত সন্তান,
ভাবি, এ ভারত বিনা নাহি অন্য স্থান।
সভ্যতা, ভব্যতা, নীতি, ধর্ম্ম, ব্যবহারে,
কহি, 'আমরাই শ্রেষ্ঠ ধরণী মাঝারে'।
অন্য দেশ, অন্য জাতি আছে কত শত,
কেহ শ্রেষ্ঠ, কেহ গুণে আমাদের(ই) মত।
তা' সবার গুণ মোরা দেখিতে না পাই,
নিজেদের দোষ যাহা খুঁজিতে না চাই।
অজ্ঞতায় অন্ধ, করি' বৃথা অহঙ্কার,
আপনার পদে হানি আপনি কুঠার।
শিখি নাই অপরের সমর-কৌশল,
বুঝি নাহি অপরের অস্ত্র-বাহুবল।
তাই, যুগে যুগে, আসি' বৈদেশিকগণ

---

* এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ মনুসংহিতা।

করিয়াছে পদাঘাত, লুঠিয়াছে ধন। *
বীরত্বে, সাহসে কিম্বা শারীরিক বলে
না ছিলেন ন্যূন পুরু। সমরকৌশলে
কিন্তু তাঁ'রে পরাজিয়া বীর সিকন্দর
স্থাপিল যবনরাজ্য আর্য্যবক্ষ'পর। †
রাজা জয়পাল, ‡ তথা বীরেন্দ্র দাহির
না ছিলা বিক্রমহীন এই দুই বীর।
তবু কেন পরাজিত হইলা সমরে
দেখেছ কি, একবার, বিচারি' অন্তরে ?
মুসল্মান হ'তে হিন্দু বীর্য্যে ন্যূন নয়,
কিন্তু বীর্য্যমাত্রে লভ্য নহে যুদ্ধজয়।
শৃঙ্খলায়, দৃঢ়তায়. ধৈর্য্যে, আয়োজনে
শ্রেষ্ঠ যা'রা, জয়লাভ করে তা'রা রণে।
আমাদের সৈন্য, শুনি' আদেশ রাজার,
লাঙ্গল ছাড়িয়া আসি' ধরে তরবার।
যে অশ্ব গৃহের কার্য্যে পৃষ্ঠে ভার বয়,

---

* মহম্মদ ঘোরীর পূর্ব্বে দরায়ুস, সিকন্দর, সিলিউকস, কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদ প্রভৃতি বৈদেশিক বীর বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। শক হূণদিগের আক্রমণ যে কতবার ঘটিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

† What it (Alexander's force) lacked in numbers was compensated for by its perfect mobility and the genius of its general.,

V. Smith's Early History of India p. 95.

Looked at merely from the soldier's point of view, the achievements wrought in that brief space of time are marvellous and incomparable. The strategy, tactics, and organisations of the operations give the reader of the story the impression that in all these matters perfection was attained.

Ibid p. 111.

‡ জয়পাল লাহোর প্রদেশের অধিপতি। মামুদের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি ক্ষোভে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। দাহিরের পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন।

সেই অশ্বে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।
কুঠার, খনিত্র, যষ্টি সম্মুখে যা' পায়,
তাই লয়ে মহোৎসাহে যুদ্ধ-আশে ধায়।
জয়লাভে হয় তা'রা প্রদীপ্ত অনল,
পরাজয়ে হয়, ক্ষণে, তুষার-শীতল।
অনভ্যস্ত রণক্লেশে, শস্ত্র-ব্যবহারে,
মাত্র "জয় মহারাজ" অভ্যস্ত চীৎকারে।
এ হেন সৈনিক, হেন রণসজ্জা লয়ে
কেমনে করিছ আশা বল যুদ্ধজয়ে ?
হট্টের জনতা লয়ে সমর কি চলে ?
ঘটে কি বিজয় শুধু সংখ্যাধিক্য হ'লে ?
জয় অস্ত্রবলে, ক্ষিপ্র সৈন্য-সঞ্চালনে ;
নহে ধ্বজপতাকায়, তুরী-ভেরী-স্বনে।
বিশেষতঃ তুর্ক সাদী সমরে দুর্জ্জয়,
গজ, পদাতিক তা'র সমকক্ষ নয়।
শত তুর্ক অশ্বারোহী হেরেছি সমরে
সহস্রপদাতি, ক্ষণে, বিচূর্ণীত করে।
রোধিতে তা' সবে তব কিবা আছে বল
দেখ ভাবি ; বৃথা দম্ভে না হইবে ফল। *

---

* এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণের মত এইরূপ—

Time after time enormous hosts, formed of the contingents supplied by innumerable Rajas, and supported by the delusive strength of elephants, were easily routed by quite small bodies of vigorous western soldiers, fighting under one undivided command and trusting chiefly to well-armed mobile cavalry. Alexander, Mohammad of Ghor, Babar, Ahmad Shah Durani and other capable commanders, all used essentially the same tactics by which they secured decisive victories against Hindu armies of almost incredible numbers. The ancient Hindu military system based on the formal rules of old world scriptures, was good enough for

সত্য বটে, দৈব যদি হন অনুকূল
পর্ব্বত বিচূর্ণ করে ঈষিকার মূল।
কিন্তু, বৎস! স্বজাতির স্মরি' ব্যবহার,
বল, দৈববলে আশা আছে কি তোমার?
পাপাচারে আমাদের পাছে চক্রধর
হ'ন প্রতিকূল, মোর চিন্তা নিরন্তর।
কাব্যের কল্পনা, আর্য্য-বীর্য্য-কথা লয়ে
থাকিও না, বৎস! যেন ভ্রান্ত, মুগ্ধ হয়ে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র, পাশুপত নাহি পা'বে আর,
রণস্থলে দেখা নাহি পা'বে দেবতার।
নাহি সত্য, ত্রেতা; এবে সুষুপ্ত অমর,
দৈবে পূজি', কর আত্মপৌরুষে নির্ভর।
পদব্রজে হিঙ্গলাজে করিয়া গমন,
ঘোরীর দুর্গম রাজ্যে করেছি ভ্রমণ।
বুঝিয়াছি যবনের ধর্ম্ম, রাজনীতি,
দেখিয়াছি তাহাদের সমরের রীতি।
ব্যূহসন্নিবেশে, তথা, বাহিনী-চালনে,
আক্রমণে, নিষ্ক্রমণে, পশ্চাৎ-ধাবনে
দক্ষ তা'রা। দৃঢ়পণে, ক্ষিপ্রকারিতায়
শ্রেষ্ঠ আমাদের হ'তে; নেতার আজ্ঞায়

---

use as between one Indian nation and another, but almost invariably broke down when pitted against the onslaughts of hardy casteless horsemen from the west, who cared nothing for the shastras. The Hindu defenders of their country, although fully equal to their assailants in courage and contempt of death, were distinctly inferior in the art of war and for this reason lost their independence. The Indian caste-system is unfavourable to military efficiency as against foreign foe.

Oxford History of India by Vincent A. Smith p. 220.

চলে যন্ত্রসম। অস্ত্রে, রণ-তুরঙ্গমে
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ; বৎস! পড়িও না ভ্রমে
শত্রুরে উপেক্ষা করি'। চলিবে না আর,
রণে মুষ্টামুষ্টি, হল-মুসল-প্রহার। *
গুরু আমি তব, মোর শুন উপদেশ,
ভুলে যাও অভিমান, জিঘাংসা, বিদ্বেষ।
সম্মিলিত হও বীর পৃথ্বীরাজ সনে,
শিখাও সংগ্রাম-নীতি মিলি' দুই জনে
রাঠোর-চৌহান-দলে। যদি হুতাশন
মিলে বায়ু সনে, তা'রে কে করে দমন?
ঝটিকার বেগ যথা রোধে মহীধর,
তেমতি দাঁড়াও দোঁহে বদ্ধপরিকর।
প্রতিপদে যবনেরে বাধা করি' দান,
দাও বলি সুখ, স্বার্থ, বলি দাও প্রাণ।
নিরখিয়া যবনের হউক বিদিত,
হিন্দুত্ব ধূলায় নয়, শিলায় গঠিত।
রুদ্ধ হ'ক তুরুকের পূর্ব্বমুখী গতি,
মগধ, মিথিলা, বঙ্গ পা'ক অব্যাহিতি।
শত্রুকরগতপ্রায় জন্মভূমি যা'র
সাজে কি এ তুচ্ছ দ্বেষ, অভিমান তা'র?
কি লাঞ্ছনা পরসেবা বুঝিবে তখন,
দাসত্বশৃঙ্খল কণ্ঠ পীড়িবে যখন।
আত্মীয়-কলহে যদি তৃপ্তি এত হয়,
করিও পশ্চাতে; এবে, উপযুক্ত নয়।

---

* বলরাম যুদ্ধে হল ও মুসল ব্যবহার করিতেন এবং তাহার দ্বারাই শত্রুর অধৃষ্য হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

হিন্দু হ'ক, বৌদ্ধ হ'ক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
এ সময় রক্ষা নাই বিনা সম্মিলন।
যথা প্রিয়শিষ্য তুমি, তথা পৃথ্বীরাজ,
ভেদ নাহি হেরি আমি উভয়ের মাঝ।
কিন্তু স্পষ্টবাদে, বৎস! করিও না রোষ,
তোমারই হেরি আমি সমধিক দোষ।
যোগ্যতর যদি তাঁ'রে কহে কোন(ও)জন
কি দোষ তাহার? কোপ কেন অকারণ?
কনোজ সদৃশ দিল্লী নহে কি প্রাচীন?
পাণ্ডবের রাজধানী, কিসে বল হীন?
রাঠোর-প্রাধান্য মানি' লইবে চৌহান,
এ বাসনা কেন তুমি মনে দিলে স্থান?
দিল্লীশ্বরে অপমান করি' অকারণ
কেন জ্বালাইবে সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন?
কি করিলা যুধিষ্ঠির পড়ে না কি মনে?
সমাপিলা যজ্ঞ, তুষি' রাজা দুর্য্যোধনে।
অগ্রে যদি হ'ত কুরুক্ষেত্র-আয়োজন
তা' হ'লে কি হ'ত রাজসূয়-উদ্‌যাপন?
যা'ব আমি, পৃথ্বীরাজে কহিব বুঝায়ে,
গুরু আমি, দুই হাতে ধরিব দু'ভায়ে।
ভ্রাতৃভেদে কভু কার(ও) হয় নাই হিত,
উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত।"
স্তব্ধ গুরু। জয়চন্দ্র রহিলা নীরবে;
হেরি' মহিষীরে গুরু কহিলেন তবে;—
"কেন, মা! নীরব তুমি? সতী বিনা আর
বুঝা'তে পতিরে, বল, শক্তি আছে কা'র?

এসেছে হিন্দুর মহা সঙ্কট সময়,
হিন্দুনারী মৌনে র'বে উপযুক্ত নয়।"
কহিলা মহিষী ;—
"আমি বুদ্ধিহীনা নারী ;
রাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি কি বুঝিতে পারি ?
কেমনে বুঝা'ব তাঁ'রে ? অন্য জ্ঞান নাই ;
যা' করেন মহারাজ জানি ভাল তাই।
একটী জিজ্ঞাস্য মাত্র আছে শ্রীচরণে,
কহিতেছি ; ক্ষমা মোরে করুন দু'জনে।
রাজসূয়-অন্তে, যবে হ'বে স্বয়ংবর,
পা'বে ত সংযুক্তা তা'র যোগ্য প্রাণেশ্বর ?
সুখী ত হইবে বাছা ? এই মাত্র চাই ;
অন্য যা' ঘটুক, মোর কথা তাহে নাই।"
হাসিয়া কহিলা গুরু ;—
"শুন, রাজেন্দ্রাণি !
কি ঘটিবে ভবিষ্যতে নাহি আমি জানি।
করুন মঙ্গল তা'র দেবী শুভঙ্করী,
পা'ক মনোমত বর সংযুক্তাসুন্দরী ;
করি এই আশীর্ব্বাদ। কিন্তু দুইজন
বল মোরে, বুঝেছ কি সংযুক্তার মন ?
কা'রে ভালবাসে বালা ?"
কহিলা নৃপতি ;—
"কি ফল বুঝিয়া দেব ! সংযুক্তার মতি ?
বালিকা সে, পূর্ব্বরাগ না জানে কেমন,
ক্রীড়ারসে, পূজাপাঠে কাটায় জীবন।
আসিবেন বহু নৃপ স্বয়ংবরস্থলে,

যা'রে ইচ্ছা, বরমাল্য দিবে তা'র গলে।
না পারি বুঝিতে, হয় পর্য্যাকুল মন,
মোর আজ্ঞামত পাত্র করিবে বরণ।
স্বভাবে সুশীলা, আছে সুবিদিত তা'র,
পিতার তৃপ্তিতে তৃপ্তি হয় দেবতার।"
কহিলেন গুরু;
"তুমি চেন নাই তা'রে;
দিবে না সে মাল্য কভু অপর কাহারে,
বিনা তা'র মনোমতে। তুষার-শীতল
বহির্দ্দেশ তা'র, কিন্তু সুতীব্র অনল
আছে অন্তর্লীন প্রাণে। তুমি তা'র পিতা,
সে অনলে দগ্ধ নাহি করিও দুহিতা!
পারে সে আদেশে তব অর্পিতে জীবন,
কিন্তু হীনজনে নাহি করিবে বরণ।
জানিছেন দেবী, হ'বে কি যে পরিণাম
কার্য্যের তোমার। এবে গত মধ্যযাম
রজনীর; জাগরণে কেন আর ক্লেশ?
যাও ফিরি' গৃহে, ভুলি' অভিমান, দ্বেষ।
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম বাঞ্ছা থাকে রক্ষিবার
এক পন্থা প্রেম, নাহি অন্য পন্থা আর।",
প্রণমিয়া রাজা, রাণী গুরুর চরণে
ফিরিলেন পুরে পুনঃ শিবিকারোহণে।

পঞ্চম সর্গ।

সমাপিয়া রাজকাজ
অপরাহ্নে পৃথ্বীরাজ
বসেছেন বিরাম-উদ্যানে ;

চারিদিকে মনোলোভা
ধরেছে অপূর্ব্ব শোভা
প্রকৃতি দিবস-অবসানে।

পশ্চিমে ডুবিছে রবি,
আরক্ত-কাঞ্চন ছবি,
নভঃপ্রান্তে কিরণের ঘটা ;

আরঞ্জিয়া মেঘস্তর
ছড়ায়েছে রবিকর
নীল, পীত, লোহিতের ছটা।

নতোন্নত শ্যামক্ষেত্র
হেরি' তৃপ্ত হয় নেত্র,
গ্রামপার্শ্বে সহকার-কুঞ্জ ;

কোথা প্রলম্বিত-জট
শোভে মহাকায় বট,
পলাশ, বাবুল পুঞ্জ, পুঞ্জ।

উড়ায়ে পথের ধূলি
ফিরে ধেনুবৎসগুলি,
গোষ্ঠ হ'তে গ্রাম অভিমুখে ;

কূপ হ'তে তুলি' জল
ফিরে কুলবালাদল,
পরস্পর কথা কহি' সুখে।
আশ্রয়-পাদপে আসি'
কত সুমধুর-ভাষী
বিহগ তুলিছে কলরব ;
দাঁড়ায়ে যমুনাজলে
কোথাও বা বিপ্রদলে
উচ্চে পড়িছেন সন্ধ্যা-স্তব।
গন্ধ ঢালি' সমীরণে
ফুল ফুটে উপবনে,
নভোমাঝে উঠে তারাদল ;
পূর্ব্বদিকে পরকাশ,
ক্রমে, চন্দ্রমার হাস,
জ্যোতির্ম্ময় যমুনার জল।
দূরে, দেবালয় মাঝে,
সঘনে দুন্দুভি বাজে,
সমারব্ধ সন্ধ্যার আরতি ;
শ্রবণে পশিল শব্দ,
নৃপতি রহেন স্তব্ধ,
পূজাশেষে করেন প্রণতি।
পার্শ্বে বসি' নৃপতির
দিব্যকান্তি, মহাবীর
গোবিন্দ, ভূপের সহোদর ;

* ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে এই নাম সম্বন্ধে পার্থক্য দেখা যায়। তবকাৎ ই নাসিরীর অনুবাদক মেজর রাভার্টী লিখিয়াছেন ;—All the Mahammadan historians and three Hindu

বামে, নতশির হয়ে,
দাঁড়াইয়া সবিনয়ে
রাজভট্ট চাঁদ কবিবর। *

চিন্তাযুক্ত নররাজ
ভাবেন হৃদয় মাঝ,
কি করি এ সঙ্কট সময়ে ;

চৌহানের যশোমান
করিব কি বলিদান,
এত দিনে, রাঠোরের ভয়ে ?

কি ভাবিবে প্রজাগণ,
কি বলিবে বন্ধুজন,
কাপুরুষ গণিবে আমায় ;

গৌরব, বিক্রম, বল
সব যা'বে রসাতল ;
হে বিধাতঃ ! এ কি হ'ল দায় !

যদি করি হানাহানি
মরিবে অসংখ্য প্রাণী,
বৃথা কাজে হ'বে বলক্ষয় ;

সদলে তুরুকগণ
করে যদি আক্রমণ
নিশ্চিন্ত ঘটিবে পরাজয়।

---

chronicles agree in the statement that this person, styled Gobind by some and Khandi by others, was Pithora's (Prithwiraja's) brother and that he was present in both battles and killed in the last. Foot note p. 460.

* সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজরাসো-প্রণেতা মহাকবি চন্দ বরদাই। পৃথ্বীরাজের অন্যতম সভাসদ, সুহৃদ এবং রাজকবি।

যদি উদাসীন হয়ে
থাকি অপমান সয়ে
        সংযুক্তার মনে হ'বে জ্ঞান,

বুঝি কোন অপরাধে
আমি তা'র চির সাধে
        না করিনু যোগ্য প্রতিদান।

রহেছে সে আশা লয়ে,
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হয়ে,
        আমি যদি ভুলে থাকি তা'য়,

বিষম বেদনা পা'বে,
শুকায়ে ঝরিয়া যা'বে,
        হিমপাতে নলিনীর প্রায়।

আরাধ্যা দেবতা সম
যে প্রতিমা নিরুপম
        সংগোপনে করেছি পূজন,

শিরে করি' দণ্ডাঘাত
কোন্ প্রাণে ভূমিসাৎ
        করিব তা' থাকিতে জীবন।

বিধির বিধান যাহা
অবশ্য ঘটিবে তাহা,
        কা'র শক্তি রোধ করে তা'য় ;

দেখি, কিবা কহে চাঁদ,
আনি' দেয় কি সংবাদ ;
        গোবিন্দের বুঝি অভিপ্রায়।

এত ভাবি' কবিবরে
সম্বোধি' মধুর স্বরে
নরপতি কহেন হাসিয়া ;—

"বল, চাঁদ ! যেই কাজে
আছিলে কনোজ মাঝে,
কি তাহার আসিলে সাধিয়া ?

রাজসূয় আয়োজন
হ'য়েছে কি সম্পূরণ ?
যজ্ঞান্তে কি হ'বে স্বয়ম্বর ?

ক্ষত্রকুলে যত বীর
সবাই কি নতশির
হইয়াছে, ভারত ভিতর ?"

ভাট করজোড়ে কয় ;
"জয় মহারাজ জয় !
চির দিন থাকুন কুশলে ;

সংগ্রামে বিজয় হ'ক,
প্রজাগণ সুখে র'ক,
কীর্ত্তিকথা রটুক ভূতলে।

কনোজপুরীতে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া
রাজপদে করিব জ্ঞাপন ;

মিলি' যুবরাজ সনে,
যুক্তি করি' সংগোপনে,
করুন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

পেয়ে রাজ-নিমন্ত্রণ,
হেরিলাম, নৃপগণ
সমাগত কনোজের মাঝে ;

কেহ ভোজ্য-বিতরণে,
অভ্যর্থনে, আবাহনে
নিয়োজিত এক, এক কাজে।

অনাগত দিল্লীশ্বর,
শুনি' ইহা নৃপবর
মূর্ত্তি তব করিয়া নির্ম্মাণ

রেখেছেন দ্বারদেশে,
সাজায়ে প্রহরিবেশে,
করে বেত্র করিয়া প্রদান।

উল্লাসে রাঠোর যত
ব্যঙ্গ করিতেছে কত,
কি তা'র বর্ণিব, নরেশ্বর !

নিদারুণ শেল সম
বিঁধিয়াছে কর্ণ মম,
বিদারিত করেছে অন্তর।"

হাসি' ক'ন নরপতি ;—
"কেন এত লঘুমতি
হ'লে, চাঁদ ! প্রাচীন বয়সে ?

পুরুষ ত বলি তাঁ'য়,
স্থির, ধীর রাখে যাঁ'য়
স্তুতি, নিন্দা, বিষাদ, হরষে।

করি' মোর অপমান
যদি তাঁর বাড়ে মান
বাড়ুক, কি ক্ষতি মোর তা'য় ?

অন্য যা' সংবাদ আছে
বল, এবে, মোর কাছে,
যা'ব কি না বিবাহ-সভায়।

দেখেছ কি সংযুক্তায় ?
কি বলেছে সে তোমায় ?
মোর কথা বলেছ কি তা'রে ?

সখী তা'র প্রিয়ব্রতা
বড় মোর অনুগতা,
বল, সে কি বলেছে তোমারে ?"

ভাট সবিনয়ে বলে ;—
"মহারাজ ! আঁখিজলে,
সংযুক্তা ভাসিছে নিশিদিন ;

কৃষ্ণপক্ষে শশীসম
সে সৌন্দর্য্য নিরুপম,
হেরিলাম, হইয়াছে ক্ষীণ।

তুষিতে সুতার মন
গীত-বাদ্য-আয়োজন
ভূপতির আছিল আদেশ ;

সুযোগ বুঝিয়া আমি,
শুন, পাণ্ডুরাজ্য-স্বামী !
রাজপুরে করিনু প্রবেশ।

বীণায় তুলিয়া তান
গাইনু সমরগান,
　　চন্দেলরাজের পরাজয় ;

খুলি' নিজ কণ্ঠহার
দিলা বালা পুরস্কার,
　　গান শুনি' প্রফুল্ল হৃদয়।

দেখাইতে, মহারাজ !
সে হার এনেছি আজ" ;—
　　শুনি' ভূপ লইয়া আদরে

অনিমেষে বহুক্ষণ
করি' তাহা বিলোকন
　　রাখিলেন হৃদয় উপরে।

ভাট পুনঃ নমি' কয় ;—
"বুঝিয়াছি সুনিশ্চয়
　　তোমাগত সংযুক্তার মন ;

মোর কাছে বার বার
বলিয়াছে সখী তা'র
　　স্বয়ংবরে করিতে গমন।

লক্ষ্মী চা'ন নারায়ণে,
ত্রিনয়নী ত্রিনয়নে,
　　তাই বালা চাহে আপনারে ;

নিজ বলাবল গণি'
করুন তা', নৃপমণি !
　　যাহা হয় উচিত বিচারে।"

ভাটেরে বিদায় করি'
গোবিন্দের কর ধরি',
কহিলেন তবে পৃথ্বীরাজ ;—

"সখা, মন্ত্রী, তুমি ভাই !
বিচারিয়া বল তাই,
এ সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য আজ।

কৈশোর হইতে প্রাণ
তা'রে যে করেছি দান
জানো তুমি ; অন্যে জ্ঞাত নয় ;

সরলা, বিমুগ্ধচিতা,
প্রেমলাভে পুলকিতা,
সেও মোরে সঁপেছে হৃদয়।

দিন, মাস, বর্ষ কত
নীরবে হই'ছে গত,
তার(ই) কথা সদা জাগে মনে ;

মুদিত নয়ন মাঝে
সে মুরতি যেন রাজে,
বাণী হয় ধ্বনিত শ্রবণে।

রোমাঞ্চিত হ'য়ে কায়
তা'র(ই) পরশন চায়,
ধ্যানে চিত্ত মুগ্ধ, স্তব্ধ রয় ;

তা'র(ই) অধিষ্ঠানে যেন
ধরণী মোহিনী হেন,
নারীতে দেবীত্ব জ্ঞান হয়।
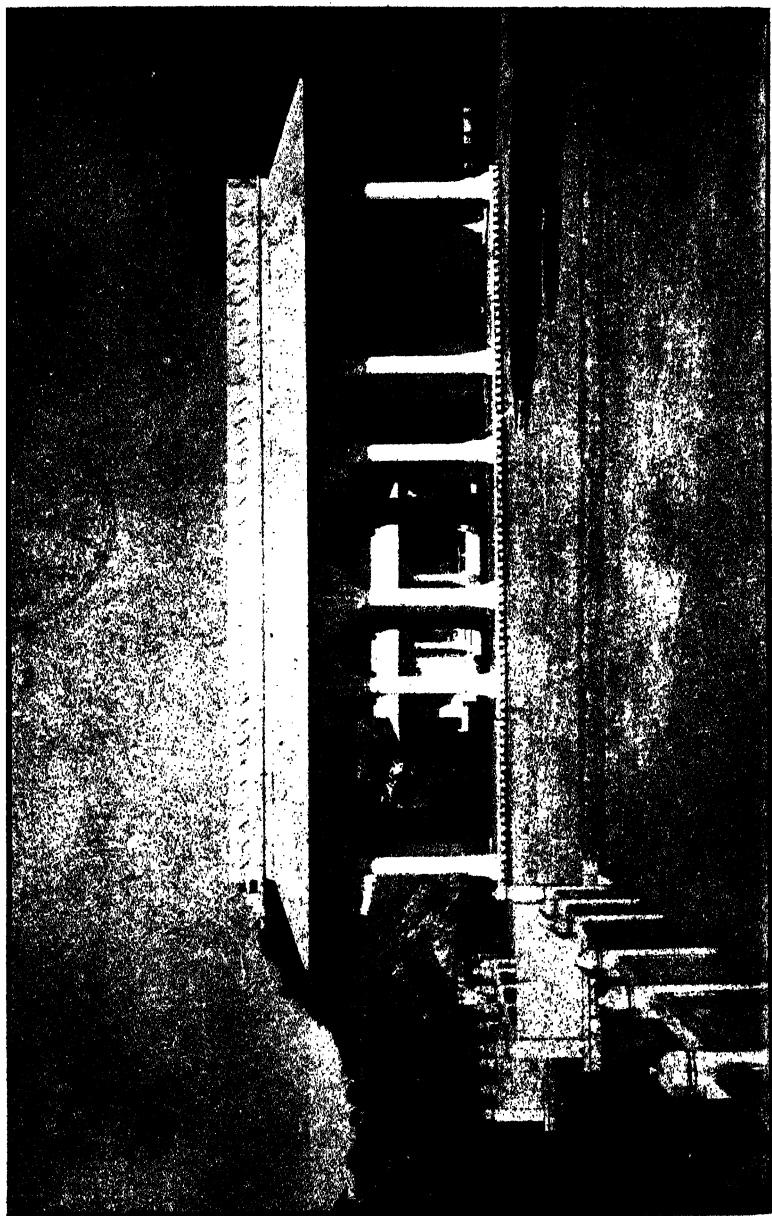
আজমীর আনাসাগর তটে মোগল-প্রাসাদ।

মনে হয় তা'র(ই) হাস
করে উষা পরকাশ ;
জ্যোৎস্না তা'র(ই) অঙ্গের বরণ ;
সে লাবণ্য ঢল ঢল
বিকাশে কুসুম দল,
লভি' শ্বাস সুরভি পবন।
ভাই ! তব পড়ে মনে,
পূজা-যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে
আজমীরে আসিত সে যবে,
কি অমৃত-পারাবারে
ডুবিতাম হেরি' তা'রে ;
যেত দিন কি আনন্দোৎসবে।
লয়ে তা'রে তরী'পরে
কভু আনাসরোবরে *
করিতাম আনন্দে বিহার ;
তুলি' মৃদু কল কল
নাচিত সরসী জল,
ঊর্ম্মিমালা করিয়া বিস্তার।
হরি' বনফুলগন্ধ,
সন্ধ্যানিল, মন্দ মন্দ,
কাঁপাইত অলক তাহার ;
জ্যোছনা পড়িত মুখে,
নিরখি', নিরখি' সুখে
তৃপ্তি মনে না হ'ত আমার।

---

* আজমীরস্থিত প্রসিদ্ধ আনাসাগর। পৃথ্বীরাজের পিতামহ, কাহারও কাহারও মতে প্রপিতামহ, আর্ণোজী একটী গিরিস্রোতকে আবদ্ধ করিয়া সরোবরে পরিণত করিয়াছিলেন।

কভু তা'র ধরি' কর,
তুলি' তারাগিরি'পর, *
ফুলে ভরি' দিতাম আঁচল ;

কভু শিলাতলে বসি,'
ধরি' ধনু, লয়ে অসি,
দেখা'তাম সমর-কৌশল।

অব্যর্থ আমার শর †
হেরি,' মোর ধরি' কর,
কখন সে কহিত হাসিয়া ;

যেন তা'র স্বয়ংবরে
বিনা লক্ষ্যভেদ করে'
কেহ তা'রে না ল'ন আসিয়া।

অরুণ-উদয় সনে
আসি' কভু উপবনে
পূজা হেতু তুলিত সে ফুল,

ললিতে আলাপি' তান
গাইত বন্দনা-গান,
শুনি,' ছুটি' যেতাম আকুল।

উত্তরকালে এই আনাসাগর মোগল বাদসাহদিগের প্রিয় বিহারক্ষেত্র হইয়াছিল। সাহজহানের নির্ম্মিত শ্বেতপ্রস্তরময় প্রাসাদ এখনও ইহার কূলে বর্ত্তমান আছে। জ্যোৎস্নালোকে আনাসাগর অতি মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করে। সুপ্রসিদ্ধ কেন (Caine) সাহেব ইহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে 'one of the loveliest tanks' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* আজমীয়ের স্বনামখ্যাত তারাগড়শৈল। ইহার উপর অবস্থিত চৌহানদিগের নির্ম্মিত দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে।

† পৃথ্বীরাজের শরচালনায় এরূপ অসাধারণ দক্ষতা ছিল যে, কেবল শব্দমাত্র শুনিয়া তিনি লক্ষ্যভেদ করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

গত কত দিন, ভাই!
ভুলিতে ত পারি নাই
কিশোরীর সেই রূপরাশি;

অঙ্গে সেই নীল বাস,
স্নানমুক্ত কেশপাশ,
মুখপানে চাহি' মৃদু হাসি।

তখন না ছিল রোষ,
নাহি ছিল অসন্তোষ,
মাতৃষ্বসা, তাই, কতবার,

উভয়েরে সম্বোধিয়া,
কহিতেন শুনাইয়া,
'যোগ্য মোরা দোঁহে দোঁহাকার।'

দিল্লী লয়ে হ'ল বাদ,
ঘুচে গেল সব সাধ,
না হইল বাসনা পূরণ;

কিন্তু একসূত্র দিয়া
বাঁধা আছে দুই হিয়া;
অচ্ছেদ্য সে অদৃশ্য বন্ধন।

চিনি আমি ভাল তা'রে
বরিবে না অন্য কা'রে
দেহে বালা থাকিতে জীবন;

চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে
র'বে সে অনূঢ়া হয়ে,
বুদ্ধভক্তা ভিক্ষুণী যেমন।

শুনিলে ত সব, ভাই !
কর্ত্তব্য যা', বল তাই,
বিচারিয়া যুক্তি কর দান ;
এক দিকে বলক্ষয়,
সম্মিলিত শত্রু-ভয়,
অন্য দিকে প্রেম, সুখ, মান।"
নীরবিলা নরপতি ;
গোবিন্দ, করিয়া নতি,
কহিলেন ;—
"কি চিন্তা, নৃমণি !
তুমি গোবিন্দের ধর্ম্ম,
তুমি তীর্থ, পুণ্য কর্ম্ম,
তব বাক্য ইষ্টমন্ত্র গণি।
কর তুমি আজ্ঞা দান,
লইব দুষ্টের প্রাণ,
কনোজ করিয়া আক্রমণ ;
তব প্রতিমূর্ত্তি যথা
কাটি' শির, স্থাপি' তথা,
বলিরূপে করিব অর্পণ।
যজ্ঞ করি' লণ্ড ভণ্ড
রাঠোরেরে দিব দণ্ড,
সংযুক্তারে আনিব ধরিয়া ;
কি ভাবনা, মহীপাল !
তাঁ'রে লয়ে' সুখে কাল
যাপিবেন, বিবাহ করিয়া।

থাকুন দাহিমী সতী,
শশিব্রতা, ইন্দ্রাবতী
যোগ্যা পত্নী সংযুক্তা তোমার ;
রাধা বিনা ঘনশ্যাম
কে না জানে শূন্যবাম,
থাকুন সহস্র গোপী তাঁ'র ?"
ধরিয়া ভ্রাতার করে
পৃথ্বীরাজ স্নেহভরে
কহিলেন ;—
"তুমি মহাবীর,
এ তব অসাধ্য নয়,
কনোজ করিতে জয়
পারো তুমি ; কিন্তু হও স্থির।
আমারে প্রহরিবেশে
রাখি' যদি দ্বারদেশে
হয় তাঁ'র গৌরব প্রচার,
হ'ক্ ; কিবা ক্ষতি তা'য় ?
মানীর না মান যায়,
প্রতিমূর্ত্তি লাঞ্ছিলে তাহার।
সংযুক্তা আমার তরে
আছে সত্য প্রাণ ধরে',
কিন্তু আমি আত্ম-সুখ তরে,
বৃথা করি' বলক্ষয়
রাজ্য, ধর্ম্ম সমুদয়
দিব শেষে তুর্কের কি করে ?

* পৃথ্বীরাজের অপরা পত্নীগণ।

জানেন অন্তরযামী,
কি নৈরাশ্যে, ভাই! আমি
কহিতেছি এ কথা তোমায়।

সুযুক্তি এখন যাহা
ভাবি', বুঝি' বল তাহা,
তুমি মোর ভরসা, সহায়।

শুনিতেছি তুর্ক-চরে
জয়চন্দ্র ঈর্ষাভরে
করেছেন কনোজে আহ্বান;

আছে গুপ্ত অভিসন্ধি
আমারে করিয়া বন্দী
ঘোরীরে করিতে দিল্লী দান।

দারুণ সন্তাপে যদি
মোরা দোঁহে নিরবধি
দগ্ধ হই, ক্ষতি নাহি তায়;

থাকুক হিন্দুর মান,
রক্ষা পা'ক্ হিন্দুস্থান,
বাঞ্ছা, সত্য, কহিনু তোমায়।"

গোবিন্দ গম্ভীর স্বরে
জিজ্ঞাসিলা নৃপবরে,
"কি আজ্ঞা হইল, দাদা! আজ?

রাঠোর-তুরুক্-ভয়ে
দিল্লীশ্বর ভীত হয়ে
ত্যজিবেন ক্ষত্রিয়ের কাজ?

খর যদি বৃষ সনে
সন্ধি করি' সংগোপনে
যুঝিবারে করে অভিলাষ,

তা' হ'লে কি পশুরাজ
ভুলি' যান নিজ কাজ ?
ফেলি' দেন আপনার গ্রাস ?

সত্য বটে মাল্যদান
হয় নাই ; কিন্তু প্রাণ
বিনিময়ে বাঁধা দোঁহাকার ;

বুঝেছে সংযুক্তাসতী,
তুমি মাত্র তা'র পতি,
মানস-মহিষী সে তোমার।

তবে, দাদা ! তুমি তা'রে
কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে
বল, এবে, থাকিবে ভুলিয়া ?

রুক্মিণী ডাকিলা যবে
নারায়ণ, বল, তবে,
ছিলেন কি বিস্মৃত হইয়া ?

যদি নিজ অপমান
হয় তব তুচ্ছজ্ঞান,
প্রজাগণে কিন্তু, বল, বীর !

সমর্থ, সবল হয়ে,
বৃথা অপমান সয়ে,
উচিত কি করা নতশির ?

বিচারিয়া দেখ মনে
যদি সংযুক্তার সনে
পরিণয় হয় অন্য কা'র,

নব মিত্র, নব বল
লভিবে রাঠোর খল,
অধিক প্রতাপ হ'বে তা'র।

চৌহানের অপমান
সদা সে করি'ছে ধ্যান,
রন্ধ্র পেলে না ভুলিবে কভু;

রাজসূয় অবসানে
প্রচারিবে হিন্দুস্থানে,
মোরা দাস, সে মোদের প্রভু।

তুমি জ্ঞানী, নৃপবর!
সব তব সুগোচর,
আমি কিবা বুঝা'ব তোমায়?

রাঠোরের বীরগর্ব্ব
যদি নাহি হয় খর্ব্ব
চৌহানের বাঁচা হ'বে-দায়।"

গোবিন্দেরে বক্ষ'পর
ধরি' হর্ষে নৃপবর
কহিলেন, করি' আলিঙ্গন;—

"তব বাক্য সত্য, বীর!
করিলাম মনে স্থির,
স্বয়ংবরে করিব গমন।

মনোমত সেনা লয়ে
থাকহ প্রস্তুত হয়ে,
ছদ্মবেশে যাইব দু'জনে ;

যুক্তি ভাবিয়াছি যাহা,
কহিব তোমারে তাহা,
যথাকালে, অতি সংগোপনে।"

"যে আজ্ঞা, নৃমণি" ! বলি'
গোবিন্দ গেলেন চলি,'
পৃথ্বীরাজ যান নিজস্থান।

উচ্চে সিংহদ্বার প'রে
'জয় পৃথ্বীরাজ' স্বরে
বাজে বাঁশী ইমনকল্যাণ।

ষষ্ঠ সর্গ।

এখন (ও) অরুণ-রাগ পূরব আকাশ
করে নাই আরঞ্জিত ; তরুকুঞ্জ হ'তে
উঠে নাই বিহগের কলকণ্ঠ-ধ্বনি ;
বহেনি প্রভাতানিল, জাহ্নবী- সলিলে
স্নানস্নিগ্ধ। সুপ্তোত্থিতা, মুখরিতা তবু
বিশাল কনোজপুরী। গৃহে, পথে, ঘাটে
উঠিতেছে কলরব। বর্ত্তি শত শত,
সহস্র সহস্র দীপ জ্বলে নানাস্থানে ;
প্রবুদ্ধ নগরবাসী। প্রহর-বিগমে,
রাজসুতা সংযুক্তার হ'বে স্বয়ংবর ;
ব্যস্ত তাই পৌরজন। রাজপুরী মাঝে
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য। দাস, দাসী, যত,
সুসজ্জিত নববেশে, প্রফুল্ল অন্তরে,
রত নিজ নিজ কার্য্যে। রক্ষক, প্রহরী,
শূল, অসি, গদা করে, দাঁড়াইছে আসি'
আপন আপন স্থানে। চলে রাজপথে
অশ্ব, গজ, পদাতিক। বাড়িছে জনতা
আলোক-সঞ্চার সনে। ক্রমে দিনমণি,
লোহিতচন্দন-লিপ্ত, স্নাত কলেবর,
হেরিতে কৌতুক, শির তুলিলা আকাশে।
বিস্ময়ে নগরবাসী হেরিলা প্রভাতে
সুসজ্জিতা তরী এক, রাজহংসাকৃতি,
ভাসিছে জাহ্নবী-বক্ষে। কারুকার্য্যময়

শোভে কক্ষ, তরী মাঝে। কৌষেয় বসন
যবনিকাকারে তা'র প্রলম্বিত দ্বারে ;
ঝালরে মুকুতাপাঁতি। তরঙ্গ-কম্পনে
উঠিছে, পড়িছে তরা, নাচে যেন সুখে।
লোহিত পতাকা এক ত্রিশূল-অঙ্কিত
উড়ে সে তরণী-শিরে। দৃঢ় কলেবর
বহিত্রবাহক তাহে পঞ্চাশৎ জন
বসি' নিজ নিজ স্থানে। মধুর সঙ্গীত
উঠে সে তরণী হ'তে। সুবেশা কিঙ্করী
ব্যজন লইয়া করে আছে দাঁড়াইয়া ;
মালা লয়ে আছে দাসী। শয্যা ঊর্ণাময়
প্রসারিত কক্ষ মাঝে। দিব্য উপাধান,
তাম্বূলকরঙ্ক, পুষ্প, অগুরু, চন্দন,
প্রসাধন-দ্রব্য কত, নির্ম্মল মুকুর,
কঙ্কতিকা, গোরোচনা, অলক্তক আদি
রহিয়াছে, যথা স্থানে, যতনে সজ্জিত।
বিচিত্র পতাকাধারী শত অশ্বারোহী,
সহস্র পদাতি সহ, গঙ্গাতীর হ'তে
স্বয়ংবর সভা যথা, পথের দু'পাশে,
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে। ভীম কলেবর,
লৌহবর্ম্মাবৃত দেহ, দীর্ঘ শূল করে,
পৃষ্ঠে যুগ্ম তূণ, স্কন্ধে বিলম্বিত ধনু ;
উষ্ণীষ কাঞ্চনময় ঝলসয়ে আঁখি
তরুণতপন-করে ; চমকে চপলা
প্রলম্বিত, কোষমুক্ত কৃপাণ-ফলকে !
কা'র এ তরণী, কা'র এ হেন সৈনিক,

সবিস্ময়ে, পুরবাসী কহে পরস্পরে।
জিজ্ঞাসিলে কেহ, মাত্র পায় প্রত্যুত্তর,
অবোধ্য ভাষায় ; কহে 'মালায়ালায়ম।' *
বলে লোক ;—'আসিয়াছে রাজ-নিমন্ত্রণে
আসমুদ্র-হিমাচল ; কেবা চিনে কা'রে ?'
প্রাসাদ সম্মুখে শোভে সমতল ভূমি,
শ্যাম শষ্পাবৃত ; তাহে স্তম্ভ দারুময়,
কুসুমে, পল্লবে, ফলে আপাদভূষিত,
দাঁড়াইয়া শ্রেণীবদ্ধ ; শিরে চন্দ্রাতপ
খচিত কাঞ্চন-সূত্রে। চন্দ্রাতপ হ'তে
সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধা স্ফটিক-আধারে
শোভে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত,
সৌরভে পূরিয়া সভা। নিম্নদেশে তা'র
সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত রেখাকারে পথ
রহিয়াছে প্রসারিত ; সলিল-সেচনে
স্নিগ্ধ, ধূলিকণাশূন্য। পথের দু'পাশে,
চারুচিত্রময়, দিব্য আস্তরণ 'পরে,
সম অন্তরালে, রত্নকাঞ্চনে খচিত
শোভিছে আসনশ্রেণী। সুবেশ কিঙ্কর
দাঁড়ায়ে আসন পার্শ্বে। কা'র(ও) করে শোভে
সুবর্ণ ভৃঙ্গার, পূর্ণ শীতল সলিলে
কর্পূরবাসিত। কেহ ধরেছে ব্যজন,
রচিত ময়ূরপুচ্ছে ; ধবল চামর
লয়ে দাঁড়াইয়া কেহ ; উষীর, চন্দন
কার(ও) হস্তে স্বর্ণপাত্রে। প্রতি চতুষ্পথে,

* পাণ্ড্যরাজ্যের অর্থাৎ বর্ত্তমান মাদুরা, টিনাভেলি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রদেশের ভাষা।

পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; কস্তূরী, চন্দন
রক্ষিত সুবর্ণাধারে। ঘিরি' সভাস্থল
অশ্বারোহী, পদাতিক বেড়ায় নীরবে।
বৈতালিক গায় গীত ; উঠে বেদধ্বনি ;
বাজে বেণু, বাজে বীণা, মধুর নিক্কণে।
অসংখ্য দর্শক, নানাদেশসমাগত,
শুনি' স্বয়ংবর-বার্ত্তা, পরিজন সহ,
দাঁড়াইয়া বহির্ভাগে। অট্টালিকা-চূড়ে,
তরুস্কন্ধে, বাতায়নে, রথগজ 'পরে
নিবিড় জনতা। দেহ ঘর্ম্মাক্ত আতপে,
অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলি শ্বাস করে রোধ,
সৈনিক-প্রহরী বেত্র হানে পৃষ্ঠদেশে,
তবু কৌতূহলী লোক, অনিমেষ আঁখি,
নিরখিতে বধূবর। পথপার্শ্বে কোথা,
বাজিছে বাদিত্র, নাচে নর্ত্তক নর্ত্তকী ;
যুঝে মল্ল মল্ল সনে। কোথা যাদুকর
দেখাইছে ইন্দ্রজাল। তরুতলে কোথা,
সাজাইয়া দেবমূর্ত্তি, আসীন সন্ন্যাসী,
শিরে জটা, অঙ্গে ভস্ম, তুলি' শঙ্খধ্বনি।
সুবিপুল ছত্রতলে, গম্ভীর মূরতি,
ভূর্জ্জ-ত্বকে লেখা স্থূল গ্রন্থ উন্মোচিয়া,
আঁকি রাশিচক্র, কোথা, গণিছে জ্যোতিষী।
মোদক-শর্করা-শক্তু-তাম্বূল-বিক্রেতা
বসিয়াছে নানা স্থানে। কোথা পল্লীনারী,
হরিদ্রারঞ্জিত বাসে সমাবৃত দেহ,
সিন্দূর লেপিত ভাল, কাংস্যভূষা করে,

ক্রোড়ে স্তন্যপায়ী শিশু, ধূলিপূর্ণ পদ,
দলবদ্ধা, হরগৌরী-বিবাহ-সঙ্গীত
গাইছে সুতীব্র কণ্ঠে। অনাথ, আতুর,
উপেক্ষিয়া প্রহরীর ভ্রূভঙ্গী কঠোর,
অন্ন, বস্ত্র তরে ডাকে 'জয় মহারাজ';
'মণিপদ্মে হুম্' বলি' ছুটে ভিক্ষুদল,
করে দারুময় পাত্র। গজের বৃংহিত,
তুরগের হ্রেষাধ্বনি, ঢক্কাভেরীরব,
নরকণ্ঠস্বর সনে হয়ে সম্মিলিত,
ক্ষুব্ধসিন্ধুরোল সম পশিছে শ্রবণে।
সভামধ্যস্থলে শোভে মঞ্চ শিলাময়;
আসীন সে মঞ্চপরে, দিব্য সিংহাসনে,
মহারাজ জয়চন্দ্র সার্ব্বভৌম-বেশে;
গলে পুষ্পমাল্য, যজ্ঞ-বিভূতি ললাটে,
বর্ত্তুল মুকুতা-মালা শোভে বক্ষস্থলে,
মাণিক্য কিরীট শিরে, রাজদণ্ড করে।
দক্ষিণে ভূপের, বসি' স্বতন্ত্র আসনে,
রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য, প্রশান্ত মূরতি;
পাত্র, মিত্র, সভাসদ ঘিরিয়া চৌদিকে।
একে একে ভট্টগণ জানাইছে আসি'
সমাগত কোন্ রাজা। মধুর বচনে
কহিছেন মহারাজ নিরূপিত স্থানে
বসাইতে প্রতিজনে। হেনকালে দূত
কহিল আসিয়া এক;—
"প্রণিপাত, দেব!
এসেছেন দ্বারদেশে পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর,

কোথায় আসন তাঁ'র ? কহিলেন তিনি ;—
'আসিয়াছি যোদ্ধৃবেশে ; বেশ-বিন্যাসের
পাই নাই অবকাশ দূর পর্য্যটনে ;
নাহি ইচ্ছা প্রবেশিতে সভার মাঝারে ;
রহিব এখানে, যদি হয় অনুমতি।"
কুঞ্চিতললাট ভূপ জিজ্ঞাসিলা ধীরে ;—
"পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর ! ভট্ট ! পাণ্ডুরাজ্য কোথা ?"
বিনয়ে কহিল ভট্ট ;—
"আছে, মহারাজ !
চের, চোল, পাণ্ড্যরাজ্য সুদূর দক্ষিণে।
কিন্তু হীন ক্ষত্র তা'রা ; আদান, প্রদান
নাহি তাহাদের সাথে ; প্রভুর যা' রুচি।"
"হীন ক্ষত্র" ?
সবিস্ময়ে কহিলা নৃমণি ;—
"কিবা প্রয়োজন তবে আনি' সভা মাঝে ?
থাকুন বাহিরে, তাঁ'র যথা অভিরুচি ;
কহিও, সাক্ষাৎ হ'বে স্বয়ংবর পরে।"
বিদায় লইলা দূত। সমাগত, ক্রমে,
মালব, গুর্জ্জর, সিন্ধু, সুরাষ্ট্র, কাশ্মীর
নানা দেশ হ'তে যত ক্ষত্র নরপতি ;
কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথোপরে ;
সঙ্গে ভৃত্য, পরিজন। আদরে সবারে
বসাইছে যথাস্থানে পাত্রমিত্রগণ।
কেহ বা তরুণ যুবা, সুরূপ, সুন্দর ;
পঞ্চাশোর্দ্ধ, সুপ্রবীণ কোন কোন(ও) জন ;
কেহ বা সপ্ততিপর, শিরে শুক্লকেশ,

দন্ত বিগলিত ; কিন্তু ঘোচেনি লালসা ;
এসেছেন বরবেশে। কষিত কাঞ্চন
বর্ণ কা'র(ও) ; কেহ কৃষ্ণ, পিঙ্গল কেহ বা ;
স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘ নানা দেহধারী।
শতরূপ বেশ, ভূষা ; শোভে কার(ও) শিরে
বিশাল উষ্ণীষ, স্থূল রথচক্র সম ;
টোপর কাহার(ও) মাথে। মল্লবেশে কেহ
পরেছেন বীরধটী, দেহ অনাবৃত ;
কেহ বা যবনবেশী। উত্তরীয় কার(ও)
বাঁধা কটিদেশে, কার(ও) স্কন্ধে প্রলম্বিত।
কুণ্ডল শোভিছে কর্ণে, কণ্ঠে রত্নমালা,
অঙ্গদে, বলয়ে যুগ্ম বাহু বিভূষিত।
কৌষেয় বসনে, মণি মুক্তার আলোকে
ঝলসিত সভাস্থল। ভাবে পুরবাসী,
আবার দ্বাপর যুগ এসেছে ধরায় ;
তাই হেন মহাযজ্ঞ, হেন স্বয়ংবর।
ধন্য ধন্য মহারাজ ! স্বর্গে সুরপতি,
মর্ত্ত্যে জয়চন্দ্র মাত্র তুল্য পরস্পর।
যবনিকা-অন্তরালে, রমণীসমাজে,
নিরখিয়া রাজগণে, আকারে, ইঙ্গিতে
চলিয়াছে নানাকথা। উঠিছে কোথাও
স্থবিরে ধিক্কার, পরিহাস ঘটোদরে,
নাসিকা-কুঞ্চন হেরি' মসীবর্ণজনে,
স্মিতস্নিগ্ধ বাণী লক্ষি' রূপবান শূরে।
সমাগত শুভক্ষণ ; অন্তঃপুর হ'তে
নিনাদিল শত শঙ্খ। স্ত্রীকণ্ঠসম্ভব

'উলু-লু' মঙ্গলধ্বনি, পূর্ণ করি' পুরী,
পশিল সবার কর্ণে। সুবর্ণ শিবিকা,
কুসুম-পল্লবাস্তৃত,—মুকুতার মালা
ঢুলিছে ঝালর তাহে, ঝলসিয়া আঁখি,—
বাহিরিল ধীরে ধীরে। পশ্চাতে তাহার,
শূল করে, ভীমমূর্ত্তি দৌবারিক দ্বয়।
শিবিকার এক পার্শ্বে সখী প্রিয়ব্রতা
ব্যজন লইয়া করে। স্বর্ণপাত্রে লয়ে
দধি, দূর্ব্বা, পুষ্পমাল্য, অক্ষত, চন্দন
দাসী এক, অন্য পার্শ্বে, চলে সাথে সাথে।
বসি' সে শিবিকামাঝে সংযুক্তাসুন্দরী
সাজি' স্বয়ংবরবেশে। সে রূপ-মাধুরী
কেমনে বর্ণিবে কবি। পূর্ণচন্দ্র সম
শোভিছে বদনকান্তি, স্নিগ্ধ আভাময়ী ;
বিশাল, সুনীল নেত্র ; প্রবালনিন্দিত
শোভে চারু ওষ্ঠাধর ; বক্ষ পীনোন্নত ;
ক্ষীণ কটিদেশ ; তনু ললিত, সুঠাম।
কাঞ্চনে, রতনে, পুষ্পে সে বর মূরতি
দ্বিগুণ শোভিছে এবে। অরুণ-বরণ
কৌষেয় বসন অঙ্গে ; মাণিক্য-কুণ্ডল
ঝলসি' ঢুলিছে কর্ণে, কণ্ঠে মুক্তামালা,
যূথীকার হার সনে ; হীরক-বলয়
উজলিছে করযুগ ; মঞ্জীর চরণে।
  সভামধ্যস্থলে, যথা, স্বর্ণসিংহাসনে,
বিরাজিত জয়চন্দ্র, শিবিকাবাহক
আসি' দাঁড়াইল তথা। সম্ভ্রমে কুমারী

নামিলা শিবিকা হ'তে মঞ্চের সম্মুখে ;
অচলা চপলা যেন পশিলা সভায়।
সহস্র সহস্র নেত্র, নির্ণিমেষ হয়ে,
আবদ্ধ হইল ক্ষণে কুমারীর দেহে ;
স্পন্দিল সহস্র বক্ষ ; রোমাঞ্চ উঠিল
দেহে দেহে ; তীব্রতর বহিল নিঃশ্বাস।
অগ্রসরি' রাজসুতা নমিলা প্রথমে
গুরু তুঙ্গাচার্য্য-পদে। কহিলেন গুরু ;—
"লভ মনোমত পতি, সংযুক্তাসুন্দরি !"
নমিলা কুমারী পরে জনকের পদে ;
কহিলেন জয়চন্দ্র গদগদ ভাষে ;—
"লভ, প্রাণাধিকে ! লভ যোগ্যপতি তব।"
নিশ্চল, নিঃশব্দ সভা। পিতার আদেশে
দাঁড়াইলা উঠি' বালা মঞ্চের উপরে,
নিরখিতে সভাস্থল। হেরিলা সুন্দরী,
যত দূর চলে দৃষ্টি, শ্রেণী শ্রেণী পরে,
উপবিষ্ট নৃপগণ। ঘিরি' চতুর্দ্দিকে
অগণ্য দর্শকবৃন্দ ; দাঁড়াইয়া দূরে
অশ্ব, গজ, পদাতিক, নাহি জানি কত।
উৎসুক নয়নে বালা হেরিলা চৌদিকে ;
আতঙ্কে কাঁপিল বক্ষ, টলিল চরণ ;
কিন্তু, ক্ষণপরে, চাহি' সভা-দ্বারপানে
আনন্দে ভাতিল মুখ, উদিল অধরে
মধুর হাস্যের রেখা। স্থির পদক্ষেপে
নামি' মঞ্চ হ'তে বালা, পূর্ব্বমুখী হয়ে,
প্রণমিলা, করজোড়ে, ইষ্টদেব-পদে।

নিরখিয়া কুমারীরে আগতা সভায়
আকারে, ইঙ্গিতে যত বিবাহার্থী ভূপ
প্রকাশিলা মনোভাব ; গুণ যাহা যাঁর
দেখাইতে ব্যগ্র সবে। মল্লবীর কেহ
স্কন্ধ, বক্ষ, বাহুযুগ চন্দন-চর্চ্চিত
আস্ফালিয়া, মুহুর্ম্মুহু, বসিলা গৌরবে।
অসিযুদ্ধে পটু বীর, 'অর্দ্ধ মুক্ত করি',
রাখিলা পিধানে অসি। কাকপক্ষ সম
সুচারু কুন্তল কেহ অঙ্গুলি-মার্জ্জনে
মসৃণ করিলা শিরে। কোন মহামতি,
দীর্ঘ গুম্ফ, বিনাইয়া দীপশিখাকারে,
মুকুর লইয়া, যত্নে, লাগিলা হেরিতে,
হরষে আন্দোলি' শির। বসন, ভূষণ
কিরীট, অঙ্গদ, হার যাঁ'র যা' সুন্দর
করিলেন সুবিন্যস্ত। আবার কেহ বা,
পাছে শুক্লকেশ পড়ে নয়নে বালার,
তাই, অতি সাবধানে, টানিয়া উষ্ণীষ,
আবরিলা কর্ণমূল। বয়োগুণে যিনি
কুব্জপৃষ্ঠ, নতদেহ, তিনিও আবেগে
বসিলেন ঋজু হ'য়ে সিংহাসন'পরে।
সম্ভ্রমে নমিয়া ভূপে, কুমারীর পাশে,
আসি' দাঁড়াইল ভট্ট। বয়সে প্রবীণ,
তবু ঋজুদীর্ঘকায় ; হেমদণ্ড করে,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা স্বর্ণসূত্রে গাঁথা,
পরিধান পীতবাস, চন্দন ললাটে।
সঙ্গে লয়ে কুমারীরে অগ্রসরি' ভাট

দাঁড়াইল আসি', যথা কনক আসনে
বসি' রাজপুত্র এক ; কহিল বিনয়ে ;—
"সম্মুখে তোমার হের, সুচারুহাসিনি !
জম্মুরাজপুত্র এই. পাণিপ্রার্থী তব। *
দান, ব্রত করে লোক স্বর্গলাভ তরে ;
কিন্তু স্বেচ্ছালভ্য তব হ'বে স্বর্গবাস,
বরিলে এ রাজসুতে। সৌন্দর্য্যে, শোভায়
ভূস্বর্গ বলিয়া যা'র খ্যাতি মর্ত্ত্যলোকে
সে কাশ্মীর, অবিভিন্ন জম্মুরাজ্য হ'তে।
হেরিবে মানবী হয়ে স্বরগের শোভা ;
তটিনী রজতস্রোতা, ক্ষেত্র চিরশ্যাম,
নির্ঝর মুকুতাস্রাবী, তুঙ্গ মহীধর,
সজ্জিত বিচিত্র বর্ণে আলোক-সম্পাতে,
জুড়াইবে আঁখি তব। অনাদরে তথা
জনমে যে ফুল, শৈলে, প্রান্তরে, পুলিনে
দুর্ল্লভ তা' রাজোদ্যানে। কমল-সুরভি
বহে সেথা স্নিগ্ধানিল। সুধাসম স্বাদু
জনমে বিবিধ ফল। নর, নারী যত
দিব্যমূর্ত্তি, দেবলোকে গন্ধর্ব্ব যেমতি।
তীক্ষ্ণবুদ্ধি জম্মুরাজ রাজনীতি-গুণে
করেছেন বশীভূত গজনী-অধীশে ; †

---

* জম্মু এক্ষণে বর্ত্তমান কাশ্মীররাজ্যের একটী বিভাগ। কাশ্মীররাজ শীতকালে জম্মুতে বাস করেন। কাশ্মীর ও জম্মু একাধিকবার সংযুক্ত ও বিভক্ত হইয়াছে।

† He (Norsingh Dew, the son of Bijay Dew) was presented to the Sultan through Hussain-i Khormil, and received with honour. The Raja's son and his agent were dismissed with honorary robes, and the town of Sialkot, together with the fort, was entrusted to the care of the Rajah. The Tabakat-i Nasiri, P. 454.

উত্তরকালে এই নরসিংহ দেব, কনোজ-রাজের সহিত মিলিত হইয়া, তরায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পাদটীকা দেখুন।

নাহি বহিঃশত্রুভয়। নিশ্চিন্ত হইয়া
উভয়ে রহিবে সুখে। শারদ নিশায়
পুষ্পিত যূথিকা-কুঞ্জে করিবে বিহার,
শচী সুলোচনা যথা দেবেন্দ্রের সনে
নন্দনকানন মাঝে। দেখ বিচারিয়া।"

বুঝি' কুমারীর মন, ত্যজি' জম্মুরাজে,
চলিল সম্মুখে ভট্ট, উপবিষ্ট যথা
গুর্জ্জরের অধিপতি ; কহিল সম্বোধি' ;—

"হের, চারুনেত্রে! এই সম্মুখে তোমার
সেই বীর্য্যবান্ ভূপ, নিজে জলনিধি,
বিশাল পরিখারূপে, রম্য রাজ্য যাঁ'র
রক্ষিছেন দিবানিশি। দুর্দ্ধর্ষ সমরে
গুর্জ্জর-ভূপতিগণ। ইন্দ্রজাল-বলে
বলী ভূপ সিদ্ধরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপে
আনিলা পিঞ্জরে ভরি'; তাই, কোন ভূপ
না করে সাহস যুদ্ধে গুর্জ্জরের সনে ;
নিঃশঙ্ক রহিবে তুমি। কহে সর্ব্বজন,
'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস'; সত্য লোকমাতা
বিরাজেন মূর্ত্তিমতী গুর্জ্জরের মাঝে।
দেশ দেশান্তর হ'তে সার্থবাহগণ
আনে সেথা পণ্যদ্রব্য। যখন যা' রুচি,
অশনে, বসনে, যানে, বিলাসভবনে,
লভিবে তা'; দেখ, এবে, বিচারিয়া চিতে।" *

* Gujurat owed its greatness partly to the wealth which flowed in through the seaports of Broach and Cambay and partly to the long reign of four sovereigns. * * Siddharaj (A. D. 1093—1143 was the most celebrated of his race, and a great magician. He waged a twelve years' war against the Ponwars, and carried about their King in a cage.
I. Gazetteer. Vol. II. P. 313.

চাহিয়া সখীর পানে কহিলা কুমারী ;—
"চল অন্য কোথা।"
ভট্ট চলিল যথায়
নৃপতিকুমার এক বসি নতশিরে।
কহিল মধুর ভাষে ;—
"শুন, ব্রতশীলে!
বিখ্যাত চান্দেল-কুল রাজপুতমাঝে ;
গিরিদুর্গ কালিঞ্জর, অধৃষ্য শত্রুর,
যে কুলের পরাক্রম করিছে প্রচার ;
বীরের আশ্রয় যাঁ'রা, শিল্পীর সুহৃদ,
নিত্য ধর্ম্মকর্ম্মে রত। যে বংশের কথা,
গগনে তুলিয়া শির, দেবালয় শত
ঘোষণা করিছে লোকে। সে বংশললাম
এই রাজপুত্র, শুনি' রূপ, গুণ তব,
সমাগত পাণিপ্রার্থী। ভক্তিমতী তুমি
দেব দ্বিজে, দেবালয় চিরপ্রিয় তব।
শত শত শিল্পী, গুণে দেবশিল্পী সম,
সেবে এই রাজকুলে। ইচ্ছা থাকে তব
প্রতিষ্ঠিতে দেবালয়, অনুকূল পতি
না পা'বে এমন আর ; দেখ ভাবি' মনে।"*
নীরব রহিলা বালা। বুঝি অভিপ্রায়,
আবার চলিল ভট্ট ; নিরখিয়া বামে

---

* The chandels laid the foundation of their fortune by the capture of Mahoba in Hamirpur (circa A. D. 831) and of the strong fort of Kalinjor in A. D. 9[illegible]5. They were famous not only for their exploits, but for the great group of temples which they erected at Khajraho, one of the finest examples of Rajput architecture in existence.

দ্র. I. Gazetteer, Vol. II. P. 312.

প্রসিদ্ধ বীর আলহা এবং উদাল ইঁহাদেরই আশ্রিত ছিলেন।

ব্যাকুল, সতৃষ্ণ নেত্র রাজসুতে এক
দাঁড়াইল পুরোভাগে ; কহিল সম্বোধি' ;—
"ক্ষম অপরাধ মম, রাজেন্দ্র-নন্দিনি !
নিবেদিব গূঢ় কথা। কহে কবিজন ;
কোমল নারীর প্রাণ ; চাহে পরিণয়ে
অনন্ত, অশ্রান্ত প্রেম। যদি, বরাননে।
চাহ হেন প্রেম তুমি করহ বরণ
এই নৃপসুতে, কচ্ছবাহ-বংশোদ্ভুত।
প্রেমিক এ রাজবংশ ; জনক ইঁহার,
"বর-নৃপ" বলি' যাঁর খ্যাতি ভূমণ্ডলে,
রহি', অনুদিন, নব মহিষীর সনে,
প্রমোদকক্ষের মাঝে, হারাইয়াছিল
রাজ্য, ধন ; প্রিয়াসঙ্গ না ত্যজিল তবু ;
এ হেন অপূর্ব্বপ্রেম দুর্ল্লভ এ ভবে।
পিতৃগুণ লভে পুত্র ; যদি, সুহাসিনি !
চাহ অবিচ্ছেদ প্রেম, ইনি যোগ্য তব।"
ঈষৎ হাস্যের ভাতি বালার অধরে
হ'ল প্রস্ফুটিত। হেরি' আনন্দসলিলে
ডুবিল সে নৃপসুত ; কিন্তু ক্ষণপরে,
শুনিল কহিছে ভট্টে সখী প্রিয়ব্রতা ;
"চল ভট্ট ! এই পথে ; বাড়িতেছে বেলা।"

---

* The kachwahas built the fort of Gwalior in the ninth century and held Gwalior and Narwar till A. D. 1129 when Tajkaron the "bridegroom prince" for love of the fair Maroni, devoted a whole year to his honey-moon, and his nephew a Parihar, usurped the throne in his absence.

J. Gazetteer Vol. II. P. 312.

যথায়, সভার প্রান্তে, জনতার মাঝে,
দ্বারপালবেশী নিজ প্রতিমূর্ত্তি-পাশে,
উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ, আসিলা কুমারী।
ছদ্মবেশে নৃপবর ; দীর্ঘজটা শিরে,
শ্মশ্রু-বিমণ্ডিতমুখ, গলে গুঞ্জমালা,
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে। আয়স কঞ্চুকে
সমাবৃত বাহু, বক্ষ ; লৌহ শিরস্ত্রাণ
শোভিত উষ্ণীষ' পরে। তুল্য বেশধারী
গোবিন্দ, নৃপের পার্শ্বে, শিলামূর্ত্তি সম,
দাঁড়াইয়া অসি করে। বামে উভয়ের
ধবল তুরঙ্গ এক, মহাবলবান্,
চাহি' প্রভুমুখ পানে, হ্রেষাধ্বনি করি',
মুহুর্ম্মুহু খুরাঘাত করিছে ভূতলে।
নিরখিয়া কুমারীরে আগতা সম্মুখে
গোবিন্দ, নৃপের কর্ণে অস্ফুট ভাষায়,
কহিলা ;—"বিলম্বে দাদা ! কিবা প্রয়োজন ?
ধরি' কর, অশ্বপৃষ্ঠে তুলুন বধূরে।"
"তিষ্ঠ ভাই ! যতক্ষণ",
কহিলা নৃমণি ;—
"সংযুক্তা না করে মোরে বরণ সভায়
নাহি অধিকার মোর স্পর্শিতে তাহার
পূতদেহ, পত্নীভাবে ; তিষ্ঠ ক্ষণকাল।"
চেনেনি অপরে নৃপে। কিন্তু সংযুক্তার
উৎসুক, আকুল নেত্র চিনিয়া নিমেষে,
রোমাঞ্চ তুলিল দেহে। চিত্রার্পিত প্রায়
নিরখে বিস্ময়ে ভট্ট। সখীকর হ'তে

লয়ে অর্ঘ্য, লয়ে মাল্য নৃপতিনন্দিনী
পূজি দ্বারপাল-মূর্ত্তি, অর্ঘ্য সমর্পিয়া,
কণ্ঠে পরাইয়া মাল্য, নমিলা সম্ভ্রমে।
অমনি সহস্র কণ্ঠে উঠিল নিনাদ,
'জয় পৃথ্বীরাজ জয়,' চমকিল সভা।
আতঙ্কে, বিস্ময়ে লোক নিরখে নয়নে,
পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর, ধরি' সংযুক্তার কর,
তুলি' অশ্ব প'রে তাঁরে, পার্শ্বে বসাইয়া ;
কশাঘাত করি' বাজী দিলা ছুটাইয়া
গঙ্গাতীর পানে। ক্ষণ রহি' চমকিত
উত্তোলিল মহাশূল শিবিকারক্ষক
প্রহরী, সহসা কিন্তু জড়ীভূত বাহু
হইল আতঙ্কে, ভাবি' কি জানি সে শূল
বিদ্ধ করে কুমারীর সুকোমল তনু।
না হ'তে মুহূর্ত্তগত, হায়! অভাগার
ধৃতশূল হস্ত, ছিন্ন অসির আঘাতে,
পড়িল ভূতলে, করি' স্তম্ভিত দর্শকে।
ভাঙ্গিল চমক ; যত রাঠোর-সৈনিক,
ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত, সিংহনাদ করি,'
ধাইল পশ্চাতে। কিন্তু চৌহান পদাতি,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর সম, নত করি' শূল,
দাঁড়াইল মধ্যপথে। অগ্রে সবাকার
গোবিন্দ, মাতঙ্গ যথা দলে নলবন,
দলিতে লাগিলা তথা রাঠোর-সৈনিকে।
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ, রণভেরীরব
পূরিল কনোজপুরী। উৎসব-কৌতুকে,

নৃত্য-গীত-বাদ্য-রঙ্গে রাঠোর-সৈনিক
ছিল মত্ত, অন্যমনা; শান্তি-রক্ষা তরে
ছিল মাত্র শস্ত্রপাণি; কিন্তু নাহি ছিল,
অতর্কিত আক্রমণ নিবারণ তরে,
সাজি' চতুরঙ্গ দলে। কোথায় নায়ক,
কে করে আদেশ দান? তথাপি নির্ভয়ে
দাঁড়াইল আসি', ক্রমে ব্যূহবদ্ধ হয়ে,
ঘিরিয়া চৌহানগণে। শত্রুসংখ্যা হেরি'
গোবিন্দ জলদমন্দ্রে বাজাইলা তুরী।
অযুত সৈনিক, সাদী, নিষাদী, পদাতি,
ছদ্মবেশে নিমন্ত্রিত-রাজসৈন্যচ্ছলে,
ছিল নানাস্থানে; আসি', মুহূর্ত্ত মাঝারে,
দাঁড়াইল সুসজ্জিত; দৃঢ়ব্রত সবে
চৌহানের অপমান প্রতিশোধ তরে।
বাধিল তুমুল রণ; পথ, ঘাট, মাঠ
রাঠোর-চৌহান-রক্তে হইল লোহিত,
হতাহতে পরিপূর্ণ হইল নগরী।
দিবা শেষ, সারানিশা চলিল সমর;
কত যে উভয় দলে মরিল সৈনিক,
আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু হানি' পরস্পর,
কে পারে গণিতে? দীপ্ত কন্দুক-নিক্ষেপে
দগ্ধ হ'ল নিমন্ত্রিত কত নৃপতির
চারু বস্ত্রাবাস; কত দর্শক, যাচক
হ'ল বিমর্দ্দিত অশ্ব-গজ-পদতলে;
উঠিল ক্রন্দনধ্বনি কত গৃহ হ'তে।
ধন্য শিক্ষা গোবিন্দের! দুর্ব্বার সংগ্রামে

চৌহান-সৈনিক রণে মথিল রাঠোরে।
না পারি' সহিতে, শেষে, ভয়ে ভঙ্গ দিয়া,
ধাইল কনোজ-সেনা। জয়ধ্বনি করি'
গোবিন্দ ফিরিলা হর্ষে দিল্লী অভিমুখে।
হেথা পৃথ্বীরাজ, অশ্বে লয়ে সংযুক্তারে,
আসিলেন গঙ্গাতীরে। রাঠোর-সৈনিক,
নৃপের পশ্চাতে ছুটি'; আসি' বাধা দিতে,
অব্যর্থ শায়কে বহু ত্যজিল পরাণ,
অনলে পতঙ্গ প্রায়। কাতরা কুমারী
চাহিলা ভূপের পানে। সম্বরিয়া শর,
সান্ত্বনিয়া সংযুক্তায় করে ধরি' বীর
তুলিলেন তরী'পরে। অমনি ইঙ্গিতে
লৌহ-দৃঢ় শতবাহু আকর্ষিলা বলে
বহিত্র, ছুটিল তরী ঝটিকার বেগে।
অনুকূল স্রোত, বায়ু হইল সহায়,
অদৃশ্য হইল তরী মুহূর্ত্তের মাঝে।*

---

* এই সর্গে বর্ণিত ঘটনা পৃথ্বীরাজরাসোসম্মত নহে। অন্যান্য ভট্ট কবিদিগের কথিত বিবরণ হইতে প্রামাণিক ইতিহাসে যাহা উল্লিখিত আছে, আমি তাহাই কাব্যোচিত বর্ণন করিয়াছি। ইতিহাসের বিবরণ এইরূপ :—

At such a feast (রাজসূয়) all menial offices had to be filled by royal vassals ; and the Delhi monarch was summoned as a gate-keeper, along with the other princes of Hindustan. During the ceremony, the daughter of the king of Kanauj was nominally to make her *Swayamvara* or own choice of a husband, a pageant survival of the reality in the Sanskrit epics. The Delhi Raja loved the maiden, but he could not brook to stand at another man's gate. As he did not arrive, the Kanauj king set up a mocking image of him at the door. When the princess entered the hall to make her choice, she looked calmly round the circle of kings, then stepping proudly past them to the door, threw her bridal garland over the neck of the ill-shapen image. Forthwith, says the story, the Delhi monarch rushed in, sprang up with the princess on his horse, and gallopped off towards his northern capital.

W. W. Hunter's Indian Empire. P. 329.

১৫

বসিলেন পৃথ্বীরাজ তরণী মাঝারে
ধরি' সংযুক্তার কর, নির্নিমেষ আঁখি
দুইজনে; বাক্য নাহি স্ফুরিতে বদনে
কি কাহিনী নয়ন যে কহিল নয়নে
উভয়ের, কেবা বল পারে বর্ণিবারে?
বুঝহে, ভাবুক! কবি অক্ষম বর্ণনে।

সপ্তম সর্গ।

হে করুণ, হে কঠোর, বিশ্বপাতা দেব !
নাহি বুঝি কি নিগূঢ়, দুর্ব্বোধ্য নিয়মে
পালন করিছ স্মৃষ্টি ; কুটিল, সরল ;
মধুময়, তিক্ত ; পূর্ণ-অমৃত-গরল।

আরঞ্জিতা সান্ধ্যরাগে হাসে বসুমতী,
শান্ত বিশ্ব, চরাচর আনন্দে মগন ;
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এল ঘূর্ণিবায়,
চূর্ণ দেশ ; আর্ত্তনাদ উঠিল ধরায়।

সুখের সংসার, আহা ! পূর্ণ ধনে, জনে;
পিতা, পুত্র, শ্বশ্রূ, বধূ, বদ্ধ স্নেহডোরে ;
এক মন, এক প্রাণ। উঠিল কি বিষ !
জর্জ্জরিত সর্ব্বজন, কাঁদে অহর্নিশ।

নবীন যুবক ; সুখে আশান্বিত কত ;
স্বাস্থ্য অনবদ্য ; শ্রমে, কূর্দ্দনে, ধাবনে
সকলের অগ্রবর্ত্তী ; গ্রাসিল কি রোগ,
জীর্ণ ভগ্নদেহ যুবা, লুপ্ত সুখভোগ।

হর্ষে মগ্না দিল্লী আজ, না ধরে গরব ;
বিজিতা রাঠোর-লক্ষ্মী চৌহানের ঘরে ;
আর্ত্ত, পঙ্গু, গৃহে যা'র অন্ন নাহি হয়,
সে ও মহোৎসাহে বলে 'পৃথ্বীরাজ জয়।'

লাঞ্ছিত কনোজবাসী, ম্রিয়মাণ প্রায়,
রোষানলে দগ্ধ ; কহে ;—'এত আয়োজন
বৃথা হ'ল ! হ'ল শেষে এই পরিণাম !
ডুবে গেল চিরতরে কনোজের মান !'

কেহ বলে ;—'হে বিধাতঃ! বুক ফেটে যায়,
রাজসুতা হ'তে হ'ল এই সর্ব্বনাশ!
দেখিয়াছি নিজে তিনি, বসি' অশ্ব'পরে,
যোগায়ে দেছেন বাণ পৃথ্বীরাজ-করে।"

সংযুক্তা মিলিতা সুখে পৃথ্বীরাজ সনে,
আকৈশোর-পুষ্ট আশা পূর্ণ দোঁহাকার ;
মহোৎসবে উভয়ের কাল কেটে যায়,
বৎসর দিবস সম, দিন ক্ষণপ্রায়।

এ সুখের, এ দুঃখের কিবা পরিণাম
তুমি বিনা, হে সর্ব্বজ্ঞ! অন্য নাহি জানে ;
মতিভ্রান্ত, তাই, এই রাঠোর, চৌহান
নাহি গণে ভাবী, শুধু হেরে বর্ত্তমান।

চল, হে পাঠক! তবে, ত্যজি' আর্য্যভূমি,
যাই পুনঃ ফিরি' সেই গজনীনগরে,
নিরখি সেথায় ঘোরী, লয়ে মন্ত্রিগণে,
চূর্ণিতে হিন্দুরে রত কোন্ আয়োজনে।

বসি' সেই কক্ষমাঝে মহম্মদ ঘোরী ;
বামে তাঁ'র হামজবী, দক্ষিণে কুতব ;-
কিন্তু নাহি নিজস্থানে বসি' মৈনুদ্দীন,
দাঁড়া'য়ে তথায় এক যুবক নবীন।

লক্ষি' সে যুবকে, ঘোরী কহিলা কুতবে ;—
"এই কি সে বক্তিয়ার? * যাঁ'র কথা তুমি

---

* বঙ্গবিজেতা মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার।, ইনি সাধারণের নিকট বক্তিয়ার খিলিজি নামে পরিচিত। মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধে, বঙ্গবিজয়ে এবং ওদন্তপুরীর মহাবিহার-ধ্বংসে ইহার প্রকৃতির বিভিন্ন লক্ষণ সুব্যক্ত হইয়াছে। উত্তরকালে ইনি কখনও দিল্লীশ্বরের সেনাপতিরূপে,

বলেছিলে ? দেখি এঁর নবীন বয়স ;
আছে কি দূতের যোগ্য ধীরতা, সাহস ?”

কহিলা কুতব ;—
“সত্য অল্পবয়া ইনি,
কিন্তু দৃঢ়তায়, প্রভো ! চাতুর্য্যে, কৌশলে
সমতুল্য এ যুবার আছে অল্প জন,
প্রাণপণে রাজকার্য্য করিবে সাধন।”

“উত্তম” কহিলা ঘোরী ;—
“পরীক্ষা করিতে
নাহি বাধা ; ক্ষমতার দিলে পরিচয়
উন্নতি হইবে ক্রমে। বল, বক্তিয়ার !
কোন্ কার্য্যে দক্ষ তুমি ? ল’বে কোন্ ভার ?”

কহিলেন বক্তিয়ার ;—
“যে কার্য্যে প্রভুর
অভিরুচি, সেই কার্য্য করিব সাধন ;
রণে, দৌত্যে, চরকার্য্যে লভিয়াছি জ্ঞান,
শিখিয়াছি ভাষা, ইচ্ছা যাই হিন্দুস্থান।”

কখনও বা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলেও, প্রথমে, গজনী রাজসভায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কুৎসিৎ রূপের জন্য উপরিস্থ কর্ম্মচারীর প্রীতিভাজন হইতে না পারিয়া কার্য্য ত্যাগ করেন। তবকাৎ-ই নাসিরী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—He was a man impetuous, enteprising, intrepid, bold, sagacious and expert. He came from his tribes to the court of Ghaznin and to the audience-hall of the dominion of the Sultan Muizzuddin Muhammed e-Sam. In the Diwani Arez (department of the Muster Master) because in the sight of the head of that office, his outward appearance was humble and unprepossessing ; but a small stipend was assigned him. This he rejected, and he left Ghaznin and came into Hindustan.

Vol. I. PP. 548-49

"শিখিয়াছ ভাষা ? অতি উত্তম সংবাদ ;"
কহিলেন ঘোরী ;—
"তবে হামজবী সনে
যাও হিন্দুস্থানে ; দোঁহে র'বে সাথে সাথে ;
কার্য্যের সুসিদ্ধি যেন তোমাদের(ই) হাতে।

পথ, ঘাট, অস্ত্রশালা, সৈনিক-নিবাস
দেখিবে সতর্ক হয়ে ; প্রকৃতি প্রজার,
রাজভক্তি ল'বে বুঝি' ; লুণ্ঠন, পীড়ন
নহে লক্ষ্য মম, চাহি রাজ্য-সংস্থাপন।

ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায় ;
হিন্দু, বৌদ্ধ মাঝে আছে তীব্র দ্বেষানল ;
অনভ্যস্থ বৌদ্ধ রণে, অস্ত্র-ব্যবহারে,
মরিবে সহজে ; হিন্দু না রক্ষিবে তা'রে।*

উচ্চবর্ণ জন কত মাত্র হিন্দুস্থানে,
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র শুনি অগণন ;
লাঞ্ছিত, দলিত এই নীচ জাতি যা'রা
বুদ্ধিহীন, বীর্য্যহীন মেষ সম তা'রা।

---

* ওদন্তপুরীর মহাবিহারধ্বংসে বক্তিয়ার মহম্মদ ঘোরীর কথা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। যাহা তিনি দুর্গ ভাবিয়া ধ্বংস করিয়াছিলেন তাহা একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও বিদ্যালয় মাত্র ছিল। যাহাদিগকে মুসলমান ইতিহাসলেখক হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা বৌদ্ধ ছিল। মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন ;—He (Mahammad-i- Baktyar advanced to the gateway of the fortress of Bihar with two hundred horsemen in defensive armour and suddenly attacked the place. * * * at which time Muhammad-i-Baktyar, by the force of his intrepidity threw himself into the postern of the gate-way of the place and they captured the fortress and acquired great booty. The greater number of the inhabitants of that place were, Brahmans, and the whole of those Brahmans had their heads shaven, and they were all slain. There were a great number of books there ; and when all these books came under the

না আছে দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, না আছে সাহস,
শৃঙ্খলা, সমরনীতি না পারে বুঝিতে ;
পদাঘাতভয়ে আসি' অসি ধরে রণে ;
কি শক্তি তা'দের যুঝে আমাদের সনে ?

শাস্ত্র, বিধি হিন্দুগণ রচিয়াছে বহু ;
কিন্তু এই স্থূল তত্ত্ব ভাবে নাই তা'রা ;
দেহের প্রত্যঙ্গ যদি সবল না রয়
সে দেহ বলিষ্ঠ, দৃঢ় কখন(ও) কি হয় ?

পঙ্গু, জড় প্রায় রাখি' অসংখ্য মানবে
কেমনে সমাজবপু হ'বে বলবান ?
ভগ্ন যা'র মেরুদণ্ড হ'ক না সে বীর,
পারে কি দাঁড়া'তে কভু উচ্চ করি' শির ?

হ'ক দীন, হ'ক দাস তবু মুসলমান
জানে রাজা, মন্ত্রী হ'তে অধম সে নয় ;
প্রতিপদে হীন, নীচ করিয়া শ্রবণ
নহে ভগ্নোৎসাহ, নহে সঙ্কুচিতমন।

আজ যে দারিদ্র্য-বশে নীচকার্য্যে রত
অশ্বপাল, চর্ম্মকার, ভৃত্য, ভারবাহী ;
সে ও ভাবে যদি তা'র গুণ কিছু রয়,
রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব তা'র অসম্ভব নয়।

---

observation of the Musalmans they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of those books ; but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquainted with the contents of those books it was found that the whole of that fortress and city was a college and in the Hindu tongue, they call a college bihar. The Tabakat-i Nasiri. P. 552.

নালন্দায়, বিক্রমশিলায়, সর্ব্বত্র, মুসলমানগণ বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

বীর্য্য, বুদ্ধি নীচজনে মস্‌লিম-সমাজে
করে উচ্চ ; আত্মাদরে দৃপ্ত তাই তা'রা ;
হিন্দুর যে নীচ, রহি' নীচ চিরদিন,
হতমান, স্বল্পায়াসে হইবে অধীন।

মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণ শাসে হিন্দুস্থান,
অন্য যা'রা রাজতন্ত্রে অজ্ঞ, উদাসীন ;
কোথা পা'বে স্ফূর্ত্তি তা'রা, কোথা পা'বে বল ?
পলা'বে সঙ্কটকালে ত্যজি' রণস্থল।

আছে রাজপুতজাতি বটে বীর্য্যবান,
সম্মিলিত হ'লে তা'রা অজেয় সমরে ;
কিন্তু গ্রামে, গ্রামে তা'রা রাজা জনে, জনে ;
সবে সার্ব্বভৌম, হ'বে মিলন কেমনে ?

নাহি সখ্য, নাহি মৈত্রী রাজপুত মাঝে ;
অল্পে রুষ্ট, হানে অসি বক্ষে পরস্পর ;
তথাপি দুর্জ্জয় এই রাজপুত-দল ;
বুঝি' ল'বে তাহাদের কিবা বলাবল।

যে যে শ্রেষ্ঠ রাজপুত আছে হিন্দুস্থানে
সৈন্য, অর্থ কা'র কত লইবে সংবাদ ;
পৃথ্বীরাজ প্রতি দৃষ্টি রাখিবে সতত ;
সে হইলে জিত, অন্যে হ'বে পদানত।

দিল্লীতে তোমরকুল ছিল রাজপদে,
মাতামহ-রাজ্য পেয়ে বসেছে চৌহান ;
আছে বাহ্য শিষ্টাচার চৌহানে, তোমরে,
কিন্তু মনোগত প্রীতি নাহি পরস্পরে।

পৃথ্বীরাজ নিজে ভদ্র, জ্ঞাতিগণ তা'র
কিন্তু মহাদর্পী ; শুনি, কাহ্নাই চৌহান
সভামধ্যে, ধৈর্য্যহীন হয়ে, বিনাদোষে,
প্রতাপচালুক্যে বধ করিয়াছে রোষে। *

ক্ষতিগ্রস্ত, ঈর্ষাপন্ন, লাঞ্ছিত, বিজিত,
বহুশত্রু চৌহানের আছে হিন্দুস্থানে ;
আক্রমিলে মোরা, তা'রা যদি সবে ভয়ে
নাহি দেয় যোগ, র'বে উদাসীন হয়ে।

শত্রুর যে শত্রু তা'রে মিত্র ভাবি' মনে
পৃথ্বীরাজ-শত্রু সনে হইবে মিলিত ;
উচ্চ, নীচ যে যা' হ'ক, পুরুষ কি নারী,
যথাযোগ্য কার্য্যে সবে কোরো সহকারী।

থাকে শত্রু রাজা, তা'র যাইবে সভায়,
থাকে শত্রু সাধু, তা'র যাইবে আশ্রমে ;
যাইবে শ্মশানে ; শুনি শত্রুধ্বংস তরে
ভ্রান্ত হিন্দু শব লয়ে পূজা সেথা করে

পৃথ্বীরাজ-শত্রু মাঝে শ্রেষ্ঠ দুই জন,
কনোজের-রাজা আর জম্মু-অধিপতি ;
হয়েছে নৃসিংহদেও পদে মোর নত,
তুমি গিয়া জয়চন্দ্রে কোরো হস্তগত।

---

* কাহ্নাই পৃথ্বীরাজের পিতৃব্য ছিলেন। চাঁদকবি তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আনহালওয়ারার অধিপতি ভোলাভীমের পিতৃব্য সারঙ্গদেবের পুত্রগণ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া, পৃথ্বীরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অন্যতম প্রতাপ চালুক্য রাজসভায় বসিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে, গোঁফে তা' দিয়াছিলেন, এই অপরাধে কাহ্নাই চৌহান তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে বধ করেন। পৃথ্বীরাজ কাহ্নাইএর এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, পিতৃব্য হইলেও, তাঁহাকে চক্ষু বাঁধিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজরাসো—কান্হাপট্টি সময়।

উত্তরিলা বক্তিয়ার ;—

"প্রভুর আদেশ

শিরোধার্য্য ; কিন্তু শুনি মুসলমান প্রতি

দারুণ বিদ্বেষ, ঘৃণা হিন্দুদের মনে,

কি করিব, অকস্মাৎ বিরোধ ঘটনে ?"

"নাহি চিন্তা,"

বক্তিয়ারে কহিলেন ঘোরী ;—

"বলে যাহা সাধ্য নয় সাধিবে কৌশলে।

বিচারিলে ধর্ম্ম জয় নাহি হয় রণে ;

বিশেষতঃ কিবা ধর্ম্ম কাফেরের সনে।*

দুর্গম উচারগড় জান কি কৌশলে

জয় করেছিনু আমি ? করিনু শ্রবণ,

রাজা, রাণী পরস্পর ঘৃণা করে মনে ;

শুনি' এক দাসী বাধ্য করিলাম ধনে।

---

* বিধর্ম্মীর সহিত সত্য রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন এই সংস্কার বহু মুসলমান বীরের চরিত্র কলঙ্কস্পৃষ্ট করিয়াছে। বীরবর সের সার আদেশে রৈসিন দুর্গে হিন্দুদিগকে হত্যা করা সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন ;—The siege was protracted for a length of time, and Poorunmul capitulated by which the garrison were permitted to march out with their arms and property. But Mirza Ruffeaooddin Sufvy, one of the learned men of that age, gave it as his opinion that it was by no means necessary to observe faith with infidels and recommended that the Rajputs should be attacked. Sher Shah having occupied the fort drew out the army and surrounding the followers of Poorunmul ordered his troops to cut them off. This brave hand, however, defended itself with such valour, that the deeds of Roostoom and Isfundyas might be deemed child s play, till not an individual of the Hindoos survived the horrid catastrophe.

Briggs' Ferista. Vol. II. P. 120.

হিন্দুগণও সত্যরক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র দোষমুক্ত নহেন। কিন্তু সে কথার উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

তা'র হাতে প্রেমলিপি দিনু পাঠাইয়া,
দেখাইয়া অনুরাগ লিখিনু রাণীরে,
যদি সে রাজারে বধি' খুলে দুর্গদ্বার
করিব তাহারে মুখ্যা মহিষী আমার।

প্রত্যুত্তরে হতভাগী লিখিল আমায় ;—
প্রবীণা হয়েছি আমি ; বিবাহের সাধ
নাহি মোর ; আছে কিন্তু ষোড়শী তনয়া,
বিবাহ করেন যদি প্রকাশিয়া দয়া,

সম্পদ, বিভব মোর যাহা কিছু আছে
থাকে যদি নিরাপদ, সপ্তাহ ভিতর,
বধিব রাজারে। আমি করিনু স্বীকার ;
পতিরে সে কালসর্পী করিল সংহার।*

* Mahomed in the year 1176 led an army towards Mooltan, and having subdued that province marched to Oocha (It was at this place that Alexander was so severely wounded after scaling the walls, and where he so narrowly escaped with his life (Quint. Curt. lib IX cap IV. V) The Raja was besieged in his fort : but Mahomed Ghoory finding it would be difficult to reduce the place sent a private message to the Raja's wife, promising to marry her if she would deliver up her husband. The base woman returned for answer that she was rather too old herself to think of matrimony ; but that she had a beautiful and young daughter, whom if he would promise to espouse and leave her in free possession of her wealth, she would in a few days remove the Raja. Mahomed Ghoory accepted the proposal and this princess, in a few days, found means to assassinate her husband, and to open the gates to the enemy.

এই মাতার ও কন্যার পরিণাম কি হইয়াছিল তাহাও উল্লিখিত আছে।

Mahomed only partly performed his promise by marrying the [illegible] upon her embracing the true faith ; but he made no scruple [illegible] from his engagements with the mother ; for instead of trusting [illegible] the country, he sent her to Ghizny, where she afterwards died [illegible] and disappointment. Nor did the daughter long survive, for [illegible]ace of two years she also fell a victim to grief.

Briggs' Ferista Vol. I. P. P. 169 170

নিজ পাপে ধ্বংস নিজে হ'বে হিন্দুজাতি,
উপলক্ষ্য মাত্র মোরা হস্তে বিধাতার ;
কাননমাঝারে তরু শুষ্ক, জীর্ণ রয়,
বিদ্যুৎপরশে, কালে, ভস্মীভূত হয়।*

বুঝিলে ত ? রাজকার্য্য কোরো সাবধানে।"
"হামজবী ! শুন এবে আদেশ আমার,
পৃথ্বীরাজ যথা, তথা, করিয়া গমন
কহিবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ।

সাধু মৈনুদ্দীন যাহা করিলা প্রস্তাব
নহে অসঙ্গত ; কিন্তু জানি আমি ভাল,
না ছাড়িবে নিজ ধর্ম্ম বীর পৃথ্বীরাজ,
আক্রমিব সেই ছলে, সিদ্ধ হ'বে কাজ।'

---

* হিন্দু রমণীর এইরূপ ব্যবহার মুসলমান ঐতিহাসিকের বিদ্বেষকল্পিত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ঠিক এইরূপ না হউক, আরও কোন কোন হিন্দু রমণীর বিসদৃশ আচরণ ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করে। গুজরাটের রাজা করুণরায়ের মহিষী কমলা, আলাউদ্দীনের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া, যতদিন না আপনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাতা, কন্যাটিকে কাড়িয়া আনিতে পারিয়াছিল, ততদিন সম্রাটকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বীরবর দাহিরের এক পত্নী কাসিমকে সতী-ধর্ম্মবিক্রয় করিয়া হিন্দু বীরদিগকে মুসলমান জাতির অধীনতা গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। চিতোরাধিপতি স্বদেশবৎসল রাণা সংগ্রাম-সিংহের এক পত্নী বাবরের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহাসিক টড্ ইহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—Polygamy is the fertile source of evil, moral and physical in the east. It is a relic of barbarism and primeval necessity, affording a proof that ancient Asia is still young in knowledge. The desire of each wife that her offspring should wear a crown, is natural but they do not always wait the course of nature for the attainments of their wishes and the love of power too often furnishes instruments for any deeds however base. When we see shortly after the death of Sanga [illegible] second son intriguing with Baber and bribing him [illegible] Rinthumber and the trophy of victory, the crown [illegible] supplant the lawful heir, we can easily suppose [illegible] scrupled to remove any other bar.

Tod's History of Rajastan, vol [illegible] P [illegible]27.

"কুতব! যুদ্ধের ভার তোমার উপর,
দেখো, যেন ত্রুটি নাহি হয় আয়োজনে;
নহে ইহা মামুদের মন্দির-লুণ্ঠন,
যুদ্ধ বীর সনে, ফল সাম্রাজ্যস্থাপন।

বুঝ ভাবি' পাত্র, মিত্র, অমাত্যের মাঝে,
কোন্ কার্য্যে পটু কেবা; অনুগামী সেনা
কা'র আছে কত; রাজভক্তি কিবা কা'র;
রণক্ষেত্রে, মন্ত্রগৃহে কিবা ব্যবহার।

জীর্ণ অট্টালিকা 'পরে দেখিয়াছ তরু,
কেমন চালায়ে মূল, ভেদ করি' তা'য়,
নিষ্পেষিয়া লয় রস; হিন্দুস্থানে গিয়া
ল'ব রস মোরা তা'র হৃদয়ে বসিয়া।

বলেছিনু, উপযুক্ত হ'লে আয়োজন,
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোত মাঝারে,
পড়িব হিন্দুর দেশে; এসেছে সময়,
কাল-ব্যাজ করা আর উপযুক্ত নয়।

অধিকৃত আমাদের হয়েছে পঞ্জাব,
কর স্থির, কোন্ পথে যা'বে সেনাগণ;
হিন্দু শ্রেষ্ঠ হস্তিবলে, মোরা তুরঙ্গমে,
রণক্ষেত্র নির্ব্বাচনে পড়িও না ভ্রমে।"

উত্তরিলা তিন জন; "দ্বিতীয় হারুণ
জাহাঁপনা! হিন্দুস্থান লইব নিশ্চিত।"
বিদায় করিয়া সবে, প্রফুল্ল অন্তরে,
চলিলেন মহম্মদ বিশ্রামের তরে।

অষ্টম সর্গ।

"কৃতার্থ কৃতার্থ আমি তোমারে লভিয়া, প্রিয়ে!"
সংযুক্তার কর ধরি' কহিলেন পৃথ্বীরাজ,
উপবন-গৃহে বসি'। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে
জ্যোছনা পশিতেছিল বিরাম-প্রকোষ্ঠ মাঝ।

যমুনা বহিতেছিল প্রাসাদের পাদমূলে;
কে গাইতেছিল গান দূরে, তটিনীর তীরে;
মলয় ভ্রমিতেছিল গন্ধ লাগি' ফুলে ফুলে;
আনন্দে নাচিতেছিল শশিবিম্ব নীল নীরে।

"যে স্বর্গ লভেছি আমি তোমারে হৃদয়ে ধরি',
জানিনা সে জীবনের কোন্ সুকৃতের ফল;
রোগ, শোক, দুঃখজ্বালা কিছু আর নাহি ডরি,
হাসিতে উজল, প্রিয়ে! হইয়াছে আঁখিজল।

পৃথিবী নন্দন সম; ভবন বৈকুণ্ঠধাম;
লুপ্ত পুরাতন, বিশ্ব পরেছে নূতন সাজ;
রাজ-ধর্ম্ম ঋষি-ধর্ম্ম আগে নাহি জানিতাম;
অন্ন, জল সুধাপূর্ণ; মানব দেবতা আজ।

সেই দিন, সেই দিন দিবানিশি পড়ে মনে,
না লয়ে প্রণাম মোর যেদিন জনক তব
বিদায় করিলা মোরে; ডাকি' তুমি সংগোপনে
কহিলে, 'তোমারি আমি জীবনে মরণে র'ব';—

'না হয় হ'বেনা দেখা, ক্ষতি কিবা বল তা'য়'
ব'লেছিলে, 'প্রাণে প্রাণে হয় যদি বিনিময়,

কেবা দরশন চাহে, কেবা পরশন চায়,
সেই ত মিলন সেই অপার্থিব পরিণয়।'

অনুকূল বিধি, তাই, পাইয়াছি তোমাধনে,
যত দেখি, বাড়ে সাধ আর (ও) দেখি; তৃপ্তি নাই।
কি বলিব, নাহি পারি বলিতে যা' সাধ মনে,
কৃতার্থ, কৃতার্থ আমি, এই বলিবারে চাই।

কিন্তু, প্রাণাধিকে! তুমি বল মোরে একবার,
সুধাইব ভাবিয়াছি, সুধাইনি এত দিন,
মিটেনি কি সাধ তব? কেন ঝরে অশ্রুধার?
আনন্দের মাঝে চিত্ত কেন হেরি স্ফূর্ত্তিহীন?"

উত্তর করিলা সতী, ধরিয়া পতির কর,
মুকুলিত আঁখি দু'টী, কণ্ঠে গদ গদ ভাষ;
"ক্ষমা কোরো অধীনীরে, কি বলিব, প্রাণেশ্বর!
ভগ্ন হয়ে আছে প্রাণ, মিটে নাই অভিলাষ।"

"কি বলিলে"?

জিজ্ঞাসিলা কৌতূহলী পৃথ্বীরাজ;
"আজ এ নূতন কথা কি এক শুনালে, প্রিয়ে?
মিটে নাই কোন্ আশা? বল মোরে, বল আজ,
মিটা'ব তা' কহিতেছি, আমার এ প্রাণ দিয়ে।"

কহিলা বিনয়ে সতী;—

"শুন, তবে, প্রাণেশ্বর!
তোমারে লভিব পতি, বড় মনে ছিল সাধ,
কিন্তু আর (ও) সাধ ছিল, সাঙ্গ হ'লে স্বয়ংবর,
পিতা করিবেন দান; ঘটিয়াছে তাহে বাদ।

মিটিয়াছে আধ আশা, আধ আশা মিটে নাই,
লভিয়াছি পতিপ্রেম, পিতৃস্নেহ-বিসর্জ্জনে ;
দিবা নিশি প্রাণ মোর কেঁদে কেঁদে উঠে তাই,
পুণ্যে করিয়াছি পাপ, শান্তি তাই নাহি মনে।

কত বাসিতেন ভাল আমারে যে পিতা মম
কি আর বলিব ? ভাবি' আঁখি মোর ভাসে জলে ;
ছিনু হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি সম,
ডাকিতেন নিদ্রাবেশে 'সংযুক্তা সংযুক্তা' বলে।

আমি না বসিলে কাছে রহিতেন অর্দ্ধাহারে,
আমি না রচিলে শয্যা রহিতেন অনিদ্রায়,
পাত্র, মিত্র পরামর্শ যা' কিছু দিন না তাঁ'রে,
কহিতেন ;—জিজ্ঞাসিয়া এস কেহ সংযুক্তায়।'

না জানি কতই ব্যথা পিতা পেয়েছেন মনে ;
দেবতা আমার তুমি, লুকাইতে সাধ নাই ;
সদা ভয়, অবিনীত, অকৃতজ্ঞ আচরণে
বিধাতার কোপাবেশে, পাছে, কোন(ও) শাস্তি পাই।

কিন্তু স্বাধীনতা মোর নাহি ছিল, প্রাণেশ্বর !
আমি যাঁ'র, আপনারে করিয়াছি তাঁরে দান ;
বলিয়াছিলেন পিতা, 'লভ, বৎসে ! যোগ্যবর'
পালিয়াছি আজ্ঞা তাঁ'র, তবু কেন কাঁদে প্রাণ !

কি বলিব, কি দশায় রহেছেন মা আমার,
সেবিকা ছিলাম আমি, ছিনু সুতা, সহচরী ;
কহিতেন মোর কাছে দুঃখ, সুখ যত তাঁ'র,
ভৎর্সনা করিলে পিতা কাঁদিতেন গলা ধরি'।

শুভঙ্করী মায়ে যবে পূজিবারে দুইজনে
যাইতাম, ভক্তিভরে অর্ঘ্য দিয়া মা আমার
কহিতেন ;—'পারি যেন আসিতে ও শ্রীচরণে,
জামাতা, সুতারে লয়ে বিবাহান্তে সংযুক্তার।'

বড় সাধ ছিল তাঁ'র আমারে তোমার বামে
বসায়ে, ডাকিয়া যত অন্তঃপুর-নারীগণে,
কহিবেন ;—'দেখ সবে, দেখ মোর সীতারামে ;'
কিন্তু আজ মোর তরে শান্তি তাঁ'র নাহি মনে।

আমি যে কৈশোর হ'তে ছিনু তোমাগত প্রাণ,
জানিত তা' প্রিয়ব্রতা, জানিতেন মা আমার,
না জানিত অন্য কেহ ; সহি' পিতা অপমান,
নানা ছলে মায়ে, এবে, করিছেন তিরস্কার।

দিবানিশি বুক মা'র ভাসিতেছে আঁখি-জলে,
কহে লোক আসি' মোরে ; হে মম হৃদয়নিধি !
ভাবিলে সে কথা প্রাণ পুড়ে যেন দাবানলে ;
এত সুখে এত দুখ কি হেতু দিলেন বিধি ?

ভাবি কভু, দোঁহে মিলি,' কনোজনগরে গিয়া,
যা' ইচ্ছা করুন পিতা পদাঘাত, অপমান,
করজোড়ে দুইজনে বলি তাঁ'রে বুঝাইয়া
'ক্ষমুন ক্ষমুন, পিতঃ ! শ্রীচরণে দি'ন স্থান।'

আবার কখন ভাবি, একা আমি সেথা যাই,
মায়ে, ঝিয়ে, দোঁহে মিলি', পড়ি তাঁর শ্রীচরণে ;
যা কিছু বলিতে পারি বুঝাইয়া বলি তাই,
কি জানি কি ঘটে ভাবি' সাহস না হয় মনে।"

নীরব হইলা সতী। হেরিলেন পৃথ্বীরাজ,
নলিন-নয়ন হ'তে অশ্রু ঝরে দরদর ;
অমনি আদরে টানি,' লইয়া হৃদয়মাঝ,
মুছায়ে নয়ন, চুম্ব দিলেন কপোল 'পর।

কহিলেন ;—"প্রাণাধিকে ! কর দুঃখ সম্বরণ ;
শর সম অশ্রু তব বিঁধিছে আমার প্রাণ ;
লঙ্ঘিবারে বিধিলিপি পারে বল কোন্ জন ?
তা' না হ'লে মাতামহ-দত্ত কেন ল'ব দান ?

শত দিল্লী এক দিকে, সত্য কহি, প্রাণেশ্বরি !
অন্য দিকে তুমি। করি' পাতার কুটীরে বাস,
মধ্যাহ্নে শাকান্ন খেয়ে, জীর্ণ বস্ত্র অঙ্গে পরি,'
তোমা ল'য়ে তৃপ্ত মোর হ'ত সব অভিলাষ।

কিন্তু নাহি গতি এবে ; যদি দিল্লী দিতে চাই
না ল'বেন পিতা তব ; চেন তুমি ভাল তাঁরে ;
কি করিলে মিটে বাদ উপায় না ভেবে পাই,
গুরুদেবে তাঁ'র কাছে পাঠায়েছি বারে বারে।

পিতার সদৃশ মোর তোমার জনক যিনি,
করিলেও পদাঘাত আশীর্ব্বাদ ভাবি' ল'ব ;
কিন্তু, প্রিয়ে ! কনোজের অধীশ্বর যথা তিনি,
আমি তথা দিল্লীশ্বর, কেমনে বিস্মৃত হ'ব ?

সমগ্র চৌহানকুল চেয়ে আছে মোর পানে ;
জানে তা'রা শৌর্য্যে, বীর্য্যে তাহাদের সম নাই ;
আমি হ'লে নত, তা'রা ক্ষিপ্ত হ'বে অপমানে ;
কি বলিবে পাত্র, মিত্র, গোবিন্দ প্রাণের ভাই।

শুনি, প্রিয়ে! পিতা তব মোরে দণ্ডিবার তরে
করিছেন আয়োজন, মিলি' জম্মুপতি সনে ;
দূত মম রাজ্যে তাঁ'র হেরিয়াছে তুর্ক-চরে,
এ সময় যাই যদি কি ভাবিবে লোকে মনে।

ঘোষিবে রাঠোরগণ, করি' মোরে উপহাস,
অনুগ্রহপ্রার্থী আমি হইয়াছি প্রাণভয়ে ;
বিকায়েছি স্বাধীনতা কনোজের হয়ে দাস ;
কেমনে এ অপবাদ স'ব দিল্লীপতি হয়ে ?

একা তোমা ছাড়ি' দিতে সাহস না হয় মনে,
অভিমানে পিতা তব শিলা সম নিরদয়,
ব্যথিবেন প্রাণ তব নিন্দি' মোরে কুবচনে ;
হয় ত আবার হ'বে সতীলীলা-অভিনয়।

রাঠোর-দুহিতা মাত্র নহ তুমি এবে আর,
চৌহানের রাণী তুমি, তুমি দিল্লী-অধীশ্বরী ;
তুল্য তব দুই পক্ষ ; বল তুমি দোষ কা'র,
করিব তা', যা' বলিবে, প্রেয়সি! বিচার করি'।"

নীরব রহিলা সতী, বাক্যহীন পৃথ্বীরাজ ;
আঁখি ঝরে উভয়ের, ভাষা নাহি ফুটে আর।
চির দিন এই দেখি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-মাঝ,
সুখে দুঃখ, দুঃখে সুখ বিধি বিশ্ব-বিধাতার।

নবম সর্গ।

ভাদ্র-অমানিশা,
তিমির ভীষণা,
এসেছে ধরণীতলে .
লুপ্ত গ্রহ, তারা,
ঢেকেছে আকাশ
ধূম্রবর্ণ মেঘদলে।
থাকিয়া থাকিয়া
চমকে দামিনী,
বায়ু বহে শন্ শন ;
বজ্ররবে ঘন
কাঁপে গৃহ-দ্বার,
শব্দ তুলি' ঝন্ ঝন্।
অবিরল ধারে
বর্ষে কভু মেঘ,
স্তব্ধ কভু ক্ষণতরে ;
কাণায় কাণায়
ভরেছে যমুনা,
স্রোত বহে বেগভরে।
না হ'তে প্রহর
শূন্য রাজপথ,
রুদ্ধ গৃহস্থের দ্বার ;
না জ্বলে অনল,
নির্ব্বাপিত দীপ,
ঘনীভূত অন্ধকার।

কিছুদিন হ'তে
প্রচার দিল্লীতে
কে যেন, নিশীথ হ'লে,

আঘাতিয়া বক্ষ,
ধায় রাজপথে,
'আয় আয় আয়' বলে।

অট্ট অট্ট হাসি
হাসিয়া কখন(ও)
মহাবেগে ধায় ছুটি';

শুনিলে সে হাসি
নিদ্রিত যে জন
চমকিয়া বসে উঠি'।

মানব কি প্রেত
নাহি বুঝে কেহ,
মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী ;

ধাইলে পশ্চাতে
মিলায় আঁধারে,
বিকট চিৎকার করি।'

শবের কন্থায়
ঢাকা অধোদেশ,
কণ্ঠে গাঁথা অস্থিমাল ;

দীর্ঘ, স্থূল জটা
পৃষ্ঠে বিলম্বিত,
সঙ্গে চলে ফেরুপাল।

আনাভিলম্বিত
সুবিপুল স্তন
গতিবেগে ঘন দোলে;

কটিতে কিঙ্কিনী
বাজে পদক্ষেপে,
টুনু ঠুনু ঝুনু বোলে।

কজ্জলে, সিন্দূরে
বিলেপিত মুখ,
নয়নে স্ফুলিঙ্গ ঝরে;

বিলোল রসনা
করে লক্ লক্,
কৃপাণ দক্ষিণ করে।

বিদ্যুৎ-প্রভায়
কেহ যদি কভু
হেরে তা'রে একবার,

মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়ে ভূমিতলে,
বাক্য নাহি স্ফুরে আর।

নগর-প্রহরী
যদি কোন দিন
পথে তা'রে দেখা পায়,

নত করি' অসি,
নমি' করজোড়ে,
অন্য পথে চলি' যায়।

পরিত্যক্ত গৃহে,
জীর্ণ দেবালয়ে,
কিম্বা কোন তরুতলে,

বসি' একাকিনী
করে আর্ত্তনাদ,
'আয় তোরা আয়' বলে।

নাহি বুঝে কেহ,
কা'রে ডাকে ভীমা,
কা'র তরে করে শোক ;

হতপুত্রা কেহ
হয়েছে পিশাচী,
পরস্পব কহে লোক।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া
রাজপুরী পানে
চাহি' কহে বার বার ;—

"আসিছে শমন,
থাকো থাকো থাকো,
দিন কত সুখে আর।"

যমুনার তটে
বিকট শ্মশান,
অবিরাম চিতা জ্বলে,

অস্থিভস্মে ঢাকা,
শিবা-সমাকুল,
সেই দিকে ভীমা চলে।

দূর হ'তে তা'র
শুনি' কণ্ঠস্বর
'আয় আয় আয় আয়'
অর্দ্ধদগ্ধ শব
'ফেলি' শববাহী
ভয়ে পলাইয়া যায়।

স্রোতে ভাসমান
মৃত পশু তুলি'
খড়েগ খণ্ড খণ্ড করি'
পালিত জম্বুকে,
ডাকি' নাম ধরি'
ভোজ্যরূপে দিল ধরি'। *

গলিত দেহের
দুর্গন্ধ বিকট,
ঝর ঝর ক্লেদ ঝরে ;
অবিকৃত মুখ,
অন্ত্র নিষ্কাশিয়া
পিশাচী কর্ত্তন করে।

চিতাকাষ্ঠ জ্বালি',
এদিক্ ওদিক্
করি' মুহু অন্বেষণ
অস্থিখণ্ড আনি,'
উলটি' পালটি,'
কহে ;—করি' নিরীক্ষণ ;

* অনেক সন্ন্যাসী এখনও শৃগাল পালন করিয়া 'শিবাবলি' প্রদান করিয়া থাকেন।

"ছিলি তোরা বীর,
এ অস্থি কখন(ও)
তোদের দেহের নয় ;

মোর স্তন্যে যা'রা
বঞ্চিত তা'দের
অস্থি কি এমন হয় ?

কতই শ্মশান
দেখিলাম খুঁজি'
মিলিল না কোথা, হায় !

মেষের অস্থিতে
মাতঙ্গের দেহ
গঠন কি করা যায় ?

অস্থিগুলি যদি
পেতাম তোদের
বাঁচা'তাম মন্ত্রবলে ;

পাপিষ্ঠ চৌহান
ভস্ম করি', তাই,
ফেলিয়াছে নদীজলে।"

এত বলি' ভীমা,
আঘাতি' ললাট,
আঘাতিয়া বক্ষ'পর,

লাগিল কাঁদিতে ,
বহি' গণ্ডতল
অশ্রু ঝরে দর দর।

নরমুণ্ড আনি'
সাজায়ে আসন
বসিয়া তাহার 'পরে

'আয় দু'টী ভাই!
আয় আয় বলি',
পুনঃ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

ধরি' দুই হাতে
স্তন আপনার
কহে :—"তোরা কোথা, বাপ!

একবার এসে
টান্ মুখ দিয়ে
ঘুচুক্ মনের তাপ।

কত জ্বালা সয়ে
জননী তোদের
মানুষ করিল যবে,

নিঠুর সন্তান!
দুঃখিনী মায়েরে
ছাড়িতে কি হয় তবে?"

রহি' স্তব্ধ ক্ষণ,
জটা আপনার
আকর্ষিয়া রোষভরে,

কহে ;—"দোষ নাই,
তোদের ত, বাছা!
বীর যা'রা রণে মরে।

কপট সংগ্রামে
যে নিঠুর শঠ
হরেছে তোদের প্রাণ,

দেখিব সে ধরে
কত পরমায়ু
কা'র বলে বলীয়ান।

পেয়েছে সে রাজ্য,
পেয়েছে প্রেয়সী,
আছে বড় মনসুখে,

নহে দিন দূর,
জ্বলিবে আগুন
দু'জনার পোড়া মুখে।

শমনের দূত,
আসিয়া নিকটে,
বেড়াইছে ঘুরে ঘুরে,

এইবার তা'রে
দেখাইব পথ,
প্রবেশ করুক্ পুরে।"

চাহি' নভঃপানে,
করজোড় করি',
সজল নয়নে কয়,—

"শ্মশান-কালিকে।
এস, মা আমার,
কেন হেন নিরদয়?

কাল মেঘরূপে
অই যে আকাশে
উড়ে তব কেশরাশি,

ঘন ঘর ঘর্
অই যে অশনি
ঘোষে তব অট্টহাসি।

নররক্তদানে
এতদিন তোমা'
করিনু যে আরাধন,

কি ফল ফলিল ?
গ্রাসিলে আমার
হৃদয়ের দু'টী ধন।

অন্তরযামিনি !
অন্তরের ব্যথা
দেখ বুঝি একবার;

পূরাও বাসনা
নিজ মুণ্ড কাটি'
দিব পদে উপহার।

বেতাল, ভৈরব,
ডাকিনী, পিশাচ,
ভূত, প্রেত দানা দল;

যে আছিস্ যেথা
আয়রে সকলে,
ত্যজি' শূন্য, জল, স্থল।

প্রতিজ্ঞা আমার
কহিতেছি, শোন্,
　　পূরণ হইবে যবে,

খর্পর ভরিয়া
হৃদয়-শোণিত
　　পিয়াব পিয়াব তবে।"

শ্মশানের প্রান্তে,
আদেশে রাজার
　　অনাথ মৃতের তরে,

শুষ্ক কাষ্ঠরাশি
ছিল স্তূপীকৃত ;
　　আনি' তাহা থরে থরে,

আপনার মনে
সাজাইয়া চিতা,
　　পিশাচী ডাকিয়া কয় ;

"হয়েছে, হয়েছে,
না না, হয় নাই,
　　দু'জনার যোগ্য নয়।"

পুনঃ কাষ্ঠ আনি'
সাজায় আবার,
　　কহে পুনঃ মৃদুস্বরে ;

"পাগল কি আমি ?
সাজা'তেছি চিতা'
　　জীবিত জনের তরে ?"

এত বলি’ ভীমা
হাহা হাহা হাহা’
হাসিল বিকট হাসি ,

হেন কালে তথা
যুবা এক জন
সম্মুখে দাঁড়া’ল আসি’।

বীরত্ব-ব্যঞ্জক
সুগঠিত দেহ,
কৃপাণ দক্ষিণ করে ,

বর্ত্তি বাম হাতে
জ্বলি’ দপ্ দপ্
শ্মশানের তম হরে।

নাহি ভীতিলেশ,
কৌতূহলী হয়ে
করে শুধু নিরীক্ষণ ,

ভাবে মনে মনে,
‘হিন্দুস্থানে হেন
আছে আর কত জন।

কহিল পিশাচী ,—
“এসেছিস্ তুই ?
সাহস ত দেখি বেশ।

তা’ না হলে কেন
স্পর্দ্ধা হ’বে মনে
গ্রাসিতে হিন্দুর দেশ।

রহিল সেকাটা এসেছিস তুই, সাহস তোর দেখি বিলা।
না হলে কেন অন্ধ হবে মনে গামিনী সিন্দুর দেখা।

পৃথ্বীরাজ ১৪২ পৃষ্ঠা।
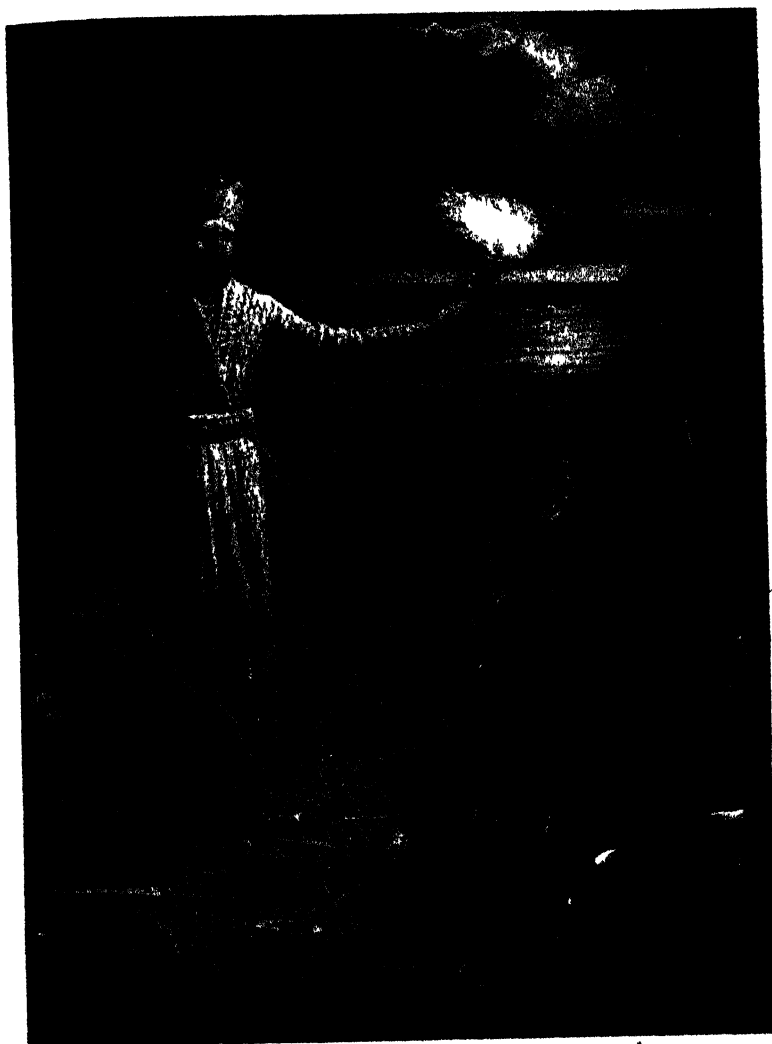
ধর্ এই ভস্ম,
আন্ নদী হ'তে
অঞ্জলি ভরিয়া জল,

কেন মোর পিছে
বেড়াস্ ঘুরিয়া ?
কি চা'স্ জানিতে বল্।"

কহিল যুবক ;—
"ত্রিকালজ্ঞা তুমি,
বল, ক'বে হ'বে জয় ;"

পিশাচী কহিল ;—
"হ'বে ভবিষ্যতে,
এখন কিছুতে নয়।

নিজে বৃহস্পতি
কেন্দ্রস্থিত তা'র,
আছে বহু সুখভোগ ;

সিদ্ধি সর্ব্ব কার্য্যে,
যাবৎ না ঘটে
প্রতিকূল গ্রহযোগ।

কনোজনগরে
গিয়া একবার
দেখে আয় সাবধানে ;

কোন্ কোন্ গ্রহ
কোথা করে স্থিতি,
গোধূলির অবসানে।

কহিস্ আসিয়া,
করিব গণনা
যুদ্ধজয় কবে হ'বে,

যা চলি এখন"।
এত বলি ভীমা
ডাকে 'আয় আয়' রবে।

কহিল যুবক ;-
"প্রহেলিকা বলি'
কেন ভুলাইতে চাও ?

বিদেশী পথিকে
সরল যে পথ
তা'ই দেখাইয়া দাও।

শত্রু যে তোমার,
আমার সে শত্রু,
বলেছি ত বার বার ;

কহে শুনি লোক,
অজেয় সে রণে,
কিসে এত শক্তি তা'র ?"

কহিল পিশাচী ;—
"আছে তারাগড়ে
দেবী এক শিলাময়ী,

চৌহান-স্থাপিতা ;
প্রসাদে তাঁহার
সমরে সে বিশ্বজয়ী।"

যুবক কহিল ;—
"কিবা কহে শাস্ত্র ?
দেহ গেলে যায় প্রাণ ;
ভাঙ্গিলে প্রতিমা
থাকে কি তাহাতে
দেবতার অধিষ্ঠান ?"

ভ্রুভঙ্গী করিয়া
কহিল পিশাচী ;—
"দূর দূর, দুরাচার !
ভাঙ্গিবি প্রতিমা ?
বক্ষদেশে তোর
হানিব এ তরবার।"

সহসা আসিল,
ঝম্ ঝম্ ঝম্
মুসলধারায় জল ;
নিবিল আলোক,
গভীর আঁধারে
ডুবিল শ্মশানতল।

স্রোতে ক্ষতমূল
তট-তরু এক
সশব্দে পড়িল জলে ;
পূরিল শ্মশান
চকিত ফেরুর
কর্ণভেদী কোলাহলে।

কহিল পিশাচী ;—
"অই আসে তা'রা,
শিবা করে আহ্বান ;
যা' চলি,' যা' চলি,'
থাকিস্ না হেথা,
কি হেতু হারা'বি প্রাণ ?"
"চলিলাম এবে,
দেখা দিও পুনঃ"
এত বলি' যুবা যায় ;
শুনে দূর হ'তে
কে যেন ডাকিছে,
'আয় আয় আয় আয়।'
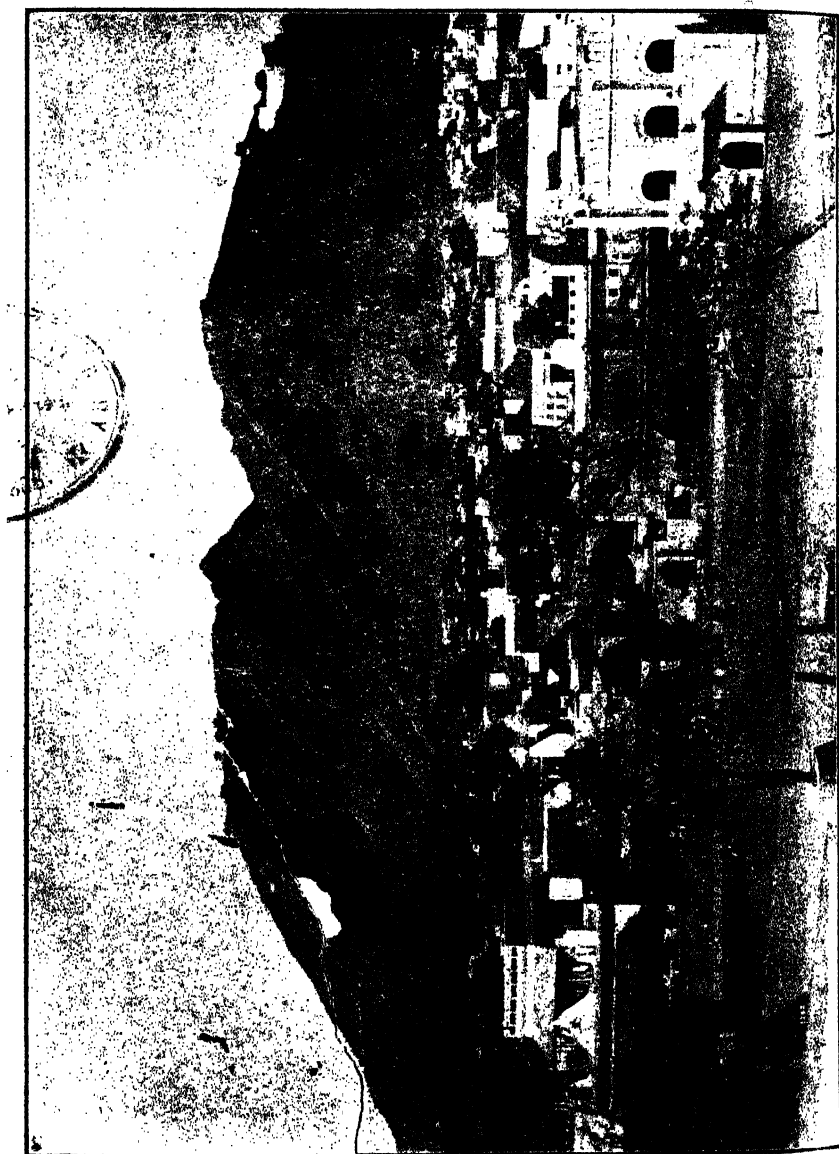
দশম সর্গ।

বিপুল সাগর-বারি বিদারি' যেমন
সিন্ধুচর মহানাগ জাগায় শরীর, *
তেমতি বালুকাসিন্ধু করি' বিদারিত
বিরাজে অর্ব্বলিগিরি রাজোয়ারাদেশে,
ব্যাপি' শতক্রোশাধিক। কোথা বক্রদেহ,
ঋজু কোথা, কোন স্থলে কুণ্ডলিতপ্রায়,
কোথা মগ্ন, অবিদূরে ভাসমান পুনঃ।
শিরোমণি রূপে তা'র শোভে আজমীর,
শৈল-কিরীটিনী পুরী ; যুগ যুগাবধি,
একাধারে ধর্ম্মে, কর্ম্মে অতুল ভারতে।

এই আজমীর-বক্ষে ভক্তিসরোরূপী
বিরাজিছে তীর্থরাজ সুধন্য পুষ্কর ;
দেশ দেশান্তর হ'তে, ব্যাকুলহৃদয়,
আসে যথা নর, নারী প্রক্ষালন তরে
কায়মনোগত পাপ। এই তীর্থতটে
আচরিলা মহাতপ, ব্রহ্মজ্ঞান আশে,
প্রত্যক্ষ পুরুষকার বিশ্বামিত্র ঋষি,
পুণ্যে, পাপে, জীবনের উত্থানে, পতনে
শিক্ষা দিয়া নরকুলে ইন্দ্রিয়-বিজয়,
ইষ্টসিদ্ধি সাধ্য, যদি রহে দৃঢ়পণ। †

---

* সিন্ধুচর এই মহানাগ এক্ষণে কিংবদন্তী মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রাচীন নাবিকার বর্ণনা স্মরণ করিয়া এই উপমাটী প্রদত্ত হইয়াছে।

† বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু, নরশ্রেষ্ঠ! দশ বর্ষ শতানি চ। বালকাণ্ডম্।

এই আজমীর মাঝে, নাগশৈল 'পরে,*
আচরিলা তপ সেই মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, স্বেচ্ছায় যিনি, ত্যজি' চিরতরে
স্বদেশ, স্বজাতি, প্রাণ করিলা অর্পণ
উদ্ধারিতে উপেক্ষিত অনার্য্য-সন্তানে;
রচি' শাস্ত্র, সৃজি' বিধি, নবীন জীবন
সঞ্চারিলা দাক্ষিণাত্যে।† প্রশান্ত, সুন্দর
এখন(ও) আশ্রম তাঁ'র বিরাজিছে হেথা।
এই আজমীর মাঝে রাজা ভর্ত্তৃহরি,
জর্জ্জরিত মনস্তাপে, করি' বিসর্জ্জন

---

* রাজস্থানের ইতিহাসলেখক টড্ সাহেব আজমীরস্থিত নাগপাহাড় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—The serpent rock is also famed as being one of the places where the wandering Bhartrihari, prince of Oojein, lived for years in penitential devotion ; and the slab which served as a seat to this Royal saint has become one of the objects of veneration * * There are many beautiful spots about the serpent-mount, which, as it abounds in springs has, from the earliest times, been the resort of Hindu sages, whose caves and hermitages are yet pointed out. * * One of the latter, issuing from a fissure in the rock, is sacred to the Muni Agastya.

Rajastan, Vol. I. p. 817.

† Tradition refers the commencement of literature in the Tamil country to the Brahman saint Agastya, the mythical apostle of the Deccan. The oldest Tamil grammar, the Tolkappiyam, is ascribed to one of his pupils.

I. Gazetteer Vol. II. P. 434.

আজমীরস্থিত অগস্ত্যাশ্রম বা অগস্ত্যকী সেখানকার একটী উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। ভারতবর্ষের আরও কোন কোন স্থান মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত সংসৃষ্ট আছে। দাক্ষিণাত্যের অগস্ত্যমলয়ের সহ্য পর্ব্বতের (পশ্চিম ঘাটশ্রেণীর) একটী শৃঙ্গে মহর্ষি, এখনও, অদৃশ্যভাবে, বাস করিতেছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

The orthodox believe that the sage Agastya Maharshi, regarded by modern scholars as the pioneer of modern civilization in Southern India, and the name-father of the hill, still lives on the peak as a yogi in pious seclusion.

I. Gazetteer Vol. V. P. 71.

সাম্রাজ্য, সম্ভ্রম, সুখ, কাটাইলা কাল
চীর, কমণ্ডলু লয়ে। "শতক" তাঁহার
এখনও মধুর রসে তৃপ্ত করে নরে।*
এই আজমীর মাঝে দয়ানন্দস্বামী,
কর্ম্মিষ্ঠ, নির্ভীক ঋষি, ব্যথিত হৃদয়,
নিরখিয়া আর্য্যসুতে বেদমার্গ হ'তে
পরিভ্রষ্ট, দৃঢ়পণে, ভ্রমি' দেশে দেশে,
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, স্তুতি তুল্য উপেক্ষিয়া,
প্রচারিয়া বেদধর্ম্ম, লভিলা বিশ্রাম।
কিন্তু তপঃক্ষেত্র মাত্র নহে আজমীর,
প্রকৃতির রম্যোদ্যান ; ভূধরে, নির্ঝরে
নিরন্তর চিত্তহারী। পার্শ্বে নগরীর
দাঁড়াইয়া নাগশৈল; শ্যাম শোভাময়,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে ;
সুমন্দ সমীরে স্নিগ্ধ ; বরষা-সঞ্চারে
ঝঙ্কৃত নির্ঝর-রবে। অদূরে পুরীর
নীল গিরি, রত্নগিরি, গিরি স্বর্ণচূড়
প্রাচীর আকারে বেড়ি' রক্ষিছে পুষ্করে।
মাতৃবক্ষে স্তন সম অমৃত-পূরিত
নগরীর মধ্যে শোভে রম্য হ্রদদ্বয়,

---

* সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক প্রণেতা ভর্তৃহরি সম্বন্ধে জনশ্রুতি যাহা বলে, খ্যাতনামা অধ্যাপক C. H. Tawney তাঁহার Two centuries of Bhartihari নামক পুস্তকের উপক্রমণিকায় তাহা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—He is said to have been the brother of the celebrated Vikramaditya, who reigned at Ujjayini, the capital of Avanti or Malwa, about the year 56 before Christ. On discovering the faithlessness of his wife Anangasena he became disgusted with the world, abdicated in favour of his brother Vikramaditya, and retired to the forest.

এই জনশ্রুতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

আনাসরোবর তথা বিশাল সাগর,
চৌহানের পুণ্যকীর্ত্তি। শিরে নগরীর
বিরাজিত তারাগিরি; দুর্ভেদ্য প্রাকারে
পরিবৃত দুর্গ যা'র উচ্চে তুলি' শির,
করে উপহাস দর্পী অরাতি-সৈনিকে।
এই আজমীর তরে মহাযুদ্ধ কত
হিন্দু মুসলমানে, তথা মোগল পাঠানে,
রাজপুতে রাজপুতে, মার্হাঠা ইংরাজে,
ঘটিয়াছে যুগে যুগে *। প্রতি গিরি, নদী,
প্রতি শিলা, প্রতি রেণু কহিছে ইহার
গৌরব-কাহিনী কত, মর্ম্ম-বিঘাতিনী
পাপ-পুণ্যময়ী কথা। রাজ-নিকেতন
হইয়াছে পান্থশালা; হিন্দু দেবালয়
ধরেছে মস্‌জিদ-মূর্ত্তি। সর্ববিধ্বংসী কাল,
অতীতের চিহ্নগুলি মুছি' একে একে,
জানাইছে আধিপত্য। হে পাঠক! যদি
তপঃক্ষেত্রে রণক্ষেত্র চাহ দেখিবারে,
এস, মোর সাথে, যাই আজমীর মাঝে।
চৌহানের রাজপুরী শোভে আজমীরে,
দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা। শিলাময় পথ,
কোথাও বন্ধুর, কোথা চারু সমতল,
বেড়িয়া নগরী, ধায় সে পুরীর পানে।

---

* History tells us that from the twelfth to the nineteenth century, Ajmer has not only been the cynosure of all eyes, but has always adorned the brow of the victor in the race for the political supremacy in India. The possession of Ajmer by a power is the index to its political predominance in Upper India.

Ajmer, Historical and Descriptive, P, 147.

বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে I. Gazetteer Vol. V. ১৪০-৪১-৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুবিশাল সিংহদ্বার ; অসিশূলধারী
ভ্রমে তথা পদাতিক। পুরীর মাঝারে
অন্তঃপুর, দেবালয়, বিরাম-উদ্যান,
হস্তিশালা, অশ্বশালা, কোষ, অস্ত্রাগার
বিরাজিছে যথাস্থানে। কোথা প্রেক্ষাগৃহে
নর্ত্তক, নর্ত্তকী নাচে ; কোথা মল্লশালে
ধূলি-ধূসরিত দেহ যুঝে মল্লদল ;
কোথা দেবালয়ে উঠে বেদপাঠ-ধ্বনি ;
সজীব সতত পুরী স্ফূর্ত্তি, বল, সুখে।

সে পুরীর মাঝে শোভে পাষাণরচিত
বিশাল প্রকোষ্ঠ এক। কারুকার্য্যময়
উচ্চ স্তম্ভ, সারি সারি, বিরাজিছে তাহে,
শিরোদেশে বহি' ছাদ। গত কতকাল ;
কত ঝঞ্ঝাবাত, কত বরষার ধারা
কত বংশধ্বংস, কত রাষ্ট্রীয় বিপ্লব
সহি' সে প্রকোষ্ঠ আজ(ও) আছে দাঁড়াইয়া,
গৌরবে, গাম্ভীর্য্যে করি' বিস্মিত দর্শকে। *

---

* আজমীরের সুপ্রসিদ্ধ আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া পৃথ্বীরাজের পিতামহ (কাহারও কাহারও মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য) বিশালদেবের বা বিগ্রহরাজের নির্ম্মিত। বিজেতৃগণের আদেশে ইহার আকার একণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। আজমীরের ইতিহাসলেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন ;
—In its conception and execution, this building was a fit monument of the reign of Visal deva. As a work it was an exquisite ornament of the capital of his empire. * * "For gorgeous prodigality of ornament, beautiful richness of tracery, delicate sharpness of finish, laborious accuracy of workmanship, endless variety of detail, all of which are due to the Hindu masons, this building", says General Cunningham, "may justly vie with the noblest buildings which the world has yet produced *"
* The name Adhai dinka Jhonpra was given to it as fakirs, began to assemble here * * * to observe the Urs anniversary of the death of their leader Panjaba Shah which lasted for two and half days. '

Ajmer Historical and Descriptive, pp. 68-69.

"শ্রীবিগ্রহরাজদেবেন কারিতমায়তনমিদং" ক্ষোদিত একখানি শিলালিপি, কিছু দিন হইল, ইহার মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিশাল সে কক্ষ, রাজসভা নৃপতির ;
মধ্যস্থলে শোভে বেদী ; বেদীর উপরে
স্বর্ণময় সিংহাসন খচিত রতনে।
প্রসারিত সভাতলে দিব্য আস্তরণ ;
তদুপরি পাত্র, মিত্র, অমাত্যের স্থান।
দূরপ্রান্তে বিরাজিত আয়স বেষ্টনী,
বিচারার্থী জন আসি' দাঁড়ায় সেখানে।
জনপূর্ণ সভা আজ। গজনী হইতে
এসেছে যবন-দূত লইয়া সংবাদ ;
তাই, সভাসদ-জন, উৎসুক হৃদয়ে,
হয়েছেন সমবেত। সিংহাসন 'পরে
উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ। মহিমমণ্ডিত,
প্রশান্ত, গম্ভীর মূর্ত্তি উজলিছে সভা ;
শিরে চারু শ্বেতচ্ছত্র ; ধবল চামর
দোলায় কিঙ্কর পার্শ্বে। দক্ষিণে ভূপের
রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য বসি' দিব্যাসনে ;
রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, সান্ধিবিগ্রহিক,
ন্যায়াধীশ উপবিষ্ট নিজ নিজ স্থানে ;
সসম্ভ্রমে পৌরজন দাঁড়ায়ে অদূরে।
অনাবৃত কক্ষতলে, ভূপের সম্মুখে,
দাঁড়াইয়া দূতগণ। দৃঢ় কলেবর,
সুতপ্ত কাঞ্চন বর্ণ ; শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত
বদনে দৃঢ়তা, গর্ব্ব বাহিরিছে ফুটি' ;
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভে শিরোদেশে ;
বিশাল প্রোজ্জ্বল নেত্র ; উন্নত নাসিকা।
সুদীর্ঘ উষ্ণীষ শিরে ; বদ্ধ কটিদেশে

করবাল সারসনে ; দীর্ঘ শূল করে ;
লোমজ কঞ্চুকে বীরবপু সমাবৃত।
সর্ব্ব অগ্রে হামজবী, * গম্ভীর মুরতি,
সম্ভ্রমে নমিয়া ভূপে, ভূমি স্পর্শ করি,'
কহিলা বিনীত ভাষে ;—
"গজনীর পতি,
প্রতাপে তপন, বীর মহম্মদ ঘোরী
প্রভু আমাদের, তিনি হ'ন দীর্ঘজীবী।
আদেশে তাঁহার মোরা আসিয়াছি হেথা,
কহিব কি প্রয়োজন হ'লে অনুমতি।"
কহিলা দ্বিভাষী এক দূতের বারতা ;
উত্তরিলা পৃথ্বীরাজ ;—
"বল, দূত ! তুমি
নির্ভয়ে সন্দেশ তব ; চিন্তা নাহি কোন(ও) ;
অবধ্য, অদণ্ড্য দূত ক্ষত্রিয়ের নীতি।"
বিনয়ে কহিলা দূত ;—
"সুবিদিত তব,
মহারাজ ! ধর্ম্মমাত্র অবনীমণ্ডলে
নিত্য, সত্য ; রাজ্য, ধন যাহা কিছু আর
অনিত্য, অসত্য, শূন্য মরীচিকা সম।
হজরত মহম্মদ বলেছেন, তাই,
পৃথিবীতে সত্য ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
নরের উদ্ধার হেতু। আরব, ইরাণ,

---

* ইহাঁর সম্বন্ধে ২০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন।

ফেরিস্তা তরায়ণের প্রথম যুদ্ধের পর, দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে, দূত প্রেরণের কথা লিখিয়াছেন। একবার তাদৃশ যুদ্ধের পর এরূপ দৌত্য ও প্রস্তাব স্বাভাবিক কিনা সন্দেহজনক। আমি, সেইজন্য, প্রথম যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

তাতার, তুরুক্, রুম, মিসর, কাবুল
একে একে, সত্যধর্ম্ম করেছে গ্রহণ।
শুধু হিন্দুস্থানবাসী, ডুবি' মহাভ্রমে,
ভুলি' এক, অদ্বিতীয়, মহান্ ঈশ্বরে,
আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে। মৃত্তিকা, পাষাণে
নিজ করে গড়ি' মূর্ত্তি, মাগে তা'র কাছে,
পরিত্রাণ, অচেতনে চেতন বিচারি'।
সত্যধর্ম্মসেবী, বীর প্রভু আমাদের
বলেছেন, তাই, এই ভ্রম করি' দূর,
লইবারে সত্য ধর্ম্ম। অভিলাষ তাঁ'র
"আল্লা হু আক্‌বর" ধ্বনি উঠে হিন্দুস্থানে।"
নীরব হইলা দূত! "আল্লা হু আক্‌বর"
শ্রুতিমাত্র সভাজন অঙ্গুলি-প্রবেশে
রোধিলা শ্রবণপথ। তুঙ্গাচার্য্য শুধু
রহিলেন অবিচল। সম্বোধিয়া দূতে
জিজ্ঞাসিলা;—

"বল, দূত! বল বুঝাইয়া,
কে তিনি, যাঁহার নাম উচ্চারিলে তুমি।"
"তিনি এক, অদ্বিতীয়, মহান্ ঈশ্বর"
উত্তর করিলা দূত। সুধাইলা গুরু;—
"কোথা অধিষ্ঠান তাঁ'র পার কি বলিতে?"
কহিলেন হামজবী;—

"পুণ্য স্বর্গলোকে।"
"মর্ত্ত্য কি ঈশ্বরশূন্য তবে? কহ, দূত!"
জিজ্ঞাসা করিলা গুরু। চাহি' মুখপানে

কহিলেন হামজবী ;—

"না না কভু নয়,

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, সর্ব্বস্থানে, বিরাজিত তিনি।"

উত্তরিলা শুনি' গুরু ;—

"হেন জ্ঞান লয়ে

বুঝিবারে হিন্দুধর্ম্ম কেন কর ভ্রম ?
শিখেছ তোমরা যাহা বর্ষ পঞ্চশত,
যুগ যুগান্তর হ'তে শাস্ত্র আমাদের
প্রচার করিছে তাহা। তোমাদের(ই) মত
জানে হিন্দু, তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয় ;
নাহি তাঁ'র দেহ, রূপ। চাহ কি শুনিতে
কি বলে মোদের শাস্ত্র ? কহিতেছি, শুন ;—

'যা কিছু জগতে এই হের স্পন্দমান
উদ্ভূত তা' ব্রহ্ম হ'তে, তিনি বিশ্বপ্রাণ।
অশব্দ, অস্পর্শ তিনি, অরূপ, অব্যয় ;
রসহীন, গন্ধহীন, অনাদি, অক্ষয়।'*

বুঝিলে কি, দূত ! এই শাস্ত্রের বচন ?
নাহি পূজি মোরা জড় পাষাণ, মৃত্তিকা;
পূজি সেই অদ্বিতীয়, অনাদি, অরূপে।

বিস্ময়ে কহিলা দূত ;—

"এই শাস্ত্র যদি

তোমাদের, কেন তবে পূজ নদী, গিরি ?"

---

* যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্,
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

এই শ্লোকগুলি কঠোপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন বল্লী হইতে এবং অনুবাদটী গ্রন্থকারকৃত কঠোপনিষদের অনুবাদ-পুস্তক হইতে গৃহীত।

কহিলেন রাজগুরু ;—

"শুন আর বার

শাস্ত্র-বাক্য, হ'বে দূর ভ্রম তোমাদের।"

'তিনিই আকাশচারী দেবতা তপন,
অন্তরীক্ষবাসী তিনি দেব সমীরণ।
অগ্নি তিনি, বেদী মধ্যে বসতি তাঁহার,
তিনি সোমরস, স্থিত কলসমাঝার।
নররূপে, দেবরূপে তিনি বিরাজিত,
কিবা যজ্ঞে, কিবা ব্যোমে তিনি প্রতিষ্ঠিত।
মুকুতা, মকর তিনি সাগরের জলে,
তিনি ব্রীহি, যব, যাহা জন্মে ধরাতলে।
তিনি নদী জলময়ী, পর্ব্বতবাহিনী,
তিনি সত্য, সুমহান্, সর্ব্বময় তিনি।'*

"তিনি সর্ব্বময়, তাই, সর্ব্বভূতে মোরা
হেরি তাঁ'র অধিষ্ঠান ; সাকারের মাঝে
পূজি সেই নিরাকারে। হিন্দু পৌত্তলিক
যে কহে, সে ভ্রান্ত ; নাহি বুঝে ধর্ম্ম তা'র।"

দূতগণ মাঝে সেখ মদিনানিবাসী
ছিলা, তথা', একজন, কঠোর মুরতি,
দৃঢ়কায় ; রুক্ষ ভাষে কহিলেন তিনি ;—

"ধর্ম্মাচার্য্য ! হিন্দুধর্ম্ম বুঝাইলে ভাল ;
কিন্তু আসিবার কালে, পুষ্করের তীরে,
দেখিলাম, শত শত হিন্দু নরনারী
করিতেছে স্নান, মোক্ষলাভ-অভিলাষে।

---

* হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসৎ, হোতা, বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা, গোজা, ঋতজা, অদ্রিজা, ঋতং, বৃহৎ॥

জলে, স্থলে, অগ্নিমধ্যে, আকাশে, অনিলে
ব্যাপ্ত তিনি বলি' যদি পূজ সর্ব্বাধারে,
কেন পুষ্করের জল সুপবিত্র এত ?
পুষ্করে আছেন তিনি, নাহি বিশালায় ?'*
"উত্তম কহিলে, সেখ !"
উত্তরিলা গুরু ;—
"বাদ বিনা সন্দেহের মীমাংসা না হয়।
দিতেছি উত্তর ; কিন্তু বল অগ্রে তুমি,
সর্ব্বব্যাপী বলি' তাঁ'রে তোমরা সকলে
জান যদি, কেন তবে পশ্চিমাস্য হয়ে
কর আরাধনা ? সেখ ! সর্ব্বব্যাপী যিনি,
আছেন পশ্চিমে, নাহি পূরবে, দক্ষিণে ?
কেন মক্কা তীর্থ তবে ? অধিষ্ঠান তাঁ'র
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বভূতে। শিলা মাত্র কাবা,†
কি হেতু তোমরা, বল, স্পর্শিতে সে শিলা,
মিলে যবে যাত্রিদল মক্কার মস্‌জিদে,
হও ঘর্ম্মসিক্ত, কর দ্বন্দ্ব পরস্পরে ?
শুনি, মুসল্‌মান কহে, যত দিন কাবা
ছিল স্বর্গে, ছিল শুভ্র দুগ্ধফেন সম।

---

* আজমীরস্থিত বিশাল সাগরের প্রচলিত নাম বিশ্‌লা বা বিশালা।

† Kabah Lit. a cube. The cube like building in the centre of the mosque at Makkah which contains the Hajaru'l Aswad or the black stone. * * The block is an irregular oval, about seven inches in diameter, with an undulating surface, composed of about a dozen smaller stones of different shapes and sizes. * * Ibn Abbas relates that the prophet said, the black stone when it came down from Paradise was whiter than milk but that it has become black from the sins of those who have touched it. (Mishkat book XI. Ch iv. pt. 2.)

Hughes' Dictionary of Islam. PP. 256-57.

কিন্তু মর্ত্ত্যে আসি' কাবা হয়েছে মলিন
পাপীর পরশে। সেখ! বিবেচক তুমি;
বল, জড় শিলা ধরে কি হেন শকতি
যা'র গুণে পাপে হয় বর্ণভেদ তা'র?
কি হেতু জম্‌জম্‌ কূপ সুপবিত্র হেন, *
কেন কটু, রোগপ্রসূ সলিল তাহার
পানে মুসল্‌মান ভাবে ধন্য আপনারে?
বল বিচারিয়া তুমি; পাইলে উত্তর
কহিব, কি হেতু হিন্দু পূজে নদী, গিরি।"
নিরুত্তর দূতগণ। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
সভাজন রহে চাহি' তুঙ্গাচার্য্যপানে।
নতশিরে হামজবী কহিলেন তবে;—
"ধর্ম্মাচার্য্য! বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন;
নাহি আজ্ঞা সুল্‌তানের। জানাইব আমি
বলেছেন প্রভু যাহা; কর্ত্তব্যনির্ণয়
করিবেন হিন্দ্‌রাজ। † আদেশে প্রভুর
কোরাণ, কৃপাণ আমি আনিয়াছি সাথে;
রাখিনু উভয় এই। লইলে কোরাণ
মদিনানিবাসী এই সেখ মহামতি
করিবেন দীক্ষা দান। লইলে কৃপাণ

---

* মক্কাস্থিত সুপ্রসিদ্ধ কূপ; ইহার জল সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। Captain Burton says it is apt to cause diarrhœa and boils and I never saw a stranger drink it without a wry face. ** Religious men break their lenten-fast with it, apply it to their eyes to brighten vision, and imbibe a few drops at the hour of death. * * everywhere the nauseous draught is highly meritorious in a religious point of view.

Hughes, Dictionary of Islam, P. 701.

† হিন্দ্‌রাজ হিন্দুদিগের বা হিন্দুস্থানের রাজা।

লক্ষ অশ্বারোহী, লক্ষ পদাতিক সহ,
ঘিরিবে আজ্‌মীর, দিল্লী ;—যথা অভিরুচি।
শুনেছেন আমাদের প্রভু লোকমুখে,
দিল্লীর অসংখ্য শত্রু আছে হিন্দুস্থানে।
তাই বলেছেন তিনি ; সত্যধর্ম্ম যদি
ল'ন বীর পৃথ্বীরাজ, কেশাগ্র তাঁহার
স্পর্শিতে কাহার(ও) কভু না হ'বে শকতি ;
কোটি মুসল্‌মান প্রাণ দিবে তাঁ'র তরে।
স্বেচ্ছায় বিপক্ষগণে করি' পরাজয়
পালিবেন সুখে রাজ্য। প্রভু আমাদের
না চান অপর কিছু ; চাহেন কেবল,
সত্য ধর্ম্মে দীক্ষা, তাঁ'র প্রভুত্বস্বীকার।"
নীরব, নিশ্চেষ্ট সভা। সহস্র নয়ন
প্রোজ্জ্বল হইল কিন্তু। বামা-কণ্ঠধ্বনি,
কঙ্কণ-শিঞ্জন সহ, পার্শ্ব-কক্ষ হ'তে
সুস্পষ্ট হইল শ্রুত। আকর্ষিয়া অসি
চাহিলা চৌহানগণ সিংহাসন পানে।
কহিলেন পৃথ্বীরাজ ;—আষাঢ় প্রথমে
নবীন নীরদ যেন গর্জ্জিল গগনে ;—
"শুন, দূত! লহ গ্রন্থ, দাও তরবারী।
কহিও প্রভুরে তব, জন্মজন্মান্তরে
থাকে যদি পুণ্য, নর জন্মে হিন্দুকুলে ;
পারে বুঝিবারে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা।
হেন ধর্ম্ম ত্যাগ আমি করিব স্বেচ্ছায়!
ধিক্ মোরে! শত ধিক্ এহেন প্রস্তাবে!
নাহি অভিলাষ মোর ধর্ম্ম অপরের

নিন্দিবারে ; কিন্তু, দূত ! জানিও নিশ্চয়,
কি শান্তি, কি তৃপ্তি আছে হিন্দুর ধরমে,
জগতের স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা, প্রভু যিনি,
নাহি যাঁ'র নাম, রূপ, জাতি, লিঙ্গ, দেহ,
বাক্যমন-অগোচর, চিৎস্বরূপে সেই
আরাধিলে মাতৃভাবে, প্রাণপ্রিয়-রূপে,
ভক্তিপ্রীতিপুষ্পদানে, কি আনন্দ, দূত !
জানে হিন্দুমাত্র তাহা ; না বুঝে অপরে।
না ছাড়িব ধর্ম্ম আমি। কহিলে যে, দূত
আছে বহু শত্রু মোর, মিথ্যা তাহা নয়।
কিন্তু প্রাণাত্যয়ে আমি দণ্ডিতে হিন্দুরে
না ডাকিব মুসল্‌মানে। মূষিক যদ্যপি
করে উপদ্রব, তবে, কোন্ গৃহী, বল,
ডাকে কালসর্পে তা'র বিনাশের তরে ?
এই ধনুর্ব্বাণ, এই মহাখড্গ মোর
অক্ষম কি শত্রুজয়ে ? তাই তুরুকের
লইব আশ্রয় আমি ? ব্যর্থ বাহুবল !
কহিলে যে তুমি, দূত ! প্রভু তোমাদের
না চা'ন অপর কিছু, চাহেন কেবল
প্রভুত্ব-স্বীকার ; কিন্তু প্রভুত্ব পরের
করে যে স্বীকার, কিবা রহে তা'র মাঝে ?
কি পার্থক্য পরাধীনে পালিত বৃষভে ?
করি রজ্জুবদ্ধ প্রভু চালায় উভয়ে।
যতক্ষণ র'বে শ্বাস স্বধর্ম্ম, স্বদেশ,
স্বাধীনতা ছাড়িব না, ছাড়িব না কভু।
এই মোর জন্মভূমি, মাতৃস্বরূপিণী

রাজোয়ারা, সুখধাম, নন্দনসদৃশ
আজমীর, দিব আমি তুরুকের করে ?
পুণ্যতীর্থে, তপোবনে বৈকুণ্ঠ সদৃশ
যে দেশ, সে দেশ আমি করিব অর্পণ
শত্রুভয়ে ? নিজদেশে পরদাস হয়ে
করিব জীবনপাত ? ধিক্ সে জীবনে।
লইলাম তরবারী ; কহিও প্রভুরে,
হইবে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-প্রাঙ্গণে।
কিন্তু বৃথা রক্তপাতে, সৈনিক-বিনাশে
কিবা প্রয়োজন ? থাকে সাহস যদ্যপি
আসুন দ্বৈরথ-যুদ্ধে। ধনুর্ব্বাণ, অসি,
গদা, শূল, যাহা ইচ্ছা, করুন গ্রহণ ;
অশ্বে, গজে, পাদচারে, যথা অভিরুচি,
প্রস্তুত সমরে আমি। হ'বে বিনির্ণীত
দণ্ডমাত্রে বলাবল, জয়, পরাজয়।"
  নীরব হইলা ভূপ। সভাসদ্‌গণ,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি', ভুঞ্জিলা অন্তরে
কি যেন অপূর্ব্ব শান্তি। তুঙ্গাচার্য্য, তবে,
সম্বোধিয়া দূতগণে, কহিলেন পুনঃ ;—
  "শুন, দূত ! কহ গিয়া প্রভুরে তোমার,
পাপী, ধর্ম্মী যাহা হ'ক, হিন্দুস্থানবাসী
করে নাই ক্ষতি তাঁ'র। কেন অকারণে,
বীর তিনি, অহিংসক জনে হিংসা করি',
অর্জ্জিবেন মহাপাপ ? আত্ম-বঞ্চনায়,
ধর্ম্মপ্রচারের নামে, অধর্ম্মপ্রচার
কেন চা'ন করিবারে ? চাহে মুসল্‌মান

রাজ্য, ধন, দাস, দাসী, ভোগ্য ইন্দ্রিয়ের ;
তবে বৃথা ধর্ম্মযুদ্ধ কিহেতু ঘোষণা ?
বুঝিয়াছে হিন্দু, ধর্ম্ম নহে তোমাদের
একমাত্র লক্ষ্য ; ধন, প্রিয় ধর্ম্ম হ'তে। *
প্রচারিতে ধর্ম্ম যদি থাকে অভিলাষ
ত্যাগী ধর্ম্মাচার্য্যগণে কহ প্রেরিবারে।
সংযম, বৈরাগ্য যুগ্ম অস্ত্র লয়ে করে
করুন সংগ্রাম তাঁ'রা পাপাচার সনে,
ফলিবে সুফল তাহে। সাদী, পদাতিকে,
অসি, শূলে ধর্ম্ম, কভু, না হয় প্রচার।
পঞ্চবিংশ বর্ষাধিক সুল্‌তান মামুদ
উৎপীড়িলা হিন্দুগণে ; পর্ব্বতপ্রমাণ
কাঞ্চন, মুকুতা, মণি করিলা লুণ্ঠন ;
কিন্তু কয় মুষ্টি তা'র নিয়োজিলা তিনি
প্রচারিতে সত্যধর্ম্ম কুধর্ম্মীর মাঝে ?
অবিভেদে নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ, যুবা
বধিলা, বাঁধিলা লয়ে দাসত্ব-শৃঙ্খলে।
কিন্তু, দূত ! বল তুমি, বিতরিলা তিনি
সত্য ধর্ম্ম কয় জনে। ধর্ম্ম জ্ঞানে, প্রেমে ;
নহে রক্তপাতে ; নহে লুণ্ঠনে, ভঞ্জনে।

---

* মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ হইতে যে অপরিসীম অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন মুসলমান ঐতিহাসিকের নিম্নোক্ত উক্তি তাহার প্রমাণ :—

The treasure this prince left behind him is almost incredible. We shall only mention as an instance of his wealth, that he had in diamonds alone 500 muns (400 Lbs weight); the result of nine expeditions into Hindoostan from each of which he returned laden with wealth, excepting on two occasions.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 187,

কহিও প্রভুরে তব, হিন্দু দিবে প্রাণ,
না ছাড়িবে ধর্ম্ম তবু। ধর্ম্ম ব্যপদেশে
কেন এ অধর্ম্ম যুদ্ধে অভিলাষ তাঁ'র ?
ন্যায়দণ্ডে চরাচর হই'ছে শাসিত ;
করে যদি পাপ হিন্দু, বিধির বিধানে,
অবশ্য পাইবে শাস্তি। কিন্তু মুসল্‌মান,
শাস্তি দিতে তা'রে, যদি করে পাপাচার,
অধর্ম্ম ধর্ম্মের নামে, না পা'বে নিষ্কৃতি।
অদ্য হ'ক্, কল্য হ'ক্, হক্ যুগ পরে,
অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য ঘটিবে।
কোথা মামুদের অর্থ ? বংশধর তাঁ'র
আছে কি রক্ষিতে নাম ? কোথা সেনাদল ?
ছায়াবাজী সম শূন্যে গেছে মিলাইয়া।
লুপ্ত গজনবী বংশ ; * হিমাচল সম,
অটল, এখন(ও) হিন্দু রহেছে দাঁড়া'য়ে ;
রহিবে, যাবৎ র'বে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা।
এই অভিযান, এই লুণ্ঠন, পীড়ন
অকাল-জলদ সম হ'বে অন্তর্হিত ;
নিজ মহিমায় দীপ্ত দিবাকর প্রায়
হিন্দুত্ব বিরাজমান রহিবে ভারতে।
আরব, তাতার, তুর্ক যে আসুক হেথা,
সিন্ধুবক্ষে নিপতিত বৃষ্টি-বিন্দু সম,
লুকাইবে ; হিন্দুস্থান র'বে হিন্দু-স্থান।
নির্ভয়ে কহিও দূত প্রভুরে আপন,

---

* The race of Sabuktigin expired with this prince, (Khusrou Malik 1186 A. D.) Elphinstone's History of India. P. 357.

বিনা দোষে বক্ষে কার(ও) হানিলে ছুরিকা
শতধারে পড়ে তাহা ঘাতকের বুকে ;
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বিধাতার।”†

স্তব্ধ রাজদূতগণ। ডাকি’ অনুচরে
কহিলেন পৃথ্বীরাজ ;—

“যোগ্য পানাহার
দাও লয়ে দূতগণে ; পুরস্কার দানে
করি’ তৃপ্ত, দিও পরে বিদায় সবারে।”

বাজিল মধ্যাহ্ন-ভেরী সিংহদ্বার হ’তে,
ভঙ্গ হ’ল রাজসভা। সভাজন যত,
আনন্দে, গৌরবে, দর্পে নমি’ গুরুদেবে,
নমি’ রাজপদে, সবে ফিরিলা ভবনে।

---

† মহম্মদ ঘোরীর সম্বন্ধে এ কথা ব্যর্থ হয় নাই। গক্করদিগের হস্তে তিনি অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন ;—The Gukkurs ** sheathed their daggers in the king's body, which was afterwards found to have been pierced by no fewer than twenty-two wounds.

Briggs' Ferista, Vol. I. P.P. 185-86.

চৌহান রাজসভা। পৃথ্বীরাজ ১৬৪ পৃষ্ঠা।
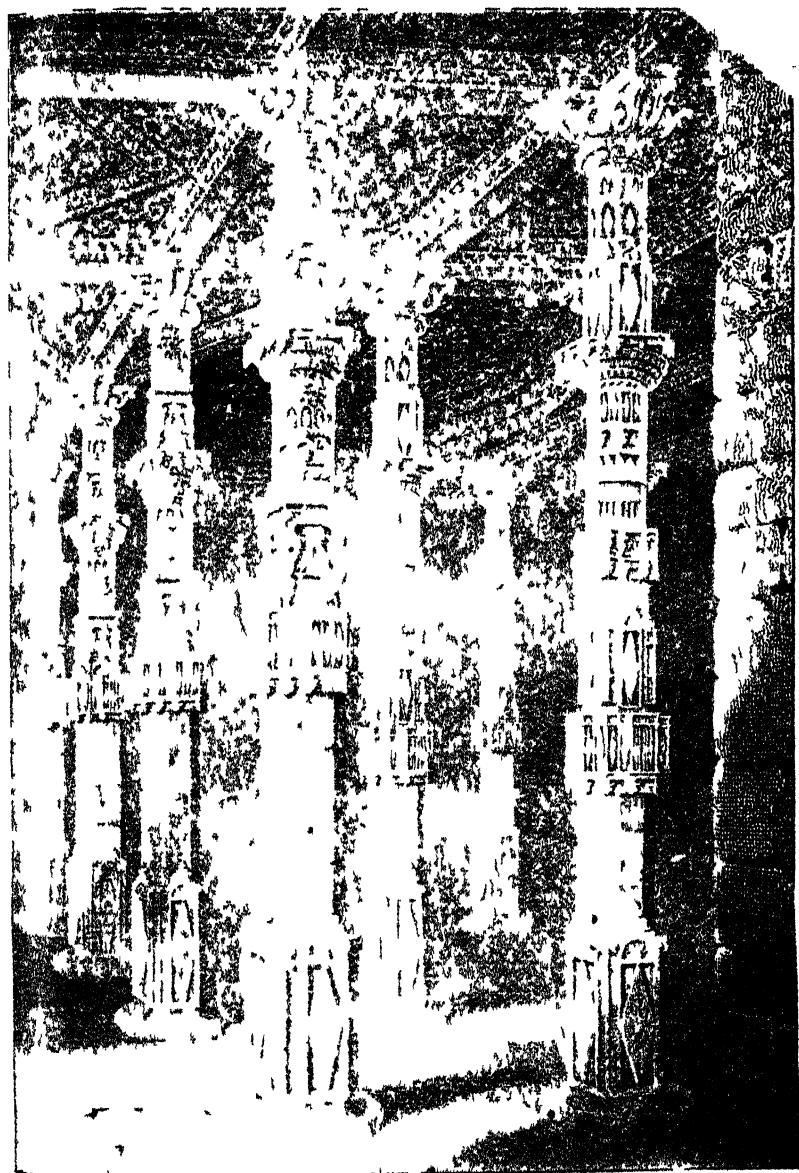
একাদশ সর্গ।

ফল্গুৎসব অবসানে আজমীর নগর
ধরিয়াছে অভিনব বেশ মনোহর।
আবির-কুঙ্কুম-রাগ নাহি সেথা আর,
গোরোচনা, হরিদ্রার হেরি অধিকার।
অশোক-কিংশুক-ফুলে না শোভে ভবন,
চম্পকে, কাঞ্চনপুষ্পে গৃহের শোভন।
যবাঙ্কুর, পুষ্প, দূর্ব্বা লয়ে পুরনারী,
গৌরীপূজাব্যগ্রা, পথে ধান সারি সারি।*
"হোলী হোলী" রবে কেহ নাহি করে গান,
নারী-কণ্ঠে শুনি সদা গৌরীগুণ তান।
হরগৌরী-প্রতিমূর্ত্তি করায়ে গঠন,
পরাইয়া মনোমত বসন, ভূষণ,
অঙ্গনে স্থাপিত করি' চন্দ্রাতপ-তলে,
কুমারী, সধবা মিলি' পূজেন সকলে।

---

* এই গৌরীপূজা আজমীরের একটী প্রধান উৎসব এবং এক্ষণে "গাঙ্গোর" নামে পরিচিত। আজমীরের ইতিবৃত্ত লেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—a number of other festivals are observed in Ajmer amongst which the chief is that of Gangaur which with the two Tej festivals are peculiar to Rajputana. These three are in reality ladies' festivals. The Gangaur festival in honour of Goury, wife of Siva, is celebrated by the Rajputs and Mahajans. It celebrates the conjugal felicity of Hindu households, and all virgins and married women take part in it * * It begins * * seven days after the Holy * * The places are decorated and ladies assemble and sing. Four times the images are taken out to the public gardens and brought back accompanied by music.

Ajmer Historical and Descriptive P. 19.

নারীর উৎসব, সেথা, নাহি হেরি নর,
নৃত্যগীতে, সর্ব্বকার্য্যে, নারী অগ্রসর।
স্বাধীনা, সঙ্কোচহীনা, নাহি ভয়, লাজ,
যা'র যথা অভিরুচি পরেছেন সাজ।
নর্ত্তকী, গায়িকা কেহ, কেহ বাদ্যকরী,
অভিনয়ে কেহ দেবী, গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী।
সমররঙ্গিণী কেহ, উগ্রচণ্ডা ভীমা,
নাচেন তাণ্ডবে, নাহি কৌতুকের সীমা।
গৌরী-গুণ-গীতি মাত্র মুখে সবাকার,
গৌরীলীলা অভিনয়ে আনন্দ অপার।
কেমনে ছিলেন গৌরী শঙ্করের ঘরে,
কথাচ্ছলে, কোন নারী শুনান অপরে।
কেমনে হইলা দেবী পতিসোহাগিনী
শুনান সঙ্গীতে তাহা কোন সীমন্তিনী।
দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার করি' পরিধান
মূর্ত্তি লয়ে কভু সবে বহির্দ্দেশে যান।
সঙ্গে চলে বাদ্যকর, ভৃত্য, পরিজন ;
ভোজ্য, বস্ত্র, নানারূপ হয় বিতরণ।
দেখাইয়া পথে, ঘাটে, রাজ-উপবনে
ফিরি' পুনঃ ল'ন গৃহে দীপালোক সনে।
এইরূপে গৃহে, গৃহে গৌরীপূজা হয়,
প্রাসাদ, কুটীর সম মহোৎসবময়।
আজমীর মাঝে শোভে বিশালসাগর,*
বিশালদেবের কীর্ত্তি, রম্য সরোবর।

---

* This beautiful lake * * was in ancient time one of the most notable features of Ajmer. It is an artificial lake oblong in shape built b the Emperor Visaldev. * * It is about two and a half miles in circumference.

দৃঢ়গাঁথা শিলাখণ্ডে বাঁধা চারিধার ;
পূরবে, দক্ষিণে রা'জে পর্ব্বতপ্রাকার।
নির্ম্মল সলিল তাহে কাণায় কাণায় ;
রাজহংস দলে দলে কেলি করে ত'ায়।
শোভে যুগ্ম দ্বীপ সেই সরোবর মাঝে,
প্রাসাদ, মন্দির কত তথায় বিরাজে।
রাজেন্দ্র বিশালদেব, প্রতাপে তপন,
নির্ম্মাণ করিলা তথা রম্য উপবন।
জ্ঞানে, বীর্য্যে অদ্বিতীয় ভূপতি ধীমান,
রাখিলা যবনে জিনি' আর্য্যের সম্মান।*
দ্বীপ মাঝে তরুকুঞ্জ শোভে মনোহর,
অবিরাম পিক সেথা তুলে কুহুস্বর।
মাধবীমণ্ডপ চারু বিরাজে কোথায়,
শুভ্র শিলাময় বেদী মধ্যে শোভা পায়।
বসন্ত-আগমে সেই রম্য উপবন
নন্দনকানন-শোভা করেছে ধারণ।

The surrounding embankment was faced in stones with steps leading to the bottom of the lake. Temples and houses stood all round, and there were two islands in the lake on which stood palaces for the king * * fit to adorn the capital of an Emperor distinguished as much for letters as for valour. This splendid place appears to have been partly destroyed because of the temples standing there during the early Mahomedan invasions.

Ajmer, Historical and Descriptive, P. P. 65-66.

* The famous Sibalik pillar (Firoz shah Ki Lat) inscription dated 1163 A.D. stating that he had cleared the country of the Musalmans and made it again Arya-Bhumi, * * He was as great a scholar and poet as he was a warrior and his drama Harkeli Natak is a composition not unworthy of Bhavabhuti.

Ibid PP. 153-154.

বিশালদেব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পাদটীকা দেখুন।

পাদপে, পাদপে শোভে নানাজাতি ফুল,
মধুলোভে ঝঙ্কারিয়া ভ্রমে অলিকুল।
রসালমঞ্জরী হ'তে মধুধারা ক্ষরে,
চম্পক, বকুল ফুটি' সৌরভ বিতরে।
বিলাসতরণী কত পতাকা-শোভিত,
দ্বীপের চৌদিকে এবে হয়েছে মিলিত।
তরণীমাঝারে বসি' পুরনারীগণ
করিছেন মহোল্লাসে গৌরী-সঙ্কীর্ত্তন।
কুসুম-সুবাস বহি' মধুর মলয়,
হ্রদবক্ষে উর্ম্মি তুলি', মৃদু মৃদু বয়।
দোলে তরী, নাচে কেতু সমীরণ ভরে,
হিল্লোল সলিলে উঠে, উঠে গীতস্বরে।
নূপুর-শিঞ্জন, মিলি' কলকণ্ঠ সনে,
তালে তালে উঠে পড়ে তরঙ্গকম্পনে।
কি আনন্দধাম দ্বীপ ছিল একদিন,
হায়রে কালের গর্ভে সকল(ই) বিলীন!
স্তব্ধ বেণুবীণারব, ভেরীর নিঃস্বন;
নাহি বেদপাঠ, পূজা, উৎসব, কীর্ত্তন।
নীরবতা মাত্র এবে বিরাজে তথায়,
ক্রৌঞ্চের কর্কশ কণ্ঠ, কভু, শোনা যায়।
লুপ্ত পুরী, উপবন; স্মৃতি আছে পড়ি';
ভগ্ন শিলা মাত্র এবে যায় গড়াগড়ি।*

---

* বিশালসাগরে ছোট, বড় দুইটী দ্বীপ, ধ্বংসশেষ অবস্থায়, এখনও বর্ত্তমান আছে। বড়টীর পরিমাণ ফল প্রায় পনর বিঘা এবং ছোটটীর পরিমাণ ফল প্রায় পাঁচ বিঘা হইবে। তাহাদিগের পূর্ব্বশোভা এখন কিছুই নাই। সম্প্রতি বাঁধ ভগ্ন হওয়ায়, বিশালসাগর একেবারে জলশূন্য হইয়াছে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সাধুভক্ত রূপসনাতনের বাক্য স্মরণ হয়।

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।"

*

পাষাণ-রচিত হরগৌরীর মন্দির
দ্বীপতট হ'তে ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে শির।
শুভ্র শিলাময় সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে
সম্মিলিতা আজ যত পুরনারীগণে।
রাজ্ঞী, রাজবধূ, কেহ রাজার নন্দিনী,
নিমন্ত্রিতা সভাসদ্-সচিব-গৃহিণী।
গৌরীপূজা শেষ আজ, তাই সর্ব্বজনে
এসেছেন প্রণমিতে দেবীর চরণে।
বিচিত্র বসন অঙ্গে শোভে সবাকার,
পরিধান রত্নময় দিব্য অলঙ্কার।
অপূর্ব্ব ভূষণচ্ছটা ঝলসে নয়ন,
ততোধিক আভা ঢালে রূপের কিরণ।
অঙ্গের বরণ তপ্তকাঞ্চননিন্দিত,
পুষ্ট, পরিপূর্ণ দেহ, কিবা সুললিত।
পীন, সমুন্নত বক্ষ নেত্রতৃপ্তিকর,
বিপুল নিতম্ব, ঊরু সুগোল, সুন্দর।
গ্রীবা, বাহু মরি কিবা বর্ত্তুল গঠন,
রক্ত ওষ্ঠাধর, স্ফুট সুনীল নয়ন।
কি আনন্দ, কিবা স্ফূর্ত্তি ব্যক্ত মুখে করে.
পদক্ষেপে সজীবতা, লাবণ্য নিঃসরে।
নাহি দেহে রোগচিহ্ন, মুখে শোকচ্ছায়া,
পৌত্রবতী নারী, তবু দৃঢ়া, ঋজুকায়া।
কোমলে কাঠিন্য ভরা, কাঞ্চননলিনী,
বীরসুতা, বীরজায়া, বীরপ্রসবিনী।

---

* ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ।

কুমারসম্ভবম্।

হেরি' সে রমণীদলে মানসনয়নে
বঙ্গনারীমূর্ত্তি পড়ে কবির স্মরণে।
রোগে শীর্ণা, গণ্ড, ওষ্ঠ লৌহিত্য-বিহীন ;
নয়ন কোটরগত, করপদ ক্ষীণ।
নাহি স্ফূর্ত্তি, নাহি তেজ, দেহে নাহি বল ;
কি অব্যক্ত মনস্তাপে নয়ন সজল।
কৈশোর না হ'তে শেষ গ্রাসিয়াছে জরা,
অকাল-মাতৃত্বে কুব্জা, সজীবনে মরা।
শিশির-সম্পাত শুষ্কা নলিনীর প্রায়,
লালিত্য, লাবণ্য, পুষ্টি বিরহিত কায়।
এই যদি আমাদের মাতৃদেবীগণ,
কি বিস্ময় ধ্বংস দ্রুত দিলে দরশন !

নারীর সমাজ, নাহি অন্য কোন নর,
তুঙ্গাচার্য্য বসি' শুধু বেদীর উপর।
বয়সে, গাম্ভীর্য্যে, জ্ঞানে, তপঃ-সাধনায়
দেশপূজ্য গুরু, সবে নত তাঁ'র পায়।
রোগে চিকিৎসক তিনি, শান্তিদাতা শোকে,
আবালবনিতাবৃদ্ধ পূজে সর্ব্বলোকে।
মন্ত্র-গৃহে, অন্তঃপুরে সর্ব্বত্র গমন,
এসেছেন কহিবারে আশিস্‌বচন।
প্রণমি' চরণে তাঁ'র নারীগণ সবে
যথাযোগ্য স্থানে গিয়া বসিলা নীরবে।

অনুপমরূপা সেই নারীগণ মাঝে
দু'জনার 'পরে নেত্র সবার বিরাজে।
প্রথমা ভূপের স্বস্রা, পৃথা গুণবতী,
দ্বিতীয়া, সংযুক্তা, রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।

রাজর্ষি সমরসিংহ, চিতোরাধীশ্বর,
জ্ঞানে বীর্য্যে, অদ্বিতীয় ভারত ভিতর।
হেরি' তাঁ'র শিবমূর্ত্তি, যোগ, আরাধন
"যোগীন্দ্র" বলিয়া তাঁ'রে কহে সর্ব্বজন।
তাঁ'র পত্নী পৃথা, আজ, পূজা-নিমন্ত্রণে,
এসেছেন আজমীরে, ভ্রাতার ভবনে।
যথা পতি তথা পত্নী, উভয়ে সমান,
নাহি কর্ম্ম উভয়ের বিনা যজ্ঞ, দান।
সম্পদ, ঐশ্বর্য্য কত গণনা না হয়,
আকৃষ্ট, আসক্ত চিত্ত কিন্তু তাহে নয়।
এসেছেন পৃথাদেবী তপস্বিনী-বেশে,
গৈরিক বসনা, বেণী দোলে পৃষ্ঠ দেশে।
বিনা অলঙ্কারে দেহ কিবা শোভা পায়,
অঙ্কিত ললাট, বাহু বিভূতি-রেখায়।
শঙ্খের বলয় তাঁ'র বিরাজিত করে,
পদ্মবীজমাল্য কণ্ঠে কত শোভা ধরে!
বদনে মাতৃত্ব ব্যক্ত, মধুরহাসিনী,
উমা যেন তপোনিষ্ঠা, যৌবনে যোগিনী।
সংযুক্তা আনন্দময়ী পতির আদরে,
গর্ব্ব, স্ফূর্ত্তি, প্রীতি যেন বদনে না ধরে।*
অধরে প্রস্ফুট হাস্য, উল্লাস নয়নে,
তুষিছেন সর্ব্বজনে প্রিয় সম্ভাষণে।

---

* সমর্ষি বা সমরসিংহের বেশভূষা এবং উপাধি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে: A simple neck-lace of the seeds of the lotus adorned his neck; his hair was braided and he is addressed as Jogindra or chief of ascetics.

Tod. Vol. I. p. 276.

সমর্ষির অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে দ্বাদশ সর্গের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

যে অঙ্গে যা' শোভা পায় বসন, ভূষণ,
পরেছেন পতিব্রতা করিয়া যতন।
রতন-মুকুটে তাঁ'র সুশোভিত শির,
রুণু রুণু বোলে বাজে শ্রীপদে মঞ্জীর।
গজমুকুতার হার কণ্ঠে শোভা পায়,
উজলে কপোল, কর্ণ কুণ্ডল-প্রভায়।
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু করে ঝলমল,
অলক্তকে শোভে চারু চরণযুগল।
নিরখিয়া নারীগণ করেন বিচার,
কৈলাস ত্যজিয়া গৌরী সম্মুখে সবার!

পূজাবিধি ক্রমে সব হ'ল সম্পূরণ,
এইবার গৌরীকথা হবে সঙ্কীর্ত্তন।
পৃথা দেবী, ছোট রাণী করিবেন গান,
উভয়ের মুখপানে সর্ব্বজনে চা'ন।
সকলের মনোগত বুঝি' অভিপ্রায়
নতশিরে পৃথাদেবী দাঁড়ান সভায়।
একতন্ত্রী বীণা করে করিয়া গ্রহণ
আরম্ভ করিলা দেবী গৌরী-সঙ্কীর্ত্তন।

"দক্ষযজ্ঞ হইল শেষ,
পিনাকপাণি পাগল বেশ,
ভ্রমিতে লাগিলা দেশ, দেশ
পরাণপ্রিয়ার কারণে।
চক্রচ্ছিন্ন সতীর দেহ
খুঁজিতে ধান, ত্যজিয়া গেহ,
সঙ্গী অপর না আছে কেহ,
একাকী ভূধরে, কাননে।

অদ্রি কোথা তুলিয়া শির,
তটিনী কোথা গভীরনীর,
সাগর কোথা বিশালতীর,
দাঁড়ায়ে সেখানে কাতরে ;

বক্ষে আয়, আয়রে সতি !
ডাকেন উচ্চে প্রমথপতি,
অবশ তনু, বিভোলমতি,
নয়নে সলিল নিঃসরে।

চূতকুঞ্জে কোকিল গায়,
ডাকেন ভব 'আয় রে আয়',
দামিনী যদি মেঘে লুকায়,
আঁখিতে নিমেষ না রহে।

ছিন্ন, শুষ্ক হেরিলে লতা
হৃদয়ে জাগে সতীর কথা,
ছুটেন ভাবি' শ্মশান যথা
তনু যেন তা'র না দহে।

মাস, বর্ষ চলিয়া যায়,
ডাকেন শুধু 'আয়রে আয়',
কি ব্যথা তাঁ'র হৃদয়ে, হায় !
বুঝিবে অপরে কেমনে।

শান্ত ক্রমে প্রমথপতি,
বুঝিলা বিশ্বে ব্যাপিয়া সতী,
জীবে চেতনা, জড়ে শকতি
বিরাজে তাঁহারি কারণে।

হেথা সতী হরের তরে
জন্মিলা গিরিরাজের ঘরে ;
বরণ হেরি' আদর করে
গৌরী সবে তাঁ'রে ডাকিত ;

মুগ্ধচিত্ত অচলবাসী
নিরখি' নেত্রে সে রূপরাশি,
কি দেহভঙ্গী, কি চারু হাসি,
জন্মিলা ভবানী ভাবিত।

শ্রান্ত, ক্লান্ত ভ্রমিয়া হর
আসিলা ক্রমে হিমভূধর,
বিজনে বসি' পাষাণ'পর,
লইলা কঠোর সাধনা ;

ধ্যানে বিধি না পান যাঁ'রে,
বর্ণিতে গুণ বচন হারে,
না জানি, তিনি ভাবেন কা'রে,
কিবা মনোগত কামনা।

বার্ত্তা শুনি' অচলরাজ
চলিলা সেই শিখর মাঝ :
গৌরী লইয়া সখী-সমাজ
চলিলা ভেটিতে শঙ্করে।

ধ্যানমগ্ন বসি' ঈশান,
না বহে শ্বাস, না আছে জ্ঞান,
অঙ্গ রজতগিরি সমান
উজলিছে হিম ভূধরে।

ভালে শোভে তরুণ ইন্দু,
জটা-জড়িত ত্রিদশসিন্ধু,
ক্ষরিছে নেত্রে করুণাবিন্দু,
দূরিত জীবের চিন্তনে।

মুগ্ধা গৌরী নিরখি' ভবে,
কহিলা নিজ জনকে তবে,
'ধন্য আমার জনম হ'বে
এ পদ-কমল সেবনে।'

আজ্ঞা লভি' হরষভরে
গৌরী নিয়ত সেবেন হরে ;
সাজায়ে অর্ঘ্য আপন করে
সঁপিতেন, পদ পূজিয়া।

মাতা তাঁ'র করি' যতন
পরাণ্ডি কত বেশ, ভূষণ,
কবরী করি' ফুলে শোভন,
মৃগমদে তনু মাজিয়া।

স্থাণুসম বসিয়া হর,
চিত্ত আপন সাধনা 'পর
বিগত ক্রমে কত বৎসর,
না হেরেন তাঁ'রে লোচনে।

গৌরী মনে করি' বিচার
খুলিলা নিজ মুকুট, হার,
শোভিল শিরে জটার ভার,
ভূষিতা বিভূতি-ভূষণে।

প্রীত প্রভু মেলিলা দৃষ্টি,
বিশ্বে হইল অমৃতবৃষ্টি,
দেখিলা নেত্রে নূতন সৃষ্টি,
সতীধন তাঁ'র দাঁড়া'য়ে ;
কোথা, সতি ! ছিলি রে বল্
আয়রে প্রাণ কর শীতল,
বলিয়া মুছি' নয়নজল
ধরিলেন বাহু বাড়ায়ে।
ধন্য জন্ম করিয়া জ্ঞান
গৌরীরে রাজা করিলা দান ,
নিখিল বিশ্বে উঠিল তান,—
'জয় গৌরী হরভাবিনী।'
গৌরী সমা না আছে সতী,
লভিলা গুণে ভুবনপতি,
চরণে এস করি প্রণতি,
মিলি' যত কুলকামিনী।"

মুগ্ধচিত্তা নারীগণ কীর্ত্তন শ্রবণে,
সংযুক্তার পানে চান উৎসুক নয়নে।
আরক্ত কপোল লাজে সংযুক্তাসুন্দরী
দাঁড়াইলা গৌরীপদে প্রণিপাত করি'।
আপনার প্রিয় বীণা বাহু 'পরে লয়ে
আরম্ভ করিলা গীত পূতচিতা হয়ে।
আকাশ প্লাবিত করি' উঠে কণ্ঠস্বর ;
শ্রবণে মুগধা পৃথ্বী, স্থির বায়ুস্তর।
নাহি বীণা, নাহি কণ্ঠ, অভিন্ন উভয় ;
মূর্চ্ছনা, ঝঙ্কার সম ; সম তান, লয়।

কেমনে ছিলেন গৌরী কৈলাস ভবনে
আনন্দে শুনান সতী পুরনারীগণে।

"মন্দ মলয় বয়, কোকিল কুহরয়
মোদিত হেরি ঋতুরাজে ;
নীল গগন'পর শোভিত শশধর,
চৌদিকে তারাগণ সাজে।
সুন্দর মধুমাস, অঙ্গে হরিত বাস
অঞ্জলি রচি' ফুলজালে,
গৌরী-চরণ-তলে হর্ষে পাদপদলে
নীরবে উপহার ঢালে।
মধুকর, গুঞ্জরি', সহকার-মঞ্জরী
চুম্বিয়া, পিয়ে মকরন্দ ;
আধ মুকুল খুলি,' চম্পকফুলগুলি
কৈলাসে বিতরে সুগন্ধ।
রতন বেদী'পর বিরাজিত শঙ্কর,
গৌরী বামেতে সুখাসীনা ;
কিন্নর গায় গান, বো বো বোম্ উঠে তান,
বাজে মুরজ, বেণু, বীণা।
কার্ত্তিকে লয়ে সাথ আসিয়া গণনাথ
গৌরীরে কহে হেন কালে ;—
'দারুণ ক্ষুধানলে অম্ব ! শরীর জ্বলে,
পায়স পূরি' দেহ থালে।'
না হ'তে কথা শেষ, ভৃঙ্গী বিকট বেশ,
তাল, বেতাল, ভূত সঙ্গে,
'মা মা' বলি' ডাকিয়া, ঘন ঘোর হাঁকিয়া,
অন্ন মাগিল নাচি' রঙ্গে।

ইঙ্গিতে বুঝি' সতী ক্ষুধিত পশুপতি,
আসন করি' পরিহার,
মধুময় পায়স, পিষ্টক সুধারস
যত্নে লইলা ভারে ভার।
বিল্বপাদপ-তলে, বেষ্টিত ভূতদলে,
ভোজনে রত শূলপাণি ;
সবে বলে, "অন্নদে ! ত্বরা আনি' অন্ন দে,"
গৌরী ত্বরিতা দেন আনি'।
ভূত ভোজন-পটু মিষ্ট, লবণ, কটু
আননে উভ' হাতে ঢালে ;
দর্ব্বী লইয়া হাতে অন্নদা, সাথে সাথে,
পায়স পূরি' দেন থালে।
মণিময় কুণ্ডল গতি-বেগে চঞ্চল,
ভালে বিরাজে শ্রম-বারি ;
ঘন বহে নিঃশ্বাস, অঙ্গে শিথিল বাস,
মুগ্ধ নিরখি' ত্রিপুরারি।
কৈলাসে হেন মত সংসার-সুখ-রত
গৌরী গৃহিণী গুণধামা ;
নাশিবে ভবভীতি, গৌরী-মহিম-গীতি
গাও সকল পুররামা।"

সমাপ্ত হইল গীত ; মুগ্ধা শ্রোত্রীগণ
পরস্পর মুখপানে করেন দর্শন।
দেববালা আসি' কেহ করিল কি গান,
কি মধুর বীণাধ্বনি, কিবা লয়, তান।
ব্রহ্মলোক ত্যজি' বাণী, আসিয়া ভূতলে,
গৌরীগুণগীতি কিবা শুনা'ল সকলে।

নৃপতির জ্যেষ্ঠা পত্নী ছিলা সেথা যাঁ'রা,
সংযুক্তাই পতিযোগ্যা বিচারেন তাঁ'রা।
পূজ্যা কুটুম্বিনীগণ, চুম্ব করি' দান,
আলিঙ্গনে, সম্ভাষণে, বাড়ান সম্মান।
থাকুক অন্যের কথা, আচার্য্য বিস্ময়ে
"ধন্যা ধন্যা!" ক'ন মুহু পুলকিত হয়ে।
নতশিরে গুণবতী বসিলা আসনে;
আচার্য্য সম্বোধি', তবে, ক'ন নারীগণে;—
"গৌরী লীলা আদি, মধ্য করিলে শ্রবণ,
অন্ত্য যাহা তাহা আমি কহিব এখন।
চরাচর ব্যাপি' গৌরী করিছেন স্থিতি,
সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী ত্রিগুণা প্রকৃতি।
সত্ত্ব-গুণময়ী গৌরী, উমা তপস্বিনী;
রজোগুণময়ী গৌরী, অন্নদা গৃহিণী!
তমোগুণময়ী গৌরী, কালী খড়্গধরা,
অসুরনিধনরতা, ভক্তদুঃখহরা।
অরিশিরমালা তাঁ'র গলে শোভা পায়,
বিলোলরসনা রিপু-শোণিত-তৃষায়।
নবঘন কেশজাল উড়ে পৃষ্ঠ'পরে,
বালেন্দু ললাট মাঝে কিবা শোভা ধরে!
বরাভয় অসি তাঁ'র শ্রীকরে শোভিত,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভুবন কম্পিত।
রুধিরে রঞ্জিত মা'র অভয় চরণ
কোটি-কোকনদ-কান্তি করে প্রদর্শন।
লজ্জাভয়হীনা দেবী, ভ্রূকুটীভীষণা,
যুদ্ধজয়ে, মহোল্লাসে, নৃত্যপরায়ণা।

এসেছে হিন্দুর মহা সঙ্কট সময়,
জননীর এই রূপ মনে যেন রয়।
সমররঙ্গিণী মায়ে চিত্তে করি' ধ্যান
কি আনন্দ রণক্ষেত্রে বিসর্জ্জিলে প্রাণ!
দাহির ব্রাহ্মণ, কিন্তু মহিষী তাঁহার
দেখাইলা ক্ষত্রিয়াণী যোগ্য ব্যবহার।
অগ্রণী হইয়া সতী, খড়্গ লয়ে করে,
বহু ম্লেচ্ছে বধি,' প্রাণ অর্পিলা সমরে। *

* The widow of Raja Dahir resolved to adopt the measure abandoned by her son ; and with truly masculine spirit, placing herself at the head of fifteen thousand Rajputs prepared to meet the Mahomedans. Mahomed Kasim, however, giving orders to his troops not to attack they merely stood on the defensive ; and the Rajputs quietly withdrew with their female chief into the fort of Ajdur, which was now closely invested. The siege being protracted to a great length of time, the garrison were nearly starved out when they came to the final alternative of performing the Jowhur, a ceremony which required the Hindoos to sacrifice their women and children on a burning pile and the men after bathing rush on the point of the enemy's lances sword in hand. This dreadful step being taken, the gates of the fortress were thrown open and a body of Rajputs, headed by the widow of Dahir, attacked the Mahomedans in their camp, and all lost their lives.

Briggs' Ferista, Vol. iv. p. 409.

সিন্ধুদেশের ইতিহাস চাচনামার এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—Bai Main the wife of Dahir, together with some of the generals prepared for battle. She reviewed the army in the fort and fifteen thousand warriors were counted. They had all resolved to die. * * Bai Main assembled all her women and said ; 'Jaisia (Dahir's son) is separated from us and Muhammad Kasim is come. God forbid that we should owe our liberty to these outcast coweaters ! Our honour would be lost ! our respite is at an end, and there is nowhere any hope of escape ; let us collect wood, cotton, and oil, for I think that we should burn ourselves and go to meet our husbands.' *

Elliot's History of india, Vol. I. p. 172.

বীরপত্নী, বীরমাতা তোমরা সকলে :
ডরিবে কি যুদ্ধে যেতে প্রয়োজন হ'লে ?
শুনেছ ত আসিতেছে দুরন্ত যবন ?
যা'র যা' কর্ত্তব্য কর, প্রাণ করি' পণ।
স্তন্য দিয়া বাঁচায়েছ প্রিয় সুতগণে,
শিখাও বীরের ধর্ম্ম তা' সবে এক্ষণে।
হিংসা, দ্বেষ, জাতিদ্রোহ অযোগ্য এখন,
এক পথ উদ্ধারের মিলন, মিলন।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যা' হও তা' হও,
কহ পুত্রে, 'প্রাণাধিক ! অসি, চর্ম্ম লও।'
বুঝাও রাজার কার্য্যে সমর্পিলে প্রাণ
কি গৌরব জননীর, কত যশ, মান।
বুঝাও পশুর সনে কি ভেদ তাহার,
দেশহিতে উদাসীন হৃদয় যাহার।
নহে এ মানব জন্ম ভোগ-সুখ তরে,
সেই ধন্য দেশ, ধর্ম্ম রক্ষা যেবা করে।
পতিসনে কর যবে প্রিয় সম্ভাষণ
কহিও, পৌরুষ চায় রমণীর মন।
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-মোহ যা' থাকুক মনে,
কাপুরুষে কভু নারী পুরুষ না গণে।
পরপদস্পর্শে কর কলঙ্কিত যা'র
নাহি চায় নারী কভু পরশন তা'র।

চাচনামায় দাহিরের একাধিক পত্নীর কথা দেখা যায়। লাদি নামে এক পত্নী, বৌদ্ধদিগের দ্বারা কাসিমের হস্তে সমর্পিতা হইয়া, কেবল যে নিজের সতীধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছিল তাহা নয় ; কাসিমের প্ররোচনায় স্বদেশবাসীদিগকে, যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, বৈদেশিকদিগের দাসত্বগ্রহণে বিশিষ্টরূপে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। স্বতন্ত্র টীকা দ্রষ্টব্য।

অবলা রমণী বলি' না ভাবিও মনে ;
মহাশক্তিরূপা নারী রাখিও স্মরণে।
সংশয়ে, সঙ্কটে নারী নরের সহায় ;
রোগে মহৌষধ, স্নিগ্ধ সলিল তৃষায়।
সে সংসার, সে সমাজ স্বর্গ সম হয়,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে নর, নারী মিলি' যথা রয়।
উদাসীনা যথা নারী পুরুষের কাজে,
কুশল, কল্যাণ তথা কভু না বিরাজে।
যথা শিব তথা শক্তি, না আছে অন্তর,
দোঁহার মিলনে চলে বিশ্ব চরাচর।
গৌরীর আদর্শ যাঁ'র চিত্তে সদা রয়,
সে নারীর কিবা দুঃখ, কিবা বল ভয় ?
আদর্শ তাপসী গৌরী, আদর্শ গৃহিণী,
ত্রিপুরারি-জায়া গৌরী, অসুরনাশিনী।
স্বস্তি, শান্তি লভ সবে, কি বলিব আর ?
অধিষ্ঠিতা হ'ন গৌরী অন্তরে সবার।"
নীরব হইলা গুরু। নারীগণ, তবে,
ভক্তিভরে পদে তাঁ'র প্রণমিলা সবে।
আশিসি' করেন গুরু আশ্রমে প্রয়াণ,
নারীগণ, একে একে, যান নিজ স্থান।

দ্বাদশ সর্গ।

"আসিছে তুরুক্" "আসিছে তুরুক্"
পড়িয়াছে কোলাহল ;
রাজার আদেশ হয়েছে প্রচার,
সাজিছে সৈনিক-দল।
ঘাটে, বাটে, হাটে শুধু এই কথা,
অন্য কথা নাহি আর ;
দিল্লী, আজমীর করে টলমল
সহি' বীর-পদভার।
হস্তী, উষ্ট্র, খর আসে যূথে যূথে,
মেঘাকারে ধূলি উঠে ;
উড়ায়ে পতাকা, নিজ নিজ দলে,
অশ্বারোহিসেনা ছুটে।
নগর সম্মুখে পড়েছে শিবির,
গণনা না হয় কত ;
সৈন্য সঞ্চালন, নেতার মন্ত্রণা
চলিয়াছে অবিরত।
পৃথ্বীরাজ সনে, একযোগ হয়ে,
সমর্ষি চিতোর-পতি
নিজ সেনাগণে সাজিতে সমরে
দিয়াছেন অনুমতি।
তিন রাজ্যে, তাই, সমব্যস্ত সবে
সমরের আয়োজনে ;
সুহৃদ, সামন্ত নায়ক, সৈনিক
কার্য্য করে প্রাণপণে।

রাজলিপি লয়ে, বাজাইয়া ভেরী,
দলে দলে দূত ধায় ;
গ্রামের প্রধানে দিয়া গুয়া, পান
গ্রামান্তরে চলি' যায়।
কেহ দিবে সাদী, পদাতি কেহ বা,
ভারবাহী কোন জন ;
খাদ্যদ্রব্য কেহ, কেহ কাষ্ঠ, তৃণ,
যা'র সনে যথা পণ।
কৃষকবনিতা, ব্যস্ত যন্ত্র লয়ে,
গোধূম পেষণ করে ;
আভীর, তৈলিক লয়ে ঘৃত, তৈল
রাখে চর্ম্মদ্রোণী ভ'রে।
কর্ম্মকারশালে জ্বলে দপ্ দপ্
দিবানিশি হুতাশন ;
ব্যস্ত কর্ম্মিদল গড়ে শূল, অসি,
শব্দ উঠে ঠন্ ঠন্।
কোথা হস্তিপক মত্ত করিবরে,
যতনে করায়ে স্নান,
পিয়াইয়া তক্র, সুমিষ্ট বচনে
করে যুদ্ধশিক্ষা দান।
জ্বলন্ত কন্দুক নিরখি' বারণ
পাছে করে পলায়ন,
তৃণগুচ্ছ জ্বালি' সম্মুখে তাহার
করে তাই সঞ্চালন।

অশ্বারোহী কোথা, ছুটাইয়া অশ্ব,
বুঝি' দেখে বার বার
ঘুরিতে, ফিরিতে উঠিতে, বসিতে
কেমন অভ্যাস তা'র।

মহাবীর মূর্ত্তি- অঙ্কিত পতাকা
উড়ে কোথা' তরু'পরে
প্রভাতে, সন্ধ্যায় যুবদল, সেথা,
মল্ল-যুদ্ধ শিক্ষা করে।

রণবাদ্যকর দেখে নিজ নিজ
বাদিত্র কেমন বাজে;
প্রতি গ্রামে, গ্রামে রত রাজপুত
এইরূপে নিজ কাজে।

অন্তঃপুর মাঝে পশেছে বারতা;
নারীগণ, পরস্পর,
সুধান কৌতুকে;— "কেমন তুরুক্?
কোথায় তা'দের ঘর?"

কেহ বলে;—"তা'রা, কলির রাক্ষস,
গিরিশৃঙ্গে বাস করে;
বৃষভের মুণ্ড ভাঙ্গে চিবাইয়া,
রুধিরে উদর ভরে।

নাহি করে স্নান, দেহের দুর্গন্ধে
প্রেত পলাইয়া যায়;
না পারি বুঝিতে 'ক্যাফ্, গ্যাফ্,' করি'
কথা কহে কি ভাষায়।"

অন্য কহে,—"তা'রা নরাকার পশু,
রোমাবৃত কলেবর ;"
রাজদূতগণে দেখেছিল যা'রা
তা'রা শুধু বলে 'নর'।
রাক্ষস, পিশাচ যা' হ'ক, তা, হ'ক,
কহে কিন্তু সর্ব্বজনে ;
"শত যুদ্ধে জয়ী বীর পৃথ্বীরাজ,
কে আঁটিবে তাঁ'রে রণে।
বড় গর্ব্ব করি' রাজা ভোলারায় *
করেছিলা ঘোর রণ ;
দন্তে তৃণ, শেষে, মানি' পরাজয়,
করিলেন পলায়ন।
মেবাতি, চন্দেল আসিলা যুঝিতে,
এবে তা'রা ধ্বংসশেষ ;
চৌহানের অসি বুঝেছে কেমন,
ছাড়ি' গেছে রাজ্য, দেশ।
করি' রাজসূয় কনোজ-ভূপতি
হয়েছিলা অধিরাজ,
যবন-চরণ- শরণে তাঁহার
জীবন বাঁচিছে আজ।
মামুদের কালে জন্মিতেন যদি
পৃথ্বীরাজ মহাবীর
তা' হ'লে কি হ'ত শক্তি যবনের
লুণ্ঠিবারে আজমীর ?" †

* গুজরাটের অধিপতি।

Having passed the desert the army reached the city of Ajmer.
, finding the Raja and inhabitants had abandoned the place, rather

এইরূপ কথা নিত্য আলোচনা
করেন রমণীদল।
"আসিছে তুরুক্" "আসিছে তুরুক্"
পড়িয়াছে কোলাহল।

যোদ্ধা রাজপুত অস্ত্রগৃহ হ'তে
লয়ে অসি, শূল, বাণ,
পরীক্ষা করিয়া, ঘর্ষণে, মার্জ্জনে
যত্নে করে খরশান।

মাজিয়া চন্দ্রক, * তৈলসিক্ত করি'
কোন জন রাখে চর্ম্ম ;
দেখে কেহ লয়ে লাগে কিনা দেহে
পিতামহ-ধৃত বর্ম্ম।

পুরনারী যত পতিপুত্রগণে
গুছাইয়া দেন অস্ত্র ;
কেহ বা সীবন করেন পতাকা,
রঙ্গীণ করেন বস্ত্র।

উষ্ণীষ বাঁধিয়া পরায়ে কঞ্চুক,
অসি, চর্ম্ম দিয়া করে,
ডাকি' নিজ জনে দেখান জননী
বীরপুত্রে গর্ব্বভরে।

---

than submit to him, Mahmood ordered it to be sacked, and the adjacent country to be laid waste.

Briggs' Ferista, Vol. I. 69.

* ঢালের উপর ধাতুনির্ম্মিত চন্দ্রাকৃতি যে সজ্জাগুলি থাকে তাহার নাম ; চলিত কথায় ইহাকে চাকা বলে।

প্রণমিয়া সুত কহে জননীরে
"কর মা! আশিস্ দান;
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম রাখিবারে যেন
সঁপিবারে পারি প্রাণ।"
ভূর্জ্জপত্রে লেখা মঙ্গলকবচ *
সযতনে বাঁধি' গলে,
রাখি' পূর্ণপাত্র, জ্বালি' ধূপ, দীপ,
ভরি' ঘট তীর্থজলে,
কহেন জননী;— "এস, প্রাণাধিক!
জয়ী হয়ে এস রণে,
মৃত্যু যদি হয়, কাপুরুষ তবু
যেন কেহ নাহি গণে।
আমি মাতা তব, স্তন্য পানে মোর
বর্দ্ধিত হয়েছ তুমি;
আমা হ'তে, বৎস! শ্রেষ্ঠ শতগুণে
জেনো তব জন্মভূমি।"
চন্দনে, সিন্দূরে বিলেপিত ধনু
লয়ে কোন বৃদ্ধ বীর,
প্রণত তনয়ে, করি' আলিঙ্গন,
কহেন, চুম্বিয়া শির;—
রুদ্রাগ্নি, বরুণ রক্ষুন তোমারে;
রক্ষিও রাজার মান,
লহ এই ধনু, স্মরি' রঘুবীরে,
চড়াইও ইথে বাণ।

---

* লৌহাদিবর্ম্মবৎ অঙ্গাদিরক্ষণার্থং দেবতামন্ত্রবিগ্রহম্। তত্তু পূজায়াং পাঠ্যং, ভূর্জ্জে বিলিখ্য কণ্ঠাদৌ ধার্য্যঞ্চ। শব্দকল্পদ্রুমঃ।

এ ধনু মোদের কুলের পূজিত,
দিলাম তোমার করে,
হয়ে রণজয়ী, হাতে লয়ে পুনঃ,
কুশলে ফিরিও ঘরে।
এ ধনু লইতে আলহা আমারে
হেনেছিল তরবার,
হের বাহুমূলে বিতস্তি প্রমাণ *
চিহ্ন আজ (ও) আছে তা'র।"
কোথা পিতামহী পৌত্রে ডাকি' ক'ন,
দোহাতিয়া খড়্গ লয়ে ;—†
"পিতামহ তোর এ খড়্গের গুণে
এসেছিলা জয়ী হয়ে।
বিশাল চৌহান ‡ খেদাইলা যবে
ফেরু সম ম্লেচ্ছগণে ;
এই খড়্গ লয়ে গিয়াছিলা বীর
সমরে তাঁহার সনে।
তোরাও ত বীর, এক হাতে খড়্গ
ভাঁজ-দেখি একবার।"
পৌত্র হাসি কয় ;— "তুমি শক্তিরূপা
তাই ছিল বল তাঁ'র।
আমারে দিয়েছ কাঁদুনে বধূটী,
সদা আঁখি ছল ছল ;
কেমনে আমার শরীরে, ঠাকু' মা!
হ'বে তবে অত বল ?"

---

* বিতস্তি (অর্থাৎ) বিঘৎ। † দোহাতিয়া উভয় হস্তে ধারণযোগ্য। ‡ বিশালদেবের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পাদটীকা দেখুন।

শুনি' পিতামহী ডাকেন আদরে ;—
"আয় বউ ! কাছে আয়,"

অন্তরাল হ'তে শুনিয়া কিশোরী
লাজে পলাইয়া যায়।

কোথা কোন সতী সাজায়ে পতিরে
গদগদ ভাষে কয় ;—

"আশাপূর্ণা দেবী * করুন্ মঙ্গল,
রাজার হউক্ জয়।

কহে, শুনি', লোক 'দুর্দ্দান্ত তুরুক্
পাষাণ-কঠোর মন ;

দেবীর নির্ম্মাল্য বাঁধিয়া উষ্ণীষে
সাবধানে কোরো রণ।"

পূজা, বলিদান হয় গৃহে গৃহে,
চণ্ডীপাঠ, স্বস্ত্যয়ন ;

গ্রহশান্তি তরে বস্ত্র, পঞ্চরত্ন
হয় কত বিতরণ।

দূর পল্লী হ'তে রাজধানীপানে
অবিরাম লোক ছুটে ;

"জয় পৃথ্বীরাজ" "জয় পৃথ্বীরাজ"
পথে, ঘাটে ধ্বনি উঠে।

---

* চৌহান কুলের শরণ্যা দেবী। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—
Sakti Devi on her lion armed with the trident descended and bestowed her blessing on the Chohan, and as আশাপূর্ণা or কালিকা promised always to hear his prayer.

Tod's History of Rajastan. Vol. I. P. 102.

শুভ যাত্রাকাল গণিয়া জ্যোতিষী
করি' দেন দিন স্থির ;
দলে দলে সেনা ধায় কলরবে,
স্রোতপথে যথা নীর।
হেথা দিল্লী মাঝে আসি' পৃথ্বীরাজ
সমর-উদ্যোগে রত,
কভু মন্ত্র-গৃহে, কখন শিবিরে,
করিছেন দিন গত।
বেলা দ্বিপ্রহর, অনলের ধারা
ঢালেন প্রখর রবি ;
ঘর্ম্মসিক্ত দেহ, বহে তপ্তশ্বাস,
রক্তবর্ণ মুখচ্ছবি।
সৈন্যাবাস হ'তে অন্য সৈন্যাবাসে
ধা'ন অশ্ব আরোহণে ;
ডাকিয়া নায়কে দেন উপদেশ,
কা'র কিবা কার্য্য রণে।
কভু হস্তী 'পরে চালায়ে বাহিনী
দেখান সেনানীদলে,
অরাতির অশ্ব রোধিতে কেমনে
হইবে সঙ্কট-স্থলে।
স্বকরে কার্ম্মুক আকর্ষি' কখন
দেখান পদাতি সবে,
কিভাবে দাঁড়া'লে, ক্ষেপিলে কেমনে,
শায়ক অব্যর্থ হ'বে।

গভীরা যামিনী, দিবসের শ্রমে
সুষুপ্ত যখন রায়,
'এসেছে সংবাদ', শ্রুতিমাত্র তাঁ'র
নিদ্রা, ক্ষণে, ভাঙ্গি' যায়।
ভূপতির সাথে সম পরিশ্রমে
গোবিন্দ স্বকার্য্যে রত ;
লইছেন তত্ত্ব, খাদ্য, অস্ত্র, তাম্বু,
কোথায় চলেছে কত।
রণস্থলে কোথা দাঁড়া'বে পদাতি,
কোথা হস্তিঅশ্বগণ ;
উচ্চ, নীচ ভূমি কোথায় কিরূপ,
স্রোত, খাত, গুল্মবন।
রক্ষি' জাতি, ধর্ম্ম রন্ধন, ভোজন
কোথায় কিরূপ হ'বে,
কোন্ সেনাদল রহিবে দক্ষিণে,
মধ্যে, বামে কা'রা র'বে।
পূর্ণ আয়োজন ; শুভযাত্রা তরে
ব্যগ্র দুই সহোদর ;'
একমাত্র চিন্তা তুরুকেরে কবে
পাঠাবেন যমঘর।
চিতোর হইতে আগত সমর্ষি *
জ্ঞানে, গুণে নিরুপম ;
কিবা মন্ত্রগৃহে, কিবা রণস্থলে,
নাহি কেহ তাঁ'র সম।

---

* পৃথ্বীরাজের সহোদরা পৃথাদেবীর স্বামী সমরসিংহ সমর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে টড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন ;—brave, cool and skilful in the fight ; prudent, wise and eloquent in council ; pious and decorous on all

রুদ্রতেজে ভরা, প্রশান্ত মূরতি,
মহাশূল ধৃত করে ;
গলে অক্ষমালা, বিভূতি ললাটে,
জটাজূট শির 'পরে।
শ্রুতি, স্মৃতি উভে অনুপম জ্ঞানী,
বিশারদ গণনায় ;
পটু রঙ্গরসে, সদা স্মিতমুখ,
নেত্র দীপ্ত প্রতিভায়।
তুরুকের সেনা হয়েছে বাহির,
সংবাদ এনেছে চর,
পরামর্শ করি' করেছেন স্থির,
তাই, তিন বীরবর।
কুরুক্ষেত্র পারে রোধিতে যবনে
না পারিলে হ'বে লাজ ;
হ'বে মহাপাপ গো-বধ যদ্যপি
হয় ধর্ম্মক্ষেত্র মাঝ।
চিতোর, আজ্‌মীর, দিল্লী হ'তে সেনা
যা'বে সাজি' তিন দল ;
সরস্বতী-তীরে, তরায়ণে গিয়া,
রোধিবে যবন-বল।

---

occasions ; beloved by his own ch[illegible]s and reverenced by the vassals of the Chohan. In the line of [illegible] better [illegible] augur or bard could better explain the omens, none in the fiel[illegible] his lance with[illegible]ss the squadrons for battle, none guide his steed or us[illegible] more address.

Tod. Vol, I. P. 277.

আ[illegible] পর্ব্বতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে, [illegible] পৃথ্বীরাজের শত বর্ষ পরের এক সমরসিংহের উল্লেখ আ[illegible] কিন্তু পৃথ্বীরাজরাসোতে চাঁদকবি সমরসিংহকে পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক ও মহীপতি বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তাঁহারই মতের অনুসরণ করিয়াছি।

চিন্তাশূন্য সবে; সুদৃঢ় বিশ্বাস
সমরে হইবে জয়;
হাসিয়া সমর্ষি ক'ন পৃথ্বীরাজে;—
"একটী কেবল ভয়।
ছোট রাণী যদি না ছাড়েন তোমা'
কেমনে হইবে রণ,
তাই বলি আমি, গাঁটছড়া বাঁধি'
যুদ্ধে যাও দুই জন।
তুমি মহাবীর, তিনি বীরাঙ্গনা,
তূণে তব তীক্ষ্ণ শব,
বধূব নয়নে আছে পঞ্চবাণ
তা'র(ও) হ'তে তীক্ষ্ণতর।
তব বাণে যদি না মরে যবন,
মরিবে বধূর বাণে,
অতি অল্পায়াসে হ'বে কার্য্যসিদ্ধি,
কাজ কি এ অভিযানে?"
কহেন ভূপতি;— "করি' তপ, জপ
জন্মিয়াছে জ্ঞান;
এমঘর।
বুঝ, তাই, ভাল কাহার নয়নে
স্থূল; কা'র [illegible] বাণ।
ভাল ভাল বেশ! [illegible]পাচীন বয়সে,
এখনও, এ [illegible]
আছে অন্য কার্য্য, চলিলাম আমি
রণে দিয়া পৃষ্ঠ-ভঙ্গ।"

স্বকরে রণে দিয়ে অর্দ্ধস্ফুট কলি
হল চারুহার।

পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য।

এত বলি' ত্বরা অন্তঃপুর মাঝে
চলিলেন পৃথীরাজ ;
দেখেন সংযুক্তা, একাকিনী বসি'
কুসুম-উদ্যান ম[illegible] ;
স্বকরে তুলিয়া অৰ্দ্ধস্ফুট কলি
গাঁথিছেন চা[illegible] হার ;
পার্শ্বে পড়ি' তাঁ'র ধনুর্ব্বাণ, শূল,
চর্ম্ম, অসি খরধার।
আলোলিত কেশ, অংস, গ্রীবা ঢাকি,'
পড়িয়াছে পৃষ্ঠ 'পরে ;
বদনমণ্ডল কি শোভা বিকাশে
অস্তগামী রবিকরে !
চারিদিকে ফুল, বিবিধ বরণ,
ফুটিয়াছে রাশি রাশি ;
মাঝে মূর্ত্তিমতী ফুল-কুল-রাণী
বিরাজিতা যেন আসি'।
বরণে চম্পক, নেত্রে নীলোৎপল,
বন্ধুজীব ওষ্ঠাধরে ;
চারু দন্ত-পাঁতি, কুন্দ অৰ্দ্ধস্ফুট,
মরি কিবা শোভা ধরে।
অরুণ-কিরণে স্থলপদ্ম-দ্যুতি
পদ-যুগ শোভা পায় ;
কুসুম-সুষমা সর্ব্ব অঙ্গে রাজে,
পুষ্পগন্ধ শ্বাসবায়।

সান্ধ্য সমীরণে কাঁপিছে অলক,
উড়িছে চি[illegible],
ফুল আহরণে স্বেদবিন্দু ভালে,
মাত্রাধিক বহে শ্বাস।
বিশুষ্ক পল্লব হেরি' স্নেহে যিনি
করিতেন বরদান,
অকালে মুকুল ঝরিলে যাঁহার
ব্যথিত হইত প্রাণ,
আজ হেরি' তাঁ'রে তরুলতা মাঝে
নীরব চেতনা জাগে ;
আবেশে দুলিয়া আলিঙ্গিতে তাঁ'রে
চাহে যেন অনুরাগে।
অদূরে যমুনা কল কল কল
সুমধুর তুলে তান ;
বকুলের শাখে লুকায়ে কোকিল
কুহু কুহু গায় গান।
মধুরা প্রকৃতি আকাশ, ভূতল
দশ দিক্ মধুময় ;
অন্তরে, বাহিরে স্থাবরে, জঙ্গমে
মধুধারা উথলয়।
মোহিত ভূপতি, একদৃষ্টে চাহি'
রহিলেন বহুক্ষণ ;
কহিলেন পরে ;— "একি প্রিয়ে ! আজ
হেরি একি আয়োজন !

এক দিকে দেখি কোমল অঙ্গুলে
গাঁথিছ কুসুম-হার,
অন্য দিকে কেন সাজায়েছ বল
চর্ম্ম, শূল, তরবার ?
কাহারে শাসিতে ধরিবে এ ধনু ?
কাহারে বাঁধিবে হারে ?
এক সাথে, প্রিয়ে ! নাহি পায় শোভা
ফুল, শূল, তরবারে।”
কহিলেন সতী ;— “কৈশোর হইতে
বড় সাধ আছে মনে ;
আপনার হাতে সাজায়ে তোমারে
পাঠাইয়া দিব রণে।
তাই, নিজ করে শাণিত করিয়া,
রেখেছি এ অসি, শূল ;
যাত্রাকালে কাল পরা'ব এ মালা
তুলিয়াছি তাই ফুল।
কটিবন্ধে তব বাঁধিব এ অসি,
করে দিব এই চর্ম্ম ;
ললাটে তোমার বাঁধিয়া কিরীট,
পরাইব এই বর্ম্ম।
দাসীর এ সাধ, বীরচূড়ামণি !
মিটাইতে কাল হ'বে ;
পলা'লে তুরুক্ আবার এ দিন
না জানি আসিবে কবে।”

"এত সাধ যদি মিটাইও কাল"
হাসি' ক'ন নৃপমণি ;—
"কিন্তু বহুবার হ'বে সাজাইতে,
মনে রেখো, সুবদনি !
আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে রাজ্য সংস্থাপিতে
চাহে এই তুর্কদল ;
বুঝিয়াছে তা'রা, জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে
মোরা এবে হীনবল।
সমূলে উচ্ছেদ না করিলে তুর্কে
শান্তি নাই কদাচন ;
ভাবিয়াছি তাই র'ব রণক্ষেত্রে,
যত দিন প্রয়োজন।
রাজকার্য্য-ভার সঁপিনু তোমারে ;
যুক্তি করি' নিজ মনে,
কর্ত্তব্য যা' বুঝ, করিও আদেশ
বিশ্বস্ত সচিবগণে।
হয়ে প্রপীড়িত, 'নাম ধরি' মোর
ডাকে যদি কোন জন,
'ভয় নাই' বলি' মুক্ত করি' অসি,
দিও সেথা দরশন।
জননী হইয়া অনাথ, আতুরে
কোলে নিও স্নেহে তুলে ;
ব্যথিতের দেহে বুলাইও হাত,
মর্য্যাদা, গৌরব ভুলে।

ললাটে তোমার নিরখি' ভ্রুকুটী
বুঝে যেন দুষ্টজন,
স্নিগ্ধ কাদম্বিনী বজ্রাগ্নি হৃদয়ে
ধরি' রাখে অনুক্ষণ।
শৈশব হইতে গুরুদেব দোঁহে
করিলা যে শিক্ষাদান,
দেখা'ব তাঁহারে হয় নাই বৃথা,
স্বকার্য্যে সঁপিয়া প্রাণ।"
"কৃতার্থা কিঙ্করী, পালিব আদেশ,"
সংযুক্তা কহিলা হাসি' ;—
"চল এবে, দোঁহে দেবালয়ে গিয়া,
প্রণাম করিয়া আসি।
সন্ধ্যার প্রদীপ যমুনার তটে
অই দেখ, জ্বলে দূরে,"
হেরি' ব্যস্ত ভূপ, সায়াহ্নিক তরে,
পশিলেন অন্তঃপুরে।

ত্রয়োদশ সর্গ।

না ফুটিতে উষালোক
কড়্ কড়্ কড়্ রব
পূর্ণ করিয়াছে তরায়ণ। * ,

দম্ দম্ দম্ দম্
বাজিছে দামামা ঘন,
ছুটে দ্রুত পদাতিকগণ।

ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্
গলঘণ্টা দোলাইয়া,
যুথে যুথে, ধায় গজবর।

"ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ" "গঙা গঙা,"
ডাকি' নিজ নিজ দলে,
রণশিঙা তুলে তীব্রস্বর।

টক্ টক্ খটাখট্
তুরগের খুরধ্বনি
অবিরাম পশিছে শ্রবণে।

রণশঙ্খ, তুরী, ভেরী,
বধির করিয়া কর্ণ,
ঘন বাজে গভীর নিঃস্বনে।

---

* সাধারণের নিকট এই যুদ্ধ থানেশ্বরের বা তিরোরীর যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন লেখকগণ যুদ্ধক্ষেত্রকে তরায়ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—Tirawari (or Azamabad i Talawari, the Tarain of the earlier Muhammadan historians) Village in the district and tabsil of Karnal Punjab * • 14 miles south of Thaneswar and 84 north of Delhi, on the Delhi-Umbala-Kalka-Railway.

Imperial Gazetteer. Vol. XXIII P. 390.

পত্ পত্ পত্ পত্
প্রভাত-সমীর ভরে
উড়িছে পতাকা অগণন ;

বালেন্দু তুর্কের ধ্বজে
রহিয়াছে বিরাজিত ;
হিন্দুধ্বজে শোভে সুদর্শন।

মধ্যস্থলে পদাতিক,
অবস্থিত দুইপার্শ্বে,
তুরঙ্গ, মাতঙ্গ মহাবল ;

সাজাইয়া এইরূপে,
প্রান্তরের পূর্ব্বভাগে,
দাঁড়ায়েছে হিন্দু সেনাদল।

পশ্চিমে তুরুক্-সেনা,
অশ্বারোহী মধ্যস্থলে,
দুই দিকে দাঁড়ায়ে পদাতি ;

ভাবি'ছে উভয় দল,
এইরূপ সন্নিবেশে,
ছিন্ন, চূর্ণ হইবে অরাতি।

সমর্ষি গোবিন্দ দোঁহে
গজপৃষ্ঠে দুই দিকে ;
নায়ক, সেনানী যত আর

আদেশ অপেক্ষা করি'
উপবিষ্ট অশ্ব 'পরে .
স্থির শিলামূর্ত্তির আকার।

দেখিতে দেখিতে অই
তরুণ-অরুণ-ভাতি
দেখা দিল পূরব আকাশে।

পথ, ঘাট, জল, স্থল,
তরু, লতা, গুল্ম, বন
উজলিল সুবিমল ভাসে।

মহাগজে আরোহিয়া
আসি' পৃথ্বীরাজ বীর
দাঁড়া'লেন রণক্ষেত্র মাঝ ;

কি সৌন্দর্য্য, কিবা বীর্য্য,
কি সাহস, কি দৃঢ়তা
নেত্রে, বক্ষে, করিছে বিরাজ।

শাল-সমুন্নত দেহ,
পরিঘ-সদৃশ বাহু,
মাংসল, বিশাল বক্ষঃস্থল ;

উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ,
ললাট ভ্রুকুটী-ভীম,
নেত্র হ'তে নিঃসরে অনল।

রাজ-ছত্র শোভে শিরে,
পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণ,
সুদৃঢ় কার্ম্মুক ধৃত করে ;

সগর্ব্বে চুলিছে গজ,
পৃষ্ঠে বহি' মহারাজে,
উল্লসিত 'জয় জয়' স্বরে।

নিরখিয়া পৃথ্বীরাজে
কোষমুক্ত করি' অসি
দাঁড়াইল অশ্বারোহিগণ।

বাড়াইয়া বাম পদ
দাঁড়াইল পদাতিক,
কার্ম্মুক করিয়া আকর্ষণ।

নায়ক, সেনানী যত
নৃপতির মুখপানে
বদ্ধদৃষ্টি, রহে সবে স্থির;

সহস্র সহস্র বক্ষে
স্পন্দন উঠিল বেগে,
শিরা মাঝে ছুটিল রুধির।

বাজিল নৃপের তুরী;
ধনুর্ম্মুক্ত বাণ সম
অমনি ছুটিল সেনাদল;

মিলিল তুর্কের সনে;
তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে
উঠিল তুমুল কোলাহল।

বিজলীর ঝলা সম
সঘনে চমকে অসি,
শূল, বাণ ছুটে শন্ শন্;

দেখিতে দেখিতে কত
হিন্দু মুসলমান বীর
ধরাপৃষ্ঠে করিল শয়ন।

আরোহী পড়িল রণে,
শরাঘাতে ধৈর্য্যহীন
তুরঙ্গম ছুটে বেগভরে ;

আহত, ব্যথিত গজ
না মানে অঙ্কুশাঘাত,
শত্রু, মিত্র বিদলিত করে।

পৃথ্বীরাজ, মহম্মদ
খুঁজিছেন পরস্পর ;
কিন্তু উভয়ের সেনাগণ

না দেয় মিলিতে দোঁহে,
দাঁড়ায় ঘিরিয়া আসি',
করি' শত শত প্রসরণ।

ভূপের অব্যর্থ শরে
তুরুক্-সেনানী কত
মরিল যে না হয় গণন ;

'অই আসে হিন্দরাজ'
শুনিলে চকিত তুর্ক
ব্যূহ ভাঙ্গি' করে পলায়ন।

এই গজপৃষ্ঠে বীর,
এই অশ্ব আরোহণে,
এই পুনঃ দাঁড়ায়ে ভূতলে,

যেখানে সঙ্কট, সেথা
সজল জলদ-মন্দ্রে
আশ্বস্ত করেন সেনাদলে।

কোথা হিন্দু গজযূথ,
ভাঙ্গি' তুরুকের চমু,
নিষ্পেষিত করে সেনাগণ ;

কোথা তুর্ক অশ্বারোহী,
মথি' হিন্দু পদাতিক,
রণক্ষেত্রে করে বিচরণ।

কভু হিন্দু অগ্রসর,
তুর্ক যায় পলাইয়া,
হিন্দু-ব্যূহ কভু ভগ্ন হয় ;

দ্বিপ্রহর ক্রমে গত,
পশ্চিমে নামেন রবি,
অনিশ্চিত জয়, পরাজয়।

শিরে বিকম্পিত জটা,
করে ধৃত মহাশূল,
সমর্ষি যথায় অগ্রসর,

দ্বিগুণ উৎসাহে তথা
যুঝে হিন্দু সেনা যত,
উচ্চারিয়া "হর হর হর।"

হতাহতে পরিপূর্ণ,
আর্ত্তনাদে মুখরিত,
শোণিত-রঞ্জিত রণস্থল ;

তথাপি বিশ্রাম নাই,
উন্মত্ত অসুর সম
মহাযুদ্ধে রত দুই দল।

ভগ্ন খড়্গ, শূন্য তূণ,
বক্রধার শেল, শূল,
বর্ম্মহীন, নগ্ন কলেবর,

তবু একে ধরি' অন্যে,
নিষ্পীড়ন করি' কণ্ঠ,
বজ্র-মুষ্টি হানে পরস্পর।

শোণিত-কর্দ্দমে লিপ্ত,
উৎপাটিত-নেত্র-দন্ত,
প্রেতসম বিকৃত দর্শন,

ঘন বাহ্বাস্ফোট করি'
মল্লযুদ্ধে অরাতিরে
ডাকে প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যগণ।

সমর্ষি, গোবিন্দ দোঁহে,
দুই পার্শ্ব হ'তে, ক্রমে,
বেষ্টন করিলা তুর্কগণে;

অভিজ্ঞ সেনানী যত
বুঝিল নিস্তার নাই,
তুর্ক আজ ধ্বংস হ'বে রণে।

তরুণ শার্দ্দূল সম,
সঙ্কটে ভ্রুক্ষেপহীন,
বুঝিছেন ঘোরী বীরবর;

ইঙ্গিতে, নিমেষ মাঝে,
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে,
তুরগ হই'ছে অগ্রসর।

সর্ব্বাঙ্গ আবৃত বর্ম্মে,
শিরে লৌহ শিরস্ত্রাণ,
মহাশূল উত্তোলিত করে ;
নিরখি' সে বীর মূর্ত্তি
ত্রস্ত হিন্দু পদাতিক,
ভাঙ্গি' শ্রেণী, ধায় বেগভরে।
বিচ্ছিন্ন কৃপাণাঘাতে,
শূলে বিদারিত দেহ,
পড়ে কত হিন্দু বীরবর ;
'দিন্ দিন্' ঘন ঘন
পূর্ণ করি' রণস্থল
তুরুকের উঠে জয়স্বর।
অগ্রসর পৃথ্বীরাজ ;
নিরখি' গোবিন্দ ক'ন ;—
"দাদা! তুমি জয়ী শত রণে ;
দাও আজ অনুমতি,
ঘোরী যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ;
আমি আজ যুঝি তা'র সনে।"
কোষবদ্ধ করি' অসি,
অনুমতি দিলা ভূপ,
গোবিন্দের বুঝি' অভিপ্রায়,
ঘোরীরে অদূরে হেরি,'
গোবিন্দ চালায়ে গজ,
বজ্ররবে কহিলা তাঁহায়*;—।

* তবকাৎ ই নাসিরী গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে :—
When the ranks were duly marshalled, the Sultan seized a lance and

"ধর অস্ত্র, বীরবর!
মাগিতেছি রণ আমি;"
শ্রুতিমাত্র শূল লয়ে করে
নিক্ষেপিলা মহম্মদ,
চর্ম্মে হয়ে প্রতিহত
পশিল তা' বদন-বিবরে।
ভাঙ্গিল দশনদ্বয়;
মুহূর্ত্তে সম্বরি' ব্যথা
নিজশূল করিয়া গ্রহণ,
"যাও এবে যমালয়"
বলিয়া বিদ্যুৎ বেগে
গোবিন্দ করিলা নিক্ষেপণ।
অব্যর্থ সে মহাশূল,
বিদারিয়া বর্ম্ম, কক্ষ,
প্রবেশ করিল মর্ম্মস্থলে;
নিদারুণ বেদনায়
অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে বীর
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতলে।

---

attacked the elephant on which Gobind Rai of Delhi was mounted and on which elephant he moved about in front of the battle. The Sultan i Ghazi, who was the Haidar of the time, and a second Rustam, charged and struck Gobinda Rai on the mouth with his lance with such effect that, two of the accursed one's teeth fell into his mouth. He launched a javelin at the Sultan of Islam and struck him in the upper part of the arm and inflicted a very severe wound. The Sultan turned his charger's head and receded and from the agony of the wound he was unable to continue on horseback any longer. Defeat befell the army of Islam so that it was irretrievably routed and the Sultan was very nearly falling from his horse. Seeing which a lion-hearted warrior, a Khalji stripling,

অমনি সহস্র কণ্ঠে
উঠে 'জয় জয়' নাদ;
পৃথ্বীরাজ দাঁড়ান তথায়;
খাল্‌জী সৈনিক এক,
কাছে আসি', করজোড়ে,
সম্বোধিয়া কহিল তাঁহায়;—
"মূর্চ্ছিত, আহত জনে
শুনিয়াছি, মহারাজ!
প্রহার ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম নয়;
বাঁচিবে না তুর্করাজ,
দেহমাত্র আছে পড়ি,'
লইব, আদেশ যদি হয়।"
গোবিন্দের অভিপ্রায়
বুঝি,' কহিলেন ভূপ;—
"লয়ে যাও ঘোরী বীরবরে,
যদিও অরাতি তিনি,
তথাপি বিক্রমে তাঁ'র
তুষ্ট মোরা হয়েছি অন্তরে।"*

---

recognised the Sultan and sprang up behind him, and supporting him in his arm urged the horse with his voice and brought him out of the field of battle.

The Tabakat i Nasiri PP. 459-460.

* এ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। চাঁদ বরদাই বলেন মহম্মদ ঘোরী বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইয়াছিলেন এবং পরে উপযুক্ত নিষ্ক্রয়-দানে মুক্তি-লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান লেখকগণ বলেন, তিনি গোবিন্দের প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন খালজী সৈনিক তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে লইয়া আসেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদিগের যেরূপ পরাজয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে পৃথ্বীরাজের অনুমোদন ব্যতীত মহম্মদ যে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। আমি তাহাই কাব্যোচিত-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। টড্ সাহেব হিন্দু লেখকদিগের মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন;—He

"মরিয়াছে তুর্করাজ"
মুহূর্তে পড়িল রব ;
জয়োল্লাসে মত্ত হিন্দুগণ,
দ্বিগুণ উৎসাহ-ভরে
ভগ্নোদ্যম মুসলমানে
সবলে করিলা আক্রমণ।
বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল
ছুটিল তরুক সেনা,
মত্ত হিন্দু পশ্চাৎ ধাবনে ;
বহু ক্রোশ পিছে ছুটি',
ভগ্ন, চূর্ণ, পিষ্ট করি',
শিবিরে ফিরিলা হৃষ্টমনে।
অবতরি' গজ হ'তে
পৃথ্বীরাজ মহা হর্ষে
গোবিন্দে দিলেন আলিঙ্গন ;
সমর্ষি মিলিলা আসি',
আসে সেনাধ্যক্ষ যত,
কোলাকুলি করে সর্ব্বজন।

(Mahammad Ghoory) had been often defeated and twice taken prisoner by the Hindu soveieign of Delhi who, with a lofty and blind arrogance of the Rajput character set him at liberty.

Quoted at Page 155, Ajmer Historical and Descriptive.

মুসলমান লেখকদিগেরও মধ্যে এ সম্বন্ধে যে মতভেদ ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে :—He had almost fallen when some of his chiefs advanced to his rescue. This effort to save him gave an opportunity to one of his faithful servants to leap up behind Muhomed Ghoory, who, faint from loss of blood, had nearly fallen from his horse but was carried triumphantly off the field though almost wholly deserted by his army, which was pursued by the enemy nearly forty miles. * * The author of

দিল্লীতে চলিল দূত
বিজয়-বারতা লয়ে,
অন্য দূত চলে আজমীরে ;

তুর্কের বিধ্বংস শুনি'
প্রাণে শান্তি লভে লোক,
কত নেত্র আর্দ্র হর্ষনীরে।

শুভক্ষণ দেখি, সবে'
ফিরিলেন দিল্লীপানে ;
সেথা যত নাগরিকজন,

রণজয়ী বীরগণে
অভ্যর্থিতে, মহোৎসাহে,
করিল বিবিধ আয়োজন।

পত্র, পুষ্প, মাল্য দিয়া
সাজাইল রাজপথ,
বিরচিল বিজয়-তোরণ।

তুলি' ধ্বজ গৃহচূড়ে,
পূর্ণকুম্ভ সপল্লব
দ্বারদেশে করিল স্থাপন।

Hubeeb-oos-seer relates contrary to all my other authorities that when Mahomed was wounded he fell from his horse, and lay upon the field among the slain till night, and that in the dark a party of his own body-guard returned to search for his body, and carried him off to his camp.

Brigg's Ferista, Vol I. PP. 172-173.

নগরের চতুষ্পথে
নির্ম্মাণ করিল মঞ্চ,
বাজে বাদ্য তাহার উপরে ;

পূজা, হোম, বলিদান
অনুষ্ঠিত গৃহে, গৃহে,
বৈতালিক জয়গান করে।

রাজ-অন্তঃপুর-মাঝে
উথলে আনন্দ-সিন্ধু,
তুরুকে করিয়া পরাজয়

'আসি'ছেন মহারাজ ;
লইব বরণ করি,'
নারীগণ পরস্পর কয়।

বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আরোহিয়া গজবরে,
পৃথ্বীরাজ পশেন নগরে ;

অগ্রে ধায় পদাতিক,
তুরগ, বারণ পিছে ;
রাজপথ কাঁপে পদভরে।

কেশে বাঁধা কঙ্কপুচ্ছ,
কণ্ঠে ত্রিধা গুঞ্জাহার,
কটিদেশে কিঙ্কিণী মুখর,

টঙ্কারবে নৃত্য করি',
বাজাইয়া রণশিঙা,
সাথে সাথে ধায় বাদ্যকর।

ধ্বজবাহী অগণন
চলে যুগ্ম শ্রেণী গাঁথি',
পতাকা কাঁপি'ছে বায়ুবলে ;

পৃষ্ঠে বহি' জয়ভেরী,
তালে তালে ফেলি' পদ,
হেলিতে দুলিতে গজ চলে।

খুলিয়া গবাক্ষদ্বার,
পুষ্প বরষণ করি',
কৌতুকে হেরেন নারীগণ।

কার(ও) পুত্র, কার(ও) পতি,
নৃপতির সাথে সাথে,
কি গৌরবে করিছে গমন।

ছিন্ন যা'র নাসা, কর্ণ
তুরুকের অস্ত্রাঘাতে,
চক্ষু যা'র শোণিতাক্ত শরে,

গৌরবে বনিতা তা'র
কহে ;—"সখি ! হের অই
রণজয়ী মোর প্রাণেশ্বরে।"

পথপার্শ্ব-দেবালয়ে,
দ্বার উন্মোচন করি,'
দাঁড়াইয়া পূজক ব্রাহ্মণ,

নির্ম্মাল্য, প্রসাদ আনি,'
রণজয়ী বীরগণে
আনন্দে করেন বিতরণ।

বিপণি সজ্জিত করি'
দাঁড়াইয়া শ্রেষ্ঠী যত,
কার(ও) করে সুবর্ণের থালা ;

তাম্বুল, গুবাক তাহে
রহিয়াছে স্তূপীকৃত ;
কার(ও) হাতে কুসুমের মালা।

জনপূর্ণ রাজপথ,
নারীপূর্ণ বাতায়ন,
জয়নাদে পূর্ণিত অম্বর ;

নগরী ভ্রমিয়া, ক্রমে,
রাজপুরী পানে সবে,
ধীরে ধীরে, হন অগ্রসর।

নৃপতির রাজ্ঞী যত,
পরি' চারু বেশ, ভূষা,
মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজাইয়া,

বরণ করিতে ভূপে
পুরীর অঙ্গন মাঝে
বসেছেন মিলিতা হইয়া।

সংযুক্তা সপত্নীগণে
কহেন ;—"কি দিন আজ !
আমাদের সার্থক জীবন ;

মিলেছি ত মোরা সবে,
কিন্তু বড় দিদি কোথা ?
কেন তাঁর না পাই দর্শন ?"

ব্যগ্র হয়ে গুণবতী,
পশি' সপত্নীর গৃহে,
হেরিলেন সেথা একাকিনী,

আলোলিত কেশজাল,
কাঁদিয়া রেঙেছে আঁখি
ধরাসনে বসিয়া ইঞ্ছিনী।

আদরে ধরিয়া কর
সংযুক্তা কহেন ;—"দিদি।
তুমি কেন বসি' হেন আজ ?

অই শুন বাজে ভেরী,
বরণ করিবে চল,
অন্তঃপুর-দ্বারে মহারাজ।"

এত বলি' যত্নে তাঁ'র
কেশগুলি বিনাইয়া
করিলেন কবরী বন্ধন,

খুলি নিজ কণ্ঠহার
পরায়ে দিলেন গলে,
অঙ্গে দিলা সুচারু বসন।

ইঞ্ছিনী সরলা অতি,
আদরে গলিল প্রাণ,
বলে ;—"বোন্ ! কেন অকারণে

সাজাইছ তুমি হেন ?
আমি প্রৌঢ়া এবে ; মোরে
প্রাণেশের আছে কি স্মরণে ?

আমি ভার্য্যামাত্র তাঁ'র,
আছি পরিতুষ্টা হয়ে
লভি' ভোজ্য, বসন, ভূষণ ;

নাহি সাধ লোকমাঝে
দেখা'তে এ পোড়া মুখ,
প্রিয়া যা'রা করুক্ বরণ।"

সংযুক্তা বুঝায়ে ক'ন ;—
"যদি, দিদি ! রূপমোহে
থাকে অন্যে আসক্তি তাঁহার,

কি ক্ষোভ তোমার তাহে ?
যজ্ঞে, ব্রতে, পুণ্যকর্ম্মে
জ্যেষ্ঠা তুমি, তব অধিকার।

হ'ক না অপর কেহ,
ক্রীড়ায়, কৌতুকে, রঙ্গে
ভূপতির ভোগের সঙ্গিনী ;

কিন্তু, দিদি ! ধর্ম্মে, কর্ম্মে
তোমার(ই) প্রথম স্থান"
শুনি' হর্ষে উঠিলা ইঞ্ছিনী।

বড় রাণী, ছোট রাণী
একত্র চলিলা দোঁহে,
হাতে হাতে ধরি' পরস্পর ;

সবে ভাবে, এ কি দৃশ্য !
সপত্নীগণের মাঝে
এত প্রেম, লোকে অগোচর।

হেনকালে পৃথ্বীরাজ,
গজ হ'তে অবতরি',
দাঁড়া'লেন অন্তঃপুরদ্বারে।

উচ্চে উঠে উলুধ্বনি,
বাজে শঙ্খ মহানাদে,
কি উল্লাস কে বর্ণিতে পারে!

প্রথমে ইঞ্ছিনী গিয়া,
করি' নৃপে প্রদক্ষিণ,
চন্দনের টিপ দিলা ভালে,

লয়ে পরে ধূপ, দীপ,
আদরে আরতি করি',
কণ্ঠ সুশোভিলা পুষ্পমালে।

এইরূপে ভূপতির
অন্য রাজ্ঞী ছিলা যত,
যথাক্রম, করিলা বরণ;

নৃপতির নেত্র শুধু
খুঁজিছে আকুল হয়ে
ছোটরাণী আসিবে কখন।

ইঞ্ছিনী, বুঝিয়া, ত্বরা,
সংযুক্তার হাত ধরি'
লয়ে গেল নৃপতির বামে;

রাখি' সেথা, উলু দিয়া,
কহে সবে, হাসিমুখে,;—
"রণজয়ী হের সীতারামে।"

সংযুক্তা, সবার শেষে,
বরণ করিলা ভূপে ;
কি যে হর্ষ সতীর অন্তরে

সুব্যক্ত করিল তাহা
নয়নের মুক্তাফল,
মৃদু হাস্য ফুটিয়া অধরে।

আসি' পৃথা গুণবতী
বরিলেন সমর্ষিরে ;
গোবিন্দে বরিলা জায়া তাঁ'র।

এইরূপে নারীগণ
বরণ করিলা, ক্রমে,
আদরের পাত্র যিনি যাঁ'র।

ঘন ঘন বাজে শঙ্খ,
ঘন উঠে উলুধ্বনি,
রাজভট্ট গায় জয়গান ;

বিশাল নগর ব্যাপি'
উঠে শুধু এক সুরে
'জয় জয় জয় জয়' তান।

কিন্তু ঐ সুখের দিনে
এ কি দৃশ্য মর্ম্মভেদী
আকর্ষিল সবার নয়ন !

করুণ রোদন-ধ্বনি,
উঠি', সেথা, অকস্মাৎ,
সবাকার ব্যথিল শ্রবণ।

রাজ-কুটুম্বিনী এক,
অতি দীনা, বিমলিনা,
এক দিকে, ছিলা দাঁড়াইয়া,

পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তারে
হেরি' "তোরা কোথা গেলি"
বলি' উচ্চে উঠিলা কাঁদিয়া।

কাঁপে পদ থর থর,
না পারি' দাঁড়া'তে নারী,
অবসন্না, পড়িলা অঙ্গনে ;

হেরি', সংযুক্তারে লয়ে,
কাছে গিয়া নরপতি
অভাগীরে তুলিলা যতনে।

কহিলা :—"স্বদেশ তরে
বীরপুত্র দেছে প্রাণ ;
কাঁদিস্ না, জননি গো! মোর ;

এই তোর পুত্রবধূ,
ধৈর্য্য ধরি' দেখ্ চেয়ে,
আজ হ'তে আমি পুত্র তোর।"

স্তব্ধা নারী, রহে চাহি',
গণ্ড বহি' পড়ে জল,
পৌরজন সবে সবিস্ময় ;

ভাঙ্গিল চমক, ক্ষণে,
উঠে শত শত কণ্ঠে,
'জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়।'

ক্ষণমাত্রে সে সংবাদ
পশিল নগরমাঝে,
কত নেত্রে ঝরে হর্ষজল ;

"জন্মে জন্মে আমাদের
রাজা তুমি হও, বীর !"
আশিসিয়া কহে প্রজাদল।

বিষাদে ভাবিছে কবি,
আর কি তেমন দিন
আসিবে এ ভারত ভিতরে ;

বীর পতিপুত্রগণে
মিলি' জায়া, মাতা, সবে,
বরণ করিবে সমাদরে।

বাজিবে বিজয়-শঙ্খ
আবার গভীর নাদে,
জয়কেতু উড়িবে অম্বরে ;

কাঁপাইয়া রিপুবক্ষ
'জয় মা ভারত-লক্ষ্মী'
প্রধ্বনিবে কোটি কণ্ঠস্বরে।

চলিয়া গিয়াছে দিন
স্মৃতিমাত্র ছিল তা'র,
তা'ও, বুঝি, ক্রমে, লুপ্ত হয় ;

ভারতের কবিগণ
গাইছেন অন্য গান,
বীরকীর্ত্তি গেয় কার(ও) নয়।

শয্যা এবে রণক্ষেত্র,
নূপুরে দুন্দুভি-ধ্বনি,
অবিরাম ছুটে ফুলবাণ ;

তা'র(ই) অনুকূল কথা
শুনি' প্রীত সর্ব্বজন,
কে শুনিবে আমার এ গান

নিঃসঙ্গ বিহগ সম
গাইব আপন মনে,
ডাকিয়া শুনা'ব আপনারে ;

সার্থক হইবে শ্রম,
এক জন(ও) শ্রোতা যদি
পাই এই ভারতমাঝারে।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বৎসর বিগতপ্রায় ; বিজয়-উৎসব,
তথাপি, হয়নি শেষ দিল্লী, আজমীরে ;
নিত্য নৃত্য, গীত, নিত্য পূজা, বলিদান
চলিয়াছে ; জয়গর্ব্বে গর্ব্বিত চৌহান।

'অজেয় তুরুক' বলি' জন্মেছিল জ্ঞান,
ভেঙ্গেছেন ভ্রম রণে বীর পৃথ্বীরাজ ;
সবে কহে ;—"পূর্ব্বাচলে উদিলে তপন
ধরণী মাঝারে তম রহে কতক্ষণ ?"

কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদের ভয়ে
সন্ত্রাসিত ছিল লোক। কি জানি কখন্
আসে কোন্ তুর্কবীর, ছিল এই ভয় ;
যদি আসে চিন্তা নাই, জন্মেছে প্রত্যয়।

ভগ্ন দেবমূর্ত্তি নব হ'তেছে স্থাপিত ;
পূত করি'ছেন বিপ্র অশুচি মন্দির ;
কুণ্ঠাশূন্য লোক দেবে দেয় অলঙ্কার ;
ভাবি' মনে, তুর্কদস্যু না আসিবে আর।

পৃথ্বীরাজ নিজ মনে করেন বিচার ;
হিন্দুস্থান নিরাপদ হয়নি এখন(ও) ;
তুরুক্ তবরহিন্দে লয়েছে আশ্রয়, *
নাহি শান্তি, যতক্ষণ না করি বিজয়।

---

* তবরহিন্দের অবস্থান্ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বর্ত্তমান সর্হিন্দকেই তবরহিন্দ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু Imperial Gazetteer এর (Vol. VIII p. 89) মতে পাতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত ভাটিণ্ডাই প্রাচীন তবরহিন্দ্। মহম্মদ ঘোরীর আদেশে তুলাকের কাজি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ মাস অবরোধের পর পৃথ্বীরাজ তাহা অধিকার করেন। স্বতন্ত্র পাদটীকা দেখুন।

ভাবিছেন জয়চন্দ্র কি ঘটিল হায়!
অজেয় তুরুক্-সেনা হ'ল পরাজিত!
চৌহান কনোজ যদি করে আক্রমণ,
গেছে মান, এই বার, যাইবে জীবন।

চৌহান-বিদ্বেষী যা'রা ভাবে মনে মনে,
না থাকিবে আমাদের স্বাধীনতা আর;
পৃথ্বীরাজ, আনি' সবে একচ্ছত্র তলে,
চৌহান-দাসত্বপাশ পরাইবে গলে।

নিশ্চিন্তা সংযুক্তা হর্ষে যাপিছেন দিন;
হিন্দুর গৌরব-রবি বীর পৃথ্বীরাজ
বাঁধা তাঁ'র প্রেমডোরে; বিচারেন সতী,
ধরাতলে মোর সম কেবা ভাগ্যবতী।

আনন্দে, গৌরবে স্ফীত যদিও চৌহান,
তথাপি বিষাদবহ্নি জ্বলে বহু গৃহে;
এখন(ও) আহত যোদ্ধা হয়নি সবল,
ক্ষতরোগে বহুনেত্র ঝরে অবিরল।

সহমৃতা রমণীর এখন(ও) বালক
কাঁদে 'মা মা মা মা' বলি'। লয়ে পুত্র-নাম
এখন(ও) ভবনে কত কাঁদেন জননী;
অন্ধ কেহ হারাইয়া নয়নের মণি।

আর্য্যভূমে এই দৃশ্য! চল, হে পাঠক!
চল যাই একবার তুরুকের মাঝে;
দেখি ঘোরী বীরবর কি করে এক্ষণে,
প্রতিশোধ তরে রত কিবা আয়োজনে।

বসিয়াছে মন্ত্রসভা ঘোরীর শিবিরে ;
ভূপতির মূর্ত্তি হেরি' ত্রস্ত, অধোমুখ
দলপতি কয় জন। কঠোর ভাষায়
কহিছেন ভূপ সম্বোধিয়া তা' সবায় ;—

"ভীরু, কাপুরুষগণ! রণক্ষেত্র হ'তে
এসেছিলে পলাইয়া? না হইল লাজ?
কেন মুসল্‌মান-কুলে লভিলে জনম,
মস্লিমগৌরব যদি রাখিতে অক্ষম?

ভাবিলে না, একবার, এই পলায়নে
কত গর্ব্ব, কত স্পর্দ্ধা হ'বে কাফেরের?
এত দিন ছিল তা'রা নত করি' শির,
এখন ভাবি'ছে মোরা প্রতিদ্বন্দ্বী বীর।

মূর্চ্ছাপন্ন হেরি' মোরে পলাইলে যদি
কাফেরে, মস্‌লিমে তবে কি রহিল ভেদ?
মরিতাম আমি যদি কি হইত ক্ষতি?
কেন না যুঝিলে কেহ হয়ে সেনাপতি?

ধিক্ ধিক্ তোমা সবে, ধিক্ শতবার!
কি বলিব, সংজ্ঞা মোর না ছিল তখন,-
তা' না হ'লে কাপুরুষ রণ-দূত প্রায়
তোমাদের(ও) ছিন্ন মুণ্ড লুটিত ধরায়।*

---

* Mahomed Ghoory was in person in the centre of his army, and being informed that both wings were defeated was advised to provide for his own safety. Enraged at this counsel he cut down the messenger.

Brigg's Ferista Vol. I. p. 172.

পেয়েছ ত শিক্ষা সবে ? * বল এইবার
কি করিবে যুদ্ধে গিয়া ; পলা'বে কি পুনঃ ?
করহ প্রতিজ্ঞা সবে, স্পর্শিয়া কোরাণ,
না পলা'বে, যতক্ষণ র'বে দেহে প্রাণ।

একে একে সর্ব্বজন, হ'য়ে অগ্রসর,
ল'ইল শপথ। ঘোরী পরিতুষ্ট হ'য়ে
কহিলেন কোষাধ্যক্ষে ;—"লয়ে প্রতিজনে
কর তুষ্ট যোগ্য পরিচ্ছদ বিতরণে।" †

আজ্ঞা দিলা মহম্মদ যাইতে সবায় ;
রহিলেন বক্তিয়ার, কুতব কেবল।
কহিলেন ঘোরী ;—"হিন্দুস্থান আক্রমণে
আমার উভয় হস্ত তোমরা দু'জনে।

বল, শুনি, কেবা কোন্ করিয়াছ কাজ ;
কুতব ! যুদ্ধাশ্ব, অস্ত্র বাকী আর কত ?
সংবৎসর যদি মোরা রহি হিন্দুস্থানে
অভাব না হয় যেন বর্ম্ম, অসি, বাণে।

আচরিব যে কৌশল এবার সমরে
বলেছি তোমারে তাহা ; রাখিও স্মরণে ;
বহু গজ, পদাতিকে ফল কিছু নাই ;
বায়ুবেগ, সুশিক্ষিত অশ্ব আমি চাই।"

---

* এই শিক্ষা বা শাস্তি সম্বন্ধে পঞ্চদশ সর্গের পাদটীকা দেখুন।

† They all accordingly joined the camp, and each received a robe of honour, according to his rank.

Brigg's Firista Vol. I. p. 174.

কহিলা কুতব ;—"প্রভো! হয় নাই ত্রুটী
আয়োজনে ; সার্দ্ধলক্ষ অশ্ব, বর্ষকাল,
হইতেছে সুশিক্ষিত। ভূমণ্ডলে আর,
হেন অশ্ব, অশ্বারোহী নাহি অন্য কা'র।

হিন্দুর সমরনীতি লয়েছি বুঝিয়া ;
অস্ত্র, শস্ত্র, তন্ন তন্ন, করেছি দর্শন ;
দেখা'ব এবার যুদ্ধে মোদের বিক্রম ;
দেখা'ব কি বল দেয় ইস্লামধরম।

পূর্ব্বযুদ্ধে রণভূমি ছিল অবিজ্ঞাত
আমাদের, তাই, হিন্দু লভেছিল জয় ;
পারি নাই উপযুক্ত অশ্ব সঞ্চালনে,
দেখিব, এবার, কা'রা জয় লভে রণে।

একবার জয়ী তা'রা হয়ে তরায়ণে,
ভাবে, কুসংস্কারে, সেথা, লভিবে বিজয় ;
গজসৈন্য তাহাদের, কহিয়াছে চর,
অচিরাৎ পুনঃ তথা হ'বে অগ্রসর।

অনুকূল এ সংবাদ। অজ্ঞাত প্রদেশে
হ'লে যুদ্ধ আমাদের ঘটিত সঙ্কট ;
কিন্তু ধ্বংস তাহাদের ইচ্ছা বিধাতার,
তাই তরায়ণে তা'রা ছুটি'ছে আবার।

নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রভো! হ'ক পৃথ্বীরাজ
মহাবীর, হ'ক দক্ষ বাহিনী-চালনে,
কিন্তু না পাইবে রক্ষা প্রভুর কৌশলে,
মরে সিংহ পশুরাজ জালবদ্ধ হ'লে।"

কহিলেন মহম্মদ ;—"বল, বক্তিয়ার !
এত দিন রহি' পুনঃ হিন্দুস্থান মাঝে
কি করিয়া এলে তুমি ? পিশাচী তোমার
যুদ্ধের কি ফল হ'বে বলেছে এবার ?

পূর্ব্ব যুদ্ধে বাক্য তা'র হ'য়েছে সফল,
সত্যই কাফেরদল লভেছে বিজয় ;
কিন্তু ভবিষ্যতে মোরা জয়ী হ'ব রণে,
বলেছিল সে যে ; তা'র কি বলে এক্ষণে ?"

"বলিয়াছে ;"—বক্তিয়ার কহিলা সম্ভ্রমে ;
"সব কথা তা'র আমি না পারি বুঝিতে ;
পূর্ব্বে নাকি কেন্দ্রস্থিত ছিল বৃহস্পতি,
এবে রন্ধ্রগত শনি, বক্র তা'র প্রতি।*

যা'বে রাজ্য, যা'বে প্রাণ, ধ্বংস সুনিশ্চিত ;
শুনি' আমি অনুরোধ করেছিনু তা'য়,
করে যেন এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার ;
ক্রোধবশে মায়াবিনী করেছে স্বীকার।"

প্রীত মহম্মদ ক'ন ;—"উত্তম ! উত্তম !
হ'বে হিন্দু শঙ্কাযুক্ত এ কথা শুনিলে ;
কিন্তু, বল, পিশাচী যে সদয়া তোমায়,
প্রতিদানে সেকি কিছু পুরস্কার চায় ?"

কহিলেন বক্তিয়ার ;—"অন্য কিছু নয়,
শুধু চাহে, পৃথ্বীরাজ মরিলে সমরে
ল'বে তা'র শব।" ঘোরী জিজ্ঞাসিলা তাঁ'য় ;—
"কি বলিলে ? হিন্দুরা কি নরমাংস খায় ?"

---

* পৃথিবীর অন্য বহু প্রাচীন জাতির ন্যায় মুসলমানদিগেরও গ্রহনক্ষত্রের স্থিতিফলে যথা ধিক বিশ্বাস ছিল।

উত্তরিলা বক্তিয়ার ;—"খায় না সকলে ;
কিন্তু তাহাদের মাঝে আছে এক দল,
অঘোরী সন্ন্যাসী নামে ; * করেছি দর্শন
চিতা হ'তে দগ্ধ মাংস করি'ছে ভক্ষণ।

না জানি এ মায়াবিনী কি করিবে শবে,
জিজ্ঞাসিলে, একদিন, বলেছিল মোরে ;
'তরুণ, সুন্দর, শূর মরে যদি রণে
শব তা'র সুপ্রশস্ত শ্মশান-সাধনে।' †

"ধিক্ ধিক্" ! ক্রোধভরে কহিলেন ঘোরী ;—
"ধিক্ হিন্দুদের শাস্ত্র ! ধিক্ বীরপণা !
শাস্তিদানে যোগ্য শুধু মোরা মুসল্‌মান,
প্রেরক মোদের সেই ঈশ্বর মহান্।

রাজ্য আমাদের যবে হ'বে প্রতিষ্ঠিত
দুই কার্য্য ইস্‌লামের রাখিও স্মরণে ;
প্রথম, অস্পৃশ্য হিন্দুজাতির উদ্ধার,
দ্বিতীয়, বিনাশ হেন ভ্রম, কুসংস্কার।

সত্যধর্ম্ম হিন্দুজাতি শিখে নাই কভু ;
বুঝে নাই মানবের স্রষ্টা ভগবান ;
তাই, রচি জাতিভেদ, মোহে অন্ধ প্রায়,
একে অন্যে পশু সম লাঞ্ছে অবজ্ঞায়।

---

* ইহারা নিতান্ত অপরিষ্কার, নির্ঘৃণ ও বিকাররহিত। মদ্য, মাংস এমন কি নিজের মল, মূত্র পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে। * * কোথাও শবদাহ হইলে অঘোরপন্থীরা মদ্যের সঙ্গে সেই মনুষ্য মাংস তুলিয়া ভক্ষণ করে। বিশ্বকোষ ১ম ভাগ, ৩১ পৃষ্ঠা।

† সাধনযোগ্য শব সম্বন্ধে ভাবচূড়ামণি গ্রন্থে লিখিত আছে,—

তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।

বিশ্বকোষ ২০ ভাগ, ২৫১ পৃষ্ঠা।

অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতি যা'রা হিন্দুস্থানে,
শুনিয়াছি, মনস্তাপে জর্জ্জরিত তা'রা ;—
মোরা গিয়া ভাই বলি' করিলে আহ্বান
দলে দলে আসি' সবে হ'বে মুসল্‌মান। *

শুনেছি ধর্ম্মের নামে মূঢ় হিন্দুগণ
পাপাচার, কদাচার করে শত শত ;
বুঝাইলে শাস্ত্রবাক্যে করে যুক্তিদান,
আমাদের প্রতিযুক্তি করাল কৃপাণ।

---

* মুসলমান তরবারির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ; কিন্তু হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর হীনাবস্থা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যই ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম্ম প্রচারের বিশিষ্টতর কারণ হইয়াছিল। সূক্ষ্মদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

The Mahommedan conquest of India came as salvation to the down-trodden, to the poor. That is why one fifth of our people have become Mahommedans. It was not the sword that did it all. It would be the height of madness to think it was all the work of sword and fire. And one fifth, one half of your Madras-people will become Christians if you do not take care. Was there ever a sillier thing before in the world than what I saw in Malabar country? The poor Pariah is not allowed to pass through the same street as the high caste man, but if he changes his name to a hodgepodge English name it is all right; or to a Mahommedan name, it is all right.

Swami Bibekanand's Works Mayavati Memorial Edition
Vol. III P. 652.

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিতেন ;—'অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানী মানে ততক্ষণই ঘৃণিত। উহারা যেই মুসলমান হয়, অমনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব!" তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়।'

এডুকেশন গেজেট ২২এ বৈশাখ, ১৩২৩

১৯০১ সালের বঙ্গদেশের জনসংখ্যা গণনার রাজকীয় বিবরণীতে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভারতের সর্ব্বদেশ সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। The Musalman religion, with its doctrine that all men are equal in the sight of God, must necessarily have presented far greater attractions to the Chandals and Koches who were regarded as outcastes by the Hindus than to the Brahmans, Baidyas and Kayasthas who in the Hindu caste-

পূর্ব্বপুণ্য তাহাদের ছিল কথঞ্চিৎ
তাই এতদিন তা'রা ইস্‌লামের বল
করিতেছে প্রতিহত।* কিন্তু একবার
পড়ে যদি, শত বর্ষে উঠিবে না আর।"

কহিলা কুতব;—"প্রভো! সন্দেহ কি তায়?
পাপ বিনা, হয়ে তা'রা, বীর, বুদ্ধিমান্,
হ'বে কেন মতিভ্রান্ত? কেন অকারণ
করিবে স্বজাতিধ্বংসে অন্যে নিমন্ত্রণ।

system enjoy a position far above their fellows. The convert to Islam could not of course expect to rank with the higher classes of Muhammadans, but he would escape from the degradation which Hinduism imposes upon him; he would no longer be scorned as a social leper; the mosque would be open to him; the Mullah would perform his religious ceremonies and when he died he would be accorded a decent burial.

Report Part I. P. 384.

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অবিকল এই কথাই বলেন:—

The converts to Christianity are recruits almost entirely from the classes of Hindus which are lowest in the social scale. These people have little to lose by forsaking the creed of their forefathers. As long as they remain Hindus they are daily and hourly made to feel that they are of commoner clay than their neighbours. Any attempts which they may make to educate themselves or their children are actively discouraged by the classes above them. Caste-restrictions prevent them from quitting the toilsome, uncertain and undignified means of subsistence, to which custom has condemned them, and taking to a handicraft or a trade: they are snubbed and repressed on all public occasions: are refused admission even to the temples of their Gods * * But once a youth from among these people becomes a Christian his whole horizon changes.

Ibid—P. 389.

* The armies of Islam had carried the crescent from the Hindukush westward, through Asia, Africa, and Southern Europe to distant Spain and France before they obtained a foothold in the Punjab.

Hunter's Indian Empire P. 321.

মুসল্‌মানে মুসল্‌মানে সত্য ঘটে বাদ,
কিন্তু মোরা যুদ্ধ করি নিজেদের মাঝে ;
অন্য ধর্ম্মী শত্রু কভু না করি আহ্বান ;
হিন্দু ডাকে ; 'ভায়ে মোর কাটো, মুসল্‌মান।'

সুশাণিত যে কৃপাণ বিধাতার করে
কা'র শক্তি বেগ তা'র করে প্রতিহত ?
বিধিরোষ, ভ্রাতৃভেদ করি' উৎপাদন,
করিবেন কাফেরের ব্যর্থ আয়োজন।"

কহিলেন ঘোরী ;—"সত্য বুঝেছ, কুতব।
জাতিবৈর-পাপে ধ্বংস হ'বে হিন্দুজাতি ;
বিশেষতঃ যুদ্ধ-জয় করি' তরায়ণে
জন্মেছে যে গর্ব্ব, নাই বিলম্ব পতনে।

যে যে আয়োজন মোরা প্রতিশোধ তরে
করিতেছি, পৃথ্বীরাজ শুনেছে সকল ;
ফকীরের বেশ ধরি' আসি' তা'র চর
দেখে গেছে কতদূর মোরা অগ্রসর।

দর্প করি' পৃথ্বীরাজ লিখিয়াছে মোরে ;
'জীবনে অসাধ থাকে যদ্যপি তোমার,
দয়া করে রক্ষা তবু কোরো সৈন্যগণে,
জীবন সুখের বলি' ভাবে তা'রা মনে।*

---

* পৃথ্বীরাজের লিখিত পত্রের উল্লিখিত অংশ এইরূপ :—

If you are wearied of your own existence, yet have pity upon your troops, who may still think it a happiness to live.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 175.

দেখেছ ত আমাদের অশ্ব-গজ-বল ?
বুঝেছ ত চৌহানের কৃপাণ কেমন ?
পাইয়াছ তরায়ণে শিক্ষা একবার,
ফিরে যাও, ফিরে যাও, দেশে আপনার।'

এ গর্ব্বের প্রতিশোধ লইব নিশ্চিত,
দেখাইব বাহুবল নহে মাত্র বল ;
পত্রের উত্তর আমি রেখেছি ভাবিয়া,
উপযুক্ত কাল বুঝি' দিব পাঠাইয়া।

বলে মাত্র পৃথ্বীরাজ না হ'বে বিজিত ;
চাহি অন্য অস্ত্র তা'র বিনাশের তরে ;
ভেদনীতি আমাদের হয়েছে সফল,
বাকী যাহা আছে, তাহা সাধিবে কৌশল।

জানিছ, কুতব ! তুমি, কি তীব্র দহনে
দগ্ধ হইতেছি আমি। পরাজয় হ'তে
নাহি নিদ্রা নেত্রে, নাহি শান্তি জাগরণে ;
যুদ্ধে জয় কিম্বা মৃত্যু, দৃঢ়পণ মনে। *

আমিই বিজিত মাত্র নহি তরায়ণে,
সমগ্র মস্‌লিম সেথা হয়েছে বিজিত ;
রাজ্যবৃদ্ধি, আমাদের ধর্ম্মের বিস্তার
হ'বে শেষ, যদি নাহি হয় প্রতীকার।

* যুদ্ধার্থে অগ্রসর মহম্মদ ঘোরী কোন প্রবীণ মুসলমানকে আপনার মনের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন ; Know, old man ! that since the time of my defeat in Hindoostan, notwithstanding external appearances, I have never slumbered in ease, or waked but in sorrow and anxiety. I have therefore determined, with this army, to recover my lost honour from those idolators or die in the attempt.

Brigg's Ferista Vol. I, P. 174.

অধিক কি ক'ব আর? এই অভিযানে
বীর্য্য, ধর্ম্ম মস্‌লিমের হ'বে পরীক্ষিত ;
পৌত্তলিক হিন্দু, সত্যধর্ম্মী মুসলমান,
কেবা শ্রেষ্ঠ, সাক্ষী তা'র র'বে হিন্দুস্থান।*

চূর্ণিব চোহানে এই প্রতিজ্ঞা আমার,
নামমাত্র র'বে তা'র ইতিহাস মাঝে ;
বিনষ্ট, বিধ্বস্ত আমি করিব আজ্‌মীর, †
বুঝে যেন হিন্দু কিবা সামর্থ্য ঘোরীর।

সাধু মৈনুদ্দীনে আমি বসা'ব তথায়,
আজ্‌মীর ইস্‌লাম-তীর্থে হ'বে পরিণত ;
আসিবে যখন হিন্দু পূজিতে পুষ্কর,
শুনিবে, মোঝান ডাকে "আল্লা হু আক্‌বর।"‡

---

* যদি কোন হিন্দু ইহাতে ব্যথিত হইবার কারণ পান, তাহা হইলে, নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকের লিখিত হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষের পরিণাম-ফল তাঁহাকে আলোচনা করিতে বলি :

The Hindu chivalry of Rajputana was closing in upon Delhi from the south, the religious confederation of the Sikhs was growing into a military power on the north-west. The Marathas had combined the fighting powers of the lowcastes with the statesmanship of the Brahmans and were subjecting the Muhammedan kingdoms throughout all India to tribute. As far as can now be estimated the advance of the English power alone saved the Moghal Empire from passing to the Hindus.

Hunter's Indian Empire P. 323.

হিন্দুর কর্ম্মফলে যাহা হইয়াছিল, আমি তাহা দেখাইয়াছি। হিন্দু, মুসলমান উভয়ের কর্ম্মফলে যাহা হইয়াছে, কোন ভবিষ্যৎ-কবি তাহা দেখাইবেন।

† মহম্মদ ঘোরী যে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, মুসলমান ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে ;—Mahomed Ghoory in person went to Ajmer, of which he also took possession, after having put some thousands of the inhabitants who opposed him to the sword, reserving the rest for slavery.

Briggs' Ferista. vol. I. P. 177

‡ আজমীর ও মৈনুদ্দীন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাদটীকা দেখুন।

নহে এ প্রতিজ্ঞা মোর রাজ্য-অভিলাষে,
চাহি আমি হিন্দুস্থানে ইস্‌লামের জয় ;
কুতব ! এ কার্য্যে হ'লে সহায় আমার
ইহলোকে, পরলোকে পা'বে পুরস্কার।

রণক্ষেত্রে রহি' তব নাহি প্রয়োজন,
অবরোধ করি' পথ রহিও পশ্চাতে ;
যখনি বুঝিবে কেহ পলাইতে চায়,
অসঙ্কোচে মুণ্ড তা'র লুটা'বে ধরায় !

যা' বলিনু তোমা দোঁহে, অন্য সর্ব্বজনে
বল গিয়া বুঝাইয়া। সৈন্য, অস্ত্র, কোষ
পরীক্ষা করিয়া দেখ। দিলাম বিদায় ;
মনে রেখো জয়লাভে ঈশ্বর সহায়।"*

---

* The Sultan's august motto. "Victory through God."
The Tabakat i Nasiri. P. 489.

পঞ্চদশ সর্গ।

নিভৃত কুটীর এক তারাগিরি-শিরে,
বসি' তাহে তুঙ্গাচার্য্য। সম্মুখে গুরুর
উঠে হোমগন্ধী ধূম অগ্নিকুণ্ড হ'তে ;
শঙ্খ, ঘণ্টা, তাম্রকুণ্ড, পুষ্পপাত্র আদি
পূজাদ্রব্য দুই পার্শ্বে। সর্ব্বত্যাগী গুরু ;
কৌপীন, করঙ্ক মাত্র গৃহসজ্জা তাঁ'র ;
কল্যের সম্বল শূন্য। তবু সে কুটীরে
বিরাজিত অন্নদার কৃপা মূর্ত্তিমতী ;
সদা অবারিত দ্বার। সে কুটীর হ'তে
অভুক্ত, অতৃপ্ত কভু না ফিরে অতিথি।
মৃন্ময় প্রদীপ এক কুটীর মাঝারে
বিতরিছে ক্ষীণরশ্মি ; পুড়ে যুগ্ম ধূপ,
মধুর সৌরভে গৃহ করি' আমোদিত।
নাহি অন্য কেহ সেথা ; শুধু আচার্য্যের
শিষ্য এক করজোড়ে বসিয়া নীরবে,
চাহি' আচার্য্যের পানে ; স্তব্ধ, স্নিগ্ধ গৃহ।
উচ্চ কণ্ঠে যামঘোষ করিল ঘোষণা
রজনী প্রহরাতীত। সমাপিয়া জপ,
আচার্য্য, উন্মীলি' নেত্র, জিজ্ঞাসিলা ধীরে ;—
"কহ, বৎস ! গজনীর কি সংবাদ এবে।"
বিনয়ে কহিলা শিষ্য ;—
"মহা আয়োজন
করিছে তুরুকদল ; নানা দেশ হ'তে
সৈন্য, অস্ত্র, তুরঙ্গম করিছে সংগ্রহ।

কঠোরপ্রতিজ্ঞ বীর মহম্মদঘোরী,
মৃত্যু-শয্যা হ'তে উঠি', সেনাপতিগণে
করিয়াছে শাস্তিদান ; বাঁধি' গলদেশে
অশ্ব-খাদ্য-পূর্ণ গোণী, নগরের পথে,
করায়েছে প্রদক্ষিণ। * তীব্র অপমানে
করেছে প্রতিজ্ঞা তা'রা মরিবে এবার,
তবু না ছাড়িবে যুদ্ধ।"

কহিলেন গুরু ;—

"দেখ, বৎস ! কি পার্থক্য হিন্দু, মুসল্‌মানে।
পরাজিত জয়পালী, অভিমানভরে,
পশিলা অনলে ; † আর পরাজিত ঘোরী
করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে !
না পারি বুঝিতে, বৎস ! শিরোদেশে যা'র
দাঁড়াইয়া হিমাচল মহারুদ্ররূপী,
পদপ্রান্তে গর্জ্জে সিন্ধু তাণ্ডবলীলায়,
যে দেশে জনমে সিংহ, শার্দ্দূল, গণ্ডার,
যে দেশে জনমে শাল, তাল বজ্রবপু,
সে দেশে জনম লভি' কেন আর্য্যসুত
হেন লঘুচেতা, স্থৈর্য্য-দৃঢ়তা-বিহীন !

---

* At Ghoor, he (Mahammad Ghory) disgraced all those officers who had deserted him in the battle and compelled them to walk round the city with their horses' mouthbags, filled with barley, hung about their necks, at the same time, forcing them to eat the grain like brutes.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 173.

† Jaipal * * resigned his crown to his son, and having ordered a funeral pile to be prepared, he set fire to it with his own hands, and perished therein.

Briggs' Ferista Vol. I. P. 38.

পুরুষ ত তিনি, যিনি সঙ্কটে, বিপদে
অটল, অচল, ধীর ; পরাজয়ে জয়ী।
আত্মহত্যা আচরিয়া নিষ্কৃতি-প্রয়াস,
নহে রাজধর্ম্ম ! নহে শাস্ত্রার্থ-সম্মত !
বল এবে, অন্য যাহা পেয়েছ সংবাদ।"
নিবেদিলা শিষ্য ;—
"দেব ! করিনু শ্রবণ,
ছদ্মবেশে আসি' বহু যবনের চর
আমাদের বলাবল লয়েছে সন্ধান।
শুনিলাম, বহু রাজা হিন্দুস্থানবাসী,
চৌহানের জয়লাভে হয়ে ঈর্ষান্বিত,
করিয়াছে বাক্যদান সাহায্যের তরে।
বলেছেন জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ যবে
পশিবেন রণক্ষেত্রে, রাঠোর সৈনিক,
হয়ে সম্মিলিত জম্মুসেনাদল সনে,
আক্রমিবে ভীমবলে দিল্লীর বাহিনী।'
দেখিয়াছি ছদ্মবেশে তুরুকের সেনা
শার্দ্দূলসদৃশমূর্ত্তি ; ভক্ষ্য তাহাদের
অর্দ্ধপক্ক শূল্য মাংস, কলির রাক্ষস।
ডামাস্কস, ইস্পাহান, খোরাসান, হ'তে
আনায়েছে ঘোরীরাজ শূল, বাণ, অসি।
রুমবাসী কর্ম্মিদল করিছে গঠন
লৌহবর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ অভেদ্য শায়কে।

---

* The troops of Jammu and Kanauj were to oppose Khandi Rai (Gobinda Rai) of Delhi, while the Sultan with his own forces encountered Rai Pithora.

The Tabakat-i Nasiri Footnote P. 467.

তাতার, তুরুক, বল্ক, আরব হইতে,
আনিয়াছে বহু অশ্ব ; অচিরাৎ তা'রা
পঙ্গপাল সম আসি' গ্রাসিবে ভারত ;
না জানি, এবার, দেব ! কি হইবে গতি।"
কহিলেন গুরু ;—"বৎস ! সত্য যা' বলিলে ;
আছে ভয় বটে, আছে চিন্তার কারণ।
এখনও সার্দ্ধবর্ষ হয়নি বিগত ;
আহত সেনানী, বহু প্রবীণ সৈনিক
লভে নাই পূর্ণস্বাস্থ্য। পূর্ব্বযুদ্ধে ক্ষীণ
রাজকোষ, অস্ত্রাগার হয়নি পূরিত।
ঘটিবে সঙ্কট যদি করে ঘোরীরাজ
অতর্কিত আক্রমণ। যুদ্ধ, রক্তপাত
হইয়াছে তুরুকের ব্যবসায় এবে ;
নররক্তে লব্ধস্বাদ শার্দ্দূল সদৃশ
না পারে রহিতে স্থির। সেনা তুরুকের
অভ্যস্ত সমরক্লেশে, সঙ্কটে, বিপদে।
কিন্তু আমাদের সেনা নহে যুদ্ধজীবী ;
হালিক, তৈলিক, গোপ। রাজার আদেশে
ধরে আসি' অস্ত্র ; নহে বীরত্বে, সাহসে,
স্বদেশ-স্বধর্ম্ম-প্রেমে, রাজভক্তিগুণে
ন্যূন তুর্ক হ'তে। কিন্তু কি শক্তি তা'দের
যুঝে দীর্ঘকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সনে ?
নানা দেশে যুদ্ধরীতি নিরখি' যবন
লভেছে যে জ্ঞান, তাহা না আছে মোদের ;
চির দেশবদ্ধ মোরা। নবরীতি-ক্রমে
আক্রমিলে তুর্কদল ঘটিবে সঙ্কট।

বিশেষতঃ তুরুকের অশ্বারোহিদল,
সমরে দুর্জ্জয়, ছুটে পবনের বেগে,
না পারিবে হিন্দু সৈন্য রোধিতে তা'সবে। *
পূর্ব্বযুদ্ধে ঘোরীবীর লয়েছে শিখিয়া
আমাদের যুদ্ধরীতি। নিশ্চিত এবার
আরম্ভ করিবে যুদ্ধ নবরীতিক্রমে।
অনভ্যস্ত হিন্দু পাছে হয় বিশৃঙ্খল
আছে সেই চিন্তা, মোর আছে সেই ভয়।
তথাপি ভরসা আছে, হিন্দুগণ যদি
রহে সম্মিলিত, এই তুরুক-ঝটিকা
চলি' যা'বে, শক-হূণ-ঝটিকার প্রায়।
দেখিয়াছ তুমি, যবে বহে মহাঝড়,
কত তরু, কত শাখা যায় ভগ্ন হয়ে,
কিন্তু বেণুপুঞ্জ, বদ্ধ প্রেমে পরস্পর,
অভিন্ন, অচ্ছিন্ন রহে। হিন্দুও তেমতি
রহিবে অভেদ্য, যদি বাঁধা থাকে প্রেমে।
বল, বৎস! শুনি এবে, কোথা কোথা তুমি
গিয়াছিলে; মনোভাব কি বুঝিলে কা'র?"
কহিলেন শিষ্য;—"দেব! হইল বাসনা,
বুঝিতে, প্রথমে, যত সাধারণ লোক
কি ভাবে দেশের কথা, কি চাহে তাহারা।
চলিলাম, তাই, গঙ্গা-গণ্ডকী সঙ্গমে;
কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা দিনে বসে তথা 'মেলা'।
নানা স্থান হ'তে যত কৃষিজীবী জন
গবী, বলীবর্দ্দ ক্রয়-বিক্রয়ের তরে,

---

* চতুর্থ সর্গের পৃষ্ঠায় পাদটীকা দেখুন।

হয় তথা সম্মিলিত। যোজনান্তব্যাপী
দেখিলাম জনসংঘ, বিপণীর শ্রেণী ;
হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গবী, বৃষভ, মহিষ,
নানারূপ পণ্যদ্রব্য, আসিয়াছে যত,
গণনা না হয় তা'র। কৃষক, বণিক্
নানা দেশ হ'তে আসি' মিলিয়াছে তথা।
মেলার পঞ্চম দিনে, গোহট্টের মাঝে,
লোহিত পতাকা লয়ে, বটবৃক্ষমূলে
দাঁড়াইনু। কৌতূহলে ঘিরিয়া আমায়
সহস্র সহস্র জন দাঁড়াইল আসি'।
কেহ ফল, মূল আনি' করিল অর্পণ,
কেহ দিল তাম্রখণ্ড ; প্রণমিয়া কেহ
দাঁড়াইল করজোড়ে। কহিলাম আমি ;—
"শুন, দেশবাসি ! মহা সঙ্কট সময়
উপস্থিতপ্রায়। ম্লেচ্ছ তুরুকের সেনা,
শুনিয়াছ, সোমনাথ ভেঙ্গেছিল যারা,
আসিছে আবার। যথা পড়ে পঙ্গপাল,
পত্র, পুষ্প, ফল কিছু না রহে সেখানে।
তেমতি এ তুর্কদল পড়িবে যথায়
উচ্ছিন্ন করিবে দেশ। এ সময় কেহ
রহিওনা উদাসীন ; নিজ নিজ ভূপে
করিও সাহায্য দান। রাজার বিপদে
প্রজার বিপদ সদা রাখিও স্মরণে।
ডাকিবেন যবে রাজা সাহায্যের তরে
দাঁড়াইও অস্ত্র লয়ে। দেবী দেশমাতা,
বাস্তুভূমি বলি' যাঁরে পূজা কর সবে,

ডাকি'ছেন নির্ব্বিশেষে রাজা, প্রজা সবে।
আসি' যদি তুর্কদল বসে সিংহাসনে,
ম্লেচ্ছ-পদ-সেবা ভাগ্যে ঘটিবে সবার।"
হেরি' মোর বেশ, শুনি' আকুল আহ্বান,
অবাক্, বিস্মিত সবে রহিল চাহিয়া ;
না বুঝিল কথা মোর, কেন ডাকি আমি।
শুনিলাম পরস্পর জিজ্ঞাসিছে সবে,
"কে তুরুক ? কেন আসে ?" কৃষী একজন,
গ্রামের মণ্ডল বলি' বোধ হ'ল তা'রে,
বুদ্ধিমান, শুক্লকেশ, হয়ে অগ্রসব,
কহিল সে নমি' মোরে ;---

"সন্ন্যাসী ঠাকুব !

কি বলিছ ? কেন হেন দেখাইছ ভয় ?
আসিবে তুরুকসেনা, কি ক্ষতি মোদেব ?
সেবায় না ডরি মোরা ; অভ্যস্ত সেবায়।
রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজ-গুরু-পুরোহিত,
সেনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, অশ্ব-হস্তিপাল,
সৈনিক, প্রহরী সেবা নাহি করি কা'রে ?
সবে আমাদের প্রভু, সবে চাহে সেবা ;
কি লাজ তুরুকরাজে সেবি যদি তবে ?
জন্মে ছাগ মাংস দিতে ; নর দেয় বলি,
ব্যাঘ্র করে বিদারিত, গ্রাসে অজগর,
এই মাত্র ভেদ ; কিন্তু মৃত্যু প্রতিস্থলে।
পিতৃ-পিতামহ হ'তে শুনিতেছি মোরা,
যে হ'ক সে হ'ক রাজা, আমরা কৃষক
সকলের ভক্ষ্য। মোরা কি জানি যুদ্ধের ?

নহি রাজপুত, নাহি অস্ত্রের অভ্যাস ;
বহি ভার, কর্ষি ভূমি। রাজার প্রহরী
ধরে আসি', যা'ব যুদ্ধে, যা'জানি করিব।
হ'ন জয়ী মহারাজ, দিব পূজা, বলি ;
জয়ী হয়ে তুর্করাজ বসে সিংহাসনে,
দিব কর ; বাস্তুমাতা থাকুন মস্তকে।"
হেরিলাম অন্য সবে আকারে, ইঙ্গিতে
সমর্থিল বাক্য তা'র। ব্যথিত অন্তরে,
উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গা, আসিলাম আমি
পুষ্পপুরে ; * হেরিলাম শ্রীহীনা, মলিনা
এবে পুরী। নেত্রে ধারা বহিল স্মরণে,
কোথা সে যবনজয়ী চন্দ্রগুপ্ত ভূপ,†
কোথা সেই সার্ব্বভৌম অশোকনৃপতি।
দেখিলাম বৌদ্ধধর্ম্মী, পালবংশোদ্ভূত
নৃপ এক অধিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে। ‡
করি' পরিতোষ কোন অমাত্যপ্রধানে,
লভি' অনুমতি, আমি রাজসভা মাঝে
দাঁড়াইনু। ছিল যত শ্রমণ তথায়
ঈর্ষানেত্রে মোর পানে রহিল চাহিয়া।
জিজ্ঞাসিলা ভূপ ;—
"বিপ্র! কি প্রার্থনা তব?"

---

* পুষ্পপুর প্রাচীন পাটলীপুত্র বর্ত্তমান পাটনা।

† চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে অষ্টাদশ সর্গের পাদটীকা দেখুন।

‡ According to tradition the ruler of Magadha at the time of the Mahammadan conquest was Indradyumnapala. All the Pal Kings without exception were zealous Buddhists. All the Sena kings (of Bengal) were Brahmanical Hindus and so had a special reason for hostility to the Buddhist Palas.

V. Smith's Early History of India (extracted).

কহিলাম আমি :—

"নৃপ ! দেবী দেশমাতা,
আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষ প্রসারিয়া
রহেছেন যিনি লয়ে আমা সবাকারে,
বিপন্না, ব্যাকুলা এবে। আসিছে তুরুক
চির-অধীনতা-পাশে বাঁধিতে তাঁহারে।
ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ ভুলি' এ সময়
পশুন সংগ্রামক্ষেত্রে। বীর পৃথ্বীরাজ
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে প্রাণ আপনাব
করেছেন যুদ্ধে পণ। হিন্দু, বৌদ্ধ সবে
হয় যদি সম্মিলিত, কখন(ও) যবন
না পারিবে প্রবেশিতে আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে।
কিন্তু যদি পরাজিত হ'ন দিল্লীশ্বর,
কনোজ, মগধ, বঙ্গ না র'বে স্বাধীন।
পাষাণ-প্রাচীর যদি ভাঙ্গে স্রোতবলে
বালুবন্ধ সেথা কভু পারে কি রহিতে ?
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে,
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'বে আর্য্যভূমি ;
তাই, দেশমাতা মোরে দেছেন পাঠায়ে।"

হাসিয়া কহিলা রাজা ;—

"বুঝেছি, ব্রাহ্মণ !
চৌহানের চর তুমি ; এসেছ কৌশলে
সেনা, অর্থবল মোর করিতে নিয়োগ
চৌহানের শত্রুজয়ে ; বরিতে আমারে
দিল্লীর সামন্তপদে ; বৃথা এ প্রয়াস।
নহি অর্ব্বাচীন আমি, নহি অবিবেকী ;

না আছে বিবাদ মোর তুরুকের সাথে ;
চৌহানের পক্ষ লয়ে, তবে অকারণে,
কেন ঘাঁটাইব তা'য় ? ভুলি নাই মোরা,
অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার
করিয়াছে হিন্দুগণ। আছে মর্ম্মে গাঁথা
বোধি-দ্রুম-উৎপাটন, পদাঙ্ক-ভঞ্জন,
সঙ্ঘারাম ধ্বংস। * তবে, লজ্জাহীন হয়ে,
বৌদ্ধের সাহায্য হিন্দু চাহে কোন্ মুখে ?
কেমনে ভুলিলে, বিপ্র ! সঙ্ঘারাম হ'তে
শমগুণান্বিত মহাস্থবিরে কতই
ডাকি' তর্কযুদ্ধে তব সমধর্ম্মিগণ,
ন্যায়, সত্য অতিক্রমি' লভিয়া বিজয়,
করিয়াছে বিদলিত হস্তিপদতলে,
বধিয়াছে অঙ্গ চ্ছেদি' কুঠার আঘাতে,
চূর্ণিয়াছে উদূখলে ?† স্মরিলে সে কথা

* মধ্যবঙ্গের অধিপতি শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে প্রামাণিক ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"The King of Central Bengal, Sasanka, * * dug up and burnt the holy Bodhi-tree at Budh-Gaya, on which, according to legend, Asoka had lavished inordinate devotion ; broke the stone marked with the footprints of Buddha at Pataliputra ; destroyed the convents and scattered the monks, carrying his persecutions to the foot of the Nepalese hills.

V. Smith's Early History of India p. 340.

† উপক্রমণিকায় হিন্দু-বৌদ্ধ-বিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা দেখুন। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি আমাদের বর্ণনা সমর্থন করে। One favourite device was to institute debates on the rival merits of the two religions, death being the penalty of defeat. When the judge was a Hindu prince the verdict was a foregone conclusion. Many of the chief princes, says the Sankar Vijoy, who professed the wicked doctrines of the Buddhist and Jain religions were vanquished in scholarly controversies. Their heads were then cut off with axes, thrown in mortars and ground to powder by pestles. বৌদ্ধ রাজা, বৌদ্ধ প্রজা, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কেহই এই উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি পান নাই।

ঝরে নেত্রে অশ্রুধারা, বহে তপ্তশ্বাস।
নীরবে সহেছে বৌদ্ধ; কিন্তু বিধাতার
ন্যায়দণ্ড, এতদিন, ছিল উত্তোলিত,
পড়িবে এবার; তাই আসিছে তুরুক।
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে,
কি ক্ষতি মোদের তাহে? সমান উভয়,
পার্থক্য না হেরি মোরা তুয়ারে, * তুরুকে।"

ত্যজিয়া মগধ আমি, বিষাদিত মনে,
আসিলাম, দেব! পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে।
হেরিনু মকরস্নানে নানাদেশ হ'তে
নানাপন্থী, নানাবেশী সাধুজন কত
মিলিত সঙ্গমক্ষেত্রে। কত শাস্ত্রপাঠ,
কত হোম, কত যজ্ঞ চলিয়াছে সেথা।
বুঝিয়া সুযোগ আমি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলাম একদিন;—

"নমঃ সাধুগণ!
আসিছে তুরুকসেনা। এ সঙ্কটকালে,
কাতরা ভারতমাতা ডাকেন সবারে,
দীনা, অশরণা হয়ে। আপনারা সবে
মাতার সুপুত্র; নিজ নিজ শিষ্যগণে
বলুন বুঝায়ে, দেশ, ধর্ম্ম রক্ষা তরে,
হইবার সম্মিলিত। বসিলে তুরুক
আর্য্যাবর্ত্তে, আর্য্যধর্ম্ম না থাকিবে আর।"

রহিলা নীরব সবে। সাধু একজন,

---

† চৌহানদিগের পূর্ব্বে তোমর বা তুয়ার রাজপুতগণ দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন। পৃথীরাজের মাতামহ অনঙ্গপাল তুয়ার বংশীয় ছিলেন।

শিরে কুণ্ডলিত জটা, ভস্মাবৃত তনু,
জিজ্ঞাসিলা ডাকি' মোরে ;—
"কে ভারতমাতা ?
কা'রে উদ্ধারিতে তুমি কহি'ছ সবায় ?"
কহিলাম আমি ;—
"তিনি দেবী দেশমাতা ;
যাঁ'র অঙ্কে আশৈশব লালিত আমরা,
মিলিবে অন্তিমে ভস্ম যাঁ'র দেহ সনে,
বক্ষজাত-শস্যরসে জীবন মোদের
বাঁচান সতত যিনি, জননী যেমতি
স্তনদুগ্ধদানে সুতে, শুন, সাধুগণ !
তিনিই ভারতমাতা ; রক্ষুন তাঁহারে।"
কহিলেন সাধু ;—
"মোরা সংসার-বিরাগী
সন্ন্যাসী, সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে ;
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্কসেনা ?
নাহি আমাদের গৃহ, নাহি ধন, ভূমি,
কি লইবে তা'রা ? মোরা রয়েছি যেমন
রহিব তেমন(ই)। র'বে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
র'বে তরুমূল, র'বে পর্ব্বতকন্দর ;
তৃপ্ত, সুখী র'ব তাহে। শিষ্য, ভক্তজনে
রক্তপাতে উত্তেজনা করিব কি হেতু ?
কোন্ পন্থী সাধু তুমি ? শুন নাই কভু
বন্ধমূল কর্ম্ম ? হয়ে মুক্তিমার্গগামী
ল'ব কি বন্ধন বৃথা কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ?
রাজ্য, ধন, দারা, পুত্র অনিত্য সকল,

ধর্ম্মমাত্র নিত্য ; ত্যজি' পূজা, পাঠ, যোগ
বিসর্জ্জিব নিত্য কি সে অনিত্যের তরে ?"
কহিলা সম্বোধি' মোরে সাধু অন্যজন ;—
"মায়াবিজৃম্ভিত বিশ্ব ; কেবা রাজা, প্রজা ?
কেবা জেতা, কেবা জিত ? অভিন্ন উভয়।
মোহবশে মাত্র নর করে ভেদজ্ঞান,
দ্বৈত অদ্বৈতের মাঝে ; জয়, পরাজয়,
অসত্য, অনিত্য এই জগতের মাঝে,
তুল্য দুই ; না বিচারি' মূঢ় তব গুরু
বৃথা শিক্ষা-দীক্ষা-দানে বঞ্চিয়াছে তোমা'।"
ব্যথিল হৃদয় মম। 'সাধু সাধু' বলি'
সমবেত সর্ব্বজন প্রশংসিলা তাঁ'রে ;
বুঝি' অভিপ্রায়, আমি লইনু বিদায়।
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—
"বৃথা পাঠ, বৃথা পূজা, বৃথা জপ, ধ্যান,
মানব মানবহিতে উদাসীন যদি।
অজ্ঞতার, হীনতার দুর্ভেদ্য তিমিরে
কোটি কোটি নর, নারী সমাচ্ছন্ন যথা,
সে দেশে কি আত্মত্রাণমন্ত্রমাত্র লয়ে
নিষ্কর্ম্মা রহিবে জ্ঞানী ? নিজে নারায়ণ,
অবতরি' নররূপে, ধর্ম্মরক্ষা তরে,
প্রচারিলা কর্ম্মযোগ যে দেশের মাঝে,
প্রণোদিলা মহারণে বীর ধনঞ্জয়ে,
হায়রে দুর্ভাগ্য ! সেথা নাহি বুঝে লোক
কর্ম্মে, ধর্ম্মে কি সম্বন্ধ ! থাকে ধর্ম্ম যদি
পূজা পাঠে, আছে ধর্ম্ম রণে প্রাণদানে

স্বদেশ, স্বজাতি তরে। বিধির আদেশে
করে কর্ম্ম নর, তবে, কোন্ কর্ম্ম হীন ?
রাজা পালে প্রজা, ভূমি কর্ষে কৃষিজন,
যুঝে যোদ্ধা, মলাকর্ষী বহে মলভার ;
দেখ ভাবি' কা'র কর্ম্ম পারো বর্জ্জিবাবে।
হ'ক গুরু, হ'ক লঘু যে কর্ম্মের মাঝে
জীবের কল্যাণ, তা'ই বিধাতৃ-বিহিত ;
তা'ই ধর্ম্মমূল। হায়। অনিত্য সংসার,
এ অসত্য, প্রচারিত কি অশুভক্ষণে,
অস্থি, মজ্জা মাঝে পশি' ভারতবাসীর,
হরিতেছে মনুষ্যত্ব। এই যে সংসাব,
রূপ-রস-গন্ধময়ী এই বসুমতী,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি, পূর্ণ জীবে, জড়ে ;
স্নেহে পূত, প্রেমে স্নিগ্ধ, সমৃদ্ধ সংযমে ;
নহে মায়া-মরীচিকা—পুণ্য কর্ম্ম-ভূমি।
লভি' কর্ম্মেন্দ্রিয় নর, বিধির বিধানে,
প্রেরিত এ কর্ম্মভূমে কর্ম্ম সাধিবারে ;
নহে বন্ধমূল কর্ম্ম ; কর্ম্ম মুক্তিপ্রসূ।
আসি' এ সংসার মাঝে, যুগ যুগান্তের
হয়ে কর্ম্মফলভোগী, উচিত কি কভু
ধর্ম্মালস্যে কর্ম্মত্যাগ ? দেখ বিচারিয়া
ভ্রষ্ট ধর্ম্ম, লুপ্ত বিধি এ ভারত হ'তে ;
আছে মাত্র স্বাধীনতা ; বীর্য্যের প্রসূতি,
মনুষ্যত্ব-সহচরী। কুশিক্ষার বশে,
কর্ম্মে দোষারোপ করি', তা'ও যায় যদি
কি আর রহিবে তবে ? ভ্রান্ত আর্য্য-সুত,

বুঝিল না মোহবশে জাতি-পরিণাম,
তা'ই হেন উদাসীন। কি কহিব আর?
বল, এবে, অন্য কোথা গিয়াছিলে তুমি।"
নিবেদিলা শিষ্য ;—
"আমি দেবের আদেশে,
ত্যজি' আর্য্যাবর্ত্ত, লঙ্ঘি' বিন্ধ্যাচলভূমি,
প্রবেশিনু দাক্ষিণাত্যে। কি বলিব, দেব!
শতগুণ ঔদাসীন্য হেরিনু তথায়।
তুর্কের বিক্রম, বল, হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষ
না ভাবে, না বুঝে লোক। হয়েছে বিস্মৃত
সোমনাথ-ধ্বংস। গর্ব্বে কহে কোন জন ;—
'কা'র শক্তি বিন্ধ্যগিরি পারে লঙ্ঘিবারে?
মরিবে তুরুক যদি প্রবেশে এ দেশে'।
কেহ কহে ;—'জাতিগর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তবাসী
অবজ্ঞা, উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্যজনে ;
কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী বলি' করে উপহাস ;
হয় যদি নিগৃহীত তুরুকের করে
কি ক্ষতি মোদের তাহে? ভাঙ্গুক গরব।'*
এইরূপ, নানা জন কহে নানা কথা ;
উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পূরব, পশ্চিম
সর্ব্বদেশে সমভাব ; উদাসীন সবে।
স্বদেশ বলিলে বুঝে গ্রাম আপনার ;
স্বজাতি বলিলে বুঝে নিজ সম্প্রদায় ;
সীমাবদ্ধ ভক্তি, প্রেম এ দু'এর মাঝে ;

* বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা এখনও বিদূরিত হয় নাই। অপর জাতির কথা দূরে থাকুক তৈলঙ্গী ও মহারাষ্ট্রবাসী, চিৎপাবন ব্রাহ্মণদিগকেও উত্তর ভারতের অনেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন।

ভারত-সন্তান বলি' নাহি বুঝে কেহ।-
রাজা ভাবে নিজ রাজ্য ; প্রজা ভাবে নিজ
শস্যক্ষেত্র ; ভাবে শ্রেষ্ঠী নিজ ব্যবসায়।
আসমুদ্র-হিমাচল স্বদেশ সবার,
আচণ্ডাল-দ্বিজ সবে স্বধর্ম্মী, স্বজাতি,
একের বিধ্বংসে হ'বে ধ্বংস সকলের,
সে কথা বারেক কা'র(ও) না পড়ে স্মরণে।
দেশমাতা শব্দ আমি কহিতাম যবে,
নির্ব্বাক্, বিস্মিত লোক রহিত চাহিয়া।
একদিকে তুরুকের সঙ্কল্প কঠোর,
ধর্ম্মোৎসাহ, সুবিপুল যুদ্ধ-আয়োজন,
অন্যদিকে আমাদের শৈথিল্য, জড়তা,
ধর্ম্মালস্য, অপকর্ষ সমরপ্রথায়
দেখি', শুনি' সদা মোর শঙ্কা হয় মনে,
অনিবার্য্য দাস্য, দৈন্য ভারতমাতার।"
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—
"বুঝিলাম, বৎস! দৈব বটে প্রতিকূল।
যবনের আয়োজনে নাহি ছিল ভয় ;
ভয় এই দেশব্যাপী ঔদাস্যে হিন্দুর।
বল তুমি, এবে মোরে, বল বিস্তারিয়া,
দিল্লীর সংবাদ ; বল, কোথা পৃথ্বীরাজ।"
বিনয়ে কহিলা শিষ্য ;—
"করিনু শ্রবণ
এখনও তবরহিন্দ্ হয়নি বিজিত ;
ঘোরীর আদেশে তথা যবন-সেনানী,
দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমে, প্রায় সংবৎসরকাল,

করিতেছে আত্মরক্ষা।* তা'ই পৃথ্বীরাজ,
দুর্গ করি' অবরোধ, আছেন তথায় ;
রাজকার্য্য তরে কভু আসেন দিল্লীতে।
আদেশে ভূপের দিল্লী দুর্ভেদ্য প্রাচীরে
হইয়াছে সুবেষ্টিত ; নগরীর মাঝে
সুরম্য প্রাসাদ, বাপী, দেবালয় কত
হয়েছে আরব্ধ। ভূপ, দাঁড়াইয়া নিজে,
বুঝাইয়া শিল্পিগণে, করেছেন দৃঢ়
নগরতোরণদ্বার অধৃষ্য শত্রুর।†
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, সমভাবে, বীর
নিযুক্ত কঠোর শ্রমে। নাহি ক্লান্তিবোধ,
না আছে মমতা প্রাণে। রণক্ষেত্রে কভু
সিংহনাদে অগ্রসর করিছেন চমূ ;
কখনও শিবিরে ডাকি' সেনাপতিগণে
করিছেন যুক্তিদান। এ হেন সাহস,
এ হেন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হেরে নাই কেহ।
শুনিনু তবরহিন্দে খণ্ডযুদ্ধে এক,
নিরখি' মূর্চ্ছিত কোন চৌহান-নায়কে,
তুরুক-সৈনিক দুই ব্যাঘ্রের সমান
পড়েছিল আসি' তা'র দেহের উপরে।

---

* The Kazi of Tulak was left in charge of the fortress of Tabarhindah and Rai Pithora appeared before the walls of that stronghold and fighting commenced. For a period of thirteen months and a little over the place was defended.

The Tabakat i Nasiri p. 464.

† Prithwiraj or Rai Pithora ruled both Delhi and Ajmer, and built the city which bore his name at the former place. The walls of this city may still be traced for a long distance round the Kutab Minar.

Imperial Gazetteer Vol. XI, p. 234.

করের অঙ্গুরী আর কর্ণের কুণ্ডল
না পারি' খুলিতে ত্বরা করিল উদ্যম
কাটিতে অঙ্গুলি, কর্ণ ছুরিকা-আঘাতে।
হেরি' পৃথ্বীরাজ, ভূমে পড়ি' লম্ফ দিয়া,
দাঁড়াইলা উভয়ের আসিয়া সম্মুখে।
শূলাঘাতে বধি' একে, অসির প্রহারে
করি' ছিন্নশির অন্যে, তুলিলা চৌহানে
আপন অশ্বের 'পরে। দুর্গের প্রহরী
হানিল অজস্র অস্ত্র লক্ষ্য করি' তাঁ'রে;
কিন্তু অবিচল বীর, অশ্ব-বল্‌গা ধরি'
আনিয়া চৌহানে দিলা রাজবৈদ্য-করে।*
কি বিস্ময় সেনাগণ পূজিবে তাঁহারে
দেবতা সমান জ্ঞানে! কি বিস্ময়, দেব!
মূর্চ্ছিত সৈনিক, শুনি' কণ্ঠস্বর তাঁ'র,
উঠিবে বসিয়া 'জয় পৃথ্বীরাজ' বলি"।
আনন্দে কহিলা গুরু;—
"বল, বৎস! এবে
কোথা ছোট রাণী; তা'র জান কি সংবাদ?"
উৎসাহে কহিলা শিষ্য;—
"জানি, দেব! জানি।
আসে নাই হেন বধূ চৌহানের কুলে;
যোগ্যের সুযোগ্যা পত্নী। দয়া মূর্ত্তিমতী,
কর্ম্মিষ্ঠা, প্রবীণা জ্ঞানে। সমাপিয়া পূজা,

---

* রাজবৈদ্যগণ যে রণক্ষেত্রে আহতের উপযুক্ত ঔষধ ও উপকরণাদি লইয়া উপস্থিত থাকিতেন, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

স্কন্ধাবারে চ মহতি রাজগেহাদনন্তরং
ভবেৎ সুসন্নিহিতো বৈদ্যঃ সর্ব্বোপকরণান্বিতঃ। সুশ্রুতঃ চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সংযুক্তা বসেন, নিত্য, সভাপার্শ্বগৃহে,
যবনিকা-অন্তরালে।　সচিব-প্রধান
অনুষ্ঠেয় রাজকার্য্য শুনান তাঁহারে ;
কোষাধ্যক্ষ আসি' কহে আয়, ব্যয়, স্থিতি ;
সেনাধীশ আসি' কহে সামন্ত, সৈনিক
নিযুক্ত কে কোন্ কার্য্যে।　করিয়া শ্রবণ
যথাযোগ্য উপদেশ দেন প্রতি জনে। *
আদেশে তাঁহার বহু অস্ত্রচিকিৎসক
রাজবৈদ্য, গ্রামে গ্রামে করিছে ভ্রমণ,
ঔষধ, প্রলেপ লয়ে।　রাজভৃত্য শত
নিযুক্ত ঔষধিমূল কর্ত্তনে, পেষণে।
মৃতের স্ত্রীপুত্র তরে, আহত-সেবায়
মুক্ত রাজকোষ।　আমি শুনিনু নগরে,
কোষাধ্যক্ষ, হেরি' ব্যয়, সচিবপ্রধানে
বলেছিল একদিন ;—'হতাহত তরে
এত অর্থব্যয় কভু নাহি ছিল রীতি।'
শুনি' রাজ্ঞী, খুলি' নিজ গাত্র-অলঙ্কার,
পাঠায়ে তাঁহার কাছে, করিলা আদেশ ;—
'রাজরীতি-ভঙ্গে মোর নাহি অধিকার ;
কিন্তু অধিকার আছে নিজের স্ত্রীধনে ;
যত দিন কণামাত্র রহিবে ইহার,
ত্রুটী যেন নাহি হয় আহত-সেবায়।
লজ্জানত কোষাধ্যক্ষ কহিল আসিয়া ;—
'অপরাধী আমি, মাতঃ! হয়েছিল ভ্রম,

---

* হিন্দুরমণীর পক্ষে এরূপভাবে রাজকার্য্য পরিচালন কল্পনামাত্র নহে। গড়মণ্ডলের রাজ্ঞী দুর্গাবতী এবং প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈ হিন্দুমহিলার অন্তর্নিহিত শক্তির ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

যা' ইচ্ছা করুন ; হেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী
বিরাজিতা যথা, তথা, কিসের অভাব ?'
সায়াহ্নে সংযুক্তা, নিত্য, শিবিকারোহণে,
সঙ্গে প্রিয়ব্রতা সখী, পৌরজন-গৃহে
করেন দর্শনদান। শুনেন যথায়
রণে মৃত পুত্র তরে কাঁদেন জননী,
করেন সান্ত্বনা গিয়া। শুনেন যেখানে,
রাখি' শিশুপুত্র, কোন সৈনিক-রমণী
পশিয়াছে চিতানলে, লয়ে ক্রীড়নক
হ'ন সেথা উপনীত। সে শান্ত মূরতি
নিরখি' বালক, তাঁ'র চিবুক ধরিয়া,
ডাকে 'মা মা মা মা বলি' ; কোলে লয়ে তা'য়ে
ফিরেন প্রাসাদে অশ্রু মুছিতে মুছিতে।
ভাবি যবে, গুরুদেব ! এ দোঁহার কথা
ডুবিবে হিন্দুর নাম না হয় বিশ্বাস।"
কহিলেন গুরু ;—
"বৎস ! বিধি বিধাতার
দুর্জ্জেয়। যে বংশ মহাপাপে কলঙ্কিত,
ললাম তাহার মরে সকলের আগে ;
কাননে সর্ব্বোচ্চ তরু পুড়ে বজ্রপাতে।
হয়ত এ যুগ্ম পুষ্প, সুরভি, নির্ম্মল,
আর্য্যসুত-পাপানলে হ'বে ভস্মীভূত।
ভেবেছিনু উভয়ের সম্মিলন হ'তে
ফলিবে অমৃতফল—প্রজার কল্যাণ।
রাঠোর, চৌহান হ'লে বদ্ধ সখ্যডোরে
অজেয় হইবে হিন্দু। বহুদিন হ'তে,

তা'ই, আয়োজন নানা রেখেছিনু করি';
পৃথায় সঁপিয়াছিনু সমর্ষির করে।
ছিল আশা, আর্য্যাবর্ত্তে কনোজ, আজ্‌মীর,
দিল্লী, চিতোরের সনে হ'লে সম্মিলিত,
না হ'বে তুর্কের শক্তি পশিতে তথায়।
কিন্তু, বৎস! কর্ম্মদোষে, প্রতিকূল ধাতা;
তা'ই আয়োজন মোর ব্যর্থপ্রায় এবে।
মথিলাম সিন্ধু, কিন্তু অমৃতের সনে
দেখা দিল হলাহল; রাঠোর, চৌহান,
বদ্ধবৈর, পরস্পর চাহে ধ্বংসিবারে;
কি ঘটিবে পরিণামে না পারি বুঝিতে।
কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা বৃথা করি মোরা;
কার্য্যে মাত্র অধিকারী; ফলদাতা বিভু।
করিয়াছ বহু শ্রম, যাও তুমি এবে,
লভহ বিশ্রাম। আমি যাইব কনোজে;
বুঝায়েছি বহুবার, বুঝাইব পুনঃ
জয়চন্দ্রে, যদি তাহে ফলে কিছু ফল।"
প্রণমি' চলিলা শিষ্য। তুঙ্গাচার্য্য, তবে,
পাতি' দর্ভাসন, শির রাখি' বাহু'পরে,
করি' ইস্টমন্ত্র জপ, মুদিলা নয়ন।

ষোড়শ সর্গ।

কনোজের অন্তঃপুরে নৃসিংহ-মন্দির
গঙ্গাগর্ভ হ'তে উর্দ্ধে তুলিয়াছে শির।
শিলাখণ্ডে দৃঢ়গাঁথা বিশাল সোপান
অলিন্দ হইতে জলে করেছে প্রয়াণ।
সোপানের শিরোদেশে রচিত মর্ম্মরে
সুপ্রশস্ত বেদী এক চারু শোভা ধরে।
নানাবর্ণ, সুচিক্কণ শিলায় রচিত
পত্র, পুষ্প কত তাহে আছে বিরাজিত।
প্রতিদিন জয়চন্দ্র, লয়ে পুরজনে,
বসেন তথায় আসি' গঙ্গা দরশনে।
উড়ায়ে কেতন কত তরী বহে যায়,
কচ্ছপ, শিশুক জলে শরীর ভাসায়।
পালিত মরালগুলি ক্রীড়া করে জলে,
বক, হংস, চক্রবাক ভ্রমে দলে দলে।
হেরেন কৌতুকে রাজা ; সন্ধ্যা হ'লে শেষ
সায়াহ্নিক সারি' পুরে করেন প্রবেশ।

কতদিন ভূপ, রাজকার্য্যে শ্রান্ত হয়ে,
বসিতেন সেথা, সুতা, মহিষীরে লয়ে।
সংযুক্তা বাজায়ে বীণা, বসি' জ্যোছনায়,
মধুর সঙ্গীত কত শুনাইত তাঁ'য়।
শুনি' সে অপূর্ব্বগীত, পুলকিত মন,
আদরে সুতারে রাজা দিতেন চুম্বন।
গোধূম-পিষ্টক-খণ্ড লয়ে কুতূহলে
সংযুক্তা মৎস্যের তরে দিত কভু জলে।

দলে দলে মহাশোল, মৃগাল, রোহিত
খাইত আসিয়া, জল করি' আলোড়িত।
সংযুক্তার কর হ'তে যেত মুখে লয়ে,
রাজারে দেখিলে কিন্তু ডুবে যেত ভয়ে।
নিরখি' বালিকা হাসি', কহিত পিতায়,
'তুমি বাবা রাগী, মাছ তাই ত পলায়।'
স্বয়ংবর দিন হ'তে নৃপতির মনে
না আসে পূর্ব্বের শান্তি গঙ্গা-দরশনে।
তথাপি, অভ্যাসবশে, আসেন তথায়,
মুছি' অশ্রু, পাছে কেহ দেখিবারে পায়।
গেছে চলি' অন্য সবে, সমাপ্ত আবতি;
জ্যোৎস্নালোকে বেদী'পরে আসীন ভূপতি।
রাজমাতা, রাজ্ঞী, দোঁহে, স্বতন্ত্র আসনে,
বসেছেন পার্শ্বে তাঁ'র বিষাদিত মনে।
চিন্তামগ্ন তুঙ্গাচার্য্য, অদূরে বসিয়া,
নৃপতির মুখপানে আছেন চাহিয়া।
নির্ব্বাক্ হইয়া রাজা রহি' কতক্ষণ
কহিলেন;—
"গুরুদেব! করুন্ শ্রবণ।
বুঝিতেছি তুরুকের লইলে আশ্রয়
দাসত্ব-শৃঙ্খল শেষে পরিব নিশ্চয়;
তথাপি যদ্যপি পারি গর্ব্বিত চৌহানে
শাস্তি দিতে, নাহি ক্ষোভ সেই অপমানে।
যে অনল দিবানিশি দহিছে অন্তর,
ব্রহ্মাণ্ডে তা' হ'তে কিছু নাহি ক্লেশকর।
আছি ভস্মমাত্র আমি, পুড়ে গেছে প্রাণ;

কি যাতনা, জানেন তা' মাত্র ভগবান।"
কহিলেন গুরু ;—
"তুমি পার কি আমায়
বুঝাইতে, কেন হেন তীব্র বেদনায়
ব্যথিত অন্তর তব ? সভায় যখন
সংযুক্তা চরণ তব করিল বন্দন,
'লভ যোগ্য পতি' তুমি কহিলে তাহায় ;
বল তুমি, যোগ্যতর কে ছিল সভায়
পৃথ্বীরাজ হ'তে ? বালা করেছে পালন
আদেশ তোমার, তবে কোপ কি কারণ ?"
কহিলা ভূপতি ;—
"সত্য ! যোগ্য পৃথ্বীরাজ।
কিন্তু সে আসিয়া কেন রাজসভামাঝ
না বসিল ? কেন আসি' তস্কর যেমন
লয়ে গেল সংযুক্তায় করিয়া হরণ ?
সভায় সংযুক্তা যদি বরিত তাহারে
না থাকিত ক্ষোভ, নাহি দূষিতাম তা'রে।"
কহিলেন গুরু ;—
"তুমি বালকের প্রায়
কি বলি'ছ ? কত আমি বুঝা'ব তোমায় ?
এসেছেন দ্বারদেশে পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর,
শুনি' দিয়াছিলে তুমি বল কি উত্তর ;
'থাকুন বাহিরে তাঁ'র যথা অভিপ্রায়'
কেন এ সম্মতি তুমি জানাইলে তাঁ'য় ?
দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যরাজ্য করিয়া শ্রবণ
পাণ্ডু-রাজ্য দিল্লী তব না হ'ল স্মরণ ?

পৃথ্বীর কি হ'ল দোষ ? সংযুক্তা স্বেচ্ছায়
বরিল মুরতি তা'র প্রকাশ্য সভায়।
ধর্ম্মপত্নী ত্যজি' সে কি যা'বে চলি' ঘরে ?
কোন্ ক্ষত্র বল হেন অপকর্ম্ম করে ?
আকৈশোর সংযুক্তারে সবে শত বার
শুনায়েছ, পৃথ্বীরাজ যোগ্য পতি তা'র।
আজ সে বরেছে পতি নিজ মনোমত,
তবে তা'র প্রতি তব ক্রোধ কেন অত ?
জিজ্ঞাসিনু আমি যবে, আছে ত স্মরণ,
'বুঝেছ ত তুই জন সংযুক্তার মন,
কা'রে ভালবাসে বালা ?' কহিলে তখন,
'সংযুক্তার মন বুঝি' কিবা প্রয়োজন ?
আসিবেন বহু নৃপ স্বয়ংবরস্থলে,
যা'রে ইচ্ছা, বরমাল্য দিবে তা'র গলে।
না পারি বুঝিতে হয় পর্য্যাকুল মন,
মোর আজ্ঞামত পাত্র করিবে বরণ।'
নহে সে পাষাণী ; তা'র দেহে আছে প্রাণ ;
আছে চক্ষু, কর্ণ ; আছে যোগ্যাযোগ্য-জ্ঞান।
শত ভাবে অনুরাগ উদ্দীপিয়া তা'র
চাহ কি রোধিতে নদী সিন্ধু লক্ষ্য যা'র ?
নিজে করিয়াছ ভ্রম, তবে অকারণ
কন্যা, জামাতার প্রতি কেন রুষ্ট মন।"
"ধিক্ মোরে ! ধিক্ মোরে"

ক্রোধে নৃপবর

কহিলা ;—

"বুঝা'ল ভাট পাণ্ডুরাজ্যেশ্বর ;

তা'ই বলেছিনু আমি। করি' প্রবঞ্চন
পাপিষ্ঠ সুতারে মোর করিল হরণ।
ছদ্মবেশে ভাণ্ডাইল সভাসদ্‌গণে,
মিত্র-সৈন্যচ্ছলে সেনা রাখিল গোপনে।
কত দোষ আমি, দেব! বর্ণিব তাহার?
প্রতিকার্য্যে প্রকাশিত খল ব্যবহার।
বৃদ্ধ মাতামহে মুগ্ধ করিয়া সেবায়
লইল সে দিল্লীরাজ্য বঞ্চিয়া আমায়!
চন্দেল-চালুক্য-বংশ ধ্বংস করি রণে
তৃণ জ্ঞান করে অন্য রাজপুতগণে।
জানিয়া, শুনিয়া, দেব! তবে কি কারণ
তা'র গুণে আপনার মুগ্ধ এত মন?
সমতুল্য দোঁহে মোরা শিষ্য আপনার,
উচিত কি বিসদৃশ হেন ব্যবহার?
অথবা ললাটে মোর আছে বহু দুখ,
তাই পক্ষপাতী গুরু, আত্মীয় বিমুখ।"

হাসিয়া কহিলা গুরু ;—

"এত দিন পরে
পক্ষপাতী আমি, স্থির করিলে অন্তরে?
যা' ইচ্ছা করিতে পারো, ক্ষতি মোর নাই;
তুমি সুখী হও, আমি এইমাত্র চাই।"

'পক্ষপাতী গুরু' যেই পশিল শ্রবণে,
'এ কি কথা?' বলি রাজ্ঞী গুরুর চরণে
পড়িলেন দণ্ডবৎ; সিক্তা নেত্র জলে
নমিলেন বার বার, 'ক্ষম, দেব'! বলে।

লজ্জাজড় জয়চন্দ্র করি' প্রণিপাত

গুরুপদে, গলবস্ত্রে, জোড় করি' হাত,
কহিলা কাতরে ;—
"দোষ হয়েছে আমার,
করুন মার্জ্জনা ; ভিক্ষা মাগি বার বার।
কিন্তু, দেব ! দগ্ধ যার হ'তেছে হৃদয়,
শ্বাস তা'র হ'বে উষ্ণ কি তাহে বিস্ময় ?
আপনি সন্ন্যাসী, জ্ঞাত হ'বেন কেমনে
সংসারীর কত সাধ, কত আশা মনে ?
আদরের সুতা : তা'রে, জামাতারে লয়ে
ভেবেছিনু র'ব মোরা কত সুখী হয়ে।
গৌরবে দোঁহারে লয়ে দেখা'ব সবায়,
তরণী-বিহারে যা'ব, যা'ব মৃগয়ায় ;
ভক্ষ্য, ভোজ্য কতরূপ বসন, ভূষণ
রেখেছিনু, গুরুদেব ! করি' আহরণ।
ছিল সাধ, লয়ে সাথে সুতা, জামাতায়,
সমারোহে দিব পূজা শুভঙ্করী মায়।
সব বৃথা হ'ল ; আশা পুড়ে হ'ল ছাই ;
মুখ দেখাইতে পারি হেন স্থান নাই।
ভুলিতেছিলাম, ক্রমে, দিল্লীরাজ্যদান,
হেনকালে দুষ্ট মোর টুটিল সম্মান।
উপহাস করি' মোর বলে শত্রুজন,
'সার্ব্বভৌম জয়চন্দ্র, প্রতাপে তপন ;
তা'ই, অনায়াসে আসি', উল্লঙ্ঘিয়া গড়,
কন্যা লয়ে গেল শত্রু গালে দিয়া চড়।'
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, ধিক্ শতবার !
বৃথা জন্ম, প্রতিফল না দিলে ইহার।

সংযুক্তারে কত ভালবাসিতাম আমি,
জানেন তা' এক মাত্র দেব অন্তর্য্যামী।
ছিল সে অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি ;
ভাবিতাম আমি পুত্র, সে মোর জননী।
প্রতি পদে, প্রতি কার্য্যে সুধা'তাম তা'রে
দিয়াছিনু শিক্ষা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সদাচারে।
তথাপি পাপিষ্ঠা, মোর করি' অপমান,
রাঠোরের চিরশত্রু বরিল চৌহান !
বন্দিনী করিয়া যদি পারি আনিবারে,
বেত্রাঘাতে পিতৃভক্তি শিখাইব তা'রে।"

হেরিলেন সবে, দুটী গণ্ডে নৃপতির
রোষে, ক্ষোভে দরদর প্রবাহিল নীর।

কহিলা মহিষী ;—

"প্রভো ! করে থাকে দোষ,
যা' হ'বার হয়ে গেছে ; কেন এবে রোষ ?
সুখী ত হয়েছে তা'রা ; তবে কেন আর
অশ্রুপাতে অমঙ্গল করেন দোঁহার ?
পৃথ্বীরাজ, সবে আসি' আমারে জানায়,
প্রাণের অধিক ভালবাসে সংযুক্তায়।
রণক্ষেত্রে যবে রাজা করেন গমন,
সংযুক্তা আমার করে রাজ্য সংরক্ষণ।
রাজকোষ, সৈন্য, অস্ত্র, সব হাতে তা'র,
প্রজার বিবাদে করে সংযুক্তা বিচার।
সুশীলা, সরলা বলি' জানিতাম তা'রে,
এত গুণ ছিল, কভু দেখায়নি কা'রে।
পুরুষের বল, বুদ্ধি ধরে হ'য়ে নারী,

সবে বলে, ধন্যা 'ধন্যা রাঠোর-কুমা
উজ্জ্বল এ দুই বংশ তা'র ব্যবহারে,
কেন, প্রভো! অকারণ নিন্দিছেন তা'রে.
কহিলা ভূপতি ;—
"রাজ্ঞি! যাও নিজ কাজে ;
কহিওনা কথা তুমি আমাদের মাঝে ?
পূজা, পাঠ লয়ে তুমি থাকো আপনার,
রাজকার্য্যে নাহি তব কোন(ও) অধিকার।
নারী হ'য়ে এত স্পর্দ্ধা! মোরে তুমি আজ,
এলে উপদেশ দিতে ? আমি নররাজ।
অনেক বলেছ, আমি সহেছি সকল,
কি বুঝিবে, কেন মোর ঝরে আঁখিজল ?
জন্মে ছিলে অন্নহীন দরিদ্রের ঘরে,
রূপ দেখি' মাতৃদেবী আনিলা আদরে।
শুনেছ সংযুক্তা বহু পেয়েছে ভূষণ,
তা'ই, একেবারে তব গলে গেছে মন।
বংশের গৌরব মোর নাহি ভাবো মনে,
তুমি যে রাঠোর-রাজ্ঞী পড়ে না স্মরণে।
জগতের এই রীতি, না দূষি তোমায় ;
রবিপ্রিয়া পঙ্কজিনী পঙ্ক মাত্র চায়।
কিন্তু, রাজ্ঞি! ত্যক্ত যদি কর বার বার,
কনোজপুরীতে স্থান না হ'বে তোমার।"
কহিলেন গুরু ;—
"বৎস! হয়োনা অধীর,
বলি যে দু'একটী কথা, শুন হয়ে স্থির।
ক্রোধবশে, দেখিতেছি, লুপ্ত তব জ্ঞান,

ব্যথিছ, তা'ই, মহিষীর প্রাণ!
শাস্ত্র-বাক্য, মহাজন-কথা,
স্বরূপিণী নারী, পূজার্হা দেবতা।*
সে নারীরে মোহবশে করি' হীন জ্ঞান
পাপস্পৃষ্ট এবে যত ভারত-সন্তান।
সহধর্ম্মিণীরে তব হেন অনাদর?
বুঝাইলে হিত তা'র এই কি উত্তর?
ভারতে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বস্ত কি কারণে
দেখেছ কি কোন দিন বিচারিয়া মনে?
পতিব্রতা দ্রৌপদীরে আনি' সভামাঝ
বিবস্ত্রা করিয়া দিলা মর্ম্মভেদী লাজ।
অসংখ্য ক্ষত্রিয়বীর বসি' সে সভায়
হেরিলা সে দৃশ্য চিত্র-পুত্তলিকা প্রায়।
প্রবৃত্তি না হ'ল কারো করি' পদাঘাত
করিবারে পাপিষ্ঠেরে ভূমিতলসাৎ।
না ছিল কি রক্তবিন্দু শরীরে কাহার?
পঙ্গু, জড় কর, পদ ছিল কি সবার?
সত্যে বদ্ধ ছিল যদি পাণ্ডুপুত্রগণ,
অন্যের কি ছিল বাধা করিতে বারণ?'
হাসিল অপাঙ্গ-ভঙ্গে কোন(ও) দুরাচার,
উপেক্ষিল কেহ, কেহ দিল টিট্‌কার।
ক্ষোভে, রোষে সতীনেত্রে উদ্ভূত অনল,
পারে নাই নিবাইতে তপ্ত অশ্রুজল।
দাবানলে বন যথা ভস্মীভূত হয়,

---

* প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোস্তি কশ্চন।
মনুসংহিতা।

সে অনল ক্ষত্রকুল করিয়াছে ক্ষয়। *
দেখি' শুনি' তবু মূঢ় ভারত সন্তান
অকারণে রমণীর করে অপমান।
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সৃষ্টিমূলে রমণী সহায়,
তবু নরকের দ্বার বলি' ঘোষে তা'য। †
সন্ন্যাসী ভাবেন, নারী ধর্ম্ম-বিঘাতিনী,
গৃহী ভাবে, ভোগানলে ইন্ধন কামিনী।
সখী নারী, মন্ত্রী নারী, আদর্শ প্রাচীন
কাব্যের কল্পনামাত্রে হেরি এবে লীন। ‡
হয়েছ প্রবীণ, আমি কি বলিব আর,
পত্নীপ্রতি যোগ্য নয় হেন ব্যবহার।
থাক্ এ সকল এবে; বাঁচে যদি প্রাণ

---

* কলিকাতা হাইকোর্টের গৃহীতাবসর, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আমি কোন যোগীশ্বর মহাপুরুষের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, যখন, শত শত প্রধান ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গের সমক্ষে, পতিপ্রাণা, অসহায়া, অশৌচাবস্থাপ্রাপ্তা, এক-বস্ত্রা দ্রৌপদী, দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকর্ষিত হইয়া, সবেগে কৌরবরাজসভায় আনীত হইয়াছিলেন, যখন সমবেত ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গের সাক্ষাতেই কলিস্বভাব দুঃশাসন সেই কুলবতী, লক্ষ্মীস্বভাবা রাজকন্যাকে বিবস্ত্রা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল এবং তদবস্থায় পতিত হইয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণা রাজনন্দিনী যখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বারংবার কুরুসভায় বিচার প্রার্থনা করাতেও কলিস্বভাব প্রাপ্ত সেই ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ তাঁহার বাক্যের উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন সভাস্থলে উপস্থিত কোন কোন মহর্ষি এই আর্য্যভূমিতে ধর্ম্মের এবংবিধ অপলাপ দর্শনে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করেন যে, "ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি স্থানান্তরবাসী মানবগণের আশ্রয় গ্রহণ করুক।" ইহার অব্যবহিত পরেই, সেই অভিসম্পাতের ফলে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুল বিধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং অদ্যাবধি ভারতবর্ষে সৌর ক্ষাত্রবীর্য্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।"

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা ১৫।১৬ পৃষ্ঠা।

† সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের বহু ধর্ম্মপ্রচারকও স্ত্রীজাতির প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাজনিত দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোনও প্রশ্নোত্তরমালায় এইরূপ দৃষ্ট হয় ;—'কোধর্ম্মঃ ? ভূতদয়া। কিম্ নরকস্ত দ্বারম্ ? স্ত্রী।'

‡ গৃহিণী, সচিবঃ, সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ,
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্।

রঘুবংশম্।

বুঝাইব পরে ; কর সদুত্তর দান
প্রশ্নের আমার। বৎস! শান্ত কর মন,
স্বদেশ-স্বজাতি-ধ্বংসে করিও না পণ।
বলিয়াছে পৃথ্বীরাজ সুধা'তে তোমায়,
কি করিলে ঘুচে বাদ, রোষ তব যায়।
সংযুক্তা ব্যাকুলা সদা তোমার কারণে ;
পতি, পত্নী চাহে ক্ষমা তোমার চরণে।
চৌহানের মান মাত্র রক্ষা যদি হয়,
যা' বলিবে, পৃথ্বীরাজ করিবে নিশ্চয়।
বল, বৎস! কিসে তব হয় পরিতোষ,
মনে পাও শান্তি, হয় দূরীভূত রোষ।"
কহিলা ভূপতি ;—
"রোষ ঘুচিবে তখন,
'সংযুক্তা বিধবা' আমি শুনিব যখন।
বুকে মোর জ্বলিতেছে যে বাড়বানল,
নিবিবে না, ঢালিলেও সপ্ত-সিন্ধু-জল।"
রাজমাতা, মগ্না ছিলা মালাজপ লয়ে,
'সংযুক্তা বিধবা' শুনি', চমকিতা হয়ে,
কহিলেন রোষে ;—
"ধিক্! ধিক্ তোরে, জয়!
যবন তুরুক্ হ'তে তুই নিরদয়।
শুনিয়াছি সাপ, বাঘ নিজ শিশু খায়,
তা'র(ও) চেয়ে খল তুই! হায়, হায়, হায়!
লয়ে তোর জন্মপত্রী, অন্তিম-শয্যায়,
স্বর্গগত মহারাজ কহিলা আমায় ;—
'শুন, রাজ্ঞি! জন্মিয়াছে এই যে কুমার,

ধরাতলে দুর্য্যোধন এসেছে আবার।'
সাধু তিনি, বাক্য তাঁ'র নিষ্ফল কি হয়?
তোর হ'তে রাজ্য, ধর্ম্ম, যা'বে সমুদয়।
ভূপতি বৈকুণ্ঠবাসী হইলেন যবে,
জ্ঞাতি, বন্ধু আসি' মোরে বুঝাইল তবে।
'এ সময়, রাণি! তুমি উঠিলে চিতায়,
রাঠোরের ধন, মান রক্ষা হ'বে দায়।'
বাঁচিয়া রহিনু আমি রক্ষিবারে তোরে,
দেখিতে এ সর্ব্বনাশ হ'ল তা'ই মোরে।
পৃথ্বীরাজে উপযুক্ত পাত্র করি' জ্ঞান
যাঁ'র রাজ্য তিনি তা'রে করিলেন দান।
তোর তাহে কোপ এত হ'ল কি কারণে?
অন্ন, জল ত্যজি তুই রহিলি ভবনে।
তোর উপরোধে আমি, সভামাঝে গিয়া,
পূজ্য, বৃদ্ধ জনকেরে আসিনু ভর্ৎসিয়া।
তোর তরে করিলাম অযোগ্য আচার,
তোর(ই) হাতে হ'ল আজ প্রতিফল তা'র।
'সংযুক্তা বিধরা' মোরে শুনা'লি কেমনে?
থাকিব না আমি তোর এ পাপ ভবনে।
মাতার অধিক মোরে মানে পৃথ্বীরাজ,
র'ব সংযুক্তার কাছে, কি আমার লাজ?"
এত বলি' দাঁড়াইলা উঠি' রোষভরে,
মহিষী, অমনি আসি', ক'ন ধরি' করে ;—
"যেও না মা! যেও না মা! কেন কর রোষ?
আমি ত, মা! পদে কিছু করি নাই দোষ ;
কেন মা! ত্যজিবে মোরে? ছিনু মাতৃহীন,

কোলে তুলে লয়েছিলে দেখিলে যে দিন;
তদবধি মাতৃস্নেহে করি'ছ পালন,
কোন্ দোষে ত্যজি' আজ করিবে গমন?
যদি মহারাজ তব না রাখেন মান,
আমি, মা! গঙ্গার জলে বিসর্জ্জিব প্রাণ।
গিয়াছে সংযুক্তা, যদি তুমি যাও চলে,
কা'র কাছে কাঁদিব, মা! দুঃখ, ক্লেশ হ'লে?
যেও না, মা! মুছে ফেল নয়নের জল,
যেখানে পড়িবে, সেথা, জ্বলিবে অনল।
নিতান্তই যদি তুমি না থাকো ভবনে,
যেথা যাবে, এ দাসীরে রেখো শ্রীচরণে।"
অধীর নৃপতি; নেত্র ঝরে দর দর,
আরক্ত কপোল, ঘন কম্পিত অধর।
জননীর পদে রাখি' শির আপনার,
ফেলিতে লাগিলা ক্ষোভে তপ্ত অশ্রুধার।
হেরি রাজমাতা, দুই বাহু প্রসারিয়া,
আপনার বক্ষে সুতে লইলা টানিয়া।
রাজা, রাজ্ঞী, রাজমাতা অশ্রুসিক্ত সবে,
হেরি, সুমধুর ভাষে, সম্বোধিয়া তবে
কহিলেন গুরু;—
"বৎস! দেখ একবার,
কি অনল জ্বালায়েছ গৃহে আপনার।
এখনও আছে পথ; একটী কথায়
ধর্ম্ম, দেশ, জাতি, কুল সব রক্ষা পায়।
তোমার সাহায্য পা'বে এই আশা লয়ে,
আসিতেছে তুর্কদল সুসজ্জিত হয়ে।

তুমি যদি আনুকূল্য না কর স্বীকার,
কি সাহসে তা'রা পুনঃ আসিবে আবার ?
তবরহিন্দের মাঝে ছিল তুর্কগণ
শুনেছ ত করিয়াছে আত্ম-সমর্পণ ?*
পৃথ্বীরাজ নেতা আর রাঠোর, চৌহান
মিলে যদি তুর্কদল হবে খান খান।
কিন্তু পৃথ্বীরাজ হ'লে পরাজিত রণে,
কি দশা হিন্দুর হ'বে, দেখ ভাবি' মনে।
পাবে' লোপ বেদ, বিধি, তীর্থ, তপোবন ;
মন্দির মস্‌জিদমূর্ত্তি করিবে ধারণ।
বিমুগ্ধ, বিভ্রান্ত বহু ভারত-সন্তান
নিজ নিজ জাতিধর্ম্ম দিবে বলিদান।
এই তব কুলপূজ্য দেব নরহরি,
অই অবিদূরে মোর মাতা শুভঙ্করী,
কনোজে অস্তিত্ব মাত্র না র'বে দোঁহার ;
ক্ষুদ্র হয়ে উপলক্ষ্য হ'বে কি তাহার ?
শুনেছ ত সোমনাথ হয়ে বিখণ্ডিত
যবনের পদে এবে হ'তেছে দলিত ?†
সম্মুখে নৃসিংহ, গঙ্গা, ইনি তব মাতা,

---

* When the Sultan-i-Ghazi with such like organization and such a force arrived near unto Rai Kolah Prithora, he had gained possession of the fortress of Tabarhind by capitulation.

The Tabakat-i-Nasiri, p. 466.

† He (Sultan Mahmood) ordered two pieces of the idol to be broken off and sent to Ghizny, that one might be thrown at the threshold of the public mosque and the other at the court-door of his own palace.

** Two more fragments were reserved to be sent to Mecca and Medina.

Briggs' Ferista Vol. I, p. 72.

এই তব ধর্ম্মপত্নী, আমি দীক্ষাদাতা ;
বল তুমি শেষ কথা সম্মুখে সবার,
কি করেছ স্থির ; মোরে না পাইবে আর।
বুঝিতেছি রুষ্ট বিধি আর্য্যসুত প্রতি,
নহে তব হ'বে কেন এ হেন দুর্ম্মতি।
দ্বারে তব অগ্নি, উঠে শিখা লেলিহান ;
তুমি তাহে করিতেছ ঘৃতাহুতি দান ?
বুঝিলাম কর্ম্মফল অতিক্রম্য নয় ;
চেষ্টা, শ্রম, আয়োজন ব্যর্থ সমুদয়।"
মৌনী হয়ে জয়চন্দ্র রহি' বহুক্ষণ
কহিলেন ছাড়ি' শ্বাস :—
"করুন শ্রবণ ;
না আছে উপায় এবে। নৃসিংহ গোচর
আপন শোণিতে নাম করেছি স্বাক্ষর
যবনের সন্ধিপত্রে। না হ'বে লঙ্ঘন
করেছি যা' সত্য, মোর এই দৃঢ় পণ।
আপন প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ যদি করি
চিরিবেন বক্ষ মোর দেব নরহরি।
এই মাত্র পারি আমি করিতে স্বীকার
নিজ হস্তে না ধরিব যুদ্ধে তরবার।
কিন্তু সেনাবল মম করিব প্রদান,
জম্মুসেনা সনে মিলি' রোধিবে চৌহান।
ঘোরীর তুরগ আছে, না আছে বারণ,
সে অভাব মম গজ করিবে পূরণ। *

* দ্বিতীয় তরায়ণের যুদ্ধে জম্বুরাজ নরসিংহ রায় গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু জয়চন্দ্রের নাম দেখা যায় না। প্রথম যুদ্ধে ঘোরীর পক্ষে হস্তিবলের উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় যুদ্ধে আছে। জয়চন্দ্রের গজবল প্রসিদ্ধ ছিল।

বুঝিতেছি ধর্ম্মে, দেশে করি' দ্রোহাচার
ইহকাল, পরকাল ঘুচিল আমার।
তথাপি আপন বাক্য করিব পালন,
উপরোধ, অনুরোধ নিস্ফল এখন।
জানি আমি নাহি মোর হিতাহিত-জ্ঞান,
স্বদেশ-স্বজাতি প্রেম, মান, অপমান।
সত্যের মর্য্যাদা-বোধ তবু আছে মনে,
না হইব সত্যভ্রষ্ট জীবনে, মরণে।
কি আর অধিক ক'ব? লীলা শেষ প্রায়,
ক্ষম, রাজ্ঞি! কুবচন বলেছি তোমায়।
অপরাধী কুসন্তানে ক্ষম, মা জননি!
গুরুদেব! ক্ষমা মোরে করুন আপনি।
যতদিন হিন্দু জাতি থাকিবে ভূতলে,
জানিতেছি, ধিক্ মোরে কহিবে সকলে।
তথাপি করিব নিজ প্রতিজ্ঞা পালন;
চূর্ণিব চৌহানে, শেষে, অর্পিব জীবন। *

---

* জয়চন্দ্রের কথা ব্যর্থ হয় নাই। বৎসর গত হইতে না হইতেই তাঁহাকে আত্মকৃতকার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁহার পরিণাম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

The Rai of Benares (Jaichand) who prided himself on the number of his forces and war-elephants seated on a lofty howda received a deadly wound from an arrow and fell from his exalted seat to the earth. His head was carried on the point of a spear to the commander and his body was thrown to the dust of contempt.

Taju-L Ma-asir Elliot's History of India, Vol. II. p. 233.

সপ্তদশ সর্গ।

অগস্ত্য-উদয় এবে সৌর ভাদ্রপদে, *
তাই, আজমীরবাসী বহু নর, নারী
মিলিত অগস্ত্যাশ্রমে। পূর্ণ নাগগিরি
জনসংঘে, কোলাহলে। বরষার শেষে
সুস্নিগ্ধ, শ্যামল কান্তি প্রকাশে অচল।
নিবিড় সরসপত্রে মহীরুহ যত
সুসজ্জিত; শষ্পদলে সুখস্পর্শ সানু।
মৃদু কল কল নাদে নির্ঝরিণী এক,
প্রক্ষালি' সে পুণ্যাশ্রম, বহে গিরিদেহে। †
আরণ্যকপোত, কোথা, বসি' তরুশাখে,
গায় সুগম্ভীর গীত; উড়ে প্রজাপতি,

---

* মহর্ষি অগস্ত্য, স্বোপার্জ্জিত পুণ্যফলে, ধ্রুবের ন্যায় নক্ষত্রলোক লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। অনার্য্য বাতাপি ও আতাপিকে এবং আর্য্য-বংশোদ্ভূত দর্পী নহুষকে তিনিই শাসন করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত রামচন্দ্র তাঁহারই অস্ত্র, শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজকুমারী লোপামুদ্রা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের গর্ব্ব (দুর্লঙ্ঘ্যতা) চূর্ণ করিয়া তিনিই প্রথমে দক্ষিণাপথে প্রবেশ করেন। দক্ষিণাপথে তিনি তামিলমুনি নামে খ্যাত। তামিল ভাষায় বহু গ্রন্থ মহর্ষি অগস্ত্য ও তাঁহার শিষ্যদিগের প্রসাদে লিখিত বলিয়া উল্লেখ আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;

The earliest of such Brahman colonies among the Dravidians, led by the holy Agastya, has long faded into the realms of mythology. Tne Vindya mountains, it is said, prostrated themselves before Agastya, still fondly remembered as the Tamilmuni, preeminently the sage to the Tamil race. He introduced philosophy at the court of the first Pandyan king, wrote many treatises for his royal diciple and now lives for ever in the heavens as Canopus, the brightest star in the Southern Indian hemisphere. He is worshipped as Agastyeshwar, the Lord Agastya, near cape Comorin. But the orthodox still believe him to be alive, although, invisible to mortals.

Hnnter's Indian Empire. P. 387.

† কয়েক বৎসর অবধি এই নির্ঝরিণীটি শুষ্ক হইয়া অগস্ত্যাশ্রমের সৌন্দর্য্য হানি করিয়াছে।

চিত্রিত বিবিধ বর্ণে। গুল্ম-অন্তরালে
তিত্তির-ময়ূর-দল বিহরে কৌতুকে ;
শীকর-সংস্পৃষ্ট বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
  করি' স্নান যাত্রিদল, দক্ষিণাস্য হ'য়ে,
শঙ্খের মাঝারে রাখি' সলিল, চন্দন,
অক্ষত, কুসুম সনে, জোড় করি' কর,
করিছেন মন্ত্রপাঠ ;—'নমোনম ঋষি !
কাশপুষ্প-শুভ্র-তনু হে মৈত্রাবরুণি !
হে অগ্নিমারুতোদ্ভব ! বিনাশিলে তুমি
আতাপি, বাতাপি দোঁহে, শোষিলে সাগর ;
লহ এই অর্ঘ্য, হও প্রসন্ন ভকতে।
পতিব্রতে ! মহাভাগে ! হে রাজনন্দিনি !
লোপামুদ্রে ! অর্ঘ্য মম করহ গ্রহণ।'*
  নারীগণ পরস্পর কহিছেন সবে
লোপামুদ্রা-কথা। হয়ে রাজার নন্দিনী
কেমনে পুলকে কাল কাটাইলা দেবী
তপোবন-ক্লেশ সহি'। ত্যজি' আর্য্যভূমি,
পতির সঙ্গিনীরূপে অনার্য্যের মাঝে,
অজ্ঞাত, অগম্য দেশে, আত্মজনহারা,
করিলা জীবনপাত ; শতধন্যা সতী।

---

* শঙ্খে তোয়ং বিনিক্ষিপ্য সিতপুষ্পাক্ষতৈর্যুতম্
মন্ত্রেণানেন বৈ দদ্যাৎ দক্ষিণাশামুখস্থিতঃ।
কাশপুষ্প-প্রতীকাশ, অগ্নিমারুতসম্ভব,
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র ! কুম্ভযোনে ! নমোস্তুতে।
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চমহাসুরঃ
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু।
লোপামুদ্রে ! মহাভাগে ! রাজপুত্রি ! পতিব্রতে !
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং মৈত্রাবরুণিবল্লভে !
অগস্ত্যার্ঘ্যদানমন্ত্রঃ।

৩৫ .

এইরূপে যাত্রিদল ঋষি দম্পতীরে
করি' অর্ঘ্যদান, পূজি' অগস্ত্যেশ শিবে,
হৃষ্টচিত্তে, অপরাহ্নে, ফিরিলা ভবনে।

অতিক্রান্তা সন্ধ্যা ; স্তব্ধ জনকোলাহল ;
নীরব বিহগকণ্ঠ। শুধু, একতানে,
ঝিল্লীকুল ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ তুলিছে সঙ্গীত।
শুধু, কোথা, নিম্নভূমে বরষা-সঞ্চিত
সলিল সমীপে বসি,' গুহাচর ভেক
গ্যাঁ গোঁ গ্যাঁ গোঁ তীব্র রবে ডাকে অবিরাম।
মাঝে মাঝে নিশাপ্রিয় পতঙ্গনিচয়,
বোঁ বোঁ চোঁ চোঁ রবে, উড়ে তুঙ্গাচার্য্য যথা,
জ্বালি' অগ্নিকুণ্ড, বসি' শিলাপট্ট'পরে।
অগস্ত্য-উদয়কালে, কহে জনশ্রুতি,
ব্রতনিষ্ঠ কেহ যদি কাটান যামিনী,
পূজা, জপ, ধ্যান লয়ে, সে আশ্রম মাঝে,
প্রসন্ন অগস্ত্য আসি' দেখা দেন তাঁ'রে ;
তা'ই বসেছেন গুরু অগস্ত্যদর্শনে।

গম্ভীরা রজনী ক্রমে। তুঙ্গাচার্য্য তবে
নিরখিলা চারিদিক বসিয়া আসনে ;
কি শান্ত প্রকৃতি তথা ! শির'পরে তাঁ'র
শরদের মেঘহীন, সুনীল আকাশ,
প্রোজ্জ্বল নক্ষত্রপূর্ণ ; বিরাজিত তাহে,
কত তারা, কত গ্রহ, উপগ্রহ কত,
কেহ স্থির, কেহ, বেগে, ধায় শূন্যপথে।

---

* অগস্ত্যাশ্রমে একটী শিবলিঙ্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রতি বৎসর ১২ই ভাদ্র (সুদি) এখনও তথায় একটী মেলা বসিয়া থাকে।

নিম্নে স্থিরা বসুমতী, ভাষাস্পন্দহীনা,
ধ্যানস্থা তাপসী সম। দাঁড়ায়ে চৌদিকে
বিশাল অশ্বত্থ, নিম্ব আরও তরু কত,
নিশ্চল গম্ভীর, যেন গঠিত তিমিরে।
শাখাপত্র মাঝে তা'র হইয়া নিলীন,
অসংখ্য খদ্যোৎ কভু উঠিছে জ্বলিয়া,
এক সাথে, পুনঃ সবে হইছে নির্ব্বাণ।
বহে স্নিগ্ধ নিশানিল, আর্দ্র হিমপাতে,
শেফালি-সৌরভে দেশ করি' আমোদিত।
এক দৃষ্টে গুরু চাহি' আকাশের পানে
রহিলেন বহুক্ষণ। উল্কাপিণ্ড কত,
হেরিলেন, নীল নভ করি' বিদারিত,
ছুটিতেছে মহাবেগে। ভাবিলেন গুরু,
অতীতের সাক্ষী এই জ্যোতিষ্কমণ্ডল
কত কোটি বর্ষ হ'তে রহেছে চাহিয়া
এমন(ই) ভারত পানে। হেরিয়াছে এরা
কত কুরুক্ষেত্র, কত যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,
কত তপ, জপ, কত উত্থান, পতন
ধর্ম্মের, রাজ্যের ; আর(ও) কত দিন হেন
রহিবে চাহিয়া। এরা জড় কি কেবল,
প্রাণহীন, জ্ঞানহীন ? জনমে সংশয়।
চিন্তাতীত যিনি তাঁ'র অচিন্ত্যকৌশলে
হয় ত এ জড়মাঝে বিরাজে চেতনা,
জ্যোতিরূপী ভাষা, অশ্রোতব্যা মানবের।
থাকে যদি, তবে, হায়! এই তারাদল—
এই জ্যোতিঃপুঞ্জ—সেই নিত্য জ্যোতির্ম্ময়ে

পারে না কি জানাইতে কি ঘোর তিমির
আবরিতে জ্ঞান-জ্যোতি-ভাস্বর ভারতে
আসিছে ঘনায়ে এবে? দক্ষিণ আকাশে
হেরিলেন গুরু দীপ্ত অগস্ত্য তারকা,
স্থিরদৃষ্টি, তাঁ'র পানে রহেছে চাহিয়া;
নমি' করযোড়ে গুরু কহিলা উদ্দেশে;—
"হে আর্য্য! অনার্য্য-বন্ধো! সুধন্য তাপস!
ভারতের আজ এই সঙ্কট সময়ে,
বিতর আশিস তব। হের দেব! অই
ঈর্ষাবশে লুপ্তজ্ঞান আর্য্যসুত যত,
পরস্পর বক্ষে অসি হানিবার তরে,
নিষ্কাশিছে কোষ হ'তে। হেন অবিবেকী
উত্তাল তরঙ্গ তুলি' আসিছে সাগর,
তা'র মাঝে কণ্ঠ ধরি' চাহে ডুবাইতে
পরস্পরে; নাহি গণে আত্ম-পরিণাম।
লুপ্ত শান্তি, গত স্বস্তি; মগ্নপ্রায় দেশ
দারুণ দুষ্কৃতি-স্রোতে। ত্রিকালজ্ঞ তুমি,
উঠিবে আবার কবে বল কৃপাগুণে,
খুলি' ভবিষ্যের দ্বার দেখাও সেবকে।"
বিগত তৃতীয় যাম; তবু স্থির আঁখি
আচার্য্য সে তারা পানে। চিন্তাক্লিষ্ট তনু
ক্রমে হ'ল অবসন্ন; এল তন্দ্রাবেশ।
হেরিলেন গুরু, দূর তারালোক হ'তে,
শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি এক পুরুষপ্রবর
হই'ছেন অবতীর্ণ। আসিয়া সমীপে
কহিলেন তিনি ধীর, মধুর বচনে;—

"তুঙ্গাচার্য্য ! ধ্যানে তব হয়ে বিচলিত
আসিলাম মর্ত্ত্যলোকে। জ্ঞানী, সাধু তুমি ;
নহে অবিদিত তব, না পারি আমরা,
বিধির আদেশ বিনা, দেখাইতে নরে
ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পারি দেখাইতে।
দেখাইব তাহা, তুমি বিচারিয়া মনে,
কি সম্বন্ধ পরস্পর কার্য্যকারণের,
ভবিষ্যৎ অনায়াসে পারিবে বুঝিতে ;
বল, এবে, কি দেখি'ছ সম্মুখে তোমার।"
কহিলেন তুঙ্গাচার্য্য ;—
"দেখিতেছি, দেব !
হিমাচল হ'তে অই রজতপ্রবাহে
নামিছেন ভাগীরথী। লক্ষ নর, নারী
দাঁড়াইয়া উভ' তটে। স্তব করে কেহ,
কেহ বাজাইছে শঙ্খ, কেহ দেয় দীপ,
কেহ দাঁড়াইয়া জলে করিছে তর্পণ।
পরশি' সলিল অই 'মাতর্গঙ্গে' বলি'
করে লোক জয়ধ্বনি। কিন্তু একি, দেব !
কোথা হ'তে উঠে এই বিকট হুঙ্কার,
কে ওরা আসিছে ছুটি' 'হর-হর-হর'
'নমো নরসিংহরূপ' গর্জ্জি' ভীম রবে।
উত্তোলি' ত্রিশূল তীক্ষ্ণ, আস্ফালি' কৃপাণ,
সহস্র সহস্র অই আসিয়া সন্ন্যাসী
দাঁড়াইল শ্রেণীবদ্ধ জাহ্নবীর তটে।
কার (ও) কণ্ঠে শোভা পায় মাল্য তুলসীর,
অঙ্গে হরিনাম-ছাবা ; শোভে কণ্ঠে কা'র (ও)

রুদ্রাক্ষের মাল্য, দেহ বিভূতি-ভূষিত।
মাতিছে সে দুই দল তুমুল সংগ্রামে ;
অসিঘাতে ছিন্ন কেহ, বিদীর্ণ ত্রিশূলে,
পড়িছে ধরণী 'পরে ; রুধিরের ধারা
বরষার স্রোত সম চলেছে বহিয়া ;
লুটিতেছে শব কত জাহ্নবীর তটে।
পরাজিত হ'ল ক্রমে বৈষ্ণবের দল ;
শৈবগণ, মহা হর্ষে, বিঁধিয়া ত্রিশূলে
নরমুণ্ড, নাচে অই 'হর হর' রবে।" *

কহিলা অগস্ত্য ;—

"বৎস ! বুঝিলে কি তুমি
কেন এই রক্তপাত ? কুম্ভযোগদিনে
ব্রহ্মকুণ্ড-স্নানে কা'র অগ্রে অধিকার,

---

* শৈব এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের বিবাদ স্মরণাতীত কাল হইতে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আকবরনামায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আকবর নিজের সৈনিকদিগের দ্বারা বিজয়িপক্ষকে অপর পক্ষ ধ্বংস হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কাপ্তেন রেপার (Asiatic Researches Vol. II P 455) এইরূপ একটী বিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। At the great fair at Hardwar in 1760, an affray, or rather a battle, took place between the Nagas of Siva and those of Visnu, in which it was stated on the spot that 18000 persons were left dead on the field. The amount must, doubtless, have been absurdly exaggerated but it serves to give an idea of the numbers engaged.

Elphinstone's History of India p. 65.

এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে, এখনও, কিরূপ বর্ত্তমান আছে, কোন মাদ্রাজভ্রমণকারীর লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাহার প্রমাণ দিবে। তিনি লিখিয়াছেন :—"শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করিয়া তথা হইতে জম্বুকেশ্বর রওনা হইলাম। ইহা শিবের মন্দির * * * সুতরাং মাদ্রাজ প্রদেশস্থ বৈষ্ণবগণ প্রাণান্তেও এই মন্দিরে প্রবেশ করেন না। * * * শৈব বৈষ্ণবে দ্বেষাদ্বেষী বঙ্গ দেশেও আছে তবে মাদ্রাজ প্রদেশের ন্যায় এতটা বাড়াবাড়ি নাই। আমি শুনিয়াছি ঝড় বৃষ্টিতে রাস্তায় মৃত্যুর সম্ভাবনা হইলেও নিকটস্থ কোন শিব-মন্দিরে বৈষ্ণব প্রবেশ করিবে না, আর শৈবের পক্ষেও ঐরূপ ব্যবস্থা।" নব্যভারত ১৩২৭ আষাঢ় ৯৮ পৃষ্ঠা। শেষ পংক্তিগুলি "হস্তিনা তাড্যমানোপি ন গচ্ছেৎ জৈনমন্দিরম্" এই শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করাইয়া দেয়।

শ্রেষ্ঠ কেবা হরি, হর উভয়ের মাঝে,
এই লয়ে বিসংবাদ। কহে হিন্দুশাস্ত্র
নাহি ভেদ হরি, হরে ; ভক্ত উভয়ের
কি ভেদ সৃজেছে দেখ। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত
বিশ্বপ্রেমে ; নাহি প্রেম হিন্দুতে হিন্দুতে।
কি দেখিছ বল এবে ?"

কহিলেন গুরু ;—

"দেখিতেছি শ্রাদ্ধসভা ; ঘিরি' যজ্ঞবেদী,
বসেছেন বিপ্রগণ ; উপচার নানা
রহিয়াছে সুসজ্জিত। মুণ্ডিত-মস্তক,
কৌষেয়বসনধারী, শ্রাদ্ধকর্ত্তা দ্বিজ
করিছেন মন্ত্রপাঠ ,- 'নাহি যা'র পিতা,
নাহি মাতা, নাহি বন্ধু, অন্ন, অন্নসিদ্ধি,
তা'র তৃপ্তিহেতু এই পিণ্ড করি দান।' *

কিন্তু একি ! অকস্মাৎ উঠি' অই রোষে
দাঁড়াইলা শ্রাদ্ধকর্ত্তা ; স্থূল লোষ্ট্র লয়ে
নিক্ষেপিলা, বসি' যথা চণ্ডালিনী এক
তরুতলে, পুত্রে তা'র লয়ে ক্রোড়দেশে।
তরুস্কন্ধে বাজি' লোষ্ট্র, বিচূর্ণ হইয়া,
মাতাপুত্র উভয়ের বিদ্ধিল ললাট ;
চীৎকার করিয়া শিশু উঠিল কাঁদিয়া ;
অশ্রুসিক্তা চণ্ডালিনী, ত্যজি' তরুতল,
বসিল সুদূরে গিয়া প্রখর আতপে।

শ্রাদ্ধ শেষ ; দলে দলে বিপ্রগণ অই

---

* পিণ্ডদান-মন্ত্র অবলম্বনে লিখিত। ওঁ যেষাং ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, নৈবান্নসিদ্ধির্নান্নমস্তি, তত্তৃপ্তয়েন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াতু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।

বসিছেন ভোজনার্থী। সুখাদ্য, সুপেয়
পরিচর্য্যাকারী যত ছুটিতেছে লয়ে :
নিরখিয়া, দূর হ'তে, মাতৃমুখপানে
চাহিছে ক্ষুধার্ত্ত শিশু ; সান্ত্বনিছে নারী।
উঠিলেন একদল ; ভৃত্যগণ অই,
করি' স্থান সম্মার্জ্জন, পাত্রশেষ লয়ে
নিক্ষেপ করি'ছে গর্ত্তে। করজোড় করি'
ইঙ্গিতে চণ্ডালী সেই উচ্ছিষ্ট হইতে
মাগিছে কিঞ্চিৎ ; ভৃত্য জানায় প্রভুরে।
মহারোষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কহিছে কিঙ্করে ;—
'এখন(ও) অভুক্ত বিপ্র রহেছেন কত,
চণ্ডালীরে দিবি খাদ্য ? ধিক্ ধিক্ ধিক্।'
সান্ত্বনা করিতে আব না পারি তনয়ে,
তাড়ায়ে কুক্কুরদলে, অই অভাগিনী
কুড়ায়ে লইছে খাদ্য। পরিতুষ্ট শিশু ;
কিন্তু তৃষ্ণা নিবারিতে করে 'জল জল'।
সম্মুখে নির্ম্মল বাপী ; ত্যজি' তবু নারী,
না জানি কি হেতু, অই, বুকে তুলি' সুতে,
ছুটেছে বালুকাপথে, মধ্যাহ্ন আতপে,
দূরবর্ত্তী কর্দ্দমাক্ত নদী লক্ষ্য করি।" *

---

* পারিয়াগণ মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের নিকট যে আবেদন পত্র দিয়াছিল, তাহার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী পংক্তি হইতে তাহাদিগের অবস্থা সুব্যক্ত হইবে ;—We are not allowed to use public wells. For a little water for cooking purposes, we, who live by day-labour, have to wait for the pleasure of a higher caste cooly, who often happens to be our rival in profession, to draw water for us in his vessel and then pour it from a height into our earthen pots.

Mangalore Depressed Classes Mission Report for 1914.

কহিলা মহর্ষি ;—

"বৎস! অস্পৃশ্য পারিয়া।
বিপ্রগ্রামে বাপী-স্পর্শে নাহি অধিকার ;
তাই ছুটিয়াছে নারী নদী-জল পানে।
পাপিনীর পাপদৃষ্টি শ্রাদ্ধদ্রব্যে যদি
পড়ে দৈবে, অপবিত্র হইবে সকল ;
তা'ই উত্তেজিত বিপ্র খেদাইল তা'রে। *
জান কি এ পারিয়ায় ? এই জাতি মাঝে
জন্মেছিল তিরুবল্ল, জ্ঞানে ঋষি সম ; †
এই জাতি সমুদ্ভূতা, ভক্তি মূর্ত্তিমতী,
আবেয়া, কবিতামৃত বিতরি' দ্রবিড়
করেছিল মধুময় ; তবু দশা হেন।
'দয়ামূল ধর্ম্ম' এই শাস্ত্রের বচন ;
কিন্তু, বল, কোথা দয়া ? কুক্কুর-ভোজন
নহে দূষ্য ; দূষ্য নরশিশুর ভোজন।
বিশ্ববন্ধু বিপ্র, হের ব্যবহার তা'র।
আছে শাস্ত্রবাণী, সত্য, গুণকর্ম্মবশে

---

* ভোজ্যদ্রব্য দূরে থাকুক, রন্ধনগৃহে তাহাদিগের দৃষ্টি পড়িলে পাকার্থ স্থালী পর্য্যন্ত ভগ্ন করিতে হয় বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। If they are employed in any work, a door is purposely made for them ; but they must work with their eyes on the ground ; for if it is perceived they have glanced at the Kitchen, all the utensils must be broken.

Castes and Tribes of Southern India by Edgar Thurston Vol. VI p. 79.

† তিরুবল্ল ও তাঁহার সহোদরা আবেয়া তামিল ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতালেখক ও উপদেষ্টা। তিরুবল্লের গ্রন্থ কুরাল Imperial Gazetteer লেখকের মতে Is the acknowledged masterpiece of Tamil composition (Vol. II P. 435)

আবেয়ার রচনা সম্বন্ধে W. W. Hunter লিখিয়াছেন Compositions of the highest moral excellence, and of undying popularity in Southern India.

Indian Empire P 389.

জাতি-সৃষ্টি ; * বিচারিয়া কিন্তু বল তুমি
জাতি-দর্প, জাতি-দ্বেষ কোন্ শাস্ত্রবাণী ?
কোন্ ঋষি হেন শাস্ত্র করিলা প্রচার ?
নিজে নরনারায়ণ বিঘোষিলা যথা
অবিভেদে সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে
জ্ঞানীর লক্ষণ, সেথা বর্ব্বরতা হেন ? †
উচ্চ ধর্ম্মনীতি হেন প্রচারিত যথা,
এই নীচ আচরণ সাজে কি তথায় ?
ভুলিয়াছে আর্য্যসুত, দেব রঘুমণি
চণ্ডালে বাঁধিয়াছিলা প্রেম-আলিঙ্গনে ;
ভুলিয়াছে বুদ্ধরূপী প্রভু বিশ্বম্ভর
উচ্চনীচ, দ্বিজশূদ্র, সবে, সমভাবে
শিখাইয়াছিলা নীতি, ধর্ম্ম, সদাচার।
সর্ব্ব জীবে আত্মা রূপে বিরাজিত যিনি,
দেখ ভাবি', কি বেদনা লাগে তাঁ'র প্রাণে
হেন বৃথা জাতিদর্পে, নির্ম্মম আচারে।
দর্পহারী তিনি, বৎস ! মহাগদা তাঁ'র,
হয়ত, কখন্ আসি' পড়িবে সহসা
চূর্ণিতে দর্পীরে, বংশ-পরম্পরাক্রমে। ‡

---

* চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
গীতা।

বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি
শুনি চৈব, শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।
গীতা।

† If the fathers cause others to eat bitter bread, the teeth of their own sons shall be set on edge. Roosevelt.

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর মত পাঠককে স্মরণ করিতে বলি। ইংরাজ-অধিকারে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের চেষ্টায়, দাক্ষিণাত্যের পারিয়া প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। হিন্দুরাজত্বকালে

দেখিয়াছ হরিদ্বার ভারত উত্তরে ;
দেখিলে দ্রবিড় এই ভারত দক্ষিণে ;
দেখা'ব পশ্চিম। হের গুর্জ্জর প্রদেশ ;

তাহাদিগের অবস্থা যাহা ছিল তাহা বুঝিবার জন্য হিন্দুরাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে তাহাদিগের সমজাতীয়-গণ এখনও যে অবস্থায় আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ইহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়।

He must not wear shoes or use an umbrella : and his wife must only decorate herself with brass ornaments and beads. In speaking, he must not say "I" but "your slave" ; must not call his own rice by its proper name, but as dirty gruel ; must not talk of his children by this appellation, but as monkeys and calves, must live in a small hut without furniture and built in a certain miserable situation far from the habitations of the upper castes; and in speaking must place the hand over the mouth, lest the breath should go forth and pollute the person whom he is addressing. He is not allowed to use the public road when a Brahman or Sudra walks on it. The poor slave must utter a warning cry, and hasten off the road, lest the high caste man should be polluted by his near approach or by his shadow. The law is, that a Pulayan must not approach a Brahman nearer than sixty-six paces, and must remain at about half that distance from a Sudra. He could not, until lately, enter a court of justice, but was obliged to shout from the appointed distance, and took his chance of being heard and receiving attention. A policeman is sometimes stationed, half way between the Pulayan witness or prisoner and the high caste magistrate, to transmit the qnestions and answers, the distance being too great for hearing. As he can not enter a town or village no employment is open to him except that of working in rice-fields and such kind of labour. He can not even act as a porter, for he defiles all that he touches. He can not work as a domestic servant, for the house would be polluted by his entrance. * * Caste affects even his purchases and sales. The Pulayans manufacture umbrellas and other small articles, place them on the highway, and retire to the appointed distance shouting to the passers-by with reference to the sales. If the Pulayan wishes to make a purchase, he places his money on a stone, and retires to the appointed distance. Then the merchant or seller comes, takes up the money, and lays down whatever quantity of goods he chooses to give for the sum received—a most profitable way of doing business for the merchant. Land of charity PP. 45-47. Such is the position of the Pulayan and of the other slave tribes—a scandle to the semicivilized Government

বল সেথা কি দেখিছ ?"

কহিলেন গুরু ;—

"দেখিতেছি, দেব ! এক বিশাল মন্দির ;
সন্ধ্যার আরতি এবে আরব্ধ তথায়।
ধূপ-গুগ্গুলের গন্ধ আমোদিছে পুরী ;
মধুর মৃদঙ্গ, বীণা, বাজে করতাল ;
বিগ্রহ শৃঙ্গারবেশে কিবা সুশোভিত ;
পূজকে, দর্শকে পূর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণ ;
পুলকে সহস্রকণ্ঠে উঠে হরিধ্বনি।
সুবেশা, সুরূপা কত রমণী তথায়
করিতেছে নৃত্যগীত ; কিবা তান, লয় !
কি মধুর রস গীতে ! মুগ্ধ শ্রোতৃগণ,
ফেলিছে প্রেমাশ্রুধারা ; ভাবাবেশে কেহ
নাচিতেছে বাহু তুলি'। সমাপ্ত আরতি ;
নিবিল আলোক। হায় ! একি দৃশ্য, দেব !
দর্শক, পূজক আর নর্ত্তকীর দল,
জোড়ে জোড়ে, অন্ধকারে মিলাইল কোথা।"*

---

of Travancore, and by no means honourable to the British Government of India, by which it is controlled.

Hindu Tribes and Castes by Rev. M. A. Sherring Vol. III. pp. 187-88

পুলেয়ার জাতির এই অবস্থা। In rank and habits the Pariahs are considered to be a shade lower than the Pulayans (Ibid p. 189) সুতরাং পারিয়াগণের অবস্থা অনুমেয় ; বর্ণনীয় নয়।

হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াও অন্ত্যজ জাতির হিন্দুরাজ্যে এই অবস্থা ; আর সুচতুর ইংরাজ-বীর ক্লাইভ তাহাদিগকে সেনাদলভুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। The Pariahs supplied a notable proportion of Clive's sepoys, and are, still enlisted in the Madras sappers and miners.

Encyclopaedia Britanica Vol. XX p. 802.

* ভারতবর্ষের বহু প্রধান দেবমন্দিরেই এক সময়ে দেবদাসীদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল।

কহিলা মহর্ষি ;—

"বৎস ! দেবদাসী এরা,

চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে সেবা দেবতার
ব্রত ইহাদের। কিন্তু পাপাসক্ত নর
ডুবিতেছে নিজে, আর ডুবাইছে এই
অভাগিনী নারীগণে। শাস্ত্র আমাদের
শিখায়েছে সুকঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম,
প্রতিপদে, প্রতিশ্বাসে, বাক্যে, কার্য্যে মনে ;
কিন্তু দেখ, পরিণাম কি হয়েছে তা'র।
নহে ধর্ম্ম ভাবোচ্ছ্বাসে, ইন্দ্রিয়রঞ্জনে ;
ধর্ম্ম আত্মত্যাগে, ধর্ম্ম সাধনে, সেবায়।
বল, এবে, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে তুমি
কি দেখিছ, বঙ্গ আর বিহারের মাঝে।"

বিষাদে কহিলা গুরু ;—

"কি বর্ণিব, দেব !

বিদরে হৃদয় খেদে ; দেখিতেছি আমি
সুপ্রশস্ত সঙ্ঘারাম ; অদূরে তাহার
দেখিতেছি শক্তিপীঠ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ,
গুপ্ত সিদ্ধিতরে, অই, বসেছে বিরলে
চণ্ডালকুমারী লয়ে ; করিছে মিশ্রিত,
কি বীভৎস ! বিষ্ঠা, মূত্র আহার্য্যের সনে।*

ফেরিস্তা বলেন (Vol. I p 74) সোমনাথ মন্দিরে ৫০০ দেবদাসী বা নর্ত্তকী ছিল। প্রাচীন শিলালিপি অবলম্বনে লিখিত মান্দ্রাজের সেন্‌সস্ রিপোর্টে (p. 141 for 1901) দেখা যায় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ মন্দিরে ৪০০ দেবদাসী ছিল। বিশ্বকোষে (৮ম ভাগ ৭২২ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে যে কামাখ্যার মন্দিরে ৫০০০ দেবদাসী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরে এখনও তাহারা বিরল হয় নাই।

* বৌদ্ধগণের ব্যবহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :—

অদূরে তা'দের অই, চক্র বিরচিয়া,
ভৈরব, ভৈরবীদল বসেছে গোপনে।
কি যে পূজা বিধি, দেব! না পারি বর্ণিতে; *

"অন্নং বা অথবা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।"
বিণ্মূত্র-মাংস যোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ।
বিণ্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভুতং।

এই ত গেল আহারের কথা। গুহ্য সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই, নহিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হইবে না। অন্য কথা বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়। * * তবে একটা কিছু না বলিলে নয়—তাই একটী নমুনা দিতেছি।

দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসনত্যাগ, মাল্যগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীত বাদিত্রাদিত্যাগ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোন কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার কর, যথেচ্ছাচার কর, যথেচ্ছাচার কর। অধঃপাতের আর বাকি কি?"

নারায়ণ; আশ্বিন ১৩২২

* এই পূজাবিধি-প্রসঙ্গে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন; "তন্ত্রের লতাসাধনাদি অধিকতর লজ্জাকর; পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করা কোনরূপেই শোভা পায় না।"

ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও সুরাপান কিরূপ প্রশ্রয়লাভ করিয়াছিল, বিভিন্ন তন্ত্র হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি তাহার সাক্ষ্য দিবে।

আগোমক্ত পতিঃ শম্ভু রাগমোক্ত পতির্গুরুঃ
স পতি কুলজায়াশ্চ ন পতিস্ত বিবাহিতঃ

নিরুত্তর তন্ত্র।

বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চ্চনে

নিরুত্তর তন্ত্র।

পূজাকালে চ দেবেশি! বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ

উত্তর-তন্ত্র।

মুখে সংপূর্য্য মদিরাং পায়য়ন্তিস্ত্রিয়ঃপুমান

কুলার্ণবতন্ত্র।

মত্তা স্বপুরুষং মত্বা কান্তান্তমবলম্ব্যতে।

কুলার্ণবতন্ত্র।

এই সকল তন্ত্রের ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কোন কোনটী মুসলমান অধিকারের পর প্রচলিত হইলেও তন্ত্রাচার যে তৎপূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইয়াছিল, শাস্ত্রে ও সাধারণ সাহিত্যে তাহার প্রমাণাভাব নাই। কোনও একটী অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত হইলে উত্তরকালে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়া ক্রমে গ্রন্থসন্নিবিষ্ট হয়। তন্ত্রাচারও তাহাই হইয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র কোন্‌টী কাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহা মীমাংসা-সাপেক্ষ।

নাহি লজ্জা, নাহি ভয়। অই অন্য দিকে
ঢালিতেছে সুরা কেহ কপাল ভরিয়া;
বীরাচারে কেহ, নরমুণ্ড ধৃত করে,
রক্তের তিলক ভালে, নাচিছে উল্লাসে। *
বুঝিয়াছি, দেব। তব কিবা অভিপ্রায়,
চাহিনা দেখিতে আর, বিদরে হৃদয়।"

কহিলা মহর্ষি;—

"বৎস! হয়োনা অধীর,
না চিনিলে রোগ বল কি দিবে ঔষধ?
আচারে রক্ষিত ধর্ম্ম এই শাস্ত্রবাণী;
অনাচারে, কদাচারে রক্ষিত তা' এবে।
না বিচারি' শাস্ত্র-মর্ম্ম, যুক্তি, উপদেশ
মতিভ্রান্ত, মোহাচ্ছন্ন আর্য্যসুতগণ
ভাবে মদ্যমাংসে মিলে মুক্তি মানবের।
স্বভাব-করুণদেব সহেন সতত
সেবকের অপরাধ, কিন্তু না সহেন
অধর্ম্ম, ধর্ম্মের নামে। আর্য্যসুতগণ
আচরিছে দেবদ্রোহ, না হ'বে মঙ্গল।

---

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ণাটদেশে গমন করিলে কাপালিকগণ তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহাদিগের বেশভূষা ও ব্যবহার এইরূপ বর্ণিত আছে:—

"কাপালিকদিগের প্রধান গুরু ক্রকচ আচার্য্যকে দেখিতে আসিল। ক্রকচের সর্ব্বাঙ্গ শ্মশান-ভস্মে পরিলিপ্ত; এক হস্তে নরকপাল, অপর হস্তে সুতীক্ষ শূল। সঙ্গে আত্মতুল্যবেশধারী অসংখ্য অনুচর। ক্রকচ সগর্ব্বে আচার্য্যকে বলিতে লাগিল; "সর্ব্বাঙ্গে শ্মশানভস্মলেপন অতি সৎকার্য্য। আমার হস্তস্থিত নরকপাল অতি পবিত্র। না জানিয়া তোমরা এ সকল ছাড়িয়া অপবিত্র মৃণ্ময় খর্পর (ভিক্ষাপাত্র) হস্তে বহন করিয়া থাক। তোমরা কপালী-ভৈরবের পূজা কেন কর না? সদ্যকৃত্য রুধিরাক্ত নরমুণ্ড দ্বারা ভৈরবের পূজা না করিলে তিনি কিরূপে তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন? কপালীভৈরব নিয়ত কমলনয়না উমার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। মদ্য দ্বারা পূজা না করিলে তিনি কিরূপে প্রসন্ন হইবেন?

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্করদর্শন ২য় ভাগ ১৮৪ পৃঃ

স্বদেশবৎসল তুমি, স্বধর্ম্ম-নিরত;
বুঝিতেছি প্রাণ তব হ'তেছে ব্যাকুল
উভয়ের দশা দেখি'; কিন্তু না হেরিয়া
কি করিবে? মর্ম্মদেশ বেদনয়ে যদি
স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব তবু উপযুক্ত নয়;
ক্লেশ যদি হয় তব শেষ দৃশ্য দেখ।"

কহিলেন গুরু;—

আমি দেখিতেছি, দেব!

শোভাময় দেশ এক সম্মুখে আমার,
পুষ্পিত কুসুমকুঞ্জে, চারু লতিকায়,
বিকচ কমলদলে, শ্যাম মহীরুহে
নন্দনকানন সম। বহে প্রবাহিণী
কল কল রবে অই; বিলাস-তরণী
শোভে কত নদী-বক্ষে পতাকাশোভিত।
দেখিতেছি নদীতটে রাজ-অন্তঃপুর,
রাজ্ঞী, রাজসুতাগণ বিরাজেন তথা।
কিন্তু একি, দেব! সেই শুদ্ধান্তের মাঝে *
গণিকা, পুনর্ভূ আর নাটকীয়া তরে,
শোভে গৃহ সারি সারি! রাজা, রাজসুত
রঙ্গরসে, হাস্যে রত তা' সবারে লয়ে।
অন্যদিকে, অন্তরালে, দেখিতেছি, আমি
মৃত্যু উদ্বন্ধনে কা'র (ও), কা'র (ও) শিরশ্ছেদে।
কি গভীর আর্ত্তনাদ বিদারে শ্রবণ;

---

* শুদ্ধান্ত—অন্তঃপুর। সাধারণতঃ রাজান্তঃপুরে চারিশ্রেণীর স্ত্রীলোক বাস করিতেন—রাজার পরিণীতা পত্নী বা মহিষী, পুনর্ভূ, বেশ্যা ও নাটকীয়া। ব্যাৎস্যায়ন বলেন, "যে বিধবা ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য বশতঃ গুণ ও ভোগসম্পন্ন পুরুষকে আশ্রয় করে সে পুনর্ভূ।"

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের সাহিত্যসংহিতায় লিখিত প্রবন্ধ।

অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দৃষ্টি নাহি চলে আর।”
কহিলা মহর্ষি!—
“বৎস! দেখিলে যে দেশ
কাশ্মীর উহার নাম; সৌন্দর্য্যে, শোভায়
অনুপম ধরামাঝে! কিন্তু পাপাচারে
নরক হইতে ঘৃণ্য। যে লালসা-বহ্নি
জ্বলিয়াছে, এক দিন, এ দেশের মাঝে,
কি ভীষণ! নাহি ভাষা পারি বর্ণিবারে।
বিমাতা, সোদরা, সুতা, স্নুষা, কুটুম্বিনী
পায় নাই রক্ষা তাহে।* কিন্তু কি বলিব,
শত রাজ-অন্তঃপুর আছে এ ভারতে
কলঙ্কিত এইরূপ। হেরিলে ত তুমি
ভারতের পূর্ব্বোত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম,
রাজ-অন্তপুর, তীর্থ, পীঠ, সঙ্ঘারাম,
বুঝ, বিচারিয়া মনে, কি দশা দেশের;
ধর্ম্মের কি গতি এবে, প্রবৃত্তি লোকের।
ধর্ম্মসংস্থাপক বিপ্র, রক্ষক ক্ষত্রিয়
ছিল এই আর্য্যভূমে। উভয়ের দশা

---

* কাশ্মীরের ইতিহাসলেখক কহ্লন ইহার প্রত্যেকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সকল মহাপাপের মূল বর্ণনা উদ্ধৃত করিবার স্থান এবং প্রবৃত্তি নাই। কৌতুহলী পাঠক রাজ-তরঙ্গিণীর ষষ্ঠতরঙ্গে ক্ষেমগুপ্তের ও সপ্তম তরঙ্গে কলশ ও ও তৎপুত্র হর্ষের এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গের ব্যবহার পাঠ করুন। সীতা, সাবিত্রীর দেশে নারীর কিরূপ পতন হইতে পারে, রাজ্ঞী দিদ্দার চরিত্রে তাহাও দেখিতে পাইবেন। প্রামাণিক ইতিহাস-লেখক বলেন:—

During the second half of the eleventh century, Kashmir, which has been generally unfortunate in its rulers, endured unspeakable miseries at the hands of the tyrants Kalasa and Harsha. The latter, who was evidently insane, imitated Sankarbarman in the practice of plundering temples, and rightly came to a miserable end. Few countries can rival the long Cashmir list of kings and queens who gloried in shameless lust, fiendish cruelty, and pitiless misrule.

V. Smith's Early History of India P. 375,

নিরখিলে ; পরিণাম করহ গণনা।
ব্যথিত হৃদয় তব, তা' না হ'লে আমি
দেখা'তাম, রাজকুল-দৃষ্টান্ত লক্ষিয়া,
মহামাত্র, সভাসদ, রাজকর্ম্মচারী
কি ভাবে যাপিছে দিন। ভাবে তা'রা মনে,
অনাথার, দরিদ্রার, সতীত্ব-রতন
মূল্যহীন, বাক্যমাত্রে লভ্য তাহাদের। *

---

* মধ্যযুগে ভারতের কি নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য, রুচিকর না হইলেও, আমি রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের পূর্ব্বোক্তপ্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

"বাৎস্যায়ন বলেন, গ্রামস্ত্রীগণ, এক গ্রামাধিপতির বা বহু গ্রামাধিপতির (অর্থাৎ যাঁহারা রাজার অধীনে এক বা বহু গ্রাম শাসন করেন, তাঁহাদিগের), যুবক পুত্রদিগের "বচনমাত্রসাধ্যা" অর্থাৎ ঐ সকল স্ত্রী বশ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। তাহারা প্রস্তাবমাত্রই সম্মতি দান করে। ঐ সকল স্ত্রীলোকেরা মহামাত্র-গৃহে বেগার খাটার জন্য সমবেত হয়, এইরূপে গবাধ্যক্ষের গোপস্ত্রীদিগের, সূত্রাধ্যক্ষের অনাথা, বিধবা প্রব্রাজিতাদিগের সহিত, পণ্যাধ্যক্ষের ক্রয় বিক্রয়কারিণী স্ত্রীদিগের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই রাজভবনে বিশেষ বিশেষ অধিকারে নিযুক্ত থাকিত ও ইহাদের অধীনে অনেক গ্রাম্য স্ত্রী কার্য্য করিত। সেই সুযোগে ঐ সকল কর্ম্মচারী স্ব স্ব লালসা চরিতার্থ করিতেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীগণ বোধ হয় তত সুখসাধ্য ছিল না। তাহাদের জন্য বিশিষ্ট উপায় অবলম্বিত হইত। উৎসব উপলক্ষে তাহারা রাজভবনে সমবেত হইত। রাজদাসী, যাহার উপর রাজার লক্ষ্য পড়িয়াছে রাজার যে তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিত। ইহাতেও যদি সে স্বীকৃত না হইত, তাহা হইলে, রাজা স্বয়ং আসিয়া তাহাকে নানা উপহারাদি দ্বারা বিসর্জ্জন করিতেন। কোন কোন স্থানে আবার মহামাত্রদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ব্যক্তি, অথবা যিনি রাজ্যমধ্যে একজন প্রধান পুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা যিনি স্বজাতি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত অথবা যিনি স্বজাতির উৎপীড়ন করিতে ইচ্ছুক, এরূপ ব্যক্তির স্ত্রীগণ, স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, রাজভবনে সমবেত হইয়া চরিত্র বিক্রয় করিত।

এ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন ব্যভিচারের কথা উক্ত হইয়াছে। ইহার উপর আবার প্রকাশ্য ব্যভিচার ছিল। দেশভেদে ঐ ব্যভিচার ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। অন্ধ্রদেশে জনপদ কন্যারা, বিবাহের পর দশম দিবসে, কিছু উপায়ন হস্তে করিয়া, রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিত ও উপভুক্ত হইয়া বিসৃষ্ট হইত। দক্ষিণাপথে বৎস ও গুল্মনামক সহোদরদ্বয় দ্বারা অধ্যাসিত দেশে মহামাত্র ও ঈশ্বরদিগের স্ত্রীগণ সেবার নিমিত্ত রাত্রিতে রাজার সহিত মিলিত হইত। বিদর্ভদেশে অন্তঃপুরিকাগণ প্রীতিচ্ছলে রূপবতী জনপদস্ত্রীদিগকে মাস বা মাসার্দ্ধ রাজভবনে বাস করাইত। অপরান্তদেশে [সহ্যাদ্রির সমীপবর্ত্তী পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ দেশে, কঙ্কন প্রদেশে] লোকে নিজ ভার্য্যাগণকে মহামাত্র ও রাজগণের নিকট প্রীতিদানস্বরূপ উপহার প্রদান করিত। সৌরাষ্ট্র দেশে নগর ও জনপদ স্ত্রীরা দলে দলে রাজকুলে প্রবেশ করিত।

সাহিত্য-সংহিতা ; বৈশাখ ১৩২১।

ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যে, গুপ্ত, ব্যক্ত ব্যভিচারে
সারশূন্য হইয়াছে আর্য্যসুতগণ।
দশ হ'তে দুইবার লহ যদি পাঁচ
কিবা রহে শূন্য বিনা ? মানব হইতে
যায় যদি নীতি, ধর্ম্ম কিবা রহে তা'র ?
উপেক্ষিত, অশিক্ষিত হীনবর্ণ হেথা,
পরিণাম, হিতাহিত না পারে বুঝিতে ;
হারাইয়া জাতিগত মর্য্যাদা, সম্মান
আছে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ। উচ্চবর্ণ যা'রা,
কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, শত সম্প্রদায়ে
বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, নাহি প্রেম পরস্পরে,
জাতিগর্ব্বে, জাতিবৈরে, ইন্দ্রিয়জ সুখে
নয়ন থাকিতে অন্ধ। শক্তিস্বরূপিণী
নারী হেথা উপেক্ষিতা। হিরণ্ময়ী সীতা
সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করিলা যথায়,
মিটাইতে ভোগ-তৃষা এক পুরুষের
শত পত্নী, উপপত্নী নিয়োজিতা তথা। *

বাৎস্যায়ন পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বকালবর্ত্তী এবং কল্‌হন তাঁহার প্রায় সমকালবর্ত্তী অবস্থা (১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) বিবৃত করিয়াছেন। উত্তরকালবর্ত্তী অবস্থা আমাদের সুবিদিত। এই দীর্ঘকালব্যাপী নৈতিক পতন যে রাজনৈতিক পতনের অন্যতম কারণ, তাহা বলা অতিরিক্ত।

* এই বহুপত্নীকতা উত্তরকালে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা ধারণার অতীত। অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহের যে পনর শত বিবাহিত স্ত্রী ছিল, তাহা সুপরিচিত। বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের পত্নীগণ সম্বন্ধে ইতালি দেশীয় ভ্রমণকারী নিকোলো কোন্তি Niccolo dei Conti ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

The inhabitants of this region (Vijaynagar) marry as many wives as they please, who are burnt with their dead husbands Their king is more powerful than all the other kings of India. He takes to himself 12000 wives of whom 4000 follow him on foot wherever he may go, and are employed, solely, in the service of the kitchen. A like number, more handsomely equipped, ride on horse-back. The

বুঝ পরিণাম তা'র ; বীরেন্দ্র দাহির,
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে বিসর্জ্জিলা প্রাণ ;
তাঁর পত্নী লাদি জয়ী কাসিমের পদে
অর্পিলা সতীত্ব-রত্ন। উচাগড়-রাণী,
ঘোরীর কুহকে ভুলি', বধিলা পতিরে। *
প্রতি রাজগৃহে জ্বলে সপত্নী-বিদ্বেষ,
ভ্রাতৃভেদ, পিতৃদ্রোহ। বল, বৎস ! তুমি
কেমনে কল্যাণ তবে হ'বে এ দেশের ?
জ্ঞানী তুমি, অনায়াসে পারিবে বুঝিতে,
ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের ;
রহি' অন্তরালে তা'র শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত।
কদাচারে, পাপাচারে সন্ধুক্ষিত যথা
বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ, জানিও তথায়
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান।
স্বজাতিবৎসল তুমি ; হৃদয় তোমার
হই'ছে ব্যথিত শুনি' নিন্দা স্বজাতির।

---

remainder are carried by men in litters of whom 2000 or 3000 are selected as his wives on condition that at his death they should voluntarily burn themselves with him, which is considered to be a great honour for them.

R. Sewell. A Forgotten Empire Vijaynagar p 84.

বিজয় নগরের অপর এক রাজা অচ্যুতরায় সম্বন্ধে ফর্ণাও নিউনিয Firnao Nuniz নামে একজন বৈদেশিক এইরূপ বলেন ;—

He had five hundred wives and as many less or more as he wants, with whom he sleeps ; and all of these burn themselves at his death.

Ibid p, 370.

বহু পত্নীকতা প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিরল নয় ; কিন্তু তাহার এরূপ প্রাবল্য আর কোথাও ঘটে নাই।

* ভিন্ন ভিন্ন সর্গের পাদটীকা দেখুন।

কিন্তু যদি নিরপেক্ষ না কর বিচার
জাতিগত দোষ হ'বে শোধিত কেমনে ?
নিরখিলে বর্ত্তমান, স্মরহ অতীত ;
দেখ ভাবি' হতশেষ অনার্য্য-সন্তানে
কে বাঁধিল হীনতার দুর্ম্মোচ্য শৃঙ্খলে
অযাজ্য, অস্পৃশ্য করি' ? অসংখ্য মানবে
অবজ্ঞায়, ঔদাসীন্যে কে রাখিল হেন
পঙ্গু-মূক-জড়-প্রায়, বাঁধি' জ্ঞানসীমা
মুষ্টিমেয় নরমাঝে ? নিরুত্তর তা'রা
আহ্বানে তোমার, নাহি বুঝে ধর্ম্ম, দেশ ;
কি বিস্ময় মৃত জন র'বে স্পন্দহীন !
বল তুমি, বিচারিয়া, বীরত্বাভিমানে,
রাজসূয়ে, অশ্বমেধে, স্বয়ংবরকালে,
অকারণে, সর্ব্বধ্বংসী বিগ্রহ-অনল
জ্বালিয়াছে কা'রা হেন ? যুগ যুগ কাল
যে দারুণ দ্বেষানল জ্বলিয়াছে প্রাণে,
কেমনে সহসা তাহা হ'বে নির্ব্বাপিত ?
সত্য বটে, এ ভারত ছিল, একদিন,
গুণে, জ্ঞানে অদ্বিতীয় ; কিন্তু অভ্যন্তরে
বহু মহাপাপ-বীজ ছিল লুক্কায়িত।
বিরচি' কুসুমোদ্যান গৃহস্থ যদ্যপি
কণ্টকীগুল্মের বীজ রাখেন প্রমাদে,
কে না জানে, পরিণামে, পুত্র, পৌত্র তাঁ'র
ক্ষতপদ, শোণিতাক্ত হইবে কণ্টকে !
জাতিগত কর্ম্মফল, পাপপুণ্যময়,
হইবে ভুঞ্জিতে, তা'র না হবে অন্যথা ;

পুণ্যে স্থিতি, পাপে ধ্বংস বিধি বিধাতার।
গিরিগর্ভে বিন্দু বিন্দু, বহু বর্ষাবধি,
সঞ্চিত সলিল, যবে, তুষার আকারে
হয় পরিণত শৈত্যে, বিদরে পাষাণ ;
মহা শব্দে পূরি' দেশ, কাঁপাইয়া ধরা,
পড়ে গিরি ভগ্ন হ'য়ে। যুগযুগাবধি
যে পাতক, যে প্রমাদ হয়েছে সঞ্চিত
এ ভারতে, ফলে তা'র সাম্রাজ্য হিন্দুর
কে জানে পড়িবে কবে শত খণ্ড হয়ে।
নির্ব্বেদ, নৈরাশ্য কিন্তু আনিও না মনে ;
আছে পাপ সত্য ; কিন্তু পায় নাই লোপ
পুণ্য এ ভারত হ'তে। সাধু, সাধ্বী কত,
তীর্থে, তপোবনে, গৃহে, রাজসভামাঝে,
এখন(ও) নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধিছেন হেথা।
এখনও পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তার সম
জন্মিতেছে রাজা, রাণী ; তোমার সদৃশ
জন্মিতেছে বিপ্র। বৎস! বিশ্বপাতা যিনি
ন্যায়বান, দয়াময়। একাধারে তিনি
শাস্তিদাতা, পরিত্রাতা। সুনিয়মে তাঁ'র
না ঘটে অনন্ত শাস্তি সান্ত পাপ তরে।
আছে প্রায়শ্চিত্ত আর্য্যশাস্ত্রের বিধান,
পাপ অনুসারে, বৎস! রাখিও স্মরণে,
সুদীর্ঘ সঞ্চিত এই মহাপাপরাশি,
জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, কভু না পাইবে ক্ষয়
তুষানল বিনা। যা'বে চলি' বহু যুগ ;
বহু অন্তর্দ্দাহ, বহু মর্ম্মনিকৃন্তন

ঘটিবে ; উঠিবে বহু 'ত্রাহি ত্রাহি' ধ্বনি।
গুণে, জ্ঞানে ভারতের শ্রেষ্ঠ নরনারী,
যুগে যুগে, বলিরূপে দিবে শির পাতি',
তবে হ'বে প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু যেই ক্ষণে
হ'বে শুদ্ধ, পাপমুক্ত আর্য্যসুতগণ,
আবার নূতন সৃষ্টি ঘটিবে এদেশে।
রণক্ষেত্রে ভারতের না হ'বে উদ্ধার,
নিশ্চিত জানিও, বৎস! আর্য্য-সুতগণ,
লভি' নব শিক্ষা, দীক্ষা, বুঝিবে যে দিন
অন্ত্যজ অন্ত্যজ নয়, সৃষ্ট বিধাতার,
নররূপী নারায়ণ ; তা'দেরও অন্তরে
আছে সুখ-দুঃখ-মান-অপমান-বোধ,
জ্ঞানধর্ম্ম লাভে আছে তুল্য অধিকার ;
বুঝিবে যে দিন নারী ভোগ্যামাত্র নয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সহায়, সঙ্গিনী ;
বুঝিবে যে দিন ধর্ম্ম লভ্য সাধনায়,
নহে বাহ্য অনুষ্ঠানে, নহে জাতি-গুণে ;
সে দিন এ ভারতের হ'বে নবোত্থান।
বিধির বিধান বলে নব হিন্দুজাতি,
উদার স্বধর্ম্মপ্রেমী, স্বদেশবৎসল,
নবোৎসাহে দীপ্ত, নব মন্ত্রে সুদীক্ষিত,
হ'বে হেথা সমুদ্ভূত। সে জাতির মাঝে
ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রণবীর কত
জন্মিবে আবার ; পুনঃ শৌর্য্যে, জ্ঞানে, প্রেমে
বিভাসিত বৈজয়ন্তী উড়িবে গৌরবে,
হিমাচলশিরে। সেই বৈজয়ন্তীতলে

পৃথিবীর কত জাতি নত হ'বে আসি'
ভক্তিশ্রদ্ধাবশে। দীর্ঘ ত্রিযামার শেষে,
সূচীভেদ্য তম এই করি নিরাকৃত,
উদিবে তরুণ রবি ভারত-আকাশে,
যথা দিনমণি, এবে, পূর্ব্বাচল-ভালে,
হই'ছেন সমুদিত ;—চলিলাম আমি।"
হেরিলেন তুঙ্গাচার্য্য, ত্যজি' ভূমিতল,
উঠি' সে পুরুষবর নীলাম্বর-পথে
অদৃশ্য হইলা ক্রমে ; ক্ষীণরশ্মি যত
তারাদল, একে একে, মিলাইল সাথে।
সুপ্তোত্থিত রাজগুরু, উন্মীলি' নয়ন,
দেখিলেন রবিকর, মহীরুহ-শির
করি' আরঞ্জিত, করি' মুকুতা-ভূষিত
দূর্ব্বাদল, উজলিছে সুনীল আকাশ।
ভাবিলেন গুরু, এ কি নিশার স্বপন,
অথবা মহর্ষি, সত্য হয়ে আবির্ভূত,
দেখাইলা স্বপ্নচ্ছলে দশা ভারতের।
স্বপ্ন হ'ক, সত্য হ'ক, কর্ত্তব্য আপন
সাধিব ; বিধাতঃ! বিশ্বে ফলদাতা তুমি।
"নমঃ সূর্য্য নারায়ণ" ! বলি' ভক্তিভরে
প্রণমি' চলিলা গুরু স্নান-অভিলাষে।

অষ্টাদশ সর্গ।

আবার তুরুক-সেনা
পশিয়াছে আর্য্যাবর্ত্তে,
দেশে, দেশে হয়েছে প্রচার;

মাতিয়া সমররঙ্গে
সাজিছে চৌহানদল,
রাজার আদেশে পুনর্ব্বার।

বাজিছে সমর-বাদ্য,
ধাইছে পদাতি, সাদী,
মদগর্ব্বে ধায় গজবর;

অস্ত্রাগার হ'তে পুনঃ
রাজপুত যোদ্ধা যত
বাহির করি'ছে ধনুঃশর।

অযুত সৈনিক ল'য়ে,
সমর্ষি, আসিয়া পুনঃ,
বসেছেন যমুনার তীরে;

কভু ব্যঙ্গে, উপহাসে,
কভু পরামর্শ-দানে
তুষিছেন পৃথ্বীরাজবীরে।

আবার আসিছে তুর্ক,
শুনি' দিল্লীবাসী যত
এই কথা কহে পরস্পর;—

"লাঙ্গুলে আঘাত করি,'
চূর্ণ না করিয়া শির,
ছাড়িতে কি আছে বিষধর?

গোবিন্দ ঘোরীরে যদি
বধিতেন সেই দিন,
তা' হলে কি ঘটিত এমন ?

গেল প্রাণভিক্ষা লয়ে,
আবার আসিছে সাজি',
ক্ষত্রধর্ম্ম কি বুঝে যবন ?

এবার পা'বেন শিক্ষা,
না হ'বে ফিরিতে দেশে,
থাকিবেন সরস্বতী-তীরে ;

মুক্তি হ'বে ম্লেচ্ছজন্মে,
হয় যদি অস্থিগুলি
ধৌত সেথা পূত নদী-নীরে।"

শুনি' কহে অন্য কেহ ;—
"কুটিল, কপটী তুর্ক,
শুনিয়াছি, পটু মায়া-রণে ;

লভি' শাস্তি নিদারুণ,
আসিছে যখন পুনঃ,
অভিসন্ধি আছে কিছু মনে।

দুর্ম্মতি রাঠোর-ভূপ,
কাপুরুষ জম্মুপতি
দিবে নিজ নিজ সেনাবল" ;

অন্য কহে ;—"গজরাজ
না ডরে, যদ্যপি মিলে
মূষিক-শশক-ভেকদল।"

সাধারণ লোক যত
এইরূপ নানা কথা
　　আলোচনা করে পরস্পর ;
উদ্বিগ্ন সমর্ষি, কিন্তু,
চিন্তাযুক্ত পৃথ্বীরাজ,
　　বিচারেন দুই বীরবর।

প্রবীণ সৈনিক বহু
মরেছে প্রথম যুদ্ধে,
　　নবাগত এই সৈন্যগণ
এখনও অশিক্ষিত ;
না জানি কি করে, শেষে,
　　হয় ত করিবে পলায়ন।

তবরহিন্দের যুদ্ধে,
বর্ষব্যাপী অবরোধে,
　　বহু বীর পাইয়াছে ক্ষয় ;
কে জানিত কুজ্ঝটিকা
না হইতে অন্তর্হিত,
　　গগনে হইবে মেঘোদয়।

অরক্ষিতা বুঝি' পুরী,
রাঠোর যদ্যপি আসি,'
　　রাজধানী করে আক্রমণ,
হ'বে মহা পরমাদ ;
রাখিতে হইবে তথা
　　রক্ষা হেতু শ্রেষ্ঠ সেনাগণ।

তারাগড়-অবরোধে
তুরুক্ সুদৃঢ়মতি,
চর এক এনেছে বারতা;

মন্ত্রণা হয়েছে স্থির,
খাদ্য, অস্ত্র, বীর যোদ্ধা
রাখিতে হইবে বহু তথা;

বিভাগ করিলে হেন
সেনাসংখ্যা পা'বে হ্রাস,
না থাকিবে উপযুক্ত বল,

রোধিতে তুরুকগণে;
অথচ উপায় নাই;
চিত্ত, তা'ই, দোঁহার চঞ্চল; *

---

* কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক স্বীকার না করিলেও, পৃথ্বীরাজ যে উপযুক্ত আয়োজন করিতে পারেন নাই, আবুলফাজল তাঁহার আকবরনামায় তাহার উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন।

"Prithwiraj," says Abul Fazal, "hurriedly collected together only a small number of troops and with these he marched out to attack the Sultan. But the heroes of Hindustan had all perished in the manner described above, besides Jaichand who had been his ally was now in league with his enemy. Another of his Vassals the Haoli Rao -Hamir turned traitor and joined the Sultan. Prithwiraj was defeated and taken prisoner and was killed."

Ajmer Historical and Descriptive pp. 155-56.

ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও এই মতের সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন:—

These Rajput states formed the natural breakwaters against invaders from the north-west. But their feuds are said to have left the king of Delhi and Ajmer, then united under one Chauhan Overlord, only sixty-four out of his one hundred and eight warrior-chiefs.

Hunter's Indian Empire p. 229.

তারাগড় দুর্গদ্বার
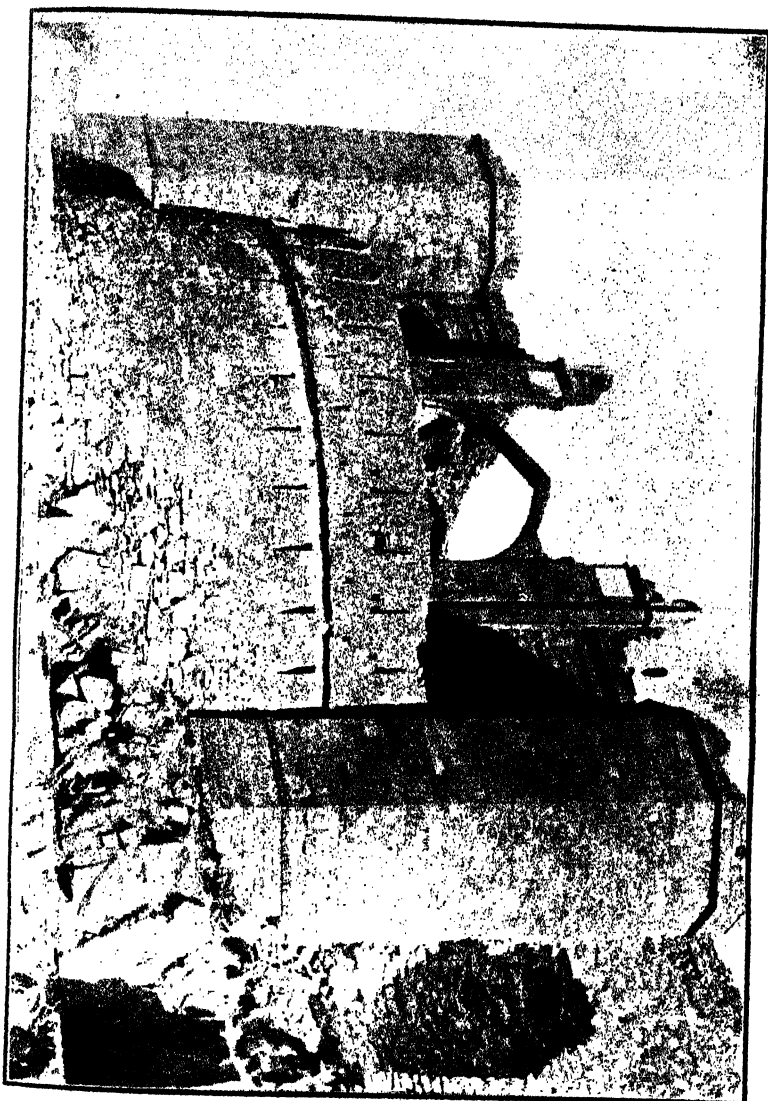
কর্ত্তব্য-সাধনে তবু
নৃপতি ঔদাস্যহীন,
দিবানিশি রত আয়োজনে ;

আক্রমণ, আত্মরক্ষা
এবার কি শ্রেয় যুদ্ধে,
সদা যুক্তি গোবিন্দেব সনে।

নীরব সঙ্গীতশালা,
দীপহীন ক্রীড়াগার,
রুদ্ধদ্বার রাজ-উপবন ;

মন্ত্রগৃহে, অস্ত্রশালে,
সৈনিক-শিবিরে ভূপ
নিরন্তর করেন যাপন।

গোবিন্দ, উদ্বেগ-শূন্য,
কহেন ;—"কি চিন্তা, দাদা।
আশীর্ব্বাদে জিনিব সমর ;

বুঝিয়াছে তুর্করাজ,
এবার না পা'বে ক্ষমা,
সহসা না হ'বে অগ্রসর।"

অন্তঃপুরে নারীগণ
কহেন আনন্দে সবে ;—
"আবার হইবে নৃত্য, গীত ;

হ'বে হোম, বেদপাঠ,
শতাষ্ট মহিষবলি,
রাজপুরী হ'বে সুসজ্জিত।"

সংযুক্তার মনে, শুধু,
কি যেন বিষাদচ্ছায়া
পড়িয়াছে অতি সুগভীর ;
নিদ্রিত পতিবে হেরি'
চমকি' উঠেন সতী,
আঁখি মাঝে দেখা দেয় নীর।
দুঃস্বপ্ন হেরিয়া কভু
অনিদ্রায় শয্যা'পরে
রজনী করেন অবসান ;
দেবশিরে অর্ঘ্য দিতে
কাঁপি' যেন উঠে বুক,
কর তাঁ'র হয় কম্পমান।
আঁধার নিশীথে যবে
পুরবাসী নর, নারী
শয্যা'পরে নিদ্রা যায় সুখে ;
চকিতা পেচকরবে
সংযুক্তা রহেন জাগি',
বাম হস্ত চাপি' নিজ বুকে।
কভু অমানিশাকালে,
সিক্তবস্ত্রে, একাকিনী,
মুক্ত করি' কবরীবন্ধন,
লয়ে সচন্দন জবা,
বসি' তারাপীঠতলে, *
পতিপ্রাণা করেন অর্পণ।

* প্রবাদ এই যে, রায় পিঃথোরার মৃত্তিকা খনন কালে, এই তারাপীঠ আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; কিন্তু পাছে তাহা হিন্দুরা তীর্থ করিয়া তুলেন এবং সেই লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হয়, এই ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত রাখিয়াছেন।

প্রণমি' দেবীর পদে
করজোড়ে ক'ন সতী,
আঁখি দু'টী ঝরে অবিরল ;—

"লহ, মা! জীবন মম,
দাসীরে প্রসন্না হও,
প্রাণেশের কর, মা! মঙ্গল।"

অন্তরে উৎসাহশূন্যা ;
কিন্তু পুরনারী সবে
হেরে তাঁ'রে প্রফুল্লবদনা :

নিযুক্তা আপন কার্য্যে,
পরিজনসেবারতা,
রঙ্গরসে, কৌতুকে মগনা।

বিরলে পতির সনে
তুর্কের সমর-প্রথা
সংযুক্তা করেন আলাপন ;

উদ্বেগ, আশঙ্কা চাপি',
গুছায়ে রাখেন অস্ত্র,
শূল, বাণ, অসি, শরাসন।

কাতরা হইয়া কভু
জিজ্ঞাসেন পৃথ্বীরাজে,
"তুরুক কি যুঝিবে নিশ্চয় ?"

হাসি ক'ন বীরবর ;—
"কি চিন্তা যদ্যপি যুঝে ?
বিজিত শত্রুরে কেন ভয় ?"

"এবার কপট যুদ্ধ
করিবে মায়াবী তুর্ক,
জনশ্রুতি উঠেছে নগরে ;"

শুনি ক'ন নৃপমণি ;--
"বীর-সিংহ তুর্করাজ,
ফেরুলীলা সিংহ না আচরে।" *

সজল নয়নে, কভু,
ধরিয়া পতির কর,
সংযুক্তা করেন নিবেদন ;—

"কাল নিশা-শেষে, নাথ।
ফিরি' তারাপীঠ হ'তে
হেরিয়াছি অদ্ভুত স্বপন।

শ্যামল সুন্দর বন,
কুসুমিত তরুপূর্ণ,
মুখরিত কলকণ্ঠস্বরে ;

ময়ূর, ময়ূরী কত
বসি' কদম্বের শাখে,
দোলে লতা সমীরণভরে।

---

* এই উদারতা ও শত্রুর ব্যবহার সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধচিত্ততা, কোন কোন স্থলে, হিন্দুর পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে নাই, এই বিশ্বাসে অনেকে মুসলমানের অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন বলেন ;—It was probably owing to the natural indolence of the Rajputs and their deeming it dishonourable to attack each other without warning that the Musalman invader so often found them unprepared for defence.

Elphinstone's History of India pp. 386-87.

ঝ'রি' ঝ'র ঝ'র নাদে
সেথা নির্ঝরিণী এক
স্বজিয়াছে বাপী সুবিমল ;

শ্বেত শতদল কত
শোভা পায় নীল জলে,
খেলে মাঝে হংস-হংসী-দল।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গী রূপে
আমরা সে বনে যেন
করিতেছি আনন্দে বিহার ;

অকস্মাৎ কোথা হ'তে
লোলজিহ্ব দাবানল
উঠিল তথায় দুর্নিবার।

ব্যাকুল, সন্ত্রস্ত চিতে
ধাইল কতই প্রাণী,
ভস্ম হ'ল তরু-লতাদল ;

প্রসারিয়া ধূমশিখা,
সঘনে গর্জ্জন করি,
আমা দোঁহে বেড়িল অনল।

পরস্পর মুখ চাহি'
দাঁড়ায়ে রহিনু মোরা,
ভস্মশেষ হইনু দুজনে।

সেই দাবানল-বেশে
আসি'ছে তুরুক এবে,
নাথ! মোর জ্ঞান হয় মনে।"

"নহে অসম্ভব ; প্রিয়ে !"
উত্তরিলা পৃথ্বীরাজ ;—
"ভবিতব্য লঙ্ঘে শক্তি কা'র ?

কর্ত্তব্য মোদের যাহা
এস সাধি প্রাণপণে,
ঘটুক যা' থাকে ঘটিবার।"

এইরূপ নানা কথা
পতি, পত্নী, দোঁহে মিলি',
আলোচনা করেন সতত ;

কভু নবগ্রহ-পূজা,
কভু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন
সংযুক্তা করান অবিরত।

জ্যোতিষী গণিলা দিন,
এক সাথে দুইজনে
পূজা দিতে যা'ন দেবালয়ে ;

সহসা হুঁছট লাগি'
ভূতলে পড়েন সতী,
পূজাদ্রব্য পড়ে ভ্রষ্ট হয়ে।

পতিরে চিন্তিত হেরি'
সংযুক্তা বুঝায়ে ক'ন,
"উদ্বেগের না হেরি কারণ ;

শুনিয়াছি শুভদিন
প্রহর অবধি আছে,
এখন (ই) করিব আয়োজন।"

পূজাশেষে পতিপ্রাণা,
অন্তঃপুর মাঝে গিয়া,
পতিরে সাজান সযতনে ;

কিন্তু, অন্যমনা হ’য়ে,
দক্ষিণে বাঁধেন অসি,
বামে না বাঁধিয়া শরাসনে।

বর্ম্ম বাঁধিবার কালে
অঙ্গুলি কাঁপিয়া উঠে,
গ্রন্থিগুলি হয় শিথিলিত ;

কণ্ঠে পরাইতে মালা
সূত্র তা’র যায় ছিঁড়ি’,
খসি’ ফুল হয় ভূপতিত।

তথাপি ধৈরয ধরি,
পতিরে সাজায়ে সতী,
প্রাণভরি’, করেন দর্শন ;

সে প্রসন্ন বীরমূর্ত্তি
নিরখি’ সতীর নেত্রে
আনন্দের ঝরে প্রস্রবণ।

প্রসারিয়া বাহু দু’টী
পতিরে জড়ায়ে ধরি’
সংযুক্তা কহেন ;—“প্রাণেশ্বর !

এসো যুদ্ধে জয়ী হয়ে,
করুন্ তোমারে রক্ষা
চক্রপাণি দেব গদাধর।

সংযুক্তার ভাগ্যদোষে
ঘটে যদি অমঙ্গল,
হেথা আর দেখা নাহি হয়,

অই সূর্য্যলোকে গিয়া
মিলিব আবার দোঁহে,
বিচ্ছেদ যেখানে নাহি রয়।"*

সাশ্রুনেত্রে বীরবর
প্রিয়ারে, হৃদয়ে ধরি',
প্রেমভরে করেন চুম্বন ;

যাত্রার দামামাধ্বনি
বাজি' উঠে হেন কালে,
শুনি', দ্বারে করেন গমন।

গজে আরোহণ করি,'
গোবিন্দ, সমর্ষি সহ,
প্রস্থান করেন তরায়ণে ;

সরস্বতী দুই পারে,
হেরেন উভয় দল
নিয়োজিত ব্যূহ-সংগঠনে।

---

* এই শেষ বিদায় সম্বন্ধে টড্ পৃথ্বীরাজরাসো অবলম্বনে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

The army having assembled and all being prepared to march agains the Islamite, in the last great battle which subjugated India, the fai Sanjukta armed her lord for the encounter. * * * The sound of the drun reached the ear of the Chouhan : it was a death-knell on that of Sanjukta and as he left her to head Delhi's heroes, she vowed that henceforwarc water only should sustain her. "I shall see him again in the region o Surya, but never more in Yoginipur" (Delhi).

Tod Vol. I pp. 658-59.

সায়াহ্নে শিবির মাঝে
বসেছেন পৃথ্বীরাজ,
সমর্ষি, গোবিন্দ দুই ধারে ;

সামন্ত-নৃপতি যত
উপবিষ্ট চারি দিকে,
রক্ষিগণ দাঁড়াইয়া দ্বারে।

কিরূপে হইবে যুদ্ধ,
কোথা র'বে কোন্ দল,
আলোচনা হয় পরস্পর ;

হেন কালে রক্ষী এক
সম্ভ্রমে কহিলা ভূপে ;—
"দ্বারে যবনের অনুচর।

পত্রের উত্তর এই
পাঠায়েছে তুর্করাজ,"
এত বলি' পত্র দিল করে ;

সমর্ষি সে পত্র লয়ে,
পাঠ করি' নিজ মনে,
শুনাইলা পরে নৃপবরে।

লিখেছে তুরুক-পতি ;—
'আমি সেনাপতি মাত্র,
প্রভু মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর ;

তাঁহার(ই) আদেশ বহি,'
রাজসেনাগণে লয়ে,
আসিয়াছি ভারত ভিতর।

যাহে তাঁ'র হয় হিত
তাহাই কর্ত্তব্য মম,
তা'ই আমি করিব সাধন ;

অনুমতি বিনা তাঁ'র,
ত্যজি' এই অভিযান,
না পারি ফিরিতে কদাচন।

লভিব সন্তোষ আমি,
যদি উভয়ের মাঝে
কিছু দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত রয় ;

জানাইয়া নিজ ভূপে
ফিরিয়া যাইব চলি,'
অনুমতি যদি তাঁ'র হয়'। *

---

* মহম্মদঘোরীর পত্র এই :—

I have marched into India at the command of my brother, whose general only I am. Both honour and duty bind me to exert myself to the utmost in his service. I cannot retreat, therefore, without orders. But I shall be glad to obtain a truce till he is informed of the situation of affairs and till I have received his answer.

Briggs' Ferista. Vol. I. P. 176.

এই পত্র ও তাহা প্রেরণের পর অতর্কিত আক্রমণ সম্বন্ধে তাজুল মহসির প্রণেতা হাসন নিজামী এইরূপ লিখিয়াছেন :—

The Sultan, in order to deceive him (Rai Pithora) and throw him off his guard, replied : It is by command of my brother, my Sovereign, that I come here and endure trouble and pain ; give me a sufficient time that I may despatch an intelligent person to my brother to represent to him an account of thy power and that I may obtain his permission to conclude a peace with thee * * The leaders of the infidel forces, from this reply, accounted the army of Islam as of little consequence and without any care or concern, fell into the slumber of remissness. That same night the Sultan made his preparations for battle, and after the dawn of the morning when the Rajputs had left their camp for the purpose of obeying the calls of nature and for the purpose of performing

সমাপ্ত হইল পাঠ ;
সমর্ষি কহিলা ভূপে ;
"বিবেচনা করি' দেখ, ভাই !

নহে এ সরল লিপি,
অভিসন্ধি আছে কিছু,
তুর্কেরে বিশ্বাস মোর নাই।"

গোবিন্দ কহেন শুনি' ;—
"কি করিতে পারে তুর্ক ?
পূর্ব্ব যুদ্ধে বুঝিয়াছি বল ;

চাহে সন্ধি কয় দিন,
কি ক্ষতি মোদের তাহে ?
বিশ্রাম করুক সেনাদল।

মোদের সগর্ব্ব লিপি
হয় নাই বৃথা, হের,
তুর্কদল পাইয়াছে ভয় ;

অসম্পূর্ণ আয়োজন
লইব সম্পূর্ণ করি',
পক্ষমাত্র পাইলে সময়।

---

their ablusions, he entered the plain with his rank marshalled. Although the unbelievers were amazed and confounded, still, in the best manner, they stood to fight and sustained a complete overthrow. Khandirao (the Gobinda Rai of our author) and a great number besides of the Rais of Hind were killed and Pithora Rai was taken prisoner within the limits of Sursuti, and put to death.

The Tabakat-i-Nasiri Foot note P. 466.

কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র
পাঠায়েছে নিজ সেনা,
জম্মুরাজ এসেছে সদলে ;

আমাদের বন্ধু যা'রা
এখনও অনাগত,
অচিরাৎ আসিবে সকলে।

সুদূর তুর্কের রাজ্য,
খাদ্য, অস্ত্র, নব সৈন্য
না পাইবে আর তুর্কপতি ;

স্বদেশ, স্বজাতি মাঝে
আমাদের বলবৃদ্ধি
হ'বে ; আমি নাহি দেখি ক্ষতি।"

সৈন্যাধ্যক্ষ একজন,
উভয়ের কথা শুনি'
হেনকালে করে নিবেদন ;—

"যে দিন হইতে মোরা
আসিয়াছি তরায়ণে,
সঙ্গে ফিরে নারী এক জন।

বিকটা, বিকৃতবেশা,
নৃমুণ্ডে কন্দুক খেলে,
অস্থিমাল্য পরিহিত গলে ;

ডাকিয়া সৈনিকগণে,
তর্জ্জন গর্জ্জন করি,'
নানা অমঙ্গল কথা বলে।

কহে ;—'তোরা কেন এলি ?
জানিস্ না শনি বাম ?
যা'বে রাজ্য, মরিবে চৌহান' ;

কেহ যদি কহে কিছু,
ধায় চিতাকাষ্ঠ লয়ে,
শক্তি তা'র হস্তিনী সমান।

শুনি, সে পিশাচমন্ত্রে
করিয়াছে সিদ্ধিলাভ,
সুনিপুণা শবসাধনায় ;

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে
অব্যাহত গতি তা'র,
ভূত, ভাবী দেখিবারে পায়।

অমঙ্গল বাক্যে তা'র
সন্ত্রস্ত সৈনিক বহু,
মহারাজ! চাহে অনুমতি ;

নিজ নিজ দলে সবে
পূজিবে দক্ষিণাকালী,
প্রীত যাহে শনি গ্রহপতি।" *

শুনি ক'ন পৃথ্বীরাজ ;—
"আপত্তি না হেরি আমি,
সন্ধি মাগিয়াছে তুর্করাজ ;

---

* শনিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দক্ষিণাকালী। অতএব কালী পূজা করিলে শুভ হয়।
বিশ্বকোষ ২০ ভাগ ১৮৩ পৃষ্ঠা।

থাকে দুষ্ট অভিসন্ধি,
যা' হয় করিবে পরে;
নিঃসন্দেহ, করিবে না আজ।

অই দূরে তুরুকের
শিবিরে জ্বলিছে আলো, *
স্তব্ধ, স্থির আছে সর্ব্বজন;

আক্রমণে অভিপ্রায়
থাকিত যদ্যপি মনে,
ঘুরিত, ফিরিত সৈন্যগণ।"

দূতে ডাকাইয়া ভূপ
কহিলেন;—"বল গিয়া
যতদিন না আসে উত্তর,

থাকুন নিশ্চিন্ত তিনি,
করিব না আক্রমণ"
শুনি', চলি' গেল তুর্কচর।

সম্ভবতঃ এইরূপ পূজানুষ্ঠানকেই মুসলমান ঐতিহাসিক the enemy spent the night in riot and revelry" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Brigg's Ferista Vol. I. P. 176.

* আলোক প্রজ্বলিত রাখিয়া হিন্দু সেনাদিগকে বিভ্রান্ত করা সম্বন্ধে কোন মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন।

At night he (Mahammad Ghory) directed a party of soldiers to remain in the camp and keep fires burning, all the night, so that the enemy might suppose it to be their camping ground. The Sultan then marched off in another direction with the main body of his army. The infidels saw the fires and felt assured of their adversaries being there encamped. The Sultan marched all night and got in the rear of kola (Rai Pithora). At dawn he made his onslaught upon the camp-followers and killed many men.

Jampu L. Hikayat Elliot's History of India Vol. II. p. 200.

সমর্ষি কহেন ;—"সবে
তথাপি সতর্ক থেকো,
গ্রামমাঝে ব্যাঘ্র যদি রয়,

মুক্ত করি' গৃহদ্বার,
নিদ্রা যাওয়া গৃহস্থের
কখনও উপযুক্ত নয়।"

সৈন্যাধ্যক্ষ, নতশিরে,
"পালিব আদেশ" বলি',
করিলেন বিদায় গ্রহণ ;

বিশ্রামার্থ যান ভূপ ;
সেনাগণ মহোল্লাসে
পূজাহেতু করে আয়োজন।

প্রান্তরের একদিকে
বিরাজিছে ভূপতির
সুবিশাল, দৃঢ় স্কন্ধাবার ;

সহস্র চৌহান বীর
ভ্রমে তথা দিবানিশি,
কোষমুক্ত করি' তরবার।

ভূপের বিরাম-কক্ষ
শোভে তা'র মধ্যস্থলে,
মেঘনীল বসনে রচিত ;

রজত-প্রদীপালোকে
এবে তাহা সমুজ্জ্বল,
রাজশয্যা মধ্যে প্রসারিত।

একাকী প্রবেশি' তাহে,
উষ্ণীষ খুলিয়া, বীর
বসিলেন খট্টার উপরে ;

উপাধানে অঙ্গ ঢালি'
রহিলেন আঁখি মুদি,'
ক্ষণকাল বিশ্রামের তরে।

সংযুক্তার কর হ'তে
যে দিন পূজার অর্ঘ্য,
পড়েছিল খসি' ভূমি'পরে,

সে দিন হইতে যেন
কি এক অশুভচ্ছায়া
ভূপতির পড়েছে অন্তরে।

কিন্তু তাঁ'রে ধৈর্য্যহীন
হেরিলে অপর সবে
পাছে হয় চিন্তায় কাতর,

তা'ই, বাক্যে, কার্য্যে, মনে,
যথা শক্তি, ধৈর্য্য ধরি',
রহিতেন সদা বীরবর।

আজ, তরায়ণে আসি',
নিরুদ্ধ সে চিন্তাস্রোত,
সহসা, হয়েছে উচ্ছ্বসিত ;

ভাবিছেন বীরবর,
হিন্দুর গৌরবরবি
সত্য কি হইবে অস্তমিত ?

তাড়ায়ে যবনগণে,
একদিন, চন্দ্রগুপ্ত *
রক্ষিলেন যে দেশের মান ;
দুর্দ্দান্ত মিহিরকুলে
যশোধর্ম্ম মহারাজ †
যে দেশে করিলা শাস্তিদান ;
স্বর্গাদপি গরীয়সী
সেই পূজ্যা জননীরে
করিব কি অর্পণ যবনে ?
ধিক্ তোমা জম্মুপতি !
শত ধিক্ জয়চন্দ্র !
পরিণাম গণিলে না মনে !
খেদাইয়া ম্লেচ্ছদলে
আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যভূমি
করেছিলা বিশাল ভূপতি ; ‡
জন্মি' তাঁ'র মহাকুলে
রক্ষিতে আর্য্যের মান
বিধাতঃ ! কি না হ'বে শকতি ?'

---

* When the shock of battle came, the hosts of Chandragupta were too strong for the invader, and Seleukos was obliged to retire and conclude a humiliating peace. Not only was he compelled to abandon all thougnts of conquest in India, but he was constrained to surrender a large part of Ariana to the West of the Indus.

V. Smith's Early History of India p. 119.

† পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা দেখুন।

‡ দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ শিবালিক স্তম্ভে (ফিরোজসা কী লাটে) পৃথ্বীরাজের পিতামহ (কাহারও কাহারও মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য) বিগ্রহরাজ বা বিশাল দেবের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি ম্লেচ্ছদিগকে বিদূরিত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তকে পুনর্ব্বার প্রকৃতই আর্য্যভূমি করিয়াছিলেন :—

আর্য্যাবর্ত্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ ম্লেচ্ছবিচ্ছেদনাভি
র্দ্দেবঃ শাকম্ভরীন্দ্রো জগতি বিজয়তে বীসল ক্ষৌণিপালঃ।

The Indian Antiquary Vol. XIX p. 219.

একে ত অশান্ত চিত্ত,
তাহে সৈন্য-কলরব,
নাহি হয় নিদ্রার সঞ্চার;

নৃপতি প্রান্তর পানে
র'ন চাহি' অনিমেষে,
মুক্ত করি' শিবিরের দ্বার।

সহস্র সহস্র বর্ত্তি
জ্বলিতেছে চারিদিকে,
ইতস্ততঃ ধায় সেনাগণ;

কোথা শিলাস্তূপ সম
দাঁড়াইয়া গজযূথ
করিতেছে কর্ণ সঞ্চালন।

কোথা তুরঙ্গমদল,
বন্ধনে অধৈর্য্য হয়ে,
খুরাঘাত করি'ছে ভূতলে,

কোথাও শকট-শ্রেণী,
গুরুভারে অবসন্ন,
আর্ত্তনাদ করি' যেন চলে।

লোল জিহ্বা প্রসারিয়া,
তৃণকাষ্ঠে উদ্দীপিত
অগ্নিরাশি জ্বলে কোন স্থানে;

সুতীব্র মর্দ্দল-রবে
শিবির-বাহক যত
মত্ত সেথা রণজয়-গানে।

যথা, তথা তরুমূলে,
সম্মিলিত সেনাগণ,
ব্যস্ত সবে পূজা-আয়োজনে;

কেহ কাটে হোমকুণ্ড,
নৈবেদ্য সাজায় কেহ,
কেহ জবা মাখায় চন্দনে।

ঘট সংস্থাপন করি',
দক্ষিণ কালিকা-মূর্ত্তি
সিন্দূরে অঙ্কিত করি' তা'য়,

করে ছাগ বলিদান,
কেহ করে মন্ত্র-পাঠ,
নাচে কেহ, কোন জন গায়।

উদ্দেশে প্রণাম করি,'
নৃপতি দেবীরে ক'ন;—
"হে জননি! বল, একবার,

ছাগশিশু-বলি লয়ে
তৃপ্ত কি রহিবে তুমি?
করিবে এ সঙ্কটে উদ্ধার?

অথবা অগস্ত্য যাহা
কহিলেন গুরুদেবে,
চাহ তুমি সেই বলিদান?

এসেছি প্রস্তুত হয়ে,
লহ, মা দক্ষিণাকালি!
দেশহিতে আমার এ প্রাণ।

পাপাচারে, কদাচারে
বুঝিতেছি বিধিরোষ
জ্বলিতেছে দাবানল প্রায়;
নিবিবে না, যত দিন
শান্তিলাভে হিন্দু জাতি
পাপমুক্ত নাহি হয়, হায়!
আয়োজন, অনুষ্ঠান,
মানবের সাধ্য যাহা,
করিয়াছি, প্রাণ করি' পণ;
কিন্তু প্রতিকূল-দৈবে
কোথায় পুরুষকার?
অগ্নি বিনা জ্বলে কি ইন্ধন?
তা' না হ'লে আর্য্যসুত,
ঈর্ষাবশে অন্ধ হয়ে,
বিজিত, বিধ্বস্ত শত্রুজনে,
করি' নিজ সেনা দান,
কেন ডাকিবেন পুনঃ,
স্বজাতি, স্বধর্ম্ম বিধ্বংসনে।
তা' না হ'লে, মতিভ্রমে,
আশ্রিত, সুহৃদ্ যা'রা
বাক্যদান করিয়া আমায়,
কেন এ সঙ্কটকালে,
আপন কর্ত্তব্য ভুলি',
রহিবেন উদাসীন প্রায়।*

* ৩০০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন। পৃথ্বীরাজের ১০৮ জন সামন্ত-রাজের মধ্যে কেবল ৬৪ জন তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

কে যেন অস্ফুট ভাষে
কহিছে শ্রবণে মোর,
নাহি আর হিন্দুর কল্যাণ ;

দারুণ দাসত্ব-পাশ
সুদীর্ঘ রহিবে গলে,
চূর্ণ হ'বে দর্প, অভিমান।

প্রলয়-প্লাবন যবে
গ্রাস করে বসুধায়,
কা'র শক্তি করে নিবারণ ?

একা আমি কি করিব ?
জানিছ, মা, জন্মভূমি !
মাতৃদ্রোহী তব পুত্রগণ।

তথাপি রক্ষিতে তোমা
করিব শোণিত দান,
যতক্ষণ থাকিবে জীবন ;

মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুসম,
জননি ! তোমার অঙ্কে,
অবশেষে, করিব শয়ন।

দেবী শুভঙ্করী রূপে
অন্ন-জল-স্তন্যে তব
এত দিন বাঁচায়েছ প্রাণ ;

আজ, এ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে,
হৃদয়ে দেহ, মা ! ধৈর্য্য ;
বাহু-যুগে কর বলদান।

হে মধু-কৈটভ-রিপো!
কৌমোদকী লয়ে তব *
আবির্ভূত হও একবার;
ও মূর্ত্তি নয়নে হেরি',
চূর্ণ করি' তুরুকেরে,
দিতে সাধ প্রাণ উপহার।
এইরূপে, সারানিশা,
অনিদ্রায় নরপতি
নানা চিন্তা করেন অন্তরে;
না জানে অপর কেহ,
নিদ্রাগত কোন জন,
ব্যস্ত কেহ পূজা, পাঠ তরে।
নিশা ক্রমে হয় শেষ,
জাগরণে ক্লান্ত সৈন্য
স্নান হেতু যায় নদীকূলে;
কেহ শৌচ-অভিলাষে,
সুদূর প্রান্তরে ধায়,
অস্ত্র, বস্ত্র রাখি' তরুমূলে।
হেন কালে ভীম রবে
বাজিল তুর্কের ভেরী,
শ্রুত হয় অশ্বপদ-ধ্বনি;
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা উঠে,
তুলি' ঘন ঘণ্টারব
ধায় গজ কাঁপায়ে অবনী।

---

* কৌমোদকী—বিষ্ণুগদা।

'আসিছে তুরুক্' রব
পশিল নৃপের কর্ণে ;
মুহূর্ত্তে সাজিয়া বীরবর,

"গোবিন্দে সংবাদ দাও"
আজ্ঞা দিয়া প্রহরীরে,
গজপৃষ্ঠে হন অগ্রসর।

জলদ-গম্ভীর স্বরে
তুরী লয়ে সেনা দলে
সঙ্কেতে কহেন বাজাইয়া ;—

"দাঁড়াও বাহিনী বাঁধি,'
ধর আকর্ষিয়া ধনু,
যুঝ সবে নিশ্চিন্ত হইয়া।

গজদল অগ্রে করি'
দাঁড়াও প্রাচীর সম
রোধ করি' তুর্ক অশ্বগণে ;

এখনি অপর সবে
দাঁড়া'বে সাজিয়া আসি,'
দণ্ড মাত্র যুঝ প্রাণপণে।"

ঘন বাজে রণশঙ্খ,
ঘন উঠে সিংহনাদ,
চারি দিকে মহা কোলাহল ;

দূর হ'তে শুনি' শব্দ
ছুটি' নিজ নিজ স্থানে
দাঁড়ায় আসিয়া যোদ্ধদল।

ঘিরিয়া তুরুকগণে
শূল-বাণ-অসিঘাতে
আরম্ভ করিল মহামার ;

সঙ্কট বুঝিয়া মনে
ঘোরী কহিলেন ডাকি' ;—
"পূর্ব্বাদেশ পালহ আমার ;*

সতর্ক হইয়া সবে
পশ্চাতে সরিয়া যাও,
যদি পিছে ধায় হিন্দুগণ,

আবার পশ্চাতে যা'বে,
কার্ম্মুকে যুড়িয়া বাণ
দূর হ'তে করিবে ক্ষেপণ।"

সেনাগণ আজ্ঞামত
পশ্চাতে সরিয়া যায়,
হিন্দু পিছে হয় অগ্রসর ;

আলেয়ার আলো সম
তুরুক্ পলায় ছুটি,'
যেন ক্রীড়া, নহে এ সমর।

---

* এই যুদ্ধ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

If hard pressed they had orders to give ground, gradually, as the enemy advanced with their elephants. In this manner he fought, retreating in good order, till sunset, when thinking he had sufficiently worn out the enemy and deluded them with a hope of victory, he put himself at the head of 12000 of his best horse, whose riders were covered with steel armour, and making one desperate charge carried death and destruction throughout the Hindoo ranks,

Brigg's Ferista Vol. I. P. 177.

ক্বচিৎ কোথাও, কভু,
না পারি' এড়াতে তুর্ক
সম্মুখে আসিয়া যদি পড়ে,

হিন্দু গজারোহী গিয়া
করে ক্ষণে ভূমিসাৎ,
কদলী যেমন মহাঝড়ে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ তুর্ক বার
দেখা কা'র (ও) নাহি সেথা,
যেন তা'রা নাহি রণস্থলে ;

'পশ্চাৎ পশ্চাৎ' শুধু
সঙ্কেত ভেরীর রব
উঠে ঘন তুরুকের দলে।

এ'রূপে মধ্যাহ্নগত,
বার বার সেই খেলা,
পৃথ্বীরাজ মানেন বিস্ময় ;

গোবিন্দ কহেন ;—"দাদা !
একি-এ অদ্ভুত যুদ্ধ !
দেখ, বেলা ক্রমে শেষ হয়।

নহে এ বীরের রীতি,
জম্বুক-চাতুর্য্য মাত্র,
ক্ষত্র নাহি চাহে হেন রণ ;

বৃথাশ্রমে ক্লান্ত সাদী,
ঘর্ম্মসিক্ত পদাতিক,
তৃষ্ণার্ত্ত, অস্থির করিগণ।

পশ্চাতে যদ্যপি ধাই,
ভীত মৃগযূথ সম
তুর্কদল ধায় উল্লম্ফনে ;

রক্তহীন অসি, শূল,
সমর করেছি জয়
লোকমাঝে কহিব কেমনে ?

না যুঝিবে তুর্ক যদি
কেন এসেছিল রণে ?
কিন্তু, দাদা ! ওকি মেঘাকার !

পশ্চিমে উড়িছে ধূলি,
সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !
রক্ষা নাহি হেরি এইবার।"

দোঁহার অভিজ্ঞ নেত্র
বুঝিল মুহূর্ত্ত মাঝে,
আসিতেছে অশ্বারোহিদল ;

অশ্বের কি স্ফূর্ত্তি ! তেজ !
কি গতি ! কি গ্রীবাভঙ্গী !
স্বেদহীন, অশ্রান্ত, সবল।

আবৃত আয়স বর্ম্মে
সৈনিক বসিয়া পৃষ্ঠে,
মহাশূল করিয়া প্রণত ;

দ্বাদশ সহস্র হেন
ছুটিয়াছে দলে দলে,
ক্ষিপ্ত সিন্ধু-তরঙ্গের মত।

কা'র শক্তি করে রোধ ?
শ্রান্ত, ক্লান্ত হিন্দুসৈন্য
ভাসিল সে প্রচণ্ড প্লাবনে ;

অগ্রবর্ত্তী ছিল যা'রা,
না পারি' সহিতে বেগ,
অদৃশ্য হইল তা'রা ক্ষণে। *

প্রবল ঝটিকামুখে
শুষ্ক পত্ররাশি যথা
উড়ি' যায় দিক্‌দিগন্তরে ;

তেমতি পদাতিদল,
ভগ্নশ্রেণী, চূর্ণ হয়ে,
উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে।

শ্রান্ত হিন্দু অশ্বারোহী,
যুঝি' দণ্ডমাত্র কাল,
অবসন্ন পড়ে ধরাতলে ;

দূর হ'তে তুর্কপতি,
হেরি,' দুই বীরবরে
আজ্ঞা দিলা ঘিরিতে সদলে।

---

* এই আক্রমণ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিকয়টি উল্লেখযোগ্য। অর্দ্ধশিক্ষিত পদাতিদিগের পক্ষে সুশিক্ষিত অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করা যে অসম্ভব, ইতিহাস, ভূয়োভূয়ঃ, তাহার সাক্ষ্যদান করিয়াছে :—

A vigorous charge by twelve thousand Musalman horsemen repeated the lesson given by Alexander, long ages before, and demonstrated the inability of a mob of Indian Militia to stand the onset of trained cavalry.

V. Smith's Early History of India P. 388.

নিরখি' কিরাতগণে
দাঁড়ায় মৃগেন্দ্র যথা
অগ্নিনেত্রে ফুলায়ে কেশর,

কার্ম্মুকে যুড়িয়া বাণ,
তেমতি সে মহাহবে
দাঁড়াইলা দুই সহোদর।

"ল'ব আজ প্রতিশোধ,
ওই নরসিংহ দেও,
জম্মুপতি হিন্দু-কুলাঙ্গার";

বলি,' টোয়াইয়া করি,
গোবিন্দ ধাইলা বেগে,
কোষমুক্ত করি' তরবার।

নৃপের ইঙ্গিত লভি,'
শিক্ষিত বারণবর,
শুণ্ডে ধরি' ভীষণ মুদ্গর,

তুর্ক-অশ্বারোহিগণে,
প্রহার করিয়া শিরে,
প্রেরিতে লাগিল যমঘর।

---

* জম্মুরাজ বিজয়দেও ও তৎপরে তাঁহার পুত্র নরসিংহদেও কিরূপে মুসলমান দিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

জম্মুরাজমালায় বর্ণিত আছে যে, গোবিন্দ জম্মুপতি নরসিংহদেওর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন :—

It is related that Khandı Rai (Gobinda Rai) fell by the sword of Narsing Deo of Jammu.

The Tabakat-i-Nasiri Foot note P. 467.

ভূপতির শরাঘাতে,
বিদ্ধ, ভগ্ন অগ্রপদ,
কত অশ্ব লুটিল ভূতলে ;

প্রচণ্ড কৃপাণাঘাতে
মরিল কতই সাদী ;
আর্ত্তনাদ উঠে তুর্কদলে।

হেরি' গজরাজে বেড়ি'
পঞ্চাশৎ তুর্কবীর
দাঁড়াইল ল'য়ে মহাশূল ;

কেহ আঘাতিল শুণ্ডে,
উদর ভেদিল কেহ,
বিদারিল কেহ কর্ণমূল।

সহিতে না পারি' ব্যথা,
বিকট চীৎকার করি,'
করিবর ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় ;

হেরি' অসি, চর্ম্ম লয়ে,
পৃষ্ঠ হ'তে লম্ফ দিয়া,
ভূমিতলে পড়িলেন রায়।

সঘনে ঘুরায়ে চর্ম্ম,
নিবারিয়া অসি, শূল,
রণক্ষেত্রে দাঁড়াইলা বীর ;

নিমেষে দক্ষিণে, বামে
হ'ল ধূলি-বিলুণ্ঠিত
কত বাহু, ক্ষত অরি-শির।

সজল জলদরবে
কণ্ঠে উঠে সিংহনাদ,
পদভরে কাঁপে রণস্থল ;

নিদারুণ অসিঘাতে
ভিন্ন-বক্ষ, ছিন্ন-গ্রীব
ভূমে পড়ে তুর্ক অশ্বদল।

দলিত করিতে শূরে,
পৃষ্ঠে কশাঘাত করি,'
চালাইল কেহ অশ্ববর ;

ত্রস্ত অসি-বিঘূর্ণনে,
ঊর্দ্ধে যুগ্মপদ তুলি,'
তুরগ না হয় অগ্রসর।

মাতঙ্গ-বেষ্টিত সিংহ
যুঝে যথা বনভূমে,
ঝড়বেগে, অরিমাঝে ধায় ;

তেমতি যুঝেন ভূপ,
মুহূর্ত্ত নহেন স্থির,
ক্ষণ, কেহ দেখা নাহি পায়।

চমকে বিদ্যুৎ অসি,
কা'র শক্তি আসে কাছে ?
বাহু-যুগে ঐরাবত-বল ;

শরে বিদারিত অঙ্গ,
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই ;
শত্রু, মিত্র নেহারে নিশ্চল।

কভু কোন তুর্কবীর,
আহ্বানি' দ্বৈরথ যুদ্ধে,
দাঁড়ায় যদ্যপি স্পর্দ্ধাভরে,

নিমেষ না হ'তে গত,
কৃপাণে আবক্ষ ছিন্ন,
শির তা'র লোটে ভূমি'পরে।

কিন্তু যবে গিরিস্রোত,
মেঘ-মন্দ্রে গরজিয়া,
মহাবেগে নিম্ন মুখে ধায়,

সুদৃঢ় পাষাণ-স্তূপ
পড়ে উৎপাটিত হয়ে,
না পারে রোধিতে কভু তা'য়।

রক্তস্রাবে ক্রমে ক্ষীণ,
থর থর কাঁপে পদ,
আঁখি-যুগ নিরখে আঁধার ;

হেরি' কোন তুর্কবীর,
গরজিয়া ভীম নাদে,
বক্ষদেশে হানে তরবার।

ভূতলে পড়িলা বীর,
ক্ষণমাত্রে রণভূমি
পূরিল যে তীব্র হাহাকারে,

আজ(ও) প্রতিধ্বনি তা'র
উঠিতেছে দেশে দেশে,
প্রতি হিন্দু-হৃদয় মাঝারে।

কি যে হ’ল পরিণাম
কি আর বর্ণিবে কবি,
চূর্ণ, ধ্বস্ত হিন্দু সেনাগণ ;
আহতের আর্ত্তনাদ,
বিজয়ীর জয়রব
ধ্বনিত করিল তরায়ণ।

লুণ্ঠনে, শোণিতপাতে
পূর্ণ হ’ল প্রতিশোধ,
তুরুকের সুতৃপ্ত অন্তর ;
লোহিত রুধির-ধারে
হ’ল সরস্বতী-নীর,
মৃত দেহে পূরিল প্রান্তর।

সে দৃশ্য দেখিতে আর
না পারি’ তপন যেন
অস্তাচলে করিলা প্রয়াণ ,
আইল তামসী নিশা,
কে জানে, কখন(ও) তাহা
হ’বে কি না হ’বে অবসান।

উনবিংশ সর্গ। *

অর্দ্ধ পথে তরায়ণ, দিল্লী উভয়ের
বিজন প্রান্তর এক। দূর প্রান্তে তা'র
শ্যাম পত্রাবৃত ঘন তরুরাজি মাঝে,
ক্বচিৎ কৃষকপল্লী। ঊষর প্রান্তর,

---

* পৃথ্বীরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। হিন্দুদিগের মত, তবকাৎ-ই নাশিরীর অনুবাদক বিভার্টি এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—It is stated that after Rai Pithora was made captive and taken to Ghazni one Chanda * * proceeded to Ghazni to endeavour to get information respecting his unfortunate master. By his good contrivances he managed to get entertained in Sultan Maizzuddin's service and succeeded in holding communication with Rai Pithora in his prison. They agreed together on a mode of procedure and one day Chanda succeeded by his cunning in awakening the Sultan's curiosity about Rai Pithora's skill in archery which Chanda extolled to such a degree that the Sultan could not restrain his desire to witness it, and the captive Rajah was brought out and requested to show his skill. A bow and arrow were put into his hands, and, as agreed upon, instead of discharging the arrow at the mark he transfixed the Sultan and he died on the spot and Rai Pithora and Chanda were cut to pieces, then and there, by the Sultan's attendants. The Tabakat-i-Nasiri foot-note p. 486.

পৃথ্বীরাজ বন্দী অবস্থায় গজনীতে নীত হইবার পর মহম্মদ ঘোরীর কোন কর্ম্মচারী প্রভুকে বলেন যে, পৃথ্বীরাজের দৃষ্টি অতি উগ্র, তাহা হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। এই শুনিয়া মহম্মদ ঘোরী তাঁহার চক্ষু বিনষ্ট করিতে আদেশ দেন। পৃথ্বীরাজ, অন্ধ অবস্থায়, উপরি উল্লিখিত উপায়ে ঘোরীকে বধ করিয়া স্বয়ং নিহত হন। পৃথ্বীরাজ ধনুর্ব্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন, এই ঐতিহাসিক সত্যমাত্র ইহা হইতে জানা যায়; অপর কথাগুলি অলীক কবিকল্পনা মাত্র। মহম্মদঘোরী যে গক্করদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, ইহা মুসলমান লেখকগণ এক বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে তবকাৎ-ই-নাশিরী প্রণেতা মিনহাজ এইরূপ লিখিয়াছেন :—Rai Pithora, who was riding an elephant, dismounted and got upon a horse and fled from the field until in the neighborhood of the Sursooty he was taken prisoner and they despatched him to hell.

Tabakat-i-Nasiri p. 468.

শস্যহীন, শষ্পহীন ; মাঝে মাঝে শুধু
বিরাজে কণ্টকী গুল্ম, পলাশ, বাবুল।
না আসে রাখাল সেথা গোচারণ তরে,
না আসে কৃষক ফল-শস্য-অভিলাষে,
না চলে পথিক কভু। লুপ্ত বালুকায়,
শীতাগমে শুষ্কতোয়া, স্রোতস্বতী এক
বহে সে প্রান্তর মাঝে। তটদেশে তা'র
সাধু মহাজন কেহ, হ'ল বহু দিন,
রোপণ করিয়াছিলা অশ্বত্থপাদপ,
এবে তাহা মহাকায় ; লভি' স্রোত-জল
নিরন্তর সুশোভিত শ্যাম পরিচ্ছদে।
অশ্বত্থের মূলে, শাখাপল্লবে গঠিত,
অতি ক্ষুদ্র কদাকার বিরাজে কুটীর।
অসি, চর্ম্ম হস্তে দুই চৌহান সৈনিক
দাঁড়ায়ে দুয়ারে তা'র। শোণিত-কর্দ্দমে
কলঙ্কিত পরিচ্ছদ, শুষ্ক, ম্লান দোঁহে ;
কভু এক দৃষ্টে চাহে দূরপল্লীপানে ;
তরুস্কন্ধে উঠি' কভু করে নিরীক্ষণ ;
কভু কুটীরের মাঝে চাহিয়া বিষাদে
ফেলে তপ্ত অশ্রু-ধারা। পড়ি' ভূমিতলে
শুষ্কতৃণময় শয্যা। শয্যার উপর

পৃথ্বীরাজের গজনীতে অন্ধাবস্থায় মৃত্যু সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

The story is on the face of it unhistorical because the Mahomadan Historian says that Prithwiraj was murdered in cold blood in the battle-field.
Bardic Chronicle p. 25.

"He was taken prisoner and they despatched him to hell" মুসলমান লেখকের এই কথাগুলিতে যে ঘটনা ব্যক্ত করে, আমি তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি।

লম্বমান পৃথ্বীরাজ ; শোণিতাক্ত তনু ;
ললাট, কপোল, বাহু ক্ষত শরাঘাতে ;
বিদারিত বাম বক্ষ ; না বহে নিঃশ্বাস ;
নিমীলিত আঁখিযুগ। শিরোদেশে তাঁ'র
উপবিষ্ট তুঙ্গাচার্য্য ; স্থির, অবিচল ;
নাহি নেত্রে বারি ; নহে বিশুষ্ক বদন ;
কিন্তু তাঁ'র বক্ষ হ'তে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস,
আগ্নেয় ভূধর হ'তে বহ্নিশিখা সম,
বাহিরিছে বার বার। কমণ্ডলু হ'তে
লয়ে বারি, মুহুর্মুহু, আহত বীরের
ললাটে, অধরে গুরু সিঞ্চিছেন ধীরে।

মধ্যাহ্ন বিগত। ভূপ মেলিয়া নয়ন
হেরিলেন চতুর্দ্দিক। নেত্রে উভয়ের
হ'ল সম্মিলিত। গুরু মধুর বচনে
কহিলেন ;—

"রহ, বৎস। স্থির ক্ষণকাল।"

হেনকালে আসি' এক কৃষক-রমণী,
মৃদ্ভাণ্ডে লইয়া দুগ্ধ, দাঁড়া'ল দুয়ারে।
তুঙ্গাচার্য্য, লয়ে দুগ্ধ, অতি সাবধানে,
ভূপের অধর, ওষ্ঠ করি' উন্মোচিত,
অঙ্গুলির অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু করি',
লাগিলা ঢালিতে ; কিন্তু সৃক্কণী বহিয়া
পড়িতে লাগিল দুগ্ধ ; অল্প মাত্র তা'র
পশিল উদরে। বীর, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
কহিলা অঙ্গুলি হ'তে খুলি' অঙ্গুরীয়,
দিতে পুরস্কার সেই কৃষক-নারীরে।

কহিলা রমণী ;—

"রাজা! না চাই অঙ্গুরী ;
চরণের ধূলি শুধু দাও একটুকু,
লয়ে যা'ব, দিব মোর পৌত্রের মাথায় ;
যেন সে বাপের মত পারে প্রাণ দিতে
রাজকার্য্যে ; এই তুমি কর আশীর্ব্বাদ।"
প্রহরী লইয়া ধূলি, লইয়া অঙ্গুরী,
দিল রমণীরে ; নারী চলি' গেল গৃহে।
কুটীরের এক দিকে ছিল সংগৃহীত
বনজ ঔষধি, লতা, পত্র, নানারূপ ;
তুঙ্গাচার্য্য লয়ে তাহা, নিষ্পেষিয়া করে,
বীরের বক্ষের ক্ষতে প্রলেপ আকারে
দিলা রস। অনুমানে পারিলা বুঝিতে
যাতনার উপশম হ'তেছে কিঞ্চিৎ ;
জিজ্ঞাসিলা ;—

"প্রলেপ কি দিব পুনর্ব্বার" ?
উত্তরিলা বীর ;—

"দেব! বৃথা এ প্রয়াস।
আকৈশোর সহিয়াছি শত অস্ত্রাঘাত ;
জানি, কোথা আঘাতের কিবা পরিণাম ;
হৃদয়ে পশেছে বাণ, ছিঁড়িয়াছে শিরা,
প্রলেপ-প্রদান তাহে ব্যর্থ পরিশ্রম।
অস্ত্রাঘাতে আর্ত্তনাদ অযোগ্য অস্ত্রীর,
তাই এ দারুণ ব্যথা রহেছি সহিয়া ;
কিন্তু, দেব! শরীরের প্রতি গ্রন্থি যেন
হ'তেছে চর্ব্বিত, দেহে জ্বলিছে অনল।

বাঁচিব না বহুক্ষণ, চাহি জিজ্ঞাসিতে
দু' একটী কথা, যদি হয় অনুমতি।"
বীরের বিশুষ্ক ওষ্ঠে কমণ্ডলু হ'তে
সিঞ্চি' বারি, ছাড়ি' শ্বাস, কহিলেন গুরু ;—
"বল, বৎস! কিবা তব ইচ্ছা জানিবারে!"
কহিলা ভূপতি ;—
"দেব! গোবিন্দ কোথায়?
কোথায় সমর্ষি?"
গুরু অঙ্গুলি-সঙ্কেতে
দেখায়ে কহিলা ;—
"বৎস! অই পুণ্যলোকে।"
নেত্রে, বক্ষে তপ্ত অশ্রু, শোণিতের ধারা
প্রবাহিল যুগপৎ। কহিলা ভূপতি ;—
"পেয়েছে কি এ সংবাদ সংযুক্তা আমার?"
কহিলেন গুরু ;—
"বৎস! না পারি বলিতে ;
কিন্তু জনশ্রুতি ধায় বায়ু হ'তে বেগে ;
সম্ভব পশেছে বার্ত্তা রাজধানী মাঝে।"
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলা ভূপতি ;—
"বুঝিতেছি, দেব! মোর অন্তিম সময়
উপস্থিত ; একবার দিন পদধূলি
শিরে, বক্ষে ; শেষ কথা নিবেদি চরণে।"
তুঙ্গাচার্য্য লয়ে ধূলি দিলেন মস্তকে,
ধীরে বুলাইয়া হাত ; কহিলেন ভূপ ;—
"দেখা যবে হ'বে, দেব! সংযুক্তার সনে
কহিবেন ; সতীবাক্য না হ'বে নিষ্ফল ;

মিলিব আবার দোঁহে, সূর্য্যলোকে গিয়া,
জ্যোতিকণারূপে সেই পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে।
যেন সে চিতায় মোর পশে একাকিনী ;
জ্ঞানকৃত দোষ আর না পড়ে স্মরণে
বহুপত্নীকতা বিনা ; করিয়াছি ভ্রম
ইহলোকে, পরলোকে করিব না আর।"*
রহি' স্তব্ধ ক্ষণকাল, ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস,
পুনঃ আরম্ভিলা বীর, অতি ধীরে ধীরে ;—
"প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ বহু দিন, দেব !
রেখেছিল অন্ধ করি' ; বীরত্বাভিমান,
রূপতৃষা রাজধর্ম্মে দিয়াছিল বাধা।
সংযুক্তারে যোগ্যা পত্নী লভি', অবশেষে,
ভেবেছিনু, দোঁহে মিলি', প্রজার কল্যাণে
সমর্পিব দেহ, মন ; না পূরিল আশা ;
অসমাপ্ত রাখি' কর্ম্ম ত্যজিনু পৃথিবী।
সাক্ষী অন্তর্য্যামী, কিন্তু, পরিণাম এই
নহে রণ-কণ্ডূয়নে, পররাজ্য-লোভে।
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে ত্যজিতেছি প্রাণ,
রাখি' পূর্ণ ভক্তি, প্রেম উভয়ের প্রতি।
যদি নররূপে পুনঃ জন্মি ভূমণ্ডলে,
এই আশীর্ব্বাদ, দেব ! করুন আমারে,
প্রজার মঙ্গল-ব্রতে সংযুক্তারে লয়ে,

---

* স্বামীর সহিত চিতারূঢ়া পত্নী পরলোকে স্বামিসঙ্গ লাভ করেন, এই বিশ্বাসে মৃতের একাধিক পত্নী স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতেন। রাজপুতদিগের মধ্যে এই প্রথা অতি প্রবল ছিল। উত্তর কালে চিতোরাধিপতি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের ২৫টী, মারওয়ারের রাজা অজিত-সিংহের ৫২টী এবং অম্বরাধীশ্বর মানসিংহের (পনর শতের মধ্যে) ৬০টী পত্নী স্ব স্ব স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

জন্মি যেন ভারতের রাজারাণী রূপে ;
পাই যেন গুরুরূপে পুনঃ আপনারে।
হেরি এ যুদ্ধের ফল আর্য্যসুত যেন
ত্যজে জাতি-জ্ঞাতিদ্বেষ ;—কি দারুণ তৃষা,—
পারি না কহিতে আর।"

কমণ্ডলু-জল
আবার সিঞ্চিলা গুরু অধরে, ললাটে।
ছাড়ি' শ্বাস, ঊর্দ্ধনেত্রে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে,
ধীরে কহিলেন বীর ;—

"অন্তকালে আজ
চাহি, দেব। হ'ক এই বিশ্বের কল্যাণ ;
নাহি শত্রু, মিত্র, এবে, ঘুচে গেছে ভেদ ;
স্থাবর, জঙ্গম আজ লুপ্ত প্রেমময়ে।"

নীরব হইলা ভূপ! হেরিলেন গুরু,
নিমীলিত হ'ল আঁখি, মৃদু হ'ল শ্বাস ;
কহিলেন ;—

"এইরূপ রহ, বৎস! স্থির ;
এখন(ও) প্রহরাধিক রহিয়াছে বেলা,
দেখি আমি অন্বেষিয়া, পাই' যদি খুঁজি'
গাঙ্গেরুকী-মূল, * ক্লেশ হ'বে উপশম ;
পারিব লইতে তোমা' রাজধানী মাঝে।"

বাহির হইলা গুরু ; 'তন্ন তন্ন করি'
অন্বেষিলা চারিদিক্। প্রবেশিয়া গ্রামে
কৃষকে, গৃহস্থে, বৈদ্যে সুধাইলা কত।

---

* খড়্গাদিচ্ছিন্নগাত্রস্য-তৎকাল-পূরিত-ব্রণঃ
গাঙ্গেরুকী-মূলরসৈর্জায়তে গতবেদনঃ। বনৌষধিদর্পণম্।
"গাঙ্গেরুকী নাগবলা" বাঙ্গালা নাম গোরক্ষচাকুলী, এক জাতীয় বেড়েলা।

বহু শ্রমে, অবশেষে, ইপ্সিত ঔষধ
লভি' ছুটিলেন, হর্ষে, প্রান্তরাভিমুখে।
অকস্মাৎ কর্ণে তাঁ'র করিল প্রবেশ
তুরুকের জয়রব। অশ্বারোহিদল,
দেখিলেন, মহাবেগে, ছুটিতেছে দূরে ;
অন্যদিকে হেরিলেন, স্কন্ধে তুলি' শব,
ভীমকায়া, রুদ্রমূর্ত্তি কাপালিকা এক
ছুটিয়াছে ঝড়বেগে। চিন্তান্বিত গুরু,
ফিরিলেন দ্রুতপদে অশ্বত্থের মূলে।
কিন্তু কোথা' পৃথ্বীরাজ ? চূর্ণিত কুটীর,
তৃণ, পত্র, শোণিতাক্ত, রহেছে ছড়ায়ে ;
রক্ষক প্রহরিদ্বয় ছিন্নশির হয়ে,
রহিয়াছে ভূপতিত। স্পন্দহীন গুরু,
ললাটে রাখিয়া কর লাগিলা কহিতে ;—
"এই কি করিলে, দেব ! এই হ'ল শেষে !
ডুবিল হিন্দুর নাম এত দিন পরে !
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল কি বিধান ?"
ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভিলা গুরু ;
সহসা পড়িল দৃষ্টি দিল্লীগামী পথে ;
হেরিলেন ঘনীভূত রক্ত বিন্দু বিন্দু
আছে পড়ি' বহুদূর। চিন্তি' ক্ষণকাল,
করি' পরিমাণ বেলা লক্ষি' দিবাকরে,
ছুটিলেন গুরু সেই চিহ্ন অনুসরি'। *

* Man can walk (record) one mile in 6 minutes $59\frac{1}{5}$ seconds. Man can run (record) one mile in 4 minutes $15\frac{3}{5}$ seconds.
The Calcutta University Magazine Science notes—Nov, 1915.
এই গণনা অনুসারে দিল্লী ও তরায়ণের অর্দ্ধপথ, নূন্যাধিক ৪২ মাইল, কাব্যোক্ত সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা সম্পূর্ণ সম্ভাব্য।

ত্যজি সে বিজন দেশ, এস, হে পাঠক!
যাই চলি' দিল্লীমাঝে, রাজ-অন্তঃপুরে,
দেখি গিয়া কি করিছে সংযুক্তা মোদের।
তৃতীয় প্রহর নিশা হয়েছে অতীত,
সংজ্ঞাহীন, স্তব্ধ দিল্লী। এসেছে সংবাদ,
তরায়ণে তুরুকের হইয়াছে জয়;
কিন্তু কেহ নাহি জানে কোথা' পৃথ্বীরাজ,
সমর্ষি, গোবিন্দ কোথা'। তুরুকের সেনা
পাছে আসি' রাজধানী করে আক্রমণ,
'তাই দিল্লীবাসী যত সতর্ক, শঙ্কিত।
অবরুদ্ধ পুরদ্বার; গৃহস্থ, বণিক্,
নিজ নিজ কক্ষে সবে লাগায়ে অর্গল,
রহেছে নীরব, স্থির। নিদ্রামগ্ন কেহ,
অনিদ্র যে, সেও আছে নিদ্রা-জড় প্রায়।
গভীর নৈরাশ্য, শোক অমানিশা হ'তে
গাঢ়তর অন্ধকারে ঢাকিয়াছে পুরী।
ত্রস্ত পুরবাসী, যেন, শুনিছে শ্রবণে
কর্কশ যবন-ভেরী, অশ্ব-খুরধ্বনি।
ভাবিতেছে প্রতিজন, দ্বারদেশে আসি',
বিকট রাক্ষস এক রহেছে দাঁড়ায়ে,
বদন ব্যাদান করি'। শক্তি নাহি কা'র(ও),
উচ্চৈঃ কহে কথা, শ্বাস নিক্ষেপে সবলে।
জনশূন্য রাজপথ; নগর-রক্ষক,
অস্ত্র লয়ে, দ্বারে দ্বারে রহেছে জাগিয়া,
আলোক নির্ব্বাণ করি'। নিস্তব্ধ নগরী;
ঘাট, বাট, দেবালয় জনহীন সব।

অগ্রসরি,' ধীরে ধীরে, এস, হে পাঠক !
পশি দোঁহে, ক্রমে, রায়পিথোরার মাঝে।
গৌরবমণ্ডিতা পুরী, নিত্যোৎসবময়ী,
পৃথ্বীরাজসংযুক্তার শুভ অধিষ্ঠানে
ইন্দ্রশচী-অধিষ্ঠানে অমরার সম।
কোথা' সেই অন্তঃপুর নূপুর-শিঞ্জিত,
কোথা' সেই দেবালয় সামনিনাদিত,
কোথা সেই সৈন্যাবাস দুন্দুভিধ্বনিত,
কোথায় সে সুখধাম ? ধ্বংসশেষ তা'র,
দুষ্প্রবেশ্য মানবের বৃশ্চিকে, ভুজগে,
মুখরিত পেচকের অশুভ নিনাদে,
আকীর্ণ কণ্টকী গুল্মে, জুষ্ট ফেরুপালে,
হিন্দুর নয়ন করে বাষ্পায়িত এবে।
নিভৃত প্রকোষ্ঠ মাঝে, রাজ-অন্তঃপুরে,
আসীনা সংযুক্তা, পৃথা। বাক্যহীনা দোঁহে ;

---

* পৃথ্বীরাজের নির্ম্মিত দুর্গ ও প্রাসাদ রায়পিথোরা নামে পরিচিত। কুতব মিনারের সন্নিকটে ইহার যে ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।—

The Fort of Rai Pithora, which surrounds the citadel of Lalkot on three sides, would appear to have been built to protect the Hindu city of Delhi from the attacks of the Musalmans. The wall of the city is carried from the north bastion of Lalkot, called Fateh Burj, to the north-east for three quarters of a mile where it turns to the south-east for $1\frac{1}{2}$ mile to the Dumdama Burj. From this bastion the direction of the wall for about one mile is south-west and then north-west for a short distance to the south end of the hill on which Azim Khan's tomb is situated * * The Fort of Rai Pithora or Delhi proper is said to have had nine gates besides the Ghazni gate most of which can still be traced * * The circuit of its walls was nearly $4\frac{1}{2}$ miles * * It possessed 27 Hindu Temples, of which several hundreds of richly carved pillars still remain to attest both the taste and the wealth of the last Hindu rulers of Delhi.

Cunningham's Archeaological Report 1862-63 pp. 183-84.
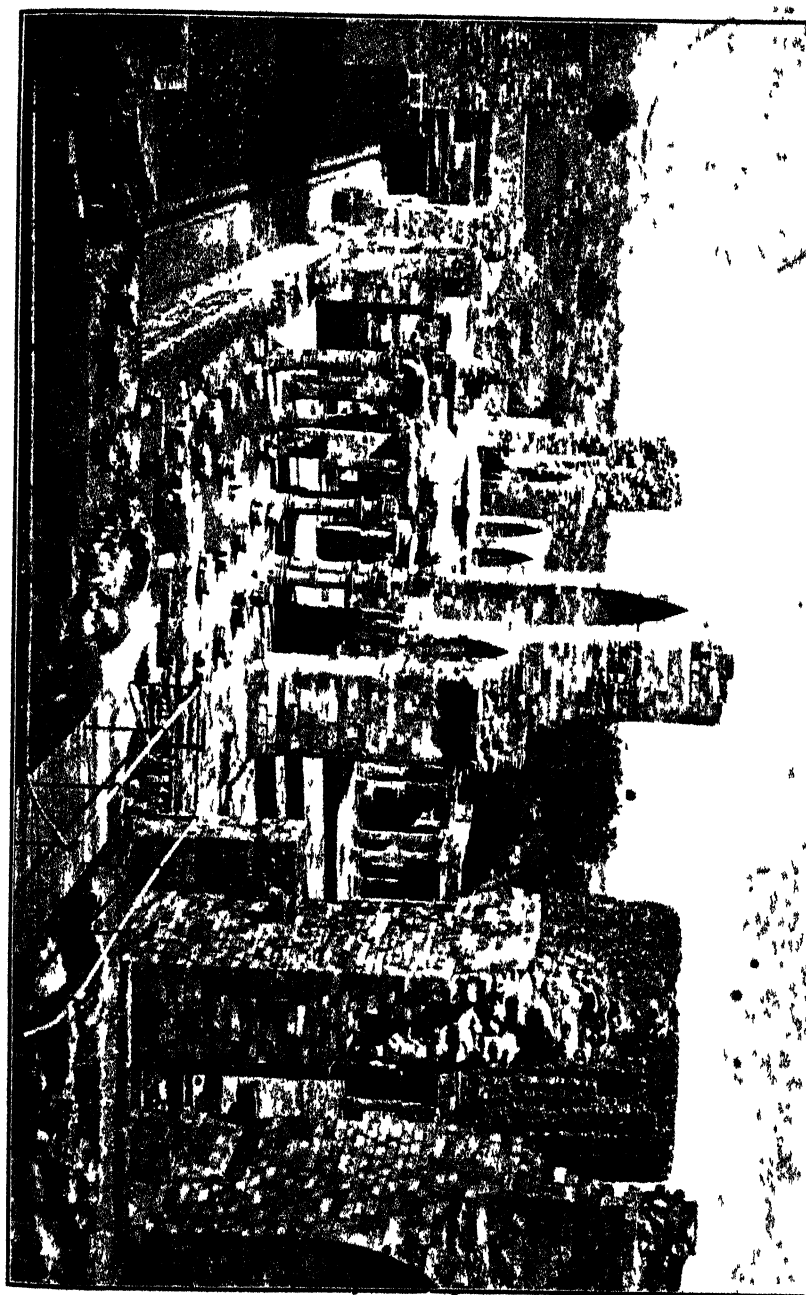
কিন্তু মুখপানে দোঁহে চাহি' পরস্পর
ফেলিছেন অশ্রুধারা। উঠি' মাঝে মাঝে,
সংযুক্তা, গবাক্ষ খুলি', দেখিছেন চাহি'
ফু'টেছে কি ঊষালোক পূরব আকাশে।
অন্তঃপুররক্ষী, এক প্রাচীন সৈনিক,
আসি', হেনকালে, নমি' সংযুক্তার পদে,
কহিলা বিনয়ে ;—
"মাতঃ! ক্ষমুন দাসেরে,
আনিয়াছি কুসংবাদ। গুপ্তদ্বারে আমি
ছিলাম দাঁড়ায়ে একা ; শুনি' করাঘাত,
হেরিলাম ছিদ্রপথে। যে ভীমা পিশাচী,
আসি', মাঝে মাঝে, মাতঃ! ভ্রমিত নগরে ;
কহিল সে নাম ধরি' উচ্চে ডাকি' মোরে ;—
না জানি, সে নাম মোর জানিল কেমনে,
'পজ্জুন! রাণীরে তোর বল্ গিয়া ত্বরা,
শ্মশানে রাজার দেহ রহেছে পড়িয়া,
না করে অন্ত্যেষ্টি যদি করিব ভক্ষণ।'
চকিতা সংযুক্তা, পৃথা দাঁড়াইলা উঠি' ;
চাহি' প্রহরীর পানে কহিলা সংযুক্তা ;—
"শুনেছ কি স্পষ্টবাক্য, দেখেছ কি তা'রে ?
হয়নি ত ভ্রম তব বার্দ্ধক্যে, তন্দ্রায় ?"
কহিলা প্রহরী ;—
"মাতঃ! হয় নাই ভ্রম :
শুনেছি, দেখেছি স্পষ্ট। সে মূর্ত্তি বিকট
ভুলিবার নহে কভু। নিরখিয়া তা'রে
এখন(ও) কাঁপিছে বুক, মুষ্টি শিথিলিত,

না পারি ধরিতে অসি ; কি ক'ব অধিক।"

কহিলা সংযুক্তা ;—

"আমি যাইব শ্মশানে ;

চল, দেখাইবে পথ ; তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;

আসিতেছি আমি"

বলি' পশি' কক্ষান্তরে

ত্যজি' সে বসন সতী পরিলা আঁটিয়া

লোহিত কৌষিক বাস, দিব্য অলঙ্কার।

পূজাপাত্র হ'তে লয়ে সিন্দূর, চন্দন

বিলেপিলা ভালে, মাল্য পরিলেন গলে।

লয়ে অসি, চর্ম্ম সতী কহিলা পৃথায় ;—

"চল, দিদি ! ইচ্ছা যদি দেখিবে আমার

নব স্বয়ংবর, নহে এই শেষ দেখা।"

কহিলেন পৃথা :

"বোন ! চিন্তা ছিল মোর,

পাছে ছাড়ি' মোরে তুমি যাও একাকিনী ;

কি সাধে রহিব গৃহে ? চল যা'ব, সাথে।"

জোড় করি' কর রক্ষী কহিলা উভয়ে ;—

"রুদ্ধ এবে সিংহদ্বার। নগররক্ষক

খুলিবে না যতক্ষণ না হ'বে প্রভাত।

রাজপথে পদশব্দ শুনিলে প্রহরী

আঁধারে হানিবে অস্ত্র। পারি নিরজন

পথ দিয়া উভয়েরে লইতে শ্মশানে।

কিন্তু, মাতঃ, শুনিতেছি তুরুকের সেনা

আসিতেছে দিল্লীমুখে। একাকী কেমনে

রোধিব, সহসা যদি পড়ে আসি' তা'রা ?"

কহিলা সংযুক্তা ;—
"রক্ষি ! নাহি চিন্তা তব ;
থাকে যদি তরবারি ক্ষত্রিয়ার করে
কা'র হেন শক্তি যে সে স্পর্শে দেহ তা'র,
যতক্ষণ থাকে প্রাণ ? আসে তুর্কসেনা,
অকস্মাৎ, মৃতদেহ স্পর্শিবে মোদের।"
নিষ্ক্রমিয়া গুপ্তদ্বারে তিন জন দ্রুত
ছুটিলা শ্মশান পানে। জনশূন্য পথ,
না ডাকে কুক্কুর, যেন, তা'রাও শঙ্কিত।
দুর্ভেদ্য আঁধার, শুধু, ঘিরি' জল, স্থল,
রহিয়াছে পরিব্যাপ্ত। দেখায়ে শ্মশান,
দূর হ'তে, রক্ষী দোঁহে কহিলা বিনয়ে ;—
"অই জ্বলিতেছে আলো ; শক্তি নাহি আর
হইবারে অগ্রসর, মরিব যদ্যপি
আবার নিরখি তা'রে, ক্ষমুন কিঙ্করে।"
সংযুক্তা, পৃথারে ল'য়ে, পশিলা শ্মশানে ;
কি ভীষণ দৃশ্য সেথা ! চিতাশায়ী শব
ত্যজি' শববাহী ভয়ে গিয়াছে পলায়ে,
শুনি' পিশাচীর স্বর। তাই, চিতালোকে,
বিকট, ব্যাদত্তমুখ, অর্দ্ধদগ্ধ দেহ
লক্ষিত হই'ছে কোথা'। পড়ি' নানাস্থানে
ভগ্নকুম্ভ, খট্টা, কন্থা, দগ্ধ কাষ্ঠরাশি।
কোথা প্রকটিতদন্ত নরমুণ্ড পড়ি'
হাসে ব্যঙ্গচ্ছলে যেন। অঙ্গারের মাঝে
শুভ্র অস্থিখণ্ড কোথা দীপিছে আঁধারে।
নির্ব্বাণ-উন্মুখ চিতা উগ্নরে, কোথায়,

ক্ষীণশিখা, ধূম-পাংশু-স্ফুলিঙ্গ-মিশ্রিত।
কোথাও বাবুল, শমী অস্পষ্ট আলোকে
আন্দোলিছে বাহু, শির প্রেতমূর্ত্তি সম।
গুল্ম-অন্তরালে, কোথা, আবরিয়া দেহ,
ডাকিছে বিরাগে ফেরু খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্।
কোথাও ভূগর্ভ হ'তে উত্তোলিত এক,
স্ফীতোদর, ভুক্তবক্ষ, কৃমি-সমাকুল
শিশুদেহ আছে পড়ি'। মাংস লোভে তা'র
দাঁড়ায়ে শ্মশানচারী সারমেয়দল;
কেহ গর্জ্জে, ধায় কেহ শৃগালের পিছে।
বহিছে দুর্গন্ধ বায়ু; ফাটিছে কোথায়
ফট্ ফট্ চিতাকাষ্ঠ। অনভ্যস্তা দোঁহে
এ হেন ভীষণ দৃশ্যে, ত্রাসহীনা তবু।
অগ্রসরি' দুই জন হেরিলা, অদূরে,
জ্বলিছে আলোক এক দপ্ দপ্ দপ্;
সুবিপুল চিতা তথা রহেছে সজ্জিত।
সম্মুখে তাহার, দীর্ঘ জটা এলাইয়া,
বসেছে পিশাচী, নেত্রে জ্বলিছে অনল।
শোণিতাক্ত, মুক্তকেশ, লম্বমান পড়ি'
পৃথ্বীরাজদেহ তথা। হেরিছে পিশাচী
স্থিরনেত্রে, মুহুর্ম্মুহু কুটিছে ভ্রূকুটী।
দন্তে দন্ত নিষ্পেষিয়া, প্রসারিছে কর;
চাহে, যেন, শববক্ষ বিদারিতে নখে।
স্তম্ভিতা সংযুক্তা; ক্ষণ, মন্ত্রমুগ্ধাপ্রায়,
রহিলা দাঁড়ায়ে; অশ্রুহীন আঁখি হ'তে
ঝরিল স্ফুলিঙ্গ; তনু কুসুম-কোমল

হইল, সহসা, যেন, পাষাণ-কঠোর ;
দুর্জ্জয় কি মহাতেজ, প্রবেশি' অন্তরে,
অঙ্গে, অঙ্গে বরাঙ্গীর সঞ্চারিল বল ;
নিঃশঙ্ক, সুদৃঢ়পদে হয়ে অগ্রসর,
কোষমুক্ত করি' অসি, কহিলা গম্ভীরে ;—
"দানবী, মানবী তুমি যে হও সে হও,
চাহি না জানিতে আমি। পতিদেহ মম
কর ত্যাগ অবিলম্বে ; নহে অসিঘাতে
লুটাইব শির তব পতিপদতলে।"
দাঁড়াইল নিশাচরী, ঘুরাইয়া করে
প্রজ্বলিত চিতাকাষ্ঠ ; দন্ত কড়মড়ি',
কহিল গর্জ্জন করি' ;—
"কি বলিলি তুই ?
কি বলিলি ? অসিঘাতে লুটাইবি শির ?
চিনিস্ না আমি মেঘা ? আয় ! তবে, আয়,
দেখি তোর অস্ত্রবল। না না, থা'ক্ থা'ক্ ;
পেয়েছিস্ বড় ব্যথা, বলিব না কিছু।
কে আমি কহিব শোন্ ; আল্‌হ, উদাল
ছিল তুই মহাবীর, শুনেছিস্ নাম ?"
পিশাচী, উন্মত্তাপ্রায়, লাগিল ডাকিতে ;
'আয় আয় আয়' বলি ; কহিল আবার,
দুই হাতে আপনার স্তন দুটী ধরি' ;—
"তা'রা পুত্র মোর, এই স্তন দিয়া দোঁহে
মানুষ করিয়াছিনু। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ
বধ করেছিল দোঁহে। তুই হতভাগী
তা'দের মৃত্যুর কথা শুনি' ভাটমুখে

দিয়াছিলি কণ্ঠহার। করেছিনু পণ,
সে দিন, যে দিন আমি করিনু শ্রবণ
কার্য্য তোর, দু'জনারে এক চিতা'পরে
উঠাইব ; পণ মোর পূর্ণ এত দিনে।
শোন্ তুই, কি কঠোর সাধিয়াছি তপ ;
শ্মশান করেছি গৃহ, শিবা সহচরী,
মহামাংসে, মদিরায় পূজেছি, নিশীথে,
শ্মশান-কালিকা মায়ে। চিরি' বক্ষ মোর
ঢালিয়াছি রক্তধারা দীপ্ত হোমানলে,
সদ্যঃ-ছিন্ন নৃমুণ্ডের মেদ, মজ্জা সনে।
অই দ্যাখ্, সুপ্রসন্না সাধনায় মোর,
তাই, আবির্ভূতা দেবী। নহে নবঘন,
জননীর শ্যামরূপ ব্যাপিয়াছে নভঃ ;
ও নহে বিদ্যুৎ, জিহ্বা লোলে লক্ লক্,
তোদের শোণিতধারা-পান-অভিলাষে।
কি কাজ বিলম্বে ? কর্ জনম সফল ;
এই তোর পতিদেহ ত্যজিলাম আমি,
সাঁজায়ে রেখেছি চিতা, ওঠ্ তা'রে লয়ে।"
সংযুক্তা পৃথার পানে কহিলা চাহিয়া ;—
"সময় হয়েছে, দিদি! কি বলিব আর ?
যাঁ'র তরে সংযুক্তারে সৃজেছিলা ধাতা,
চলিল সে তাঁ'র সঙ্গে। পুণ্যবতী তুমি,
যা'বে যবে স্বর্গলোকে, দেখা হ'বে সেথা'।"
সম্বোধিয়া পিশাচীরে জিজ্ঞাসিলা পৃথা ;—
"পার কি বলিতে তুমি চিতোরের পতি
জীবিত কি মৃত ? তাঁ'র জান কি সংবাদ ?

মৃত যদি, দেহ তাঁ'র পার কি দেখা'তে ?"
কহিলা পিশাচী ;—
"আহা ! পৃথা বুঝি তুই ?
বড় ভাল মেয়ে ; তোর স্বামী ছিল ভাল ;
পড়ে আছে তরায়ণে, সরস্বতী-তীরে।
শকুনি, শৃগালে যাহা রাখিয়াছে শেষ,
পাঁ'বি তা'ই, আয় তুই, আয় মোর সাথে।"*
ছুটিল পিশাচী ; পৃথা, উন্মাদিনীপ্রায়,
ছুটিলা পশ্চাতে। সেই ভীষণ শ্মশানে
একাকিনী এবে সতী ; পতিত সম্মুখে
শোণিতাক্ত পতিদেহ, বিবর্ণ, বিকৃত।
চারিদিকে ভ্রমে শিবা ; পক্ষ ঝাপটিয়া
উড়ে নিশাচর পাখী ; শোঁ শোঁ বহে বায়ু ;
মুমূর্ষুর কণ্ঠ হ'তে আর্ত্তধ্বনি সম
কর্ণে যেন পশে স্বর। সম্মুখে, পশ্চাতে
নাচে ছায়ারূপী প্রেত অঙ্গভঙ্গী করি'।
নাহি হেন বন্ধু কহে সমাশ্বাস-বাণী ;
নাহি হেন জন তুলে চিতার উপরে
ধরি' শবে। চতুর্দ্দিক নেহারি', বারেক,
কাতরা হইয়া সতী, জোড় করি' কর,
লাগিলা ডাকিতে সেই অনাথবৎসলে,
বিপন্নের বন্ধু যিনি ; শুনিলা সহসা
কে যেন কহিছে, 'বৎসে ! আসিয়াছি আমি।'
ফিরিয়া পশ্চাতে সতী হেরিলা বিস্ময়ে

* পৃথার সম্বন্ধে রাজস্থানের ইতিহাস লেখক টড এইরূপ লিখিয়াছেন :—His (Samorshi's) beloved Pritha on hearing the fatal issue, her husband slain, * * joined her lord through the flame. Rajastan Vol. I. P. 277.

দাঁড়াইয়া তুঙ্গাচার্য্য, কমণ্ডলু করে,
শ্রান্ত, অবসন্ন, শ্বাস বহিতেছে ঘন।
কহিলেন তুঙ্গাচার্য্য ;—
"সংযুক্তে! তোমায়
কি বুঝা'ব ? গুণে, জ্ঞানে নিরুপমা তুমি।
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে চিরপ্রিয় তব
করিয়াছে প্রাণদান ; ভাগ্যবতী তুমি।
শেষ কথা তোমারে সে বলেছে জানা'তে,
যেন একাকিনী তুমি উঠ তা'রে লয়ে
চিতায়, মিলন পুনঃ হ'বে সূর্য্যলোকে।"
কহিলেন সতী ;—
"দেব! সুসজ্জিত চিতা;
দি'ন্ অনুমতি, আমি করিব প্রবেশ।
ক্ষণমাত্র প্রাণেশ্বর না হেরিলে মোরে
হ'তেন ব্যাকুল, তবে বিলম্বে কি কাজ ?"
কহিলেন তুঙ্গাচার্য্য ;—
"জান, বৎসে! তুমি
আত্মহত্যা মহাপাপ ; সে পাপ আচারে
দিতে অনুমতি চিত্ত হয় সঙ্কুচিত।
কিন্তু শাস্ত্র, সদাচার কহে রমণীর
সতীত্ব-রক্ষণ শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে।
আসিছে তুরুক্, এই দিব্য কান্তি তব
করিবে বিপন্না তোমা' ; সতীত্ব রক্ষণে,
না থাকে উপায় অন্য, বিচারিয়া তুমি,
কর যা' কর্ত্তব্য তব, ক্ষমিবেন ধাতা।"
ধরাধরি করি' শবে তুলিলা চিতায়

দুই জনে। লয়ে সতী কমণ্ডলু-জল
সিঞ্চিলা পতির শিরে ; বসন-অঞ্চলে
দেহের শোণিত-পঙ্ক ফেলিলা মুছিয়া ;
কণ্ঠ হ'তে লয়ে মাল্য পরাইয়া গলে,
অসি, চর্ম্ম দিয়া করে প্রণমিলা পদে।
তুঙ্গাচার্য্য-পদে পরে প্রণমিয়া সতী,
উদ্দেশে প্রণাম করি' মাতৃপিতৃপদে,
স্মরি' ইষ্টদেবে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে,
বসিলা চিতায় উঠি', স্থাপি' ক্রোড়দেশে
পতিশির, নিজকরে জ্বালিলা অনল।
দেখিতে দেখিতে শিখা উঠিল আকাশে,
ভস্ম হ'ল দুই তনু প্রহরের মাঝে। *
নীরব, নিস্পন্দ গুরু দেখিলা দাঁড়ায়ে,
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি ; কমণ্ডলু-জল
সিঞ্চি' চিতাভস্ম মাঝে কহিলা কাতরে ;—
"যাও পৃথ্বীরাজ! যাও সংযুক্তাসুন্দরি!
সেই পুণ্যলোকে, যথা, নাহি পাপ, তাপ ;
নাহি জাতিধর্ম্মদ্বেষ, পররাজ্যলোভ ;
নিত্যানন্দ, নিত্যপ্রেম বিরাজে যেখানে।
আসিও আবার, কিন্তু, মিলিয়া উভয়ে,
রাজরাজেশ্বর, রাজরাজেশ্বরীরূপে,

---

* সংযুক্তার পৃথ্বীরাজের সহিত চিতারোহণ পৃথ্বীরাজরাসো-সম্মত নহে। তাহাতে আছে যে সংযুক্তা স্বপ্নে এক ডাকিনীর মুখে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও কারারোধ শুনিয়া সহসা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাস আমার কল্পনা সমর্থন করে। হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন :—In 1193, the Afgans again swept down on the Panjab. Prithwiraj of Delhi and Ajmer was defeated and slain. His heroic Princess burned herself on his funeral pile. The Indian Empire pp. 329-330.

পৃথ্বীরাজ-রাসোর স্বপ্নদৃষ্টা ডাকিনীকে আমি উদ্দেশ্যানুরূপ মানবীর আকার প্রদান করিয়াছি।

এই আর্য্যভূমি মাঝে ; করিও ঘোষণা
দাঁড়ায়ে এ চিতাভূমে প্রজার কল্যাণ,
অভয়-আশ্বাসবাণী। ভারত-সন্তান,
লভে যেন, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে,
সুখ, শান্তি উভয়ের রাজছত্রতলে।”

বদ্ধাঞ্জলি তুঙ্গাচার্য্য, নতজানু হয়ে,
চাহিয়া আকাশপানে, কহিলেন পুনঃ ;—
“হে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পতি ! অন্তর্যামী তুমি ;
জানিছ অন্তর-কথা। ছিল অভিমান,
পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তারে লয়ে, পুনর্ব্বার,
রাম-সীতা-বশিষ্ঠের দেখাব মিলন ;
ভাঙ্গিলে সে দর্প, দেব ! দর্পহারী তুমি।
কিন্তু যদি কর্ম্মার্জ্জিত থাকে পুণ্য কোন(ও),
আমার, এ বাঞ্ছা তবে পূর্ণ কোরো, দেব !
পতিতপাবন তুমি, করেছ উদ্ধার
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে
উদ্ধারিও কৃপাগুণে। হিন্দু নর, নারী
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে,

হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর ;
প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ’বে দূর।

সম্পূর্ণ।
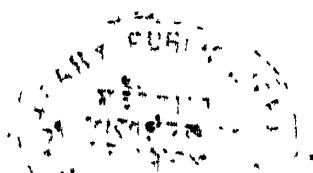
কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন।

আবালবৃদ্ধ-বনিতার উপযোগী, বিবিধবিষয়ক এরূপ
বিশুদ্ধ ও সদ্ভাবপূর্ণ গ্রন্থাবলী বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ;
প্রত্যেকটী স্ব স্ব বিভাগের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

অভ্যন্তরে অভিমত দেখুন।

প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী।
৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য সম্বন্ধে অভিমত।

১৩২৪, বৈশাখ মাসের মালঞ্চে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম, এ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ "কবির সম্বর্দ্ধনা" হইতে উদ্ধৃত।

বিগতবর্ষে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার বড় একটি সিদ্ধি পৃথ্বীরাজ। ইহা একখানি মহাকাব্য। বাণীর সেবক, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রণেতা। কি ভাষায়, কি ভাবে, কি আদর্শে—এই গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যে যোগীন্দ্র বাবু তাঁহার যৌবনে মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লিখিয়া বঙ্গ ভাষাকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তিনিই, বার্দ্ধক্যে, পৃথ্বীরাজ রচনা করিয়া, মহাকবির আসন লাভ করিলেন। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী হইয়াও তিনি শান্ত, সমাহিত; বিনয় ও নম্রতার অবতার। তাঁহার অক্লান্ত লেখনী সহস্রপথে মাতৃভাষার সেবা করিয়াছে, কিন্তু একদিনের জন্যও কাহাকে বিদ্ধ বা ব্যথিত করে নাই। রুচির নির্ম্মলতায় এবং সর্ব্বত্র প্রসাদগুণে তাঁহার ভাষা অতি মনোজ্ঞ এবং অনেকেই ইহা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ইতিপূর্ব্বে অতি অল্প সময়ই তিনি কাব্য সাধনা করিয়াছেন, তথাপি, বার্দ্ধক্যে, অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়া, তিনি হেম-নবীনের সমপর্য্যায়ে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ বয়সে এজাতীয় এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ এদেশে খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। বঙ্গবাণীর অনাড়ম্বর নীরব সাধক, ধ্যানমগ্ন তপস্বীর ন্যায়, সকলের অজ্ঞাতসারে এমন মধুচক্র রচনা করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, ইহা কবির অতি আশ্চর্য্য মন্ত্রগুপ্তির' পরিচায়ক। অনেকেরই বিশ্বাস যে মহাকাব্য লিখিবার যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, আর একথা যে কতক পরিমাণে সত্য তাহাতেও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কবিতার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আর বাস্তবিক এই দারুণ জীবনসংগ্রামের মধ্যে মহাকাব্য লিখিবার ধৈর্য্য, সংযম এবং ভাব ও চিন্তার সমগ্রতা রক্ষা করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং এ যুগেও যে-দেশে এবং 'যে ভাষায় পৃথ্বীরাজ তুল্য মহাকাব্য রচিত হইতে পারে, সে দেশ এবং সে ভাষা যে আমাদের, ইহা ভাবিয়া আজ অসীম গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। মানবের গুরু মহাকবিরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ ধন্য; আবার যেদেশে তাঁহারা তাঁহাদের জীবৎকালেই সম্মানিত এবং সম্পূজিত হন, সেদেশ আরও ধন্য। সুতরাং দেশের সুধীমণ্ডলী পৃথ্বীরাজের কবিকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া

যোগ্য পাত্রেরই সম্মান করিয়াছেন, এবং সে সম্মানে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি এবং বঙ্গভাষাও সম্মানিত হইয়াছে।

গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্নে, কলিকাতা রামমোহন-লাইব্রেরী গৃহে, 'যুগের গৌরব' এই শুভ অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন হয়। কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কাশিমবাজারের মহারাজা, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার, অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কবিবর প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, পাইকপাড়ার কুমার মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, (কলিকাতার সেরিফ) শ্রীযুত হরিরাম গোয়েঙ্কা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্রগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রশস্তি পত্র কবিবরকে প্রদান করেন।

বি, এ ইত্যুপাধিমণ্ডিত মহাকবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ায় প্রশস্তি পত্রমিদং প্রদত্তম্॥

> পৃথ্বীরাজ ইতি প্রসাদমধুরং গম্ভীরভাবং মহা-
> কাব্যং যস্য মহাকবেরনুপমং ব্যাপ্নোতি কীর্ত্ত্যামহীম্।
> তস্মৈ তে কবিভূষণেতি মতিমন্ যোগীন্দ্রনাথার্হতে
> প্রীত্যোপাধিরয়ং প্রদীয়ত ইহাশীর্ভিঃ সমং গৃহ্যতাম্॥

শকাব্দা—১৮৩৮। সৌর ফাল্গুন-চতুর্থদিবসীয়া লিপিঃ।

মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমানাং সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শর্ম্মণা।

ইঁহাদের ব্যতীত নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি বহুস্থানের পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতিনিধিগণও ইহাতে স্বাক্ষরকরেন।

কবিভূষণ মহাশয় উত্তরে নিম্নলিখিত বাঙ্গালা শ্লোকটি পাঠ করেন।:

> "শত ফুল ফুটি বনে ঝরি পড়ে অযতনে,
> দেবপদে স্থান যার তা'ই ধন্য হয়;
> আশিস-প্রসাদ লভি তেমতি এ দীন কবি,
> কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ, পাদপদ্মে প্রণময়।"

কবিবরের শিষ্য, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি সোণার দোয়াত, কলম গুরু কবিবরকে উপহার প্রদান করেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাতে করিয়া এই উপহার তাঁহাকে প্রদান করেন এবং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—পৃথ্বীরাজ-প্রণেতা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে স্থান পাইবার যোগ্য। সভাপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের অভিভাষণের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"নূতন শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমাদিগের হৃদয়ে নূতন আশা ও নূতন ভাব উদিত হইতেছে। পৃথিবীর আধুনিক উন্নত জাতির সহিত তুলনায় আমরা আমাদিগের হীনতা ও দীনতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। প্রাদেশিক এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতভূমিকে আমাদিগের দেশ এবং সমগ্র ভারতবাসীকে আমাদিগের জাতি করিয়া লইবার একটি আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের মনে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে। সেই সঙ্গে আমাদিগের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে কি কি অন্তরায় আছে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। যে দেশে বেদ ও উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল যেখানে একদিকে বুদ্ধ এবং শঙ্কর, অপরদিকে, চন্দ্রগুপ্ত এবং পুরুরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশের এরূপ পতন হইল কেন, এই পতনের পর উত্থানের কোন উপায় আছে কি না, প্রত্যেক চিন্তাশীল হিন্দুরই ইহা এখন বিচারের বিষয় হইয়াছে। আজ আমরা যাঁহার সম্মানের জন্য এখানে মিলিত হইয়াছি, সেই মহাকবি তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যে তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের দোষ, গুণ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; কেন না যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এবং বঙ্গের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ পূর্ব্বেই তাহা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে খণ্ড-কবিতার এবং গীতি-কবিতার প্রাচুর্য্য দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, বাঙ্গালীর শক্তি হ্রাস হইয়াছে, তাঁহারা আশ্বস্ত হউন। বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত তেজ নির্ব্বাপিত হয় নাই। পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য নবযুগের গৌরব-কেতন রূপে বাঙ্গালাসাহিত্যসৌধের শিরোদেশ অলঙ্কৃত করিবে।"

"কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়! এক্ষণে আমি আপনার স্বগুণার্জ্জিত উপাধিপত্র আপনাকে প্রদান করিব। যদি আপনি এই উপাধিপত্র আমার হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গৌরব বোধ করেন, আমিও ইহা আপনাকে দিতে পারিয়াছি বলিয়া গৌরব বোধ করিব। আপনার কল্যাণ হউক। ব্রহ্মরূপিণী বাগ্‌দেবতার কৃপায়, সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদে এবং ভদ্রমহোদয়গণের শুভ কামনার ফলে আপনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মাতৃ-

ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত থাকুন এবং উত্তরোত্তর নূতন নূতন সম্মান লাভ করুন, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ ও আন্তরিক প্রার্থনা।"

অন্যান্য অভিমত।

১। দশম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে এই কাব্য সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও, যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে।"

২। ইহার বর্ণনা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন :—

Each canto beams with some stirring incident, some glowing picture of the manners and customs prevailing at the time, and the description is so vivid, so true to nature that the reader imagines himself as living and moving in the distant past. The Swayambar of Sanjukta, the Goureypooja of the ladies of Ajmer, the warlike preparations of the Rajputs, and the reception accorded to the victors of the first battle of Tarain, have been portrayed with such distinctive light and shade that once read, they can never be forgotten.

৩। ইহার সময়োপযোগিতা ও সাত্ত্বিকতা সম্বন্ধে নব্যভারত বলেন :—"মার্জ্জিতরুচি, বিশুদ্ধভাবা এবং কাব্যোচিত সহৃদয়তায় গ্রন্থকার ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার এক অপূর্ব্ব সম্মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভাষায় বুঝাইবার শক্তি নাই ; ইহা বর্ত্তমান কালোপযোগী এক সম্মোহন মন্ত্র। * * স্বদেশ-প্রেমময়, সাত্ত্বিকতাপূর্ণ এরূপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই।"

৪। ইহার চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে প্রবাসী বলেন :—পৃথ্বীরাজ গোবিন্দ, মহম্মদঘোরী প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণ কবি নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছেন। * * পৃথ্বীরাজের বীরত্ব, তাঁহার রাজধর্ম্মপালন শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সংযুক্তাও তেজস্বিতায়, প্রজাদের প্রতি বাৎসল্যে ও তাহাদের হিতসাধনে পৃথ্বীরাজের উপযুক্ত মহিষী। * * মনে হয় যে দেশে এমন রাজা,

রাণী জন্মে, তাহার দুর্গতি হয় কেন? * * তুঙ্গাচার্য্য ও তন্ত্রোপাসিকা মেধা কবির কল্পিত। উভয়েরই চরিত্র যথাযোগ্যরূপে, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া, কল্পিত ও বর্ণিত হইয়াছে। মেধার নামের সহিত, পুস্তকপাঠান্তে, পাঠকের মনে ভয় ও ঘৃণা জড়িত হইয়া থাকিয়া যায়। তাহার মাতৃস্নেহ ও ভীষণ প্রতিহিংসার সংমিশ্রণ কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তুঙ্গাচার্য্য সাধুচেতা, দূরদর্শী, স্বদেশ-প্রেমিক, ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ।"

৫। ইহার ঐতিহাসিকতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে **হিতবাদী** বলেন :—"কবি কুত্রাপি অতিমানুষিক যন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, পদে পদে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি যে সকল টীকা, টিপ্পনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সে গুলি পাঠ করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এত বন্ধনের মধ্যেও তাঁহার রসভঙ্গ ঘটে নাই। তাঁহার তুলিকা-নৈপুণ্যে ইতিহাস মনোহর বর্ণে সজ্জিত হইয়াছে; যাহা স্বভাবতঃ নীরস ও বিরক্তিজনক তাহাও মাধুর্য্যময় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।"

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

৬। ইহার স্থায়িভাব সম্বন্ধে **সঞ্জীবনী** বলেন :—"বহুদিন পরে একখানি মহাকাব্য হস্তে পাইয়া আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করি। পাঠ শেষ করিয়াছি, কিন্তু কি যেন এক অব্যক্ত এখনও দেখিতেছি—কি যেন এক আশা এখনও প্রাণে জাগিতেছে। * * পৃথ্বীরাজমহাকাব্য জাতীয় জীবনের পতনের ইতিহাস। মহাকাব্যের এমন বিষয় আর নাই। মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহার পৌরাণিকী কাহিনী; তাহার সঙ্গে মানবজীবনের বাস্তব সম্পর্ক নাই। কিন্তু পৃথ্বীরাজ আমাদেরই একজন, তাঁহার পতন আমাদের জাতীয় পতনের ইতিহাস। * * যোগীন্দ্রবাবু মহাকাব্যের বিষয় যেমন নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিতে বিষয়টী তেমনই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। নানা রসের অবতারণায় ইহা মহাকাব্য হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশ ধন্য যে এমন একখানি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে * * যিনি এই মহাকাব্যের রচয়িতা তাঁহার আশা সার্থক হউক।"

৭। ইহার মহাকাব্যোচিত গুণ সম্বন্ধে **বঙ্গবাসী** বলেন :—"আলোচ্যকাব্য ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে রসে, অঙ্কনে, বর্ণনে মহাকাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। এক একটী বর্ণনা এমনই চিত্রাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে,

পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন রাফেলের ন্যায় কোন চিত্রকর চক্ষুর সম্মুখে ছবি আঁকিয়া তুলিলেন। * গ্রন্থের আদ্যে ও অন্তে যে চিত্র দেখিতে পাই, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অতুল। * * এতদিন পরে প্রকৃত মহাকাব্য পাইলাম। * * আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাকাব্য বলিয়া চিরপ্রশংসার্হ হইয়া রহিবে এবং কবি অমরত্ব লাভ করিবেন। * তিনি চরিতলেখক; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, তিনি ভবিষ্যতে মহাকবি বলিয়া চরিতে স্থান পাইবেন।"

৮। কাব্যের ও কবির ভাবিগৌরব সম্বন্ধে **বেঙ্গলী** বলেন ঃ—
"In melody of diction, grandeur of discription, loftiness of sentiments and in faithful representation of men and manners the book deserves to be ranked with the masterpieces of our literature. The author, * * as biographer of Michael M. S. Dutt, already occupies a prominent place among our prose-writers and Prithviraj, evidently the fruit of his long, careful preparation, will, we believe, secure for him a place among the immortal sons of Bagdevi."

৯। ইহার ঐতিহাসিক ঘটনায় কাব্যোচিত বর্ণসঞ্চার সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজের মুখপত্র **সাহিত্যসংহিতা** বলেন ঃ—কবির ভাবুকতা, স্বদেশ-প্রেম, বর্ণনাশক্তি, সৌন্দর্য্যবোধ, শব্দসম্পদ বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালে তিনি কেবল রক্তমাংসের যোজনা করেন নাই, তাহাতে প্রাণসঞ্চার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বর্ণনাগুণে ঘটনাবলী যেন চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়; দেশকালের বাধা অতিক্রম করিয়া পাঠক কাব্যবর্ণিত চরিত্র-গুলির মধ্যে আপনার সত্ত্বা হারাইয়া ফেলেন।* আমাদের বিশ্বাস এই মহা-কাব্যের আদর হইবে ; যদি না হয় তাহা হইলে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক কাব্যামৃত রসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন।"

১০। পাঠকের হৃদয়ে ইহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে তৎসম্বন্ধে **কায়স্থপত্রিকা** বলেন ঃ—"কবি, স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদনায়, আত্মহারা হইয়া, উচ্চভাবপূর্ণ যে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করাইবে, আত্মমর্য্যাদায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে। * * উৎকট কাব্য ও কবিতার যুগে এরূপ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়া বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।"

১১। ইহার ভাষা, ভাব, উচ্চ আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে **শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়** বলেন ঃ—"For chastity of language, purity of diction and sublimity of thought Prithviraj stands unsurpassed in the Bengali language. * * The Author is a prominent figure in Bengali literature and his present achievement * * * will shed a lustre on his bright name which is sure to last as long as the Bengali language shall be either written or spoken.

১২। ইহার উদ্দেশ্যের সার্থকতা সম্বন্ধে **শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ চৌধুরী** মহাশয় বলেন ঃ—"কাব্যখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে; অনেক সময় দিয়া পড়িয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে; * * পঞ্চদশ সর্গে ভারতবর্ষের সমসাময়িক অবস্থার বর্ণনা অপূর্ব্ব হইয়াছে। আমাদের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই। কবে এই জাতি শুদ্ধ হইবে ঈশ্বর জানেন। আপনার কাব্যখানি পড়িয়া শুদ্ধির চেষ্টা প্রবল হইবে আমার বিশ্বাস।"

১৩। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কাব্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে **রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয়** বলেন ঃ—"I have gone through Prithviraj and I say in a single word that it is 'Splendid.' Those, who, like my humbleself, deplore the present condition of our poetry, will hail your book with delight. It will immortalise its author.

১৪। ইহা বাঙ্গালা কাব্যসমূহের মধ্যে যে স্থান লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধে বঙ্গীয় নবম সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার **সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়** তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ—"শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরিশুদ্ধ লেখনী হইতে সম্প্রতি পৃথ্বীরাজ নামক যে ঐতিহাসিক কাব্য প্রসূত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে মহনীয় আসন প্রাপ্ত হইবে।"

১৫। ইহার বিভিন্নগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া অব্যর্থবাদী, ঋষিকল্প **সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়** লিখিয়াছিলেন ঃ—"আপনি আমার নিকট হইতে এই গ্রন্থের সমালোচনা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু আমি সমালোচক নহি, একজন পাঠক মাত্র। তবে এই কাব্য পাঠে এতই আনন্দ লাভ করিয়াছি যে, সমালোচক হইলেও, কিয়ৎকালের জন্য, সমালোচনার প্রবৃত্তি ভুলিয়া যাইতাম। ইহাই আমার পৃথ্বীরাজ কাব্যের সমালোচনা।

পদলালিত্যে ও অর্থগৌরবে, ভাষার সরলতাপূর্ণ মাধুর্য্যে ও ভাবের বিশদতাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যে, ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যে ও আখ্যায়িকার রচনা-পারিপাট্যে এবং প্রকৃতির শোভাবর্ণনে ও চিত্রিত চরিত্র প্রস্ফুটনে—এই সমস্ত সদ্‌গুণে—পৃথ্বীরাজ প্রথমশ্রেণীর এক খানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হইবে। পৃথ্বীরাজ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনি বঙ্গসাহিত্যকে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন।"

পৃথ্বীরাজ এবং কবির দ্বিতীয় মহাবাক্য শিবাজী পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ। একখানির সঙ্গে অপর খানি না পড়িলে পাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সাহিত্যিক, স্বদেশ-প্রেমিক, সমাজ-সংস্কারক প্রত্যেকেরই এই দুই মহাকাব্য পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিবাজী মহাকাব্য সম্বন্ধে অভিমত।

THE BENGALEE.—"For a long time it has not been our pleasure and privilege to read such an inspiring masterpiece in Bengali. The diction of Shivaji is most elegant and classical. The style as elegant and pure as almost Miltonic, and the whole work is illustrated with copious historical notes and contemporary references. We beg of all young and aspiring writers in Bengali to emulate the patriotic example of Mr. Bose and follow in his exalted footsteps."

THE AMRITABAZAR PATRIKA.—"In this book the author has shown that splendid chastity of language, grandeur of discriptions, loftiness of sentiments, close study of human characters and sublimity of thought which are his own. Charms of a sweet and gracious style permeates throughout the book and each canto opens a vista of thrilling interest. The description is so vivid and lifelike that the reader imagines, when going through the chapters, as living in that distant period. The book will no doubt be a great asset to the Bengali literature."

THE HINDOO PATRIOT.—"It is a unique work, unique in style, in diction, in conception and execution and is decidedly a book to possess. He that hath but few books is bound to have this notable contribution to Indian history and poetry. It is history rationalised, poetry spiritualised. The fruit, as it is, of wide reading, great industry, of research and scholarly zeal, the whole thing has about it the vivifying touch of a master-poet to render it irresistibly fascinating All is brightness, colour, movement, harmoniously blended, full of fire and poetical intensity and intoxication, and containing unsurpassed passages both of descriptive energy and choric sweetness." * *

We do not know which to admire most, the beauty of language, of thought, of the word-pictures drawn or the unpretentious wealth of historical information packed within its pages or the beautiful get-up. The illustrations, artistically beautiful and historically accurate, yet, further enhance the value of a most notable work."

THE INDIAN MESSENGER :—What to the historians and scholars has been revealed by antiquarians and historians in a critical, dry and matter-of-fact way, has been presented by the poet of "Shivaji" to his readers in an eminently fascinating and convincing manner.

The book is sure to win its way to the Bengali reading public as easily as its predecessor, and secure as abiding a place in Bengali literature.

THE MODERN REVIEW :—In Jogindra Babu, historic erudition, the gift of poesy, the deep love of country which is not afraid to speak unpleasant truths, are combined with true political insight and the desire to utilise his rare talents to the best advantage in the service of the country.

We learn more from them than from volumes dry as dust history, occupied with unconnected facts and details, as they usually are, and the lessons inculcated by our author being presented to us in a rich poetical garb, the charm of which lingers and is not easily forgotten, are likely to be deeply

imprinted on the mind and produce a lasting effect. Great as are the merits of Jogindra Babu's epics, as poetical compositions, it is their historical value which is likely to prove most abiding.

সঞ্জীবনী :—"শিবাজী নিরাশান্ধকার-সমাচ্ছন্ন হতাশ্বাস প্রাণে আশার দিব্য জ্যোতি লইয়া আগমন করিয়াছে। মৃত জাতিও জাগিতে পারে, শিবাজী মহাকাব্যের ইহাই বার্ত্তা। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাও যে মহা জাতিতে পরিণত হইতে পারে, শিবাজী এই শিক্ষাদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। এই মহাকাব্যের বিষয় প্রাণউন্মাদক, ভাষা তেজোময়, ভাব চিরস্থায়ী। যে এই গ্রন্থ পড়িবে, সে কিছুদিন তন্ময় না হইয়া থাকিতে পারিবে না।"

মালঞ্চ :—যোগীন্দ্র বাবুর পৃথ্বীরাজ দেশের লোকে অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য প্রভূত সম্বর্দ্ধনা সহকারে তাঁহাকে কবিভূষণ উপাধিও দেশের বরেণ্য পুরুষগণ দিয়াছেন। ভাবের মহত্ত্ব, রচনার প্রশান্ত মাধুর্য্য, স্থানে স্থানে তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাসের অনুরূপ চিত্তস্তম্ভনকর মহিমাময় গাম্ভীর্য্য, আর ঐতিহাসিক চরিত্র সমূহের উজ্জল চিত্র এবং ঘটনাবলীর উজ্জল জীবন্ত চিত্রবিকাশ প্রভৃতি যে সব গুণে পৃথ্বীরাজ পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, শিবাজীতেও সেই সব গুণ সমানভাবে বর্ত্তমান। সময়ের গতিতে কবির প্রতিভা ক্ষীণ হয় নাই, বরং আরও স্ফুরিত হইয়াছে।

প্রবাসী ঃ—আমরা যে শত পাপে পাপী, আমাদের পরাধীনতা, দাসত্ব, দারিদ্র্য, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অপমৃত্যু, হাহাকার প্রভৃতি যে আমাদের জাতীয় পাপরাশিরই প্রায়শ্চিত্ত, এ কথা যোগীন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক এরূপ জ্বলন্ত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সকলেই আমাদের অতীত স্বর্ণযুগের (স্বর্ণমৃগ ?) বর্ণনায় ব্যস্ত ছিলেন, যেহেতু তাহাতে জাতীয় আত্মাদর পুষ্ট হয়, ও করতালি এবং অর্থ উভয়েরই লাভ হয়। পক্ষান্তরে জাতীয় দোষোদ্ঘাটন-চেষ্টায় স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা লাভের সম্ভাবনাই বেশী। এই লাভ-ক্ষতিমূলক, পাটোয়ারি বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া, সৎসাহসে নির্ভর করিয়া, সত্য কথা বলিতে অগ্রসর হইয়া যোগীন্দ্র বাবু যে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতা দেখাইয়াছেন, অতীত গৌরব-মুগ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা বস্তুতঃ দুর্ল্লভ। আমাদের জাতীয় পাপগুলি

কি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'শিবাজী' হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—যাঁহারা আরও বিস্তৃত ভাবে জানিতে চাহেন তাঁহারা পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী উভয় গ্রন্থের মূল্যবান ঐতিহাসিক পাদটীকাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন,—পাঠক গ্রন্থকারের অশেষ অধ্যয়ন, অধ্যবসায় ও বিষয় সন্নিবেশের শৃঙ্খলা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন এবং বহু আবশ্যকীয় তথ্যদ্বারা স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিবেন। সুললিত গাম্ভীর্য্য পূর্ণ, বিশুদ্ধ ও ভাবগর্ভ বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত; কান্তার, কানন, রাজসভা, নদী, দেবালয়, যুদ্ধক্ষেত্র, তীর্থ, মেলা, সর্ব্বপ্রকার চিত্র যথাযথ বর্ণবিন্যাসে সজীববৎ প্রতিফলিত করিতে ইঁহার তুলিকা সুনিপুণ।

নব্যভারত ঃ—সখী বাঈএর উক্তি পড়িতে পড়িতে চক্ষে জলধারা বহে এরূপ সহৃদয়তা, ধর্ম্মোপদেশ, এরূপ পতিভক্তি এ দেশের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। * * যোগীন্দ্র নাথ ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। * * পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী ভারত-অভ্যুত্থান মহাযজ্ঞের দুই মহা আহুতি। * * জাতীয় উত্থান যদি এদেশে কখনও হয় এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাহার সহায় হইবে। যোগীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী তপস্যার ফলে যে আহুতি দিলেন, ভারতবর্ষ সেই আহুতিতে ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়াছে এবং বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে; যোগীন্দ্রনাথের জীবনধারণ সার্থক হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঃ—যোগীন্দ্র বাবু এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাতে কবির পরিশ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ ঃ—পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এই পুস্তকের প্রশংসার শেষ করা যায় না। ফলতঃ বর্ত্তমান কালে সামাজিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং 'শিবাজী মহাকাব্য' যুবকদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য বলিয়াই মনে হয়। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর পুণ্য চরিত্র অবলম্বনে লিখিত এই মহাকাব্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হউক এবং হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

কবিতানুবাদ **কঠোপনিষৎ।** মূল ও ব্যাখ্যা সম্বলিত।

উপনিষৎ হিন্দু শাস্ত্রের সার। এমন হিন্দুসন্তান কেহ নাই, উপনিষদের মর্ম্ম অবগত হইতে যাঁহার ইচ্ছা না হয়। কিন্তু ইহার ভাব সহজে বোধগম্য নয় ভাবিয়া অনেকেই ইহার আলোচনায় সঙ্কুচিত হন। বর্ত্তমান অনুবাদ সে অসুবিধা দুর করিবে। গৃহী এবং সন্ন্যাসী, জ্ঞানী এবং ভক্ত, ভাবুক এবং কর্ম্মী সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই অনুবাদ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন। গীতার সঙ্গে এই অনুবাদ প্রত্যেক হিন্দু সংসারে নিত্য পঠনীয়; শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দানের উপযোগী।

স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়;—"এই অনুবাদ যেমন সরল ও সুমিষ্ট তেমনই আবার মূলের সম্পূর্ণ অনুগামী। এরূপ রচনা কেবল আপনার সিদ্ধ হস্ত দ্বারাই সাধ্য। এই কবিতানুবাদ বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও সৌষ্ঠব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের একটী মহামূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বরূপ এম, এ;—"আশা করি, গীতার ন্যায় ইহা বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রত্যহ পঠিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর;—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম; বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ;—"আপনার প্রাঞ্জল ও মধুর অনুবাদে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, M. A.;—"আপনার অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।"

স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী, ভাটপাড়া;—"উপনিষদের ভাষার যে এরূপ সরল বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ হইতে পারে, ইহা আমি আদৌ কল্পনা করিতে পারি নাই। পাঠ করিবার সময় উপনিষৎ পড়িতেছি, কি কাব্য পড়িতেছি, অনেকস্থলেই তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এত সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে যে, অনেক মন্ত্রের অনুবাদ দুই তিনবার পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত M. A., বরিশাল;—"আপনার কঠোপনিষৎ সুন্দর হইয়াছে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য M. A., প্রয়াগ;—"আপনার অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অনুবাদ দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্পত্তিশালী হইবে।"

শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন ;—"অদ্যাপি কেহই দুরধিগম আগমসাগরে সেতু বাধিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহার সূত্রপাত করিলে।"

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ঢাকা ;—"আপনি এই দুরূহ কার্য্য যেরূপ হৃদয়গ্রাহী ভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। সুকঠিন আবরণযুক্ত দুর্ভেদ্য উপনিষৎরূপ অমৃতফলকে বিদীর্ণ করিয়া আপনি তাহা সাধারণের আস্বাদনের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।"

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মূলাজোড় ;—"বেদাঙ্গীভূত এই শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের দুরূহ বলিয়া আমার ধারণা। এই দুরূহ গ্রন্থের অর্থসম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনি যে ইহার জটিলতা নিরাসে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাই আপনার অনুবাদের প্রশংসা।"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; অনুবাদ সর্ব্বাংশে সুখপাঠ্য।"

নব্যভারত—কঠিন দুরূহ উপনিষদের কথা এমন সরল, প্রাঞ্জল, স্নিগ্ধ, সুললিত বাঙ্গালায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা কল্পনায়ও ভাবিতে পারা যায় না। যোগীন্দ্রবাবুর লেখনীধারণ ধন্য!

সঞ্জীবনী—"কোনও বৈদিক গ্রন্থের এরূপ অনুবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। জটিল ভাব যে এত সুখবোধ্য, সরল করা যাইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

হিতবাদী—"অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

Dr. SIR RASH BEHARY GHOSE D. L.T. It is a most valuable contribution to Bengali literature and will be welcome by every student of Hindu Philosophy.

BABU BHOOPENDRA NATH BOSE M. A. That such an abstruse and speculative treatise on one of the most difficult branches of human knowledge, written in a language and for a period both of which have receded into the darkness of the past, could be brought forward into the light of the living day, dressed in a garb which retains the charm of the archaic simplicity of the original, while revealing the spirit within, is almost a marvel to me.

THE BENGALEE. "The translation is elegant and faithful and combines the grandeur of the epic with the melody of the lyric."

ইহার লাভাংশ সম্পূর্ণই সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় হয়। সুতরাং এরূপ পুস্তক ক্রয় করিলে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সৎকার্য্যে উৎসাহ দান করাও হইবে।

তরঙ্গে ছাপা, কাপড়ে সুন্দর বাঁধান মূল্য, ৷৷৵• ডাক মাশুল ৵•।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত।

এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, পৃথিবীর যে কোন ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন চরিতের সহিত ইহা তুলনীয়। টেক্‌স্টবুক-কমিটী ইহা পুরস্কার দানের ও পুস্তকালয়ের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ ইহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন ;—

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.—"The book before us is the first regular biography in the Bengali Language, and it may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

THE HINDOO PATRIOT.—It is one of the first class biographical works that have yet made their appearance in our language.

THE INDIAN DAILY NEWS—The work has supplied a desideratum in the Bengali Language and ought to be in every Bengali library, private and public.

THE INDIAN MIRROR.—Like the subject of the memoir Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

THE INDIAN MESSENGER.—The author's diction is chaste and elegant, his powers of narration of a high order. The Book is altogether the best biography in the Bengali Language.

THE BENGALEE.—It is a noble monument of the great poet. Every Bengalee, every lover of his country and his

country's literature, should provide himself with a copy of the Book.

THE UNIVERSITY MAGAZINE—The biography is one of the best written in India.

THE ENGLISHMAN.—The work has been most carefully prepared and reflects great credit upon its author who has done an important service to Bengal and to her great poet.

THE STATESMAN.—In the performance of his self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscientiousness which would have done credit to a German Savant.

সঞ্জীবনী—কি ভাষা, কি চিন্তাশীলতা, কি পাণ্ডিত্য, কি মনোহারিত্ব, সর্ব্ব বিষয়েই ইহা বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-চরিত। যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী।—যোগীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের সমকক্ষতা করিতে পারে, এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা। গ্রন্থখানি যে কেবল উপাদেয় এবং মনোহর হইয়াছে তাহা নহে; এই গ্রন্থ অনেক অংশেই বাস্তবিক অপূর্ব্ব হইয়াছে।

নব্যভারত।—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী।—ইহা কেবল জীবন-চরিত নয়, একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচনা-গ্রন্থ এবং কবির সময়ের একখানি উৎকৃষ্ট আলেখ্য। মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় জীবন চরিত লেখক পাইয়াছিলেন।

LATE BABU RAJ NARAYAN BOSE.—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself. I greatly rejoice at the appearance of such a work in the Language.

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।—"আপনার এ গ্রন্থ অনেকাংশে অপূর্ব্ব; ইতিপূর্ব্বে বা ইহার পরে এরূপ জীবন চরিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। জীবন-চরিতের সহিত তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং কবির সময়ের যথাযথ চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন।—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালায় আর কখনও বাহির হয় নাই। আপনি মধুসূদনের দোষগুণ, প্রতিভা, অপ্রতিভা নিরপেক্ষ ভাবে অঙ্কিত করিয়া পাঠকের নয়নের সম্মুখে মধুসূদনের একটী জীবিত আলেখ্য প্রকটিত করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি ক্লেশসহিষ্ণুতা, কি উদ্যম দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপূর্ব্ব জীবন চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের এবং তৎসঙ্গে বঙ্গকাব্য-সাহিত্যের এমন অন্তরদর্শী, কাব্যরসজ্ঞ, নিরপেক্ষ সমালোচনা বঙ্গদর্শন-বান্ধব-যুগের পর আর যে পড়িয়াছি স্মরণ হয় না।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।-চরিতবর্ণনের গ্রন্থরচনায় কোন ব্যক্তি, কোন ভাষায়, আপনার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—আপনার পুস্তক, সর্ব্বাংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বসু।—এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে, এ পর্য্যন্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই। জীবন-চরিত লেখকদিগের মধ্যে এমন ধর্ম্মভীরু, পক্ষপাতশূন্য ভক্ত বড়ই কম দেখিয়াছি।

শিবনাথ শাস্ত্রী।—কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতারাজ্যে নবভাব ও নবশক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিলে।

বিস্তৃত সংস্করণের সঙ্গে এই গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত, বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ আছে। মূল্য যথাক্রমে ২৷৹ ও ৷৵৹ ডাকমাসুল ।৹ ও ৴৹।

অহল্যাবাইয়ের জীবন চরিত।

শিবপূজানিরতা অহল্যাবাইয়ের, তাঁহার সমাধিমন্দিরের ও নর্ম্মদাতীরস্থ দুর্গের, তাঁহার নির্ম্মিত কাশীর ঘাটের ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চিত্র সম্বলিত।

হিন্দু-মহিলার, বিশেষতঃ ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবার, পাঠের জন্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ আর নাই। নিম্নোদ্ধৃত অভিমত দেখুন।

সার রমেশচন্দ্র মিত্র;—এরূপ সরল ও সুমধুর ভাষায় লিখিত পুস্তক বাঙ্গালায় কম আছে। অহল্যাবাইএর জীবন-চরিত হিন্দু মহিলার উৎকৃষ্ট

আদর্শ। সেই চরিত্র আপনি অতি সুন্দরবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। চিত্রপট যেন জীবিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।—অহল্যা পাঠ করিয়া উহার ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও ভাবের মধুরতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। অহল্যা নারীদেবী। তাঁহার নারী-দেবীত্ব আপনার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিভাসিত।

হিতবাদী।—গুরুজনে ভক্তি, সর্ব্বজীবে করুণা, বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন, নারীজনসুলভ কোমলতার সহিত কর্ত্তব্যপরায়ণতার সম্মিলন প্রভৃতি বিবিধ গুণের জন্য অহল্যার চরিত্র ললনাকুলের আদর্শ স্থল।

প্রবাসী।—এইরূপ পুস্তক পড়িলে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ উপকৃত হইবেন। কন্যাগণ মহৎ চরিত্রের আদর্শ পাইয়া ভবিষ্যগৃহিণী পদের উপযুক্ত হইতে পারিবেন, এবং অতি দুর্ব্বিনীত, অবিশ্বাসী পুরুষচিত্তও নারী-মহিমায় শ্রদ্ধান্বিত হইবে। এইরূপ চরিতাখ্যান আত্মার স্বাস্থ্য, গৃহের কল্যাণ। তেজস্বিতায় উগ্র অথচ দয়াতে কোমল এমন করুণ-কঠোর চরিত্র সংসারে দুর্ল্লভ, সকলের অনুধ্যানের সামগ্রী।

ইহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার ও পুরস্কার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় হিন্দুস্কুল ও হেয়ারস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহোদয়দ্বয় এই পুস্তক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল। মূল্য ॥০ আনা ডাকমাসুল /০ আনা।

Babu Jogindra Nath Bose's Ahalya Bai is one of the best written Biographies in Bengali. It presents in an attractive form the lifework of a noble queen, who for piety and purity as well as firmness and wisdom, is unrivalled in the annals of modern India.

The book has been in use in the third class of the Hindu and Hare schools and is not likely to be replaced for some time to come.

Rasamay Mitra
Headmaster Hindu school.

Isan Chandra Ghose
Headmaster Hare school.

পতিব্রতা গ্রন্থাবলী।

এই গ্রন্থাবলীতে ভারতীয় পতিব্রতাকুলের অগ্রগণ্যা মহিলাগণের চরিত্র, অভিনব প্রনালীক্রমে, উপন্যাসাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষার লালিত্যে এবং ভাবের পবিত্রতায় এই গ্রন্থাবলীর তুলনা নাই। হিন্দুমহিলার আদর্শ কত উচ্চ তাহা জানিতে হইলে এই গ্রন্থাবলী পাঠ আবশ্যক।

১। প্রথম ভাগ :—সতী, শকুন্তলা, দময়ন্তী এবং শৈব্যা একসঙ্গে বাঁধাই; মূল্য সাধারণ ১।০ উৎকৃষ্ট ১॥০।

২। দ্বিতীয় ভাগ :—গান্ধারী, সুনীতি, সাবিত্রী এবং সীতা একসঙ্গে বাঁধাই; মূল্য সাধারণ ১।০ উৎকৃষ্ট ১॥০।

বিবাহে, জন্মদিনে, উৎসবে, নববর্ষে, বিদ্যালয়ের পরীক্ষান্তে কোন পুস্তক উপহার দিতে হইলে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন :—

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।—"আপনার পবিত্র সিদ্ধ হস্তে চিত্রাঙ্কনের পারিপাট্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

প্রবাসী।—"পাঠ করিলে নারীগণ যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

নব্যভারত :—"গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বঙ্গগৃহে প্রচারিত হউক, আর ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলুক।"

সঞ্জীবনী :—"অতি সুন্দর, অতি মধুর হইয়াছে; আমরা সকলকে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

হিতবাদী :—"এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।"

THE BENGALEE :—We believe every home will be the better and the happier for its perusal.

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে কি? উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাসপাঠের ফল হিন্দুসংসারে অনেকেই ভোগ করিতেছেন, এখন এই শ্রেণীর গ্রন্থপাঠ কর্ত্তব্য কি না বিবেচনা করুন। ছাপা, বাঁধাই, ছবি, মলাট অতি উৎকৃষ্ট; সর্ব্বতোভাবে পুরস্কার ও উপহারদানের যোগ্য।

রামায়ণের ছবি ও কথা।

ছবি দেখাইয়া বালক বালিকাদিগকে রামায়ণের কথা শিখাইবার জন্য সরল, মধুর পদ্যে লিখিত। কুড়িখানি হাফ্‌টোন ছবিতে ও ত্রিবর্ণের ছবির মলাটে সুশোভিত। বালকবালিকাদিগের জন্য এমন সরল, মধুর ভাষায় আর কেহ রামায়ণের কথা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই; পড়িলে সেই প্রাচীন কবিদিগের ভাষা স্মরণ হইবে। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন;— "পড়িতে পড়িতে যেন প্রাণের ভিতর বসন্তবায়ু খেলিতে থাকে।" মূল্য ॥৹ আট আনা, ডাকমাসুল ৴৹।

—*—

সীতা।

প্রত্যেক হিন্দু-মহিলার অবশ্য-পঠনীয়। কালিদাসের ও ভবভূতির পর ভুবনপাবন সীতা-চরিত্র আর কেহ এরূপ ভাবে চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি না পরীক্ষা করুন। ছাপা, ছবি, বাঁধাই অতি সুন্দর; বিবাহে নববধূকে উপহার এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দানের সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল্য ॥৹ আট আনা, ডাকমাসুল ৴৹।

—:*:—

ভক্তকবি তুকারামের জীবন চরিত।

মূল মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ অবলম্বনে এই সাধু ভক্তের চরিত রচিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি, বিনয়, স্বার্থত্যাগ, সেবা এবং নিষ্কাম আরাধনার এরূপ উদাহরণ অন্যত্র দুর্লভ। সতীর পতির প্রতি যে প্রেম, শিশুর মাতার প্রতি যে ভালবাসা দৃষ্ট হয়, তুকারামের ভগবানের প্রতি সেই প্রেম, সেই ভালবাসা ছিল। কিরূপ অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তিনি ভগবানের নামসুধা মহারাষ্ট্রে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই আলোচনার বিষয়। শিবাজীর সহিত তুকারামের মিলন অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ। তুকারামের রচিত বহু অভঙ্গের (কবিতার) অনুবাদ আছে। মূল্য ॥৴৹, ডাকমাসুল ৴৹।

—*—

যিনি বৃদ্ধের জন্য কঠোপনিষৎ, এবং যুবার জন্য পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনি বালক বালিকাদিগের জন্য কি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন, পরীক্ষা করুন।

আনন্দ দিনে স্নেহোপহার ও বিদ্যালয়ের পুরস্কার-দানের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

ছবি ও কবিতা

প্রথম ভাগ ৷৷০ দ্বিতীয় ভাগ ৷৷০

বালক বালিকারা ছবি দেখিতে ভালবাসে, কবিতা পড়িতেও ভালবাসে; কিন্তু এক সঙ্গে ভাল ছবি ও ভাল কবিতা দেখিতে পায় না।

গুরুজনেরা এমন সুদৃশ্য অথচ সুলিখিত পুস্তক চান, যাহা দিলে বালক বালিকারা আহ্লাদিত হয়, যাহা পড়িলে তাহারা উপকৃত হয়; কিন্তু সেরূপ পুস্তক দেখিতে পান না।

শিক্ষক মহাশয়েরা এমন পুস্তক খোঁজেন, যাহা একসঙ্গে প্রতিদিন পাঠের ও পরীক্ষান্তে পুরস্কারদানের যোগ্য; যাহা সরল অথচ সদ্ভাবপূর্ণ; যাহার বর্ণিত বিষয় ও উপদেশ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপযুক্ত; কিন্তু তাহা দেখিতে পান না।

আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ছবি ও কবিতা ইহাঁদিগের প্রত্যেকেরই তৃপ্তিসাধন করিবে। বালক বালিকারা ইহা পড়িবার জন্য কাড়াকাড়ি করিবে। ঘুমাইবার সময়েও ইহা বিছানায় রাখিয়া ঘুমাইবে; মাতা, পিতা এই পুস্তক দেখিয়া গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিবেন; আর শিক্ষক মহাশয়েরা বুঝিবেন, একখানা বইএর মত বই বাহির হইয়াছে বটে।

ইহার প্রত্যেক ছবি সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত, রঙ্গিণ কালিতে মসৃণ কাগজে মুদ্রিত, মলাট অতি মনোহর ত্রিবর্ণের চিত্রে শোভিত।

ইহার প্রত্যেক কবিতা বালক বালিকারা প্রতিদিন যাহা দেখিতেছে ও শুনিতেছে সেইরূপ ঘটনা অবলম্বনে সরল, মধুর ভাষায় লিখিত ও সদুপদেশ-পূর্ণ; পড়িলে চক্ষু আর্দ্র ও হৃদয় উৎফুল্ল হইবে।

প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে কয়েকটী করিয়া প্রশ্ন আছে। বালক বালিকা-দিগকে কিরূপে ভাষা শিখাইতে এবং কবিতার মাধুর্য্য ও মর্ম্ম বোধ করাইতে হয়, সেই সকল প্রশ্ন হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সঞ্জীবনী বলেন,—"কোন শিশুপাঠ্য গ্রন্থে এমন ভাষা ও এমন ভাব আছে বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না।"

বসুমতী—"ইহার সরল, সরস, সনাতন পুণ্যকাহিনী পাঠে বাঙ্গালীর শিশু-হৃদয়ে শৌর্য্য, বীর্য্য, সাধুতা ও মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হউক।"

সঞ্জীবনী—"আমাদিগের মনে হয়, আত্মীয় স্বজনকে উপহার এবং ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক আর নাই।"

মহাভারত সম্বন্ধে অভিমত

THE HON'BLE JUSTICE SIR ASHUTOSH MUKERJEE.—"I have read with great interest and delight the abridged edition of the Mahabharat of Kasiram Das, prepared by my friend Babu Jogindra Nath Bose. The work has been carried out with extreme care and faultless judgment. The book, * * * should be placed in the hands of every Bengali boy and girl, who, will, I trust, be saturated with the ideals presented in our great national epic"

THE AMRITA BAZAR PATRIKA :—'We give a hearty welcome to this new edition of Kashidasee Mahabharat which may now be placed in the hands of all without exception and may be read with pleasure and profit by our boys and girls at school and by our ladies in the zenana.

THE BENGALEE —"With the spread of Western culture the study of the Ramayon and the Mahabharat has been neglected Every sincere Hindu regrets the change and wishes to see the study of these two books again revived in the country. Babu Jogindra Nath has, therefore, done a service to the Bengali literature and to the country at large by bringing out these two works in a form agreeable to modern taste."

প্রবাসী—"এই অষ্টাদশ পর্ব্বের বিরাট পুস্তক এমন সুন্দর ছাপা, বাধা ২৸৹ খুব সস্তা বলিতে হইবে। * * এই সুন্দর পুস্তক গৃহে গৃহে বিরাজিত হইয়া আমাদের প্রাচীন আদর্শকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায় হইবে, আমাদের জাতীয়তা সংগঠনে সাহায্য করিবে।"

নব্যভারত—"যোগীন্দ্রনাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মহাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। * * এই গ্রন্থ পারিপাট্য ও বিশুদ্ধতায়, বোধ হয় অতুলনীয় হইয়াছে।

সঞ্জীবনী—"রামায়ণ, মহাভারত বাঙ্গালা ভাষার অস্থি, মজ্জা। যাহারা বাল্যকালে এই দুই গ্রন্থ আয়ত্ত করিবার সুবিধা পাইবে, উত্তরকালে তাহারা বাঙ্গালা ভাষার উপর বিশেষ অধিকার লাভ করিবে। নীতি ও ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুধু ভাষা শিক্ষার অনুরোধেই বালক, বালিকাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করান প্রত্যেক বাঙ্গালী পিতা-মাতার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালনের যাহা অন্তরায় ছিল, যোগীন্দ্র বাবু তাহা অপসারিত করিয়াছেন। এখন আশা করা যায়, সরল কাশীরামদাস ও সরল কৃত্তিবাস বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজমান হইবে।"

হিতবাদী—"বাঙ্গালা দেশে এখন সুবাতাস বহিয়াছে, এখন ইংরাজী শিক্ষিত পিতামাতাও, পুত্র কন্যার হস্তে রামায়ণ, মহাভারত দিবার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিতেছেন। এ সময়ে যোগীন্দ্র বাবুর এই সুন্দর পুস্তক যে পরম সমাদরে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তি এই পুস্তক সম্পাদনের ভার গ্রহণ না করিলে আমরা এমন সুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট সংস্করণ দেখিতে পাইতাম না।"

বসুমতী—"লেখকের শ্রম সফল হইয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যাঁহাদের অবসর অল্প, তাঁহারাও এই সংক্ষিপ্তসারে কাশীরাম পাঠের ফললাভ করিবেন, এবং এ দেশের চির-উপেক্ষিত শিশুসমাজও সরল কাশীরাম পড়িয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবে। যোগীন্দ্র বাবু সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত প্রচার করিয়া, লোকশিক্ষার প্রাচীন পথ পুনঃ সংস্কৃত ও প্রশস্ত করিয়াছেন।"

বঙ্গবাসী—"যোগীন্দ্র বাবুর সম্পাদিত কাশীদাসের মহাভারত একটী অপূর্ব্ব সংস্করণ। ইহার বাঁধন অপূর্ব্ব, ইহার কাগজ ও ছাপা অপূর্ব্ব ; বাঙ্গালায় এ গ্রন্থের যে আদর হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।"

অধ্যক্ষ—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ;

কলিকাতা।

উপক্রমণিকা।

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস অবলম্বনে কাব্যরচনা নূতন প্রথা নহে। রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান এবং নবীনচন্দ্রের পলাশীরযুদ্ধ বঙ্গভাষাবিৎ ব্যক্তি মাত্রেরই সুপরিচিত। পৃথ্বীরাজ এই দুই গ্রন্থে প্রদর্শিত পথ অনুসরণে রচিত হইয়াছে।

আধুনিক ইতিহাসলেখকদিগের মতে ঘটনাবলীর বিবৃতিমাত্র ইতিহাস-রচনার উদ্দেশ্য নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ এবং উভয়ের পরিণাম দেখাইতে না পারিলে ইতিহাস রচনা সার্থক হয় না। ইতিহাসের ন্যায় ইতিহাস-প্রাণ কাব্য সম্বন্ধেও যে এই অভিমত প্রযোজ্য তাহা স্মরণ রাখিয়া আমি পৃথ্বীরাজ রচনা করিয়াছি।

পৃথ্বীরাজের এবং তাঁহার সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতার পতন এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। যে যে কারণে এই পতন ঘটিয়াছিল, আমি, যথা শক্তি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদিগের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকার স্থাপন হইতে, এবং প্রকারান্তরে তাহারই ফলে, সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, রাম, যুধিষ্ঠিরের কালের পরেই মুসলমান রাজত্ব আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণোক্ত ও মহাভারতবর্ণিত কালের পর বহুশত বৎসর গত হইলে যে মুসলমান-সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল এবং সেই মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কালের মধ্যে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল উৎসাদিত হইবার এবং তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত ও বিধ্বস্ত হইবার ফলে, ভারতবাসীদিগের আচারব্যবহারে, মানসিকভাবে ও প্রবৃত্তিতে যে মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না। যাঁহারা সংস্কৃত ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুর অধঃপতন হয় নাই, হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মুসলমানেরা এ দেশে আসিতে ও স্থায়ী ভাবে বসিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ভারতবর্ষের উর্ব্বরতা, এবং ভারতবর্ষের শিল্পজাত দ্রব্য, স্মরণাতীত কাল হইতে, বিজেতৃগণকে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। পারস্যরাজ দরায়ুস হইতে সিকন্দর, সিলিউকস, কাসিম, সবুক্তজীন, মামুদ প্রভৃতি বহু বৈদেশিক বীর, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভারত-

বর্ষকে উপক্রুত করিয়াছিলেন। শক, হূণদিগের আক্রমণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু মিতাচারে অভ্যস্ত, সবল দেহে রোগের ন্যায় তাঁহাদিগের আক্রমণ হিন্দুর জীবনীশক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। অমিতাচারে ভগ্নদেহে রোগের ন্যায় বর্ত্তমান কাব্যে আলোচ্য আক্রমণ সেই শক্তিকে একবারে নষ্ট না করুক, নষ্টপ্রায় করিয়াছিল।

সাধারণতঃ সামরিক শক্তির ন্যূনতার জন্যই একটী জাতি অপর একটী জাতির নিকট পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসংখ্য লোক মুষ্টিমেয় লোকের অধীন হইয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহন করেন, তখন মনে হয়, কেবল সামরিক দৌর্ব্বল্য নয়, তাহার পশ্চাতে পরাজিত জাতির অন্যবিধ দুর্ব্বলতা বিদ্যমান আছে এবং তাহাই তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ। এই শেষোক্ত দুর্ব্বলতাই পরাজিত জাতিকে উদ্যোগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে অক্ষম করে; ব্যক্তিগত সুখস্বার্থের জন্য জাতিগত সুখ, স্বার্থ বলি দিতে প্রণোদিত করে; এবং আত্মমর্য্যাদায় উদাসীন করিয়া অপমানে ও লাঞ্ছনায় অভ্যস্ত করিয়া তুলে। এই দুর্ব্বলতার মূল কোথায় আমার কাব্যে আমি তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বলতার সঙ্গে জাতীয় নৈতিক দুর্ব্বলতাই যে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার স্থাপনের কারণ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। পূজ্যপাদ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মুসলমান-আক্রমণ বৌদ্ধ দুর্নীতির ও অসদাচারের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এক একবার মনে হয়, তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া, বৌদ্ধেরা, ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূত প্রেতের উপাসক হইয়া যে, নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকেও সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য, মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন।" * কিন্তু বৌদ্ধগণ যে যে অপরাধে অপরাধী ছিলেন, হিন্দুগণ যে তাহাদের মধ্যে কোনওটী হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।† শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে, "ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠা, মূত্র ভক্ষণ করিয়া

* নারায়ণ, আশ্বিন ১৩২২।

† তান্ত্রিকগণের প্রামাণিক শাস্ত্র কুলার্ণব, গুপ্তসাধনতন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্র নহে।

সিদ্ধি লাভের চেষ্টা, ভূত প্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি" প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলিয়াই ধারণা হয়। কে কাহার শিক্ষক তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পরস্পরের সম্বন্ধ যাহাই হউক, কোন কোন স্থলে, ছাত্র শিক্ষককে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নয়। বিধাতা যদি শাস্তি দিবার জন্যই পাঠাইয়া থাকেন, তবে কেবল বৌদ্ধদিগকে শাস্তি দিবার জন্য নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ উভয়কেই শাস্তি দিবার জন্য মুসলমানকে পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের যাহা ধারণা তাহা স্মরণ রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। সুপরিচিত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক আঙ্গরিকা ধর্ম্মপাল বলেন ;—

"For a thousand years the people of India forgot the true Dharma and their neglect to walk in the path of Virtue was punished by the invasion of India, for the first time in the history of India, by the Moslems." *

একদিকে হিন্দু, অপর দিকে মুসলমান উভয়ের পেষণে অপেক্ষাকৃত ন্যূন সংখ্যক বৌদ্ধগণ বিচূর্ণ হইয়াছিলেন ; তাদৃশ কারণের অভাবে সংখ্যাধিক হিন্দুগণ হন নাই। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিপ্রায় এইরূপ :—

Buddhism has almost entirely disappeared from the land of its birth. Even before the Musalman invasion the steady pressure of Brahmanism had relaxed its hold on the people, while the persecution of the Hindu rulers reduced the number of its followers. One favourite device was to institute debates on the rival merits of the two religions, death being the penalty of defeat ; when the judge was a Hindu prince the verdict was a foregone conclusion. "Many of the chief princes" says the Sankar Vijoy, "who professed the wicked doctrines of the Buddhist and Jain religions were vanquished in scholarly controversies. Their heads were then cut off with axes, thrown in mortars and ground to powder by pestles". The intolerant fury of the Musalman invasion destroyed the monasteries, which were the chief centres of the

* The Bengalee, January 18, 1917.

faith, while the monks were either slain or sought refuge in and beyond the Himalayas. Such a clean sweep was made at Bihar,* for instance, that when the rude Musalman conqueror sought for some one to explain to him the contents of the great monastic library, not a single man could be found who could do so. *

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় রায় বাহাদুর স্বর্গীয় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু জাতির শক্তিক্ষয়ের "একাধিক কারণের" মধ্যে "রাজ-প্রজাসাধারণ ব্যভিচার" এক "প্রধান কারণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মৌর্য্যবংশের পতনের পর হইতেই ভারতে রাজশক্তির বিলোপ আরম্ভ হয় ও উপর্য্যুপরি রাজবিপ্লব ও বৈদেশিক আক্রমণে উত্তর ভারত বিপ্লুত হইয়া পড়ে। এই শক্তিক্ষয় একাধিক কারণে সংঘটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তবে রাজপ্রজাসাধারণ-ব্যভিচারই যে ইহার এক প্রধান কারণ তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে প্রতিভাত হইবে।" † ইহার পর শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাৎসায়ন প্রণীত কামশাস্ত্রের পারদারিক অধিকরণ অবলম্বনে তৎকাল-প্রচলিত যে সকল প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য ব্যভিচার-রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমাদিগের অধঃপতনের কারণ বুঝিতে কালব্যাজ হয় না। ‡

উভয় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলা আবশ্যক তাহাই মাত্র বলিয়াছেন; অপ্রাসঙ্গিক বোধে অপর কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। হিন্দুসমাজতত্ত্বজ্ঞ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু জাতির পতনের আর একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুর স্বধর্ম্মিবিদ্বেষরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মুসলমানকে শাস্তারূপে এদেশে পাঠাইয়া ছিলেন। হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর উঠান দিয়া গেলে গোবরজল ছড়া দেওয়া হয়, একটি ছাগল আসিয়া তথায় মলত্যাগ করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে।

---

* O'Malley's Bengal, Bihar, and Orissa, Sikkim, p, 216.

† "মধ্যযুগে ভারতে সামাজিক জীবন" সাহিত্য-সংহিতা, বৈশাখ ১৩২১।

‡ সপ্তদশ সর্গের পাদটীকা দেখুন।

অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, সর্ব্বঘটে নারায়ণ আছেন, এবং বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে এবং শ্বপাকে সমদর্শন করিতে হয়। আধুনিক কালের সাধারণ হিন্দু অন্ত্যজের সুখে, দুঃখে, শিক্ষায়, দীক্ষায় উদাসীন। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মিবিদ্বেষের জন্য ভগবান, তাঁহার অসীম কৃপায়, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মিপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে শাস্তা ও শিক্ষকরূপে ভারতে প্রেরণ করেন।" *

মনস্বী বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবাসীদিগের সর্ব্ববিধ জ্ঞান যে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং তাঁহারা যে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই জ্ঞান প্রচার করিতে উদাসীন, স্থল-বিশেষে, পরিপন্থী ছিলেন, ইহাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পতনের কারণ। "So this accumulated culture of ages of which the Brahman has been the trustee, he must now give to the people at large and it was because he did not give it to the people that Mahommadan invasion was possible It was because he did not open the treasury to the people from the beginning that, for a thousand years, we have been trodden under the heels of every one who chose to come to India." †

এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটীরই মূলে সত্য নিহিত আছে। এই সকল কারণ উল্লেখের সঙ্গে আমাকে এতদতিরিক্ত কারণও নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। আমি দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মগত ও প্রদেশগত পার্থক্যের জন্য ভারতবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম ছিলেন; ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতাবশতঃ ভারতীয় জনসাধারণ মুসলমান-আক্রমণের পরিণাম বুঝিতেন না; উত্তর ভারতের দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য, পারিবারিক কারণে, বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান হইয়া বিজেতার পথ সুগম করিয়াছিল; তাহার উপর হিন্দুগণ উদ্যোগিতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতায়, সামরিক শিক্ষায়, এবং কূট

* এডুকেশন গেজেট ২২এ বৈশাখ ১৩২৩।

† Swami Bibekananda's Works Mayavati Memorial Edition Part III. P. 653.

রাজনীতিতে ও রণনীতি-কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অপেক্ষা পশ্চাৎবর্ত্তী ছিলেন। * এই সকল কারণেই, বীর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তায় হীন না হইলেও, তাঁহাদিগের পতন ঘটিয়াছিল। উপরিউক্ত কারণগুলির মধ্যে যেটী মুখ্য এবং আমার কাব্যের বর্ণনীয় আমি তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি; গৌণ কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছি।

আমার পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে সামরিক শিক্ষার অভাব এবং অসদাচার জাতীয় পতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ত পৃথ্বীরাজে লক্ষিত হয় না; তবে তাঁহার পতন হইল কেন? ইহার উত্তর প্রথমতঃ এই যে, কাহারও পতন একটীমাত্র কারণে ঘটে না; কারণ বিশেষের অভাব হইলেও অপর কারণসমূহের সমবায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই যে, মনুষ্য কেবল নিজের কার্য্যের ফলভোগী নহেন; সামাজিক

* রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠে অভ্যস্ত হিন্দুর নিকট মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সামরিক শিক্ষায় নিকৃষ্ট ছিলেন, এ কথা অপ্রীতিকর এবং তজ্জন্য অনাস্থাযোগ্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু, সামরিক শিক্ষা বলিলে কেবল তরবারি-সঞ্চালন বা শর-নিক্ষেপ-কৌশল বুঝায় না; যুদ্ধার্থ আয়োজন, যুদ্ধোপকরণ, সেনাসন্নিবেশ, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়িনী শিক্ষা বুঝায়। এই সকল বিষয়ে হিন্দু যে নিকৃষ্ট ছিলেন, খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, কাসিমের আলোর-জয় হইতে আহম্মদ সা আব্দালির পানিপথ-জয় পর্য্যন্ত, হিন্দু মুসলমানের জয়, পরাজয় গণনা করিলে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। তবে এ কথা সত্য বটে যে, হিন্দুরা, পরাজিত হইলেও, মুসলমানকে সুদীর্ঘকাল প্রবল বাধা দিতে পারিয়াছিলেন এবং যখন পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ বা শিবাজীর ন্যায় প্রতিভাশালী বীর হিন্দুর নেতা হইয়াছেন, তখন তাঁহারা, মধ্যে মধ্যে, মুসলমানকে পরাজিতও করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, সামরিক শিক্ষার প্রচার ও উৎকর্ষ না হওয়ায় তাঁহাদিগের সাহস ও বীর্য্য যে পরশক্তি-প্রতিরোধে সম্যক্ কৃতকার্য্য হয় নাই, তাহা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না। মুসলমান কপটতার বলে প্রত্যেক স্থলে জয়ী হইয়াছেন, এই প্রচলিত বিশ্বাস একবারেই ভ্রমাত্মক। সামরিক শিক্ষায় ও তৎকালাবিষ্কৃত যুদ্ধোপকরণে মুসলমান শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই সংখ্যাধিক হিন্দুকে পুনঃ পুনঃ পরাজয় করিয়াছিলেন। সিন্ধুবিজয়কালে যুবক কাসিম দুর্গ প্রাচীর ভঙ্গের জন্য যে বিপুল যন্ত্রসমূহ সঙ্গে আনিয়াছিলেন পাঁচশত যোদ্ধাকে তাহা পরিচালন করিতে হইত বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। The youthful Mahammad Kasim advanced into Sind to claim damages for a Sinhalese-ship seized off the coast of Debal (probably the modern Karachi). Kasim himself went overland, but the great war engines, Catapults, requiring five hundred men to work them were transported by sea.

Memoires of the Asiatic Society of Bengal J. Hornell, on Indian Boat designs.

জীবরূপে তাঁহাকে অন্যকৃত কার্য্যের জন্যও দণ্ডপুরস্কারের অংশভাগী হইতে হয়। পৃথ্বীরাজ, স্বয়ং বীর ও নির্ম্মলচরিত্র হইলেও, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন। * হিন্দুজাতির

* আমার এই মতের উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষে যে সমালোচনা হইয়াছিল, প্রয়োজন বোধে আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ কল্পে এই প্রতিবাদ আমি এ স্থলে প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আমার প্রতিবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত না হওয়ায় পরে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদককে লিখিত সেই প্রতিবাদ এই ;—

"ভাদ্র সংখ্যার ভারতবর্ষে আমার রচিত পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যের সমালোচনা পাঠ করিলাম। এই সমালোচনার জন্য আমার ধন্যবাদ অবগত হইবেন। আপনার অভিমত সম্বন্ধে আমার কোনও বক্তব্য নাই; কিন্তু গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনি যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনার পত্রে তাহা প্রকাশিত করিলে বাধিত হইব।

আমি আমার কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছি, "পৃথ্বীরাজ স্বয়ং বীর ও নির্ম্মল-চরিত্র হইলেও যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন।" আপনি এই মতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "বাস্তবিক পৃথ্বীরাজকে অন্যের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল বা তাঁহার নিজের চরিত্রগত কোন দোষের জন্য তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছিল সে কথা এস্থলে বিচার্য্য নহে।"

কিন্তু ইহার পরই আপনি কর্ণেল টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইতে পৃথ্বীরাজের অধঃপতন যে তাঁহারই ব্যবহারের বা অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল পাঠকের মনে এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভব নয়; এইজন্য এই উদ্ধৃত অংশ দুইটীর ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক। রাজস্থান হইতে আপনার উদ্ধৃত অংশ দুইটী এই :—

(১) The prince of Chitore (Samarsi) was again constrained to use his buckler in defence of Delhi and its prince whose arrogance and successful ambition, followed by disgraceful inactivity, invited invasion with every presage of success.

(২) Samarsi reads his brother-in-law an indignant lecture on his unprincely inactivity.

ইহাতে পৃথ্বীরাজের দুইটী দোষের উল্লেখ আছে। প্রথম arrogance অর্থাৎ ঔদ্ধত্য, দ্বিতীয় inactivity অর্থাৎ নিরুদ্যোগিতা বা ঔদাস্য। পৃথ্বীরাজ কিরূপ স্থলে বা কাহার সহিত ব্যবহারে ঔদ্ধত্য (arrogance) দেখাইয়াছিলেন, টড্ এখানে তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু পৃথ্বীরাজের কথা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি ঠিক এই arrogance শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। সে স্থল এই—

"Six invasions by Shahabuddin occurred ere he succeeded. He had been often defeated and twice taken prisoner by the Hindu Sovereign of Delhi who with a lofty and blind arrogance of the Rajput character set him at liberty." Translations of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Vol, I. Pages 147-8 quoted at page 155 of Ajmer Historical & Descriptive by Har Bilas Sarda, B. A.)

জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপের শাস্তির জন্য বিধাতা যে দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিহত করিবার শক্তি, পৃথ্বীরাজের হউক বা অপর কাহারও হউক, পুরুষকারের আয়ত্ত ছিল না। যে ঘটনাসমবায়ে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে পাঠক ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন।

ইহার ভাবার্থ এই যে, "সাহাবুদ্দীন ঘোরী ছয়বার নিষ্ফল আক্রমনের পর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত এবং দুইবার বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুতদিগের প্রকৃতিগত lofty and blind arrogance বশতঃ দিল্লীশ্বর (পৃথ্বীরাজ) তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

ভীত, পলায়িত এবং আহত শত্রুকে অভয়দান ভারতীয় বীরপুরুষদিগের চিরাভ্যস্ত। সুতরাং পৃথ্বীরাজ যদি সাহাবুদ্দীন ঘোরীকে মুক্তি দিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহার arrogance বা ঔদ্ধত্যের ফল নয় (chivalrous spiritএর) বীরোচিত উদারতার ফল। এই উদারতার পরিণাম যাহাই হউক, ইহাকে উদারতা না ঔদ্ধত্য বলিব ?

পৃথ্বীরাজের দ্বিতীয় দোষ inactivity বা ঔদাস্য। যিনি সাহাবুদ্দীন ঘোরীর ন্যায় মহাবীরকে (সমকালবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিক যাঁহাকে Haider of the time সিংহবিক্রান্ত and Second Rustom বলিয়াছেন) ছয়বার পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিম পরাজয় তাঁহার inactivity বা ঔদাস্যের ফল না পুনঃ পুনঃ আক্রমণজনিত বলক্ষয়ের ফল ?

প্রামাণিক ইতিহাস লেখকগণ পৃথ্বীরাজের এই পরাজয়ের কারণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

আকবর নামায় আবুল ফাজল লিখিয়াছেন ;—"Prithwiraj hurriedly collected together only a small number of troops and with these he marched out to attack the Sultan. But the heroes of Hindustan had all perished in the manner described above : besides Jaichand, who had been his ally, was now in league with his enemy. Another of his vassals, the Haoli Rao Hamir turned traitor and joined the Sultan. Prithwiraj was defeated and taken prisoner and was killed" (Ajmer Historical Descriptive Pages 155-56.)

ঐতিহাসিক W. W. Hunter এই মতের সমর্থন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন ;—This Rujput States formed the natural break-waters against invaders from the northwest. But their feuds are said to have left the king of Delhi and Ajmeer, then under one Chouhan overlord, only sixty-four out of his one hundred and eight warrior Chiefs". Indian Empire p, 299.

স্বয়ং কর্ণেল টড্‌ও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"Jealousy and revenge rendered the princes of Palun, Kanouj, Dhar and the other minor Courts indifferent spectators of a contest destined to overthrow them all (Rajastan Vol, 1. p, 276.)

ইহার পরও কি বলা সঙ্গত হইবে যে পৃথ্বীরাজের পতন, অংশতঃও, তাঁহার arrogance এবং inactivityর ফল ? প্রকৃত কথা এই যে, ধর্ম্মপ্রচার ও লুণ্ঠন প্রয়াসী মুসলমান স্বতঃই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কাহারও arroganceএর জন্য করেন নাই। পৃথ্বীরাজ

পৃথ্বীরাজ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলেও তাঁহার সংস্পৃষ্ট ইতিহাসোচিত বিবরণ অধিক পাওয়া যায় না। হিন্দী ভাষায় পৃথ্বীরাজের সভাসদ চন্দ বরদাই-প্রণীত পৃথ্বীরাজরাসো নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ আছে; কিন্তু, কাব্যাংশে যাহাই হউক, ইতিহাসরূপে ইহার মূল্য অতি সামান্য। আধুনিক আবিষ্কৃত শিলালিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি হইতে ইহার অনেক কথা বিচারাসহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর হিন্দু লেখক ও মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের উক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। তাহার উপর দেবতা, অপ্সরা, কবন্ধ, ডাকিনী প্রভৃতির সমাবেশে এবং অতিরঞ্জন-প্রিয়তায় ইহার লৌকিকতা বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহার অনেক বিবরণ পরস্পর বিরোধী; স্থলে স্থলে ইহার রুচি নিতান্ত অমার্জ্জিত, অস্বাভাবিক এবং গ্রন্থোক্ত ব্যক্তিগণের হীনতাকারক। প্রতিভাবান্ লেখকের রচিত হইলেও এরূপ হইবার কারণ এই যে, অধুনা-প্রচলিত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত চাঁদবর্‌দাইএর লিখিত নয়; বহুজনের হস্তক্ষেপে ইহা বর্ত্তমান বিকৃত ও বীভৎস আকার গ্রহণ করিয়াছে। মূলগ্রন্থ তিন চার হাজার মাত্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনাপ্রচারিত গ্রন্থে লক্ষাধিক শ্লোক দৃষ্ট হয়। * চাঁদের পুত্রপৌত্রগণ নিজেদের ইচ্ছামত ইহার পরিবর্দ্ধন করিয়া-

স্বজাতীয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়াই পরাজিত হইয়াছিলেন; নিজের inactivityর জন্য পরাজিত হন নাই।

এখানে বলা আবশ্যক যে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সাহাবুদ্দীনকে ছয়বার পরাজয় কোন মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথ্বীরাজরাসোতে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ছয়বার পরাজয় এরূপভাবে এবং এরূপ অবস্থায় ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এইজন্য আমার কাব্যে আমি তাহা উল্লেখ করি নাই। যাহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বীকৃত তাহাই উল্লেখ করিয়াছি। কি জন্য টড্ পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে arrogance ও inactivity এই দুইটী দোষ আরোপ করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, পৃথ্বীরাজরাসো পাঠকের পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নয়। কিন্তু সে অবান্তর প্রসঙ্গ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, কাহারও অধঃপতন যদি তাঁহার arrogance বা inactivityর জন্য হয় তবে স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি সহানুভূতির ও শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণদান করিয়া পৃথ্বীরাজ হিন্দুমাত্রেরই নমস্য হইয়াছেন। প্রকৃত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যদি তাঁহার প্রতি সহানুভূতির ও শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে পারে, এরূপ মত প্রচারিত হয়, তাহা দোষাবহ হইবে। এই জন্যই আমার যাহা বক্তব্য তাহা আপনাকে জানাইলাম। ইতি।

* According to the tradition current among the descendants of Cand at Nagore, the extent of Cand's original Prithwiraj Rasau was about three to four thousand slokas.' Cand did not live to complete the work.
Bardic chronicles by Mahamahopadhyaya Hara Prasad Sastry P. 26.

ছেন। স্থলে স্থলে তাঁহারা এরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, কাব্যের নায়ক পৃথ্বীরাজকে পশ্চাতে রাখিয়া, নিজেদের পূর্ব্বপুরুষ কবিকেই অগ্রস্থানীয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।* এরূপ অবস্থায় সমকালবর্ত্তী লেখকের রচিত বলিয়া ইহার উক্তি গ্রহণীয় ও আস্থাযোগ্য এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তথাপি পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে উত্তরকালবর্ত্তীদিগকে পৃথ্বীরাজ-রাসোর উপর নির্ভর না করিলে চলে না। আমাকেও করিতে হইয়াছে; কিন্তু আমি স্থলে স্থলে, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছি। পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক টডের উক্তি প্রধানতঃ পৃথ্বীরাজরাসো অবলম্বনেই লিখিত। পৃথ্বীরাজরাসোর হিন্দী দুর্ব্বোধ্য বলিয়া আমি, প্রয়োজন মত, টডের উক্তির মর্ম্মানুবাদ পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

পৃথ্বীরাজ-বিজয় নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্যে পৃথ্বীরাজের কথা কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যখানি কাশ্মীরে পাওয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত ভারত-বর্ষের মধ্যে সেই একখানি গ্রন্থই ছিল। তাহা হইতে এক্ষণে কোন কোন পুস্তকালয়ে অনুলিপি করা হইয়াছে। ইহার অনেক কথার সহিত, এমন কি পৃথ্বীরাজের পরিচয় সম্বন্ধেও, পৃথ্বীরাজরাসোর সামঞ্জস্য নাই। কেহ কেহ পৃথ্বীরাজ-বিজয়ের কথায় আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে যে গ্রন্থ একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে কখনও সমাজে আদৃত বা পরিগৃহীত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ইহার উক্তি অনুসরণ করা সঙ্গত বোধ করি নাই।

মুসলমান লেখকগণ মহম্মদঘোরীর সহিত যুদ্ধ ব্যতীত পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধীয় অপর কথা লিখেন নাই। তাঁহাদিগের বর্ণিত ঘটনার সহিত বহু স্থলে পৃথ্বীরাজরাসোর বিশিষ্ট পার্থক্য আছে। পৃথ্বীরাজরাসোতে আছে যে, পৃথ্বীরাজ, বন্দীরূপে গজনীতে নীত হইবার পর, অন্ধাবস্থায় মহম্মদ ঘোরীকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসে আছে যে, পৃথ্বীরাজ দ্বিতীয় তরায়ণের যুদ্ধের পর ধৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নরকে প্রেরিত হন।

---

* কিন্তু চাঁদের মৃত্যুর পর Additions were made by descendants until Akber's time enlarging the work to 125000 verses

V. Smith's Early History of India P. 387.

ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর বহুদিন পরে, মহম্মদ ঘোরী গক্ষরদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। পৃথ্বিরাজরাসোতে আছে যে, মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের নিকট সাত সাত বার পরাজিত হইয়াছিলেন এবং একাধিক বার বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইবার পর নিষ্ক্রয়দানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। * তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মিনূহাজ ও ফেরিস্তা দুইবার যুদ্ধের ও একবার পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, নিষ্ক্রয় সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। অপর এক মুসলমান লেখক পরাজয়ের উল্লেখ মাত্র করেন নাই। † এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে সত্য নির্ণয় কঠিন। ইতিহাসোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা সামঞ্জস্যসহ ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

পৃথ্বীরাজের পতনের ইতিহাস সমগ্র হিন্দুজাতিরই পতনের ইতিহাস। কিন্তু এই পতনের কারণ কি তাহা হিন্দু, মুসলমান কেহই আলোচনা করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদেশিক আক্রমণ হিন্দুজাতির পক্ষে নূতন নয়। কিন্তু সেই সকল আক্রমণের ফল স্থায়ী হয় নাই। কালবৈশাখীর ন্যায় তাহা ভারতবর্ষের উপর দিয়া যদিও প্রবলবেগে বহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঝটিকা-শেষে প্রকৃতি আবার স্বাভাবিক শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। পৃথ্বীরাজের পরাজয় হইতে হিন্দুজাতির যে পতন ঘটিয়াছে, তাহার পর আর প্রকৃত উত্থান হয় নাই। কেবল মহাপ্রাণ শিবাজী হিন্দুর অন্তর্নিহিত শক্তি যে লোপ পায় নাই, মহারাষ্ট্রে তাহার আংশিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন। যে যে কারণে এই পতন ঘটিয়াছিল তাহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃতির নিয়মে যাহা সর্ব্বত্র ঘটিতেছে ভারতবর্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই পতনের প্রধান কারণ ভারতবর্ষে রাজবাহুল্য। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে এখানে কোনও মহারাজ্য স্থাপনের উদ্যম স্থায়ী হয় নাই। দুই একবার যাহা হইয়াছিল, তাহা দুই এক পুরুষ না যাইতে যাইতে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা অতুল্যপ্রতাপ, সার্ব্বভৌম বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তাঁহারাও

* The Hindu writers state that this was the seventh time the Sultan had invaded India, in all of which he had been defeated.

Tabakat-i-Nasiri, Foot-note P. 466.

† Next season Sultan Maizzuddin made another expedition into India and killed Raja Pithaura in a single action.

Rauzatu T Tahirin, Elliot's History of India Vol. VI. P. 198.

প্রকৃত প্রস্তাবে একেশ্বর ছিলেন না। মিগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রবল-প্রতাপ চন্দ্রগুপ্তের সময়েও ভারতবর্ষে একশত খণ্ডরাজ্য ছিল। এই রাজবাহুল্য কোন জাতির সমগ্র শক্তিকে একই কেন্দ্রে আনিয়া দুর্জ্জয় করিতে পারে না; প্রত্যুত পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া বলক্ষয় করে। এই রাজবাহুল্যের ন্যায়, ভারতবর্ষে ধর্ম্মবাহুল্য এবং ভাষাবাহুল্যও ইহার পরাধীনতার এক একটী বিশিষ্ট কারণ। এই বৃহৎ দেশে এক একটী নদী বা পর্ব্বত এক একটী প্রদেশকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তখন গমনাগমনের পথ ছিল না; এক প্রদেশ-বাসী অপর প্রদেশবাসীর ভাষা বুঝিত না; একই জাতিভুক্ত হইলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করিত না; পরস্পরের সুখ দুঃখে মিলিত হইত না। তাহার উপর ধর্ম্মভেদ জন্য মনোবাদের কারণ যথেষ্টই ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ পরস্পরের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কখনও কখনও উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বদ্ধমূল বিবাদই শ্রুত হয়। মগধের পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ এবং বঙ্গদেশের সেনবংশীয় রাজগণ হিন্দু ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক বিদ্বেষবশতঃ বোধিদ্রুম উৎপাটন এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কেবল মূলধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নহে; তাহাদিগের নিজ নিজ শাখা প্রশাখার মধ্যেও বিরোধের অভাব ছিল না। শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত পরস্পরকে এবং মহাযানপন্থানুযায়ী বৌদ্ধগণ হীনযানগামীদিগকে নিকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এই ঘৃণা বা বিদ্বেষ অনেক সময়ে রক্তপাতে পর্য্যবসিত হইত। রাজভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ তবে মিলন করিবে কে? প্রস্তরখণ্ড যতক্ষণ মস্‌লা দিয়া বাঁধা থাকে, ততক্ষণই তাহারা প্রাচীররূপে নদীস্রোতকে রুদ্ধ করে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মস্‌লাগুলি গলিয়া বা খসিয়া যায় তখনই, অবরোধিকা শক্তি হারাইয়া এবং স্রোতের বলে চালিত হইয়া, তাহারা রেণুশেষ হইয়া যায়। এক রাজা, এক ধর্ম্ম এবং এক ভাষারূপ বন্ধন-মসলার অভাবে ভারতবাসিগণ, বল বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট না হইলেও, রেণুশেষ হইয়াছেন।

রাজবাহুল্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ভারতবর্ষের প্রাচীন ক্ষত্রিয়বর্ণ লুপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই সাধারণের সংস্কার। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই আর একটী জাতি আসিয়া

তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহারা রাজপুত্র বা রাজপুত বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু যেরূপেই উৎপন্ন হউন, ইঁহারা আপনাদিগকে সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূত বলিয়া নিঃসন্দেহ বিশ্বাস করিতেন এবং লোকের নিকটও তাহা প্রচার করিতেন। কেহ আপনাকে শ্রীরামচন্দ্রের, কেহ বা অর্জ্জুনের বংশোদ্ভূত বলিতেন। তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপেও ক্ষত্রিয়োচিত দোষ, গুণ লক্ষিত হইত। পরস্পরের প্রতি বৈরাচরণ, জিগীষা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রভৃতি দোষের সঙ্গে দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্তি, উদারতা, রণপাণ্ডিত্য এবং প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি গুণ তাঁহাদের প্রকৃতিতে পরিস্ফুট ছিল। এই রাজপুতগণই, মুসলমান অভিযানকালে, ভারতবর্ষের অনেক প্রধান রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। দিল্লীতে তোমর, আজমীরে চৌহান, কনোজে রাঠোর, মালবে পরমার, মিবারে গিহ্লোট, গুজরাটে চালুক্য, মহোবায় চান্দেল, দাক্ষিণাত্যের দ্বারসমুদ্রে বল্লাল এবং দেবগিরিতে যাদববংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজাদিগের আচার, ব্যবহার ইঁহাদিগের আদর্শ ছিল। ইঁহা-দিগের কন্যারা স্বয়ংবরা হইতেন; যজ্ঞান্তে ইঁহারাও সার্ব্বভৌম বা রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি লইতেন। এই সকল অনুষ্ঠান, অনেক সময়, রক্তপাত এবং বংশানুক্রমিক শত্রুতা ব্যতীত সম্পন্ন হইত না। স্বয়ংবরের সঙ্গে বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণ প্রথাও বহুল প্রচলিত ছিল; তদুপলক্ষ্যে এবং উত্তরাধিকারস্বত্ব লইয়া যে বিবাদ ঘটিত তাহা এক একটী রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রাজশক্তি, প্রধানতঃ, রাজপুতদিগেরই হস্তে ছিল। তাঁহাদের এইরূপ বিবাদের ফলে হিন্দুগণ মুসলমানকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে পারেন নাই। অধিকাংশস্থলেই এক একজন যাহা পারিয়াছেন, তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, পৃথ্বীরাজের ১০৮ জন মিত্র-রাজের মধ্যে ৬৪ জন মাত্র তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রজাসাধারণের অবস্থা আলোচনা করিলেও এই পতনের কারণ অনুমিত হইবে। যজন, যাজন এবং অধ্যাপন তখনও ব্রাহ্মণদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল। আলোররাজ দাহির এবং তাদৃশ দুই একজন ব্রাহ্মণ রাজা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে তুমুল সাহসে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেরূপ উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অস্ত্র-ধারণে অজ্ঞ ও অক্ষম ছিলেন; যুদ্ধ রাজপুতেরই কার্য্য এবং ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। তদিতর জাতিগণ

আপনাদিগের কৌলিক ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম বা বণিক-বৃত্তি, অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন। রাজার প্রয়োজনে, সময়ে সময়ে, ইহাঁরা অস্ত্রধারণে বাধ্য হইতেন; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁহাদিগের সাহস বা শৌর্য্য সম্যক্ কার্য্যকর হইত না। তাহার উপর অগণ্য অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য জাতি একবারেই পরিত্যক্ত ছিল। তাহাদিগের সাহস, বল ও রাজভক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হইত না। সুতরাং যুদ্ধকালে আত্মরক্ষার বা শত্রুজয়ের জন্য দেশব্যাপী উদ্যম কখনও হয় নাই। নানা কারণে অধিকাংশ লোকই যুদ্ধকালে নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। মুষ্টিমেয় বৈদেশিক আসিয়া যে, একাধিকবার, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, জনসাধারণের অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য এবং অমিলনই তাহার কারণ।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা সমস্তই বস্তুগত বা পার্থিব। ইহাদিগের পশ্চাতে বস্তুসম্বন্ধহীন, অপার্থিব প্রবল কারণও বিদ্যমান ছিল। যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, এই জগৎ কেবল ভৌতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে না; ভৌতিক শক্তির অন্তরালে এক অদৃশ্য আধ্যাত্মিক শক্তি ইহা শাসন ও সংরক্ষণ করিতেছে। হিন্দু জাতি, এক সময়, ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াও, ক্রমশঃ, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য, এবং লোকরঞ্জন-প্রিয়তার ও দলপুষ্টির অনুরোধে, অতি বীভৎস ও কুৎসিত আচারসমূহ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া উভয় ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার উপর স্বার্থপরতায়, দ্বেষে এবং ইন্দ্রিয়সেবানুরক্তিতে সমাজ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশে সীতা, সাবিত্রী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে নারী পতিহত্যা এবং যে দেশে রামচন্দ্র ও ভীষ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে দেশে পুত্র পিতৃহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। স্বর্ণময়ী সীতা-প্রতিকৃতি যে দেশে পতিব্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিল, সে দেশে এক একজন রাজা শত শত পত্নী এবং প্রকাশ্য উপপত্নী গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। 'বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ' এই মহাবাক্যের স্থলে 'দুঃশীলোপি দ্বিজঃ পূজ্যঃ ন শূদ্রো গুণবানপি' এই নীচ উপদেশ পরিগৃহীত হইয়াছিল। 'মাতৃবৎ পরদারেষু' এই মহোপদেশ গ্রহণীয় না হইয়া দরিদ্রা পরস্ত্রী 'বচনমাত্রসিদ্ধা', কার্য্যতঃ, ইহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল।

সুতরাং এদেশের পতন নিবারণ করে কাহার সাধ্য ? সর্ব্বশক্তিমান ও ন্যায়বান বিধাতার বিচারে যাহা হওয়া সঙ্গত, হিন্দুজাতির সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদিগের জন্য কাব্যোক্ত কালে ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুসলমান-অধিকার কিরূপে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক হজরৎ মহম্মদ ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবনকালেই ধর্ম্মবিস্তারের ও সেই সঙ্গে রাজ্যবিস্তারের জন্য তাঁহার শিষ্যগণের বাসনা জন্মিয়াছিল। ভারতবর্ষ, স্বীয় ঐশ্বর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের জন্য, চিরদিনই, সর্ব্বজাতির লালসা উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। মহম্মদের মৃত্যুর পর, পাঁচ বৎসর গত হইতে না হইতে, আরবগণ, জলপথে আসিয়া, ভারতবর্ষের সমুদ্র-তটবর্ত্তী পশ্চিম প্রদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণের ফল স্থায়ী হয় নাই। অবশেষে, খলিফা ওয়ালিদের সময়ে, পারস্যের শাসনকর্ত্তা তাঁহার জামাতা মহম্মদ কাসিমকে ভারতবর্ষ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। কাসিম, তরুণবয়স্ক হইলেও, বুদ্ধিকৌশলে ও বলবীর্য্যে অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি মাকরাণ ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। হিন্দুগণ, প্রভূত সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়াও, তাঁহার আক্রমণ নিবারণে সমর্থ হন নাই।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের অন্যতম অধিপতি বীরবর দাহির কাশিমের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং সমুদ্রতট হইতে মুল্‌তান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের এই অভিযানের ফল স্থায়ী হয় নাই। কাশিমের মৃত্যুর পর মুসলমান প্রভুত্ব ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং বিজিত হিন্দুগণ পুনর্ব্বার আপনাদিগের স্বাধীনতা লাভ করেন। এইরূপে প্রায় আড়াই শত বৎসর গত হইলে আবার ভারতবর্ষে মুসলমান অভিযান আরব্ধ হয়। খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে সবুক্তজীন নামে এক দৃঢ়চেতা মুসলমান বীর গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি লাহোর প্রদেশের অধিপতি রাজা জয়পালকে পরাস্ত করেন এবং পেশওয়ার ও তাহার আসন্নবর্ত্তী প্রদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। সুপ্রসিদ্ধ সুলতান মামুদ ইঁহারই পুত্র। ইনি অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষে স্থায়ী ভাবে রাজত্ব করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। প্রতিমাধ্বংস, বিজিত নগর

ও দেবমন্দির লুণ্ঠন এবং পঞ্চনদ প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর, শতবর্ষ গত হইতে না হইতে, তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই সময় গজনী ও হিরাট উভয়ের মধ্যস্থলে ঘোর নামে একটী পার্ব্বত্যরাজ্য ছিল। খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোররাজ গজনী অধিকার করেন। ঘোরের অধিবাসী বলিয়া এই রাজবংশ ইতিহাসে ঘোরী নামে পরিচিত। ঘোরী বংশে গিয়াসুদ্দীন ও মইজুদ্দীন নামে দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গিয়াসুদ্দীন নামে রাজা ছিলেন কিন্তু আধিপত্য কনিষ্ঠ মইজুদ্দীনেরই হস্তে ছিল। এই মইজুদ্দীনই ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরী নামে সুবিদিত। তিনি মামুদের ন্যায় বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রতিনিধি কুৎবুদ্দিন ভারতবর্ষে, প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলমান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশের উদ্যম করিলে পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক এই কাব্য হইতেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি হইতে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কিয়দধিক আড়াই বৎসরের মধ্যে তরায়ণের উভয় যুদ্ধ, তবরহিন্দ-অবরোধ ইত্যাদি সংঘটিত হইয়াছিল।*

ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমি এই কাব্যে প্রয়োজনানুরূপ মনঃকল্পিত ঘটনা এবং চরিত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছি। কাব্যোক্ত প্রধান পাত্র, পাত্রীদিগের মধ্যে রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য এবং তন্ত্রোপাসিকা মেধা কল্পিত; অপর সকলেই ঐতিহাসিক। মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি ও কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কুৎবুদ্দীনের ও বক্তিয়ারের নাম বাঙ্গালী পাঠকদিগের সুপরিচিত বলিয়া তাঁহাদিগকে কাব্যের পাত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। বর্ণনীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক করিবার জন্যই কল্পিত ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়াছে; কিন্তু কুত্রাপি ইতিহাসোক্ত ঘটনার বিকৃতি করি নাই। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে যাহা সঙ্গত ও কাব্যোপযোগী বোধ হইয়াছে, সেইরূপ সন্নিবেশ করিয়াছি।

---

* মুসলমান অব্দের সহিত খ্রীষ্টিয় অব্দের তুলনায়, ঐতিহাসিক Vincent Smith এর মতানুসারে, এই সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

কি রাষ্ট্রীয় ঘটনা, কি সামাজিক আচার, ব্যবহার, কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহে যাহা পাইয়াছি, তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি। যাহাতে হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর পাঠক ব্যথিত হইতে পারেন, মনঃকল্পিত এরূপ কোনও কথা বলি নাই। কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাকিলে পাঠক, ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে, তাহা ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করিবেন। সুপরিচিত বিষয় ব্যতীত অন্যত্র সমর্থক মূল, পাদটীকাকারে, উদ্ধৃত করিয়াছি। এই পাদটীকা একটু বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু আশা করি, তত্ত্বান্বেষী পাঠকের নিকট তাহা অপ্রাসঙ্গিক বা বিরক্তিকর বোধ হইবে না। এ দেশে ইতিহাসের প্রচার থাকিলে এরূপ বহুল পাদটীকার প্রয়োজন হইত না। সাধারণ পাঠক, পাঠিকা সে গুলি ত্যাগ করিতে পারেন; তাহাতে রসভঙ্গের আশঙ্কা নাই।

পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। কবিতা-রস-বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু, প্রতিকারের পথ দেখিলে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, পতনের পর উত্থান অবশ্যই আরব্ধ হইবে।

পৃথ্বীরাজরচনায় আমি যে সাহায্য লাভ করিয়াছি, গ্রন্থপ্রকাশকালে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা স্মরণ করিতেছি। পুস্তকসংগ্রহে, স্থানীয় তত্ত্বানুসন্ধানে, গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষসাধনে আমার কোন কোন হিতৈষী বন্ধু আমাকে পরামর্শ দান ও সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একজনের নাম প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করা আমি অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। আমার প্রিয়তম ছাত্র, শ্রীমান প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর ইহার জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা সঙ্কোচের বিষয় হইলেও, কর্ত্তব্যানুরোধে, আমি ইহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। সহৃদয় ও সুরসিক কবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত শ্রবণের পর, এবং দ্বিতীয় সংস্করণ কালে, প্রুফ দেখিবার সময়, আমাকে যে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে কাব্যের বহু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আমি সে জন্য তাঁহার নিকট হৃদ্গত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আজমীরের ইতিহাস-লেখক, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরবিলাস সারদা ও দিল্লীপ্রবাসী, পুরাতত্ত্বপ্রিয় শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বাগ্‌চি, সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও, আজমীর

ও দিল্লী সম্বন্ধীয় সংবাদদানে ও চিত্রসংগ্রহ-কার্য্যে সাহায্য করিয়া, আমায় পরম উপকৃত করিয়াছেন। সারদা মহাশয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে আমি আজমীর সম্বন্ধে বহু উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যথাস্থলে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কল্পিত চিত্রগুলি সুনিপুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসের অঙ্কিত। তাঁহার চিত্র আমার কল্পনা পরিস্ফুটনে যে সাহায্য করিয়াছে, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

উপসংহারকালে আমার নিবেদন এই যে, কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেও, আমি যে ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতেছি, তাহা আমি যেমন বিস্মৃত হই নাই, আমি যে কাব্য লিখিয়াছি, ইতিহাস লিখি নাই, আশা করি, আমার পাঠক-বর্গও, তেমনি, সে কথা বিস্মৃত হইবেন না। মন্দিরনির্ম্মাতা স্থপতির ন্যায় আমি ইতিহাসরূপ খনি হইতে প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সে গুলিকে উপযুক্ত আকারদান ও যথাস্থানে সন্নিবেশ সম্বন্ধে আমি নিজের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়াই অগ্রসর হইয়াছি। আমার পাঠক, পাঠিকা যদি স্মরণ রাখেন যে, ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ চাঁদ কবির এবং কবিতারসবিতরণ মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের চিন্তার বিষয় ছিল না, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য ও অবলম্বিত উপায়, উভয়ই, তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে। ইতি—

চৈত্র, ১৩২২
কলিকাতা। } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে নিবেদন।

পৃথ্বীরাজ যে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তজ্জন্য আমি সর্ব্বমঙ্গলময়কে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।* তিনি করুন, যেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; আমরা, আমাদিগের কার্য্যের ফলাফল বুঝিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হই। কলিকাতাস্থ সাহিত্যসেবক-সমিতির সভ্যগণ এই গ্রন্থের প্রথম শ্রোতা; তাঁহারা আমার বিশিষ্ট ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদিগের প্রশংসা ও উৎসাহবাক্য এক্ষণে বহু সাহিত্যমন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমি তাঁহাদিগের এবং নানাস্থান হইতে যাঁহারা পত্র লিখিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

---

* প্রথম সংস্করণ ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সংস্করণকালে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সম্মার্জ্জিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার পর নূতন কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইবে, আমার এরূপ বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, জীবিত লেখকের গ্রন্থে প্রত্যেক সংস্করণেই স্বল্পাধিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তনের পরিমাণ লেখকের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে অবস্থায় বর্ত্তমান সংস্করণের সংশোধন ও সংযোজন হইয়াছে, তাহা বলিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ করিবার পূর্ব্বে আমি, রোগাবসানে, স্বাস্থ্যলাভের জন্য, ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত সুপৌলে গমন করিয়াছিলাম। সুপৌল সাধারণের নিকট স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া সুপরিচিত না হইলেও শীতঋতুতে প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর। আমি এখানে, কয়েকমাস অবস্থিতি করিয়া, প্রভূত উপকারলাভ করিয়াছিলাম। সে উপকার স্বাস্থ্যোন্নতিতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। সুপৌলের নির্ম্মল জল এবং বিশুদ্ধ বায়ুর গুণে যেমন আমার জীর্ণ দেহে নূতন রক্তকণিকা গঠিত হইয়াছিল, ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও তেমনি আমার শুষ্কহৃদয়ে নবরস সঞ্চার করিয়াছিল। সুপৌল নেপাল-রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত। সমতল ভূমির সহিত বন্ধুর ভূমির এবং গ্রাম্য তরুলতার সহিত পার্ব্বত্য উদ্ভিদের এখানে সম্মিলন হইয়াছে। হিমাচল ইহার উত্তরে বিরাট মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। দেবদর্শনের ন্যায় তাঁহার দর্শনলাভ সর্ব্বদা সুলভ না হইলেও তাঁহার সান্নিধ্য চিত্তকে ভাবাবিষ্ট করে। সুপৌলের মহাকায় (rain trees) বর্ষণবৃক্ষ সমূহ, ঘনশ্যাম আম্রকুঞ্জ, ছায়াসেবিত রাজপথ এবং যোজনব্যাপী প্রান্তর ভাবুকের পক্ষে প্রীতি ও অনুরাগের সহিত স্মরণীয়। প্রাতঃকালে, যখন, আমি ইহার নির্জ্জন প্রান্তরপথে ভ্রমণ করিতাম, তখন, ইহার নীরবগাম্ভীর্য্যে আমার হৃদয় সংসারের কোলাহল বিস্মৃত ও অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইত। প্রভাত সমীরণ, কখনও, প্রস্ফুটিত সর্ষপকুসুমের তীব্র মধুগন্ধ, কখনও আম্রমুকুলের কষায় সৌরভ বহন করিয়া, সুমন্দ হিল্লোলে, আমার শরীর স্নিগ্ধ এবং নাসিকা মোদিত করিত। ঘুঘুর অশ্রান্ত করুণ সঙ্গীত, পাপিয়ার গগনপ্লাবী স্বরতরঙ্গ আমার কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিত এবং স্বভাবচপল খঞ্জন পক্ষীগুলি তাহাদিগের চকিত নৃত্যে আমার নয়ন পরিতৃপ্ত করিত। বসন্তসমাগমে ইহার আপাদমঞ্জরিত, ভ্রমর-নিসেবিত আম্রতরুগুলির শোভা বর্ণন করিবার নয়। আমি অতৃপ্তনয়নে সে শোভা দর্শন করিতাম ; আমার হৃদয় কবিত্বময় হইয়া উঠিত। তদবস্থায় বর্ত্তমান অতীতে

এবং পরিদৃশ্যমান ধ্যানগম্যে পরিণত হইত। আমি, ভাবাবেশে, গৃহে আসিয়া, যখন, আমার কাব্য পাঠ করিতে বসিতাম, তখন অনেক অপূর্ণতা দর্শন করিয়া নূতন কথা সন্নিবেশ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া আমার বোধ হইত। বর্ত্তমান সংস্করণের নবসংযোজিত অংশগুলি, প্রধানতঃ, আমার সুপৌল বাসেরই ফল। আমার বিশ্বাস তাহার দ্বারা আমার কাব্যের উপযোগিতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের সহৃদয়তাগুণে আমার সুপৌলবাস সুখাবহ ও সার্থক হইয়াছিল, আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'এই বহুদোষদুষ্ট আমাদিগের জাতির কি উত্থানের আশা নাই?' এ প্রশ্নের উত্তর আমি আমার কাব্যের সর্ব্বশেষ পংক্তিতে দিয়াছি।

"প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দূর।"

যে সকল দোষের জন্য আমাদিগের পতন হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলে যে আবার আমাদের উত্থান হইতে পারে, মহাপ্রাণ শিবাজী মহারাষ্ট্রে ইহার আংশিক প্রমাণ দিয়াছেন। পৃথ্বীরাজ পাঠের পর আমি পাঠককে আমার রচিত শিবাজী মহাকাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উভয় কাব্য পাঠ না করিলে আমার কাব্যরচনার উদ্দেশ্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

নূতন সংযোজনবশতঃ তৃতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণ হইতে ৫০ পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে। তাহাতে, কয়েকখানি নূতন চিত্র সন্নিবেশ করাতে এবং কাগজের মূল্য ও ছাপার খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়াতে, ব্যয় বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই জন্য, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইল। আশা করি, অবস্থাবিচারে, সাধারণে তাহা অনিবার্য্য জ্ঞান করিবেন।

আন্তরিক আগ্রহসত্ত্বেও গ্রন্থখানিকে মুদ্রণভ্রমশূন্য করিতে পারি নাই। ২৬৮ পৃষ্ঠায় "সেথা" স্থলে "সেথা", ২৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় "আগমোক্ত" স্থলে "আগোমক্ত" এবং "পতিঃ" স্থলে "পতি" ছাপা হইয়াছে। এইরূপ ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি—

কলিকাতা
৩৫ এ গুয়াবাগান লেন
ভাদ্র ১৩২৭ } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

বিষয়-নিরূপণ।

চিত্র সূচী।